BanglaBook.org

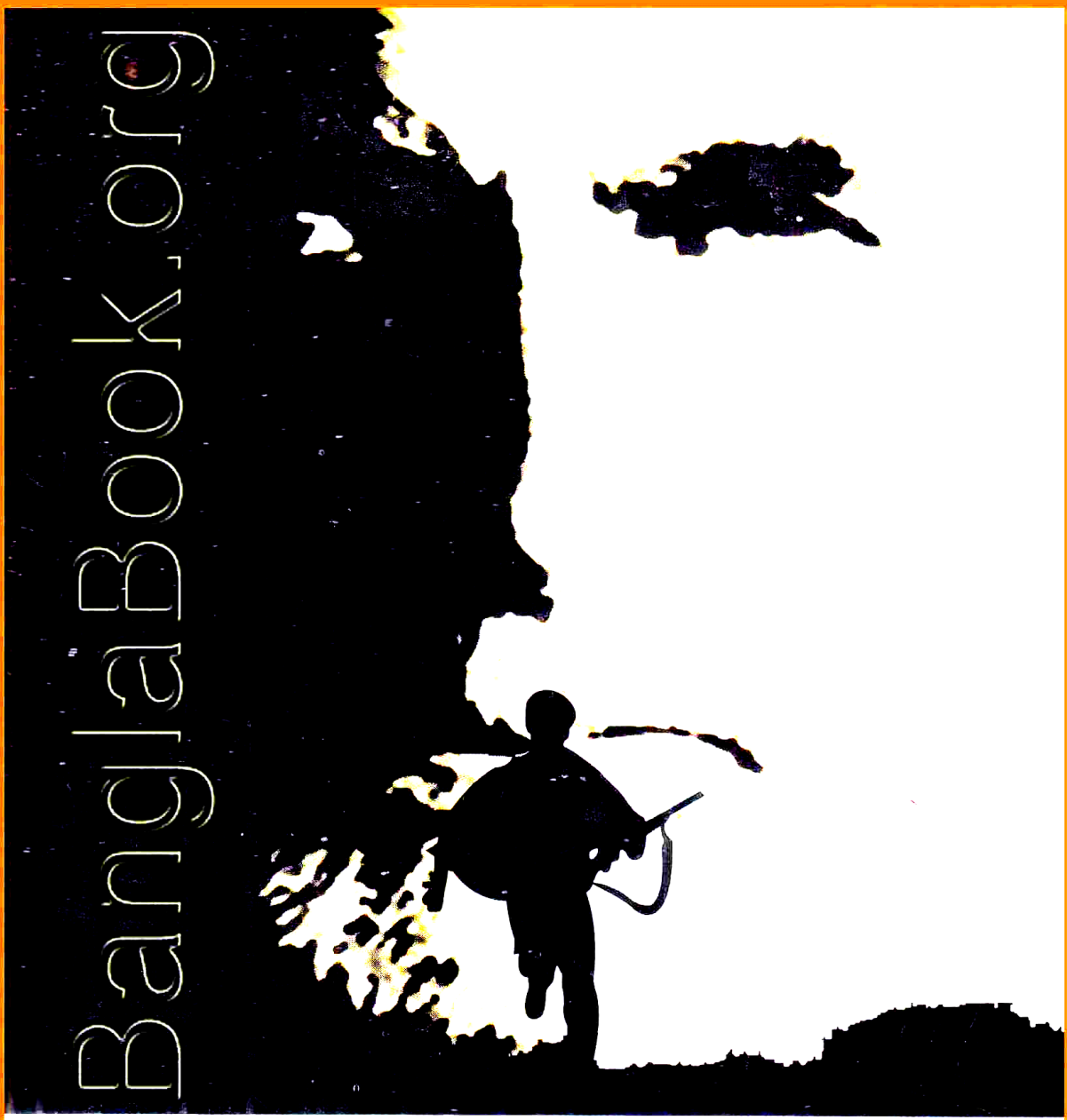

ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র

অ্যাভেঞ্জার

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

www.BanglaBook.org

ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র

অ্যাভেঞ্জার

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বাতিঘর প্রকাশনী

অ্যাভেঞ্জার

মূল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

AVENGER

copyright©2008 by Frederic Forsyth

অনুবাদস্বত্ব © ২০০৮ বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৮

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং সম্পাদিত, মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টিং প্রেস, ২৪, শ্রীশ দাস লেন, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০, গ্রাফিক্স : ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার , ঢাকা-১১০০, কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উৎসর্গ :

টানেল র‍্যাট'দেরকে

আপনারা এমন কাজ করেছেন যা
আমার পক্ষে কখনও করা সম্ভব হোতো না

অনুবাদকের উৎসর্গ :
ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র গুণমুগ্ধ ভক্ত সিলেটের রিয়াদ ভাই
এবং তার নীলাঞ্জনাকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

মুখবন্ধ

সপ্তম বারের মতো তারা আমেরিকান ছেলেটিকে তরল সিমেন্টের মধ্যে ঠেলেঠুলে ডোবালে ছেলেটি আর পেরে উঠতে না পেরে মরেই গেলো। জঘন্য ময়লা ঢুকে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো তার শরীরের প্রতিটি ছিদ্র।

নিজেদের কাজ শেষ ক'রে লাঠিগুলো রেখে ঘাসের উপর ব'সে পড়লো তারা। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সিগারেট ধরালো সবাই। এরপর রিলিফ এজেন্সির বাকি কর্মী আর ছয় জন এতিমকেও একইভাবে খতম ক'রে আবারো পাহাড়ের ওপারে চলে গেলো তারা।

ঘটনাটি ১৯শে মে ১৯৯৫ সালের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১

যে লোকটা একা একা দৌড়াচ্ছে সে ঢালু পথটা দিয়ে ওঠার সময় নিজের সুতীব্র যন্ত্রণাটার সাথে আরেকবার লড়াই করলো। এটা একটা অত্যাচার এবং থেরাপিও বটে। এজন্যেই সে এটা করছে।

যারা জানে তারা প্রায়শই বলে ট্রায়াথলন-এর নিয়মকানুগুলো খুবই নির্মম আর অসহ্য। এটাতে দক্ষতা অর্জন করতে হলে খুবই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

নিউ জার্সিতে ট্রেনিং প্রাপ্তির দিনগুলোতে সব সময়েই সে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়তো। হ্রদের থেকে অনেক দূরে, যাওয়ার পথে নিরাপত্তার জন্যে শিকল দিয়ে তার রেসিং বাইসাইকেলটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলো। পাঁচটা-দু'মিনিটের সময় সময় মাপার যন্ত্রটা নিজের কব্জিতে বেঁধে নিলো সে। অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী তার অনুশীলনের অভ্যাস আছে। পনেরো শ' মিটার পর্যন্ত একটানা সাঁতার কেটে যেতে পারে।

হ্রদের বরফ-পানিতে সে ঝাঁপ দিলো। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। পঁচিশ বছর বয়সে এটা একটা নিষ্ঠুর ঘটনা। আর একান্ন বছর বয়সে জেনেভা কনভেনশন অনুয়ায়ী এটা অবশ্যই দণ্ডনীয়, অভিযুক্ত করার মতো একটি অপরাধ। গত জানুয়ারি মাসে তার একান্ন বছর পূর্ণ হয়েছে। একটু সাহস নিয়ে চকিতে নিজের কব্জির সময়-মাপার যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করলো সে। অবস্থা ভালো নয়, বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে পানিতে রয়েছে। তাকে তার বয়স নামক শত্রুর বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই করতে হচ্ছে। প্রায় নির্দিষ্ট সময়ের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে সে, অথচ এখনও দু'কিলোমিটার অতিক্রম করতে হবে।

প্রথমে নজরে এলো তার এলাকার বাড়িগুলো, তিরিশ নম্বর হাইওয়ের ঠিক বাঁকের মুখে। প্রাক বিপ্লবের সময় পেনিংটন গ্রামের তথাকথিত বিপ্লবীরা তিরিশ নম্বর হাইওয়েটা বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলো। অদূরে পঁচানব্বইতম আন্তঃরাজ্য সড়ক, যার শুরু সুদূর মেইন নিউইয়র্ক থেকে এবং মাঝপথে তার বিরতি ডেলাওয়্যার, পেনসিলভানিয়া এবং ওয়াশিংটনে। আর গ্রামের ভেতরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাস্তাটাকে বলা হয় মেইন স্ট্রিট। পেনিংটন একটা ছোট্ট শহর। আনুমানিক দশ হাজার লোকের বাস, আমেরিকায় যাদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না, যারা উপেক্ষিত থাকে। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র বড় দুই রাস্তার সংযোগস্থল। যেখানে ওয়েস্ট ডেলাওয়্যার এভিনু এবং মেইন স্ট্রিট মিলিত হয়েছে। এখানে রয়েছে তিন শ্রেণীর গির্জা, ভক্তদের আগমন ঘটে নিয়মিত। আর রয়েছে একটি ফার্স্ট ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, কয়েকটি দোকান, হাট-বাজার এবং শহরের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গাছপালায় ঘেরা রাস্তার দু'পাশে সারি-সারি কিছু বসতবাড়ি।

পথচলতি মানুষটি সেই দু'টি রাস্তার সংযোগস্থলের দিকে এগিয়ে চললো, আরও আধ-কিলোমিটার পথ যেতে হবে। এখন জো ক্যাফের এক কাপ কফি কিংবা ভিটোস পিজায় নাস্তাটা সারতে যাওয়া তার পক্ষে একটু তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে। কিন্তু তারা যদি ক্যাফে কিংবা পিজা খুলে থাকে তাহলে সেখানে যাওয়া থেকে বিরত হবে না সে।

সংযোগস্থলের দক্ষিণ দিকের রাস্তা অতিক্রম করার সময় অতীতে গৃহযুদ্ধের সময়কার একটা সাদা বাড়ি তার চোখে পড়লো, বাড়ির সদর দরজায় একটা কাঠের ফলকে নাম লেখা আছে : মিঃ ক্যালভিন ডেক্সটার, অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল। এটি তার নিজের অফিস, যখন কোনো মামলা হাতে নেয় তখন এই কাঠের ফলকে তার নামের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না সে। এখন ছুটিতে মাছ ধরতে গেছে, এতে তার মক্কেল এবং প্রতিবেশীদের যথেষ্ট সায় আছে। নিউইয়র্ক সিটিতে অন্য এক নামে তার যে আরও একটা ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট আছে কেউ তা জানে না।

দীর্ঘ পথ চলায় যন্ত্রণাকাতর পায়ে কোনোরকমে শেষ পাঁচশো গজ পথ পাড়ি দিলো সে শহরের দক্ষিণ প্রান্তের চিজাপিক ড্রাইভে পৌছানোর জন্যে। আগের তুলনায় চলার গতি শ্লথ করতে করতে অবশেষে একেবারে থেমে পড়লো সে। একটা গাছে হেলান দিলে নিজের ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত মাথাটা ঝুলে পড়লো। ফুসফুস দুটো চালু রাখার জন্যে বুক ভরে প্রকৃতির দান হিসেবে বিশুদ্ধ অক্সিজেন নিতে থাকলো সে। দু'ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট ধরে একটানা পাড়ি দেওয়া! তার আগের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। সম্ভবত একশো মাইলের মধ্যে তার মতো একান্ন বছর বয়সে এই দীর্ঘ পথ চলার ধারে কাছে কেউ আসতে পারবে না, কিন্তু এটা আসল কথা নয়। আনন্দের বিষয় যে প্রতিবেশীদের কাছে কখনো সে এটা ব্যাখ্যা করতে পারবে না, তারা বাঁকা হাসি হেসে তাকে বাহবা দেবে, উৎসাহ দেবে। আসল বিষয় হলো, এই ভাবে সে একটা বেদনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছে, এমন একটা বেদনা সহ্য করছে সে, যে বেদনা সর্বক্ষণের, যে বেদনার উপশম কখনো হবে না, সেই বেদনা নিজের সন্তানকে হারানোর, প্রেম-ভালোবাসা আর সর্বস্ব হারানোর!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখান থেকে তার গন্তব্যস্থলের দিকে মোড় নিলো সে, শেষ দুশো গজ হেটেই চললো। অদূরে একজন খবরের কাগজ বিক্রেতাকে তার গাড়ি বারান্দার নিচে একটা ভারি বান্ডিল নিক্ষেপ করতে দেখলো সে। সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় ছেলেটি হাত নাড়লে জবাবে ক্যালভিন ডেক্সটারও হাত নাড়লো।

এরপর নিজের মোটর স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সেই গাছতলার উদ্দেশ্যে, সেখান থেকে রেসিং বাইসাইকেলকটা স্কুটারের পেছনে বেঁধে বাড়ি ফিরে আসবে আবার। আর বাড়ি ফিরে প্রথমেই ভালো ক'রে পরিকল্পনাটা সেরে নিতে হবে। তারপর প্রবল শক্তি পুণরুদ্ধারের জন্য একটা বার-এ গিয়ে আকণ্ঠ মদ খেতে হবে তাকে।

নিচু হয়ে খবরের কাগজের বান্ডিলটা তুলে নিয়ে বান্ডিল খুলে কাগজগুলোর ওপরে চোখ বোলাতে শুরু করলো সে। যেমনটি সে আশা করেছিলো, বান্ডিলের মধ্যে স্থানীয় সংবাদপত্রও আছে, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্কের *সানডে টাইমস* পত্রিকা ছাড়াও কাগজে মোড়া কারিগরি শিক্ষার ম্যাগাজিনও আছে একটা।

শক্তিমান, বালি রঙের চুল, বন্ধুসুলভ এবং হাস্যরত নিউ জার্সির পেরিংটনের অ্যাটর্নি ক্যালভিন ডেক্সটার এরকম একটা কিছু হওয়ার জন্য জন্মায় নি, তবে এ কথা ঠিক যে, এই রাজ্যেই জন্মেছিলো সে।

১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে এক ঘিঞ্জি অঞ্চলে এই পৃথিবীতে তার প্রথম আলো দেখা। নির্মাণ শ্রমিক আর হোটেলের একজন ওয়েট্রেসের সন্তান সে। তার বাবা-মা যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে সেটা তারা সেই যুগে করতে বাধ্য হয়েছে বলা চলে। ব্যাপারটাকে একটু নীতিবিরুদ্ধ কাজ বলেই মনে হয়েছিলো তখন। প্রতিবেশীদের এক নাচের অনুষ্ঠানে তাদের দেখা, প্রচুর মদ পান করার ফলে তাদের দু'জনেরই নিয়ন্ত্রণ বাইরে চলে যায়। তখন মেয়েটার গর্ভাবস্থার কথা অনুমান ক'রে নিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন ওই ওয়েট্রেসকে বিয়ে না ক'রে উপায় নেই। প্রথমে সে এসব কিছুই জানতো না। শিশুরা কখনই জানতে পারে না কি ক'রে কিংবা কে তাদেরকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে, সেটা তাদেরকে জানতে হয়, আর কখনও কখনও সেটা খুব কষ্টকরও হয়ে ওঠে।

তার বাবা খুব একটা খারাপ লোক ছিলেন না। পার্ল হারবার আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নেন সেনাবাহিনী থেকে। কিন্তু ভবন তৈরির ক্ষেত্রে একজন দক্ষ শ্রমিক হিসেবে নিজের বাসস্থানে তাকে খুবই প্রয়োজন ছিলো। কারণ আমেরিকাও তখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো যার ফলে নিউ জার্সিতে তখন হাজার হাজার নতুন নতুন কলকারখানা, ডক ইয়ার্ড এবং সরকারি অফিস তৈরির জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। তিনি খুব কঠোর পরিশ্রমী লোক ছিলেন, হাতের শক্ত পেশীর মতো তার মনটাও ছিলো খুব দৃঢ়। এই দৃঢ়চেতা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষটি খুবই সহজ-সরলভাবে জীবনযাপন করতে ভালোবাসতেন, যার প্রমাণ তার ব্যবহারিক জীবনে পাওয়া যায়। তিনি তার বেতনের প্যাকেটটা কর্মস্থলে না খুলেই বাড়িতে নিয়ে আসতেন, তিনি তার শিশু-সন্তানকে শক্ত পায়ে দাঁড়াবার সবরকম চেষ্টা করতেন যাতে ক'রে সে পুরোনো গৌরবকে ভালোবাসতে পারে, ভালাবাসতে পারে দেশের সংবিধানকে এবং বিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড় জো ডিম্যাজিওকে। সেইসাথে লোকসম্মুখে মাথা উঁচু ক'রে চলার জন্য একটা ভালো চাকরিও যেনো জোগাড় ক'রে নিতে পারে।

কিন্তু কোরিয়ান যুদ্ধের পরে ভালো চাকরির সুযোগ তিরোহিত হয়ে গেলো। কেবলমাত্র কাজ করতে গিয়ে আহত হয়েছে এমন শ্রমিকই চাকরিতে রয়ে গেলো, আর শ্রমিক ইউনিয়নগুলো জিম্মি হয়ে পড়লো সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর হাতে।

ক্যালভিনের বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখনই তার মা তাকে ছেড়ে চলে যান। কেন যে মা চলে গেলেন সেটা বোঝার বয়স তখন তার ছিলো না। তার বাবা মা একসঙ্গে থাকতেন বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা বলতে কিছুই ছিলো না, সে অবশ্য এসবের কিছুই জানতো না বললে ভুল হবে না, আসলে বোঝার মতো মনটা তখনো তার গড়ে উঠতে পারে নি। তবে সেই বয়সে দার্শনিক সহিষ্ণুতায় সে অন্তত এটুকু বুঝেছিলো যে, মানুষ সব সময়েই এভাবেই চিৎকার করে, ঝগড়া ক'রে থাকে। একজন ট্রাভেলিং সেলসম্যান তাকে শুধু বলেছিলেন তার মা চলে গেছে, এর বেশি কিছু নয়।

তার বাবা তখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসতেন। কাজের পর প্রায় তিনি বার-এ আর যান না কয়েক বোতল বিয়ার গলাধঃকরণ করার জন্যে, তার বদলে তিনি ছেলের দেখভাল করতেন আর ঝাপসা চোখে টিভির পর্দায় চোখ রাখতেন। তার বয়স যখন আঠারো-ঊনিশ তখন সে জানতে পারলো, যে ট্রাভেলিং সেলসম্যানের সঙ্গে তার মা পালিয়ে গিয়েছিলেন সেই লোক তার মাকে ত্যাগ করলে, মা তখন তার বাবার কাছে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষুব্ধ আর তিক্ত বাবা তাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

তার বয়স যখন সাত, তার বাবা তখন কাজের সন্ধানে নিউ ইয়র্কে চলে আসেন। সেখানে একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড ট্রেলার কেনেন। সেটা একদিকে থাকার জায়গা আর অপর দিকে এতে চড়ে তারা কাজে যেতো। ইচ্ছে হলে ঘুরেও বেড়াতো। বাবার কর্মস্থল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্যালভিনকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয়েছে, যেখানে গেছে সেখানকার স্থানীয় স্কুলে পড়াশোনা করেছে। এরই মধ্যে কেনেডির সময় ভিয়েতনামের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পরে আমেরিকা। এক সময় তার বাবা একটা প্রজেক্ট ফোরম্যানের পদে উন্নীত হলেন। তারা তখন দক্ষিণে আটলান্টিক সিটিতে এসে বাসা বাঁধলো। তবে তার

www.BanglaBook.org

পড়াশোনা বেশ ভালোভাবেই চলতে লাগলো। এরই মধ্যে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পন করলো সে। কিন্তু তার মায়ের মতো লম্বা হতে পারে নি সে, মোটে পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। এমন কি বাবার মতো বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারীও হতে পারে নি। কিন্তু তা হলে হবে কি, রোগাটে চেহারা সত্ত্বেও তার হাতের দৃঢ় মুষ্টির জোর ভয়ঙ্কর, তার একটা ঘুষি খুনির মতোই মারাত্মক ছিলো। সেই বয়সেই একবার বক্সিংয়ের লড়াইয়ে প্রথম রাউন্ডেই নক্-আউট ক'রে দিয়ে বিশ ডলার পুরস্কার পেয়েছিলো সে। এই সূত্রে একবার এক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন তার জিমন্যাসিয়ামে ক্যালভিনকে অংশগ্রহণ করার জন্য তার বাবার কাছে অনুরোধ ক'রে বসে। সে তাকে বক্সার করে তুলতে আগ্রহী। কিন্তু তারা তখন নতুন একটা শহরে কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয়ার ফলে সেটা আর হয়ে ওঠে নি।

ক্যালভিন মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে তার কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ ইমারত তৈরির কাজ দেখতে যেতো। বাবার মতো মাথায় শক্ত টুপি পরে ঘুরে বেড়াতো সে। তার এই ভাবসাব দেখে অনেকের ধারণা হয়ে গেলো, স্কুলের পড়াশোনা শেষ ক'রে হয়তো নিজের বাবাকে অনুসরণ ক'রে সেও ভবন নির্মাণ ব্যবসায় যোগ দেবে। কিন্তু তার নিজস্ব একটা ধ্যান-ধারণা ছিলো। তার জীবন যাইহোক না কেন, মনে মনে শপথ নিয়েছিলো, এই ইট-সিমেন্ট ঘাঁটার কাজ থেকে বিরত থাকবে। তারপর আবার এও উপলব্ধি করলো যে, জীবন আরও সুখকর ক'রে তুলতে তার দরকার প্রচুর অর্থের, যা তার বাবার ব্যবসা তাকে কোনো দিনই দিতে পারবে না।

একবার হলিউডের স্টুডিওতেও অভিনয় করার কথা ভেবেছিলো সে। বার-এর ওয়েট্রেসরা তাকে দেখে বলতো সে নাকি দেখতে অভিনেতা জেমস ডিনের মতো, আর এ কথা শুনেই এই চিন্তাটা তার মাথায় এসেছিলো। কিন্তু শ্রমিকরা কথাটা শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলো। হলিউডে যেসব অভিনেতা কাজ করে তারা সবাই এক একজন দীর্ঘ দেহের অধিকারী। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি নিয়ে সে যে ওখানে কিছু করতে পারবে না সেটা বুঝতে খুব বেশি দেরি হয় নি তার। অতএব অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখা বাদ দিলো সে।

এছাড়াও স্কুলে থাকতে থাকতেই আরও ননা ধরনের পেশার কথা ভাবলো, কিন্তু কোনোটাই তার মনে ধরলো না। তখন খুব সহজ একটা পেশার কথা ভাবলো সে : অপরাধকর্ম। সেসময় নিউ জার্সিতে অপরাধমূলক কাজ খুব বেড়ে গিয়েছিলো, বিভিন্ন সংগঠিত অপরাধীদের দল তখন খুবই সক্রিয়। তাই সে ভাবলো, একবার যদি সেরকম কোনো দলে ঢুকে যেতে পারে তাহলে তার জীবনটা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। একটা বড় অ্যাপার্টমেন্ট, দামি একটা গাড়ি, সহজলভ্যা রমণী, সবকিছুই তখন তার হাতে মুঠোয় এসে যাবে। কিন্তু কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো, এর যেমন অনেকগুলো ভালো দিক আছে, তেমনি আবার খারাপ দিকও আছে, আর সেটা সমস্ত ভালো দিকগুলোকে ম্লান ক'রে দিয়ে তার জীবনটাকে দুর্বিসহ ক'রে তুলবে। ধরা পড়লেই নির্ঘাত জেল। সে তো আর ইতালিয়-আমেরিকান নয় যে, আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রিমিনালদের স্বর্গরাজ্যে বাস করার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে।

সতেরো বছর বয়সে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এসে পরের দিন থেকেই তার বাবার সঙ্গে ক্যামডেনের বাইরে ইমারত তৈরির কাজে নেমে পড়লো ডেক্সটার। একমাস পরে কনস্ট্রাকশন কোম্পানির মাটি কাটার যন্ত্র আর্থমুভারের ড্রাইভার কাম অপারেটার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের আর কোনো বিকল্প ছিলো না। কাজটা দক্ষ লোকের। ক্যালভিন যন্ত্রটার ভেতর ভালো ক'রে দেখেশুনে বুঝতে পারলো কাজটা সে করতে পারবে।

"আমি এটা চালাতে পারবো," তার এ কথায় ফোরম্যান সন্দেহ প্রকাশ করলো। অসম্ভব! ছেলেটা বলে কি? কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তার ওপর বয়স কম, না, সে পারবে না। কিন্তু ওদিকে মাটির পাহাড় জমে উঠেছে, না সরালে বাড়ি তৈরির কাজ প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হবে।

"এর মধ্যে অনেকগুলো যন্ত্রপাতি, লিভার আছে।"

"আমার ওপর আস্থা রাখুন," সদ্য কৈশর উত্তীর্ণ যুবক বললো।

কোন্ লিভার দিয়ে কিভাবে কি কাজ করা হয় সেটা বুঝতে তার মাত্র বিশ মিনিট সময় লেগেছিলো। সেদিনই আর্থমুভারটি চালিয়ে মাটি সরানোর কাজে নেমে পড়লো সে। সেটা একটা বোনাস মনে হলেও এই কাজই তার জীবনের ভবিষ্যৎ নয় ব'লে সে মনে মনে আন্দাজ ক'রে নিয়েছিলো।

পেশা বদলানোর একটা সুযোগ এসে গেলো ১৯৬৮ সালে। তখন তার বয়স আঠারো, ভিয়েতকংরা গোলমাল শুরু ক'রে দিয়েছে তখন। টিভিতে সেনাবিভাগের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে পর দিনই ক্যামডেনের আমেরিকান আর্মি রিক্রুটিং অফিসে গিয়ে হাজির হলো সে।

"আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাই।"

আমেরিকার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সময় আঠারো বছর হলেও অভিভাবকের অনুমতিপত্র দরকার। তাই ক্যালভিনের কাছ থেকে মাস্টার সার্জেন্ট সেটা দাবি করলেন।

"আমার কাছে সেরকম কোনো চিঠি নেই," ক্যালভিন অকপটে স্বীকার করলো। "আমি স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাইছি।" ক্যালভিনের এই কথাটা রিক্রুটমেন্ট অফিসারের মনে বেশ দাগ কাটলো।

মাস্টার সার্জেন্ট একটা ফর্ম তার দিকে এগিয়ে দিয়ে এমন সজাগ দৃষ্টিতে ক্যালভিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেমন ক'রে বিড়াল শ্যেনদৃষ্টিতে ইঁদুরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বেশ তো, খুব ভালো কথা। অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিলে তুমি। প্রয়োজন হলে এই বয়স্ক মানুষটার উপদেশ নিও।"

"নিশ্চয়ই।"

"প্রয়োজনে দু'বছরের বদলে তিন বছর থেকো। এতে তোমার পছন্দ মতো ভালো পোস্টিং পাবে আর ভবিষ্যৎও ভালো হবে।" তারপর তিনি মুখ নামিয়ে ক্যালভিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে এমন চুপিচুপি কথাটা বললেন যেনো তিনি তাকে কোনো গোপন কথা বলছেন : "তিন বছরের মধ্যে তুমি ভিয়েতনাম যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়াটাও এড়িয়ে যেতে পারো।"

"কিন্তু আমি ভিয়েতনামে যেতে চাই," ক্যালভিন দৃঢ়স্বরে বলেছিলো। এ কথায় মাস্টার সার্জেন্ট আরো অভিভূত হলেন।

"ঠিক আছে," খুব আস্তে আস্তে তিনি বললেন, এরপরেই তিনি হয়তো বলতে পারতেন, "তোমাকে কয়েকটা পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে," কিন্তু তার বদলে তিনি বলে উঠলেন :

"তোমার ডান হাতটা তুলে ধরো তো..."

তেত্রিশ বছর পর এখন একটা টেকনিক্যাল ম্যাগাজিন পড়ছে সে। পুরনো দিনের এ্যারোপ্লেন পেনিংটনে খুব একটা প্রচারের জিনিস নয়, একটা বিশেষ অর্ডার দিলেই সেটা পাওয়া যায়। পাওয়া যায় গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিমানও। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের ওপর তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেলো। সেই বিজ্ঞাপটাতে বলা হয়েছে :

'অ্যাভেঞ্জার আবশ্যক। লোভনীয় প্রস্তাব। প্রচুর মূল্য দেয়া হবে। দয়া ক'রে যোগাযোগ করুন।'

প্রশান্তমহাসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত টর্পেডো ডাইভ গ্রুম্যান অ্যাভেঞ্জার নামক বিমান এখন আর কিনতে পাওয়া যায় না। সেগুলো বর্তমানে মিউজিয়ামে আছে। তার মানে এখানে 'অ্যাভেঞ্জার' শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে—একজন প্রতিশোধগ্রহণকারী! যোগাযোগ করার জন্যে একটা সংকেতলিপি আর কি। একটা নাম্বারও দেয়া আছে। অবশ্যই একটা সেলফোন নাম্বার। তারিখটা ২০০১ সালের ১৩ই মে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২

মাত্র বিশ বছর বয়সে বসনিয়ার এই জঘন্য জায়গায় মৃত্যুবরণ করবার জন্যে রিকি কোলেনসো জন্মায় নি। সে জন্মেছে একটা কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে বিয়েথা ক'রে স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে সুখেশান্তিতে বসবাস করার জন্যে। কিন্তু খুব বেশি সহৃদয় হওয়ার জন্য তার জীবনটা অকালেই ঝরে গেলো।

১৯৭০ সালে ফিরে গেলে দেখা যাবে এক তরুণ মেধাবী গণিতবিদ অ্যান্ড্রেইন কোলেনসো ওয়াশিংটনের বাইরে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসরের চাকরি নিয়ে এসেছিলো। তার বয়স তখন পঁচিশ, এই পদের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবেই বয়স তার কম। তিন বছর পরে কানাডার টরোন্টোয় সে একটি গ্রীষ্মকালীন সেমিনারের আয়োজন করে। আর সেখানেই এক সুন্দরী ছাত্রি অ্যানি এডমন্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে। এর আগে অ্যানিকে আধডজন প্রেমিক প্রেম নিবেদন ক'রে ব্যর্থ হয়েছিলো। হোটেলে ফেরার পথে অ্যানি আবিষ্কার করলো, অ্যান্ড্রেইন একজন বিস্ময়কর গণিতবেত্তা ছাড়াও একজন প্রেমিক হিসেবে শ্রেষ্ঠ, তার চুম্বন যে সত্যিকার অর্থেই বিস্ময়কর, তা উপলব্ধি করতে একটুও সময় লাগে নি তার।

সপ্তাহখানেক পরে অ্যান্ড্রেইন ওয়াশিংটনে ফিরে এলো। সে বেশ বুঝতে পারলো, মিস এডমন্ড এমনই এক সুন্দরী যুবতী যে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। অ্যানি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কানাডিয়ান কনসুলেটে ধর্মপ্রচারের যাজকের পদ গ্রহণ করে উইসকনসিন এভিনুয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে চলে এলো, সঙ্গে নিয়ে এলো দশটা সুটকেস। দু'মাস পরে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিয়ের পর নব-দম্পতি মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে ক্যানিল উপকূলে আমেরিকার ভার্জিন দ্বীপে চলে যায়।

পরে অ্যানির বাবা দম্পতির জন্য জর্জটাউনের কাছে নেব্রাস্কা এভিনুতে ফক্সহল রোডে এক একর জমির ওপর বিরাট এক বাড়ি কিনে দেন। গাছপালায় ঘেরা সুইমিংপুল আর টেনিস কোর্টসহ বাড়িতে তারা বেশ সুখেই জীবন কাটাতে লাগলো।

১৯৭৫ সালের এপ্রিলে তাদের একটি পুত্রসন্তান রিচার্ড এরিক স্টিভেন জন্মগ্রহণ করে এবং পরে তার ডাক নাম রাখা হয় রিক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লক্ষ লক্ষ আমেরিকানদের মতো বিলাসবহুল জীবনযাপন ক'রে সে বড় হতে থাকে। গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে ছুটি কাটিয়ে, মেয়েদের সঙ্গ উপভোগ করে, স্পোর্টস কার-এ লং ড্রাইভ করে। সে বাবার মতো মেধাবী হতে পারে নি। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে তার বাবার উচ্ছ্বাস, প্রাণখোলা হাসি এবং মায়ের সৌন্দর্য। তার একটা বড় গুণ হলো, যদি কেউ তাকে সাহায্য করতে বলে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত সে বসনিয়ায় যায় নি। ১৯৯৪ সালে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর পরবর্তী শরতে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার জন্য মনস্থির ক'রে ফেললো, বসনিয়ায় গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াবে এবং তার সাধ্যমতো তাদের সাহায্য করবে। তার মা তাকে বসনিয়ায় না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তাকে বোঝালেন, তার যদি একান্তই সামাজিক কাজকর্ম করার ইচ্ছে থাকে, সে তো এখানে বসেই তা করতে পারে। কিন্তু রিকি নাছোড়বান্দা, সে নিজে সেই সব উদ্বাস্তুদের পাশে গিয়ে সাহায্য করতে চাইছিলো।

রিকির বাবা খবর নিয়ে জানতে পারলেন, উদ্বাস্তুদের পুণর্বাসন কাজ পরিচালনা করার জন্য যে বিশ্ব সংস্থাটি রয়েছে সেটি হলো ইউনাইটেড নেশানস্ হাই কমিশন। নিউ ইয়র্কে এর একটি বড় অফিস আছে।

১৯৯৫ সালের বসন্তে যুগোশ্লাভিয়ায় টানা তিন বছরের গৃহযুদ্ধের সময় সেখানকার পুরনো ফেডারেশন ভেঙে পড়ে আর বসনিয়া রাজ্যটা আগুনে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেয়া হয়। সেখানে তখন এই ইউ.এন.এইচ.সি.আর খুবই শক্তিশালী একটা সংস্থা, যার ছিলো ৪০০ জন আন্তর্জাতিক এবং হাজার হাজার স্থানীয় অফিসার। আর এদের প্রধান ছিলেন একজন প্রাক্তন বৃটিশ সৈনিক ল্যারি হলিংওয়ার্থ, রিকি যাকে টিভিতে দেখেছে। রিকি নাম নথিভুক্ত করার জন্য নিউ ইয়র্কে ছুটে গেলো। নিউইয়র্ক অফিস যথেষ্ট সহৃদয় হলেও ঠিক ততোটা উৎসাহী হলো না, অনেকটা অপেশাদারী মনোভাব তাদের। তবে সেখানে ইউনাইটেড নেশনস্-এর মধ্যে কিছু তৎপরতা দেখা গেলো, অজস্র আবেদনপত্র পড়েছে সেখানে। কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে বেশ কিছু সময়। এদিকে তাকে সামনের শরতে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে হবে। বিভ্রান্ত তরুণ রিকি যখন মধ্যাহ্নভোজ সারার জন্য এলিভেটরে ক'রে আসছিলো তখন মধ্যবয়স্কা একজন সেক্রেটারি হয়তো তার মনের অবস্থাটা টের পেয়ে থাকবে। তিনি সহানুভূতির হাসি হেসে তাকে বললেন, "তুমি যদি সত্যি সত্যি সেখানকার মানুষজনকে সাহায্য করতে চাও তাহলে জাগরেবের আঞ্চলিক অফিসের সঙ্গে যোগযোগ করতে হবে। তারা স্থানীয় লোকদের নেয়।"

ক্রোয়েশিয়া এক সময় অবিভক্ত যুগোশ্লাভিয়ার একটা অংশ ছিলো, এখন সেটা একটা স্বতন্ত্র দেশ এবং সেখানে দেশের রাজধানী জাগরেবের নিরাপত্তা

www.BanglaBook.org

রক্ষার জন্য বহু সংস্থা গজিয়ে উঠেছে। আর তাদের মধ্যে একটি হলো ইউ.এন.এইচ.সি.আর।

রিকি বিদেশে পাড়ি দেয়ার ব্যাপারে তার অভিভাবকদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করলো। প্রথমে কিছুতেই তারা রাজি হতে চাইলেন না, অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিলেন। রিকি তখন নিউইয়র্ক-ভিয়েনা-জাগরেবের বিমানে উঠে বসলো। কিন্তু জাগরেবেও সেই একই উত্তর, কারোরই তেমন আগ্রহ নেই, সবারই সেই একই মনোভাব, অপেশাদারের মতো একজন আঞ্চলিক অধিকর্তা বললো : "তুমি যদি সত্যি সত্যিই এখানে উদ্বাস্তুদের সাহায্য করতে চাও তাহলে নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন, মানে এনজিও'তে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো। পাশের ক্যাফেতে তাদের দেখা পেতে পারো।"

সেটা একটা বেসরকারি সংস্থা। প্রায় তিনশোজন লোক বসনিয়ায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণের কাজে লিপ্ত আছে। একটু পরেই রিকি সেই ক্যাফেটা খুঁজে বের ক'রে সেখানে ঢুকে পড়লো। এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলো সে। এখন তার একমাত্র লক্ষ্য সম্ভাব্য একজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা। ঘণ্টা দুই পরে দাড়ি-গোঁফ ভর্তি একজন ট্রাক চালককে ক্যাফের ভেতর প্রবেশ করতে দেখলে তার কাছে গিয়ে নিজেই নিজের পরিচয় দিলো রিকি। তার ভাগ্য ভালো যে, সে মন দিয়ে তার কথা শুনলো।

লোকটার নাম জন স্ন্যাক। একটা ছোটোখাটো আমেরিকান চ্যারিটি লোভস 'এন' ফিশেস-এ ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া এবং বিতরণ করা তার কাজ। এই সংস্থাটি অতি সম্প্রতি খোলা হয়েছে স্যালভেশন রোডে।

"তুমি ট্রাক চালাতে পারো, বাবা?"

"অবশ্যই।"

"ম্যাপ দেখে চিনতো পারো?"

"হ্যা।"

"তুমি মোটা বেতন চাচ্ছো, তাই না?"

"না। আমার দাদার কাছ থেকে আমি মাসোহারা পেয়ে থাকি, আশা করি তাতেই আমার খরচ চলে যাবে।"

জন স্ন্যাক চোখ পিটপিট ক'রে তাকালো।

"তার মানে তুমি কোনো কিছুই চাও না? শুধু সাহায্য করতে চাও!"

"হ্যা, ঠিক তাই।"

"ঠিক আছে, তোমাকে কাজে নিয়ে নেওয়া হলো। আমার একটা ছোট্ট কাজ আছে ত্রাণের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, কম্বল আর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনবো। প্রধানত এসবের বাজার হচ্ছে অস্ট্রিয়ায়। তারপর জাগরেব থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্বালানি নিয়ে এগিয়ে যাবো বসনিয়ার দিকে। আমারা ঘাঁটি গেড়েছি ট্রাভনিকে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু রয়েছে সেখানে।"

রিকি খুশি হয়ে বললো, "সেটাই আমার উপযুক্ত কাজের জায়গা হবে। "আগে থেকে আপনাকে বলে রাখি, আমার সমস্ত খরচ আমি নিজেই বহন করবো।"

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে স্ল্যাক বলে উঠলো : "বাবা, চলো এবার যাওয়া যাক।"

সেটা একটা জার্মান হ্যানোমাগ ট্রাক। রিকি সীমান্ত পর্যন্ত ট্রাক চালিয়ে এলো। দু'জনে ট্রাক চালিয়ে ট্রাভনিকে আসতে তাদের সময় লাগলো দশ ঘণ্টা। তারপর লোভ্‌স 'এন' ফিশেস-এ পৌঁছাতে মাঝরাতে হয়ে গেলো। জায়গাটা শহরের বাইরে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, রক্ত হিম করা ঠাণ্ডা। স্ল্যাক তাকে বেশ কয়েকটা কম্বল দিয়ে বললো, "রাতটা ট্রাকের মধ্যেই কাটাতে হবে। কাল সকালে তোমার থাকার জন্য একটা ঘর খুঁজে দেবো।"

"লোভ্‌স 'এন' ফিশেস-এর অপারেশন খুবই স্বল্প পরিসরের। আর একটা ট্রাক তখন উত্তরের দিকে রওনা দেবার অপেক্ষায়, সেখান থেকে আরও খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসা হবে সেই ট্রাকে ক'রে। একটা ছোট্ট কম্পাউন্ড, চুরি ঠেকাতে সেটার চারদিকে লোহার চেইনে ঘেরা, কর্মচারীদের কেবিনের ভেতরে একটা ছোটো অফিসঘর, একটা শেড, যাকে বলে ওয়্যারহাউস, খাদ্য-সামগ্রীতে ভর্তি, কিন্তু এখনও সেগুলো বিতরণ হয় নি। তিনজন স্থানীয় বসনিয় কর্মচারীকে ওয়্যারহাউস পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। সামনেই দুটি ছোটো টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার দাঁড়িয়ে ছিলো খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করার জন্য। পরের দিন সকালে স্ল্যাক সবার সঙ্গে রিকিকে পরিচয় করিয়ে দিলো। বিকেলে শহরে একজন বিধবা বসনিয় মহিলার কাছে রিকির থাকারও ব্যবস্থা ক'রে দিলো সে।

ত্রাণ সামগ্রী ওয়্যারহাউসে যাতায়াত করার জন্য রিকি একটা মোটরসাইকেল কিনলো। একদিন কোমরে জড়ানো টাকার থলে থেকে টাকা বের করার সময় জন স্ল্যাক লক্ষ্য করলো সেটা।

"যদি কিছু মনে না করো, তোমার এই থলেতে কতো টাকা আছে, বলবে?" সে জিজ্ঞেস করলো।

রিকি তাকে বিশ্বাস করেই বললো, "এক হাজার ডলার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি। যদি কখনো জরুরি প্রয়োজন হয়, তাই।"

"প্রকাশ্য জায়গায় ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করো না, তাহলে ঝামেলায় পড়তে হবে। এখানকার লোকেরা ওটা পাওয়ার জন্যে তোমার জীবনের তোয়াক্কা নাও করতে পারে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিকি সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দিলো তাকে। অচিরেই সে আবিষ্কার করলো সেখানে কোনো ডাকঘর নেই, পাকাপোক্তভাবে বসনিয় রাজ্য এখনও পর্যন্ত গঠন করা হয় নি, তাই বসনিয় ডাকঘর খোলা হয় নি, আর ওদিকে পুরনো যুগোশাভিয়ার ডাক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। জন স্ল্যাক তাকে বলেছে, এখানে কেউ যদি চিঠি কিংবা কার্ড ডাকে পাঠাতে চায় তাহলে যে কোনো গাড়ির চালককে দিয়ে দিলে সে ক্রোয়েশিয়া কিংবা অস্ট্রিয়া থেকে সেটা পোস্ট ক'রে দেয়।

রিকি ভিয়েনা এয়ারপোর্ট থেকে কেনা পোস্টকার্ডের বান্ডিল থেকে একটা কার্ড বের ক'রে দ্রুত লিখে তার নিজের ঝোলায় চালান ক'রে দিলো। সেটা পরে সুইডেনের একটি লোক উত্তরে নিয়ে গিয়েছিলো পোস্ট করার জন্য। এক সপ্তাহ পরে সেই পোস্টকার্ডটা পেয়েছিলন মিসেস কোলেনসো।

ট্রাভনিকে এক সময় একটা প্রতিষ্ঠিত বাজার ছিলো, সেখানকার বাসিন্দা ছিলো সার্ব, ক্রোট এবং বসনিয় মুসলমানরা। তাদের উপস্থিতি গির্জা কর্তৃপক্ষের অজানা ছিলো না। সেখানে একজন বিতাড়িত ক্যাথলিক ছিলো, আর ছিলো একজন রক্ষণশীল খৃস্টান, সেও বিতাড়িত সার্বদের একজন। বেশিরভাগ মুসলমানদের জন্য ডজনখানের মসজিদ আছে, সবাই তাদের বসনিয়ান বলে থাকে।

গৃহযুদ্ধের ফলে যে ত্রি-জাতিতত্ত্ব সম্প্রদায় বছরের পর বছর ধরে এক সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বসবাস ক'রে এসেছে, অবশেষে তারা ধ্বংস হয়ে গেলো। সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়ে একের পর এক সুসংগঠিতভাবে গণহত্যা আর লুণ্ঠন চালানোর খবর এসে পৌঁছালো সেখানে, এর ফলে সব ধরণের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাস আর আস্থা যেনো কর্পূরের মতো উবে গেলো।

সার্বরা তাদের পুরনো স্থান ছেড়ে ভ্রাসিক পর্বতমালার উত্তরে চলে গেলো, যা ট্রাভনিককে শাসন করতো, জায়গাটা লাসভা নদীর তীরে সেই সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা আর অপর দিকে রয়েছে বানিয়া লুকা।

ক্রোটরাও বিতাড়িত হতে বাধ্য হলো আর তাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্রোটই দশ মাইল দূরে ভাইটেজে চলে এলো। আর এভাবেই তিনটি পৃথক পৃথক শক্তিশালী জাতি একত্রিত হয়ে একটা প্রচণ্ড সম্মিলিত শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হলো। তারা সবাই এখানে উদ্বাস্তু, এবং একই জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী।

বিশ্ব সংবাদ-মাধ্যমের প্রচারে সার্বরা চিত্রায়িত এবং বর্ণিত হয়েছে সুসংগঠিতভাবে গণহত্যাকারী এবং লুণ্ঠনকারী জাতি হিসেবে। আবার এই সার্বরা যখন নিঃসঙ্গ এবং সংখ্যালঘু ছিলো তারা দেখেছে কিভাবে তাদেরকে নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। এর কারণ, সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় সেনাবাহিনীর ওপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সার্বদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিলো; আর সেই দেশের যখন পতন হয়, তখন তারা সমস্ত ভারি অস্ত্রশস্ত্রের শতকরা নব্বই ভাগ হস্তগত করেছিলো, ফলে তারা তখন অদম্য এবং অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছিলো।

ক্রোটরা যখন অন্য সংখ্যালঘু জাতিদের বদ্ধভূমিতে নিয়ে আসতো তখন তারা হাতপা গুঁটিয়ে বসেছিলো না। আর সেই সময় তাদের আধিপত্য স্বীকার ক'রে নিয়ে জার্মান চ্যান্সেলার কোল অবিবেচকের মতো অকালেই তাদের স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছিলো, এর ফলে তারা তখন বিশ্ব বাজার থেকে অস্ত্র কেনার সুযোগ পেয়ে যায়।

ওদিকে অধিকাংশ বসনিয়ানদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিলো না আর তারা ইউরোপিয় রাজনীতিবিদদের পরামর্শেই চলতো। ফলে তারা বর্বরোচিত অত্যাচারের শিকার হয়। ১৯৯৫ সালের বসন্তের শেষ দিকে আমেরিকানরা, যারা নিষ্কর্মা হয়ে নিরন্তর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্তিতে অস্বস্তিবোধ করছিলো, তারা তখন তাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো, সার্বদের রক্ত পিপাসা খর্ব করতে সমস্ত দলকে ওহাইওর ডেটনে কনফারেন্স টেবিলে যেতে বাধ্য করলো। ডেটন চুক্তি কার্যকর হবে আগামী নভেম্বরে। রিকি কোলেনসো সেটা দেখতে পাবে না।

রিকি যখন ট্রাভনিকে পৌছালো, তখন পর্বত সীমান্তে সার্বদের গুলিগোলা চালানো বন্ধ হয়ে গেছে। বেশিরভাগ বাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, লোহার রডের কাঠামোটা শুধু দাঁড়িয়ে আছে। বেশিরভাগ জানালা উধাও, এবং সেগুলো প্লাস্টিক শিট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সদ্য রঙ করা মসজিদ সরাসরি বোমা বা গুলির আঘাত থেকে রেহাই পেয়েছে। শহরের দুটি বিরাট বিল্ডিং, জিমনেসিয়াম, হাই স্কুল এবং একসময়ের বিখ্যাত একটা মিউজিক স্কুলে উদ্বাস্তুতে ভরে গেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, কার্যত শহরের আশেপাশে শস্য উৎপাদনের মতো কোনো জমি খালি পড়ে ছিলো না। এখন সেখানে মূল জনসংখ্যার তিনগুণ উদ্বাস্তুতে ভরে গেছে। তাই এরা তখন বেঁচে থাকার জন্য ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের এজেন্সিদের ওপর নির্ভরশীল। আর এই কারণেই লোড্স 'এস' ফিশেসসহ আরও ডজনখানেক ছোটো ছোটো এজিও'রা শহররে ঢুকে পড়েছে। দুটো ল্যান্ডক্রুজার ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের কাজে দিনরাত লেগে রয়েছে শহরে এবং শহর থেকে দূরে গ্রামে, গ্রামান্তরে। রিকি পরম আনন্দে তার কর্তব্য পালন ক'রে যেতে লাগলো ত্রাণসামগ্রী যথাস্থানে পৌছে দিয়ে বিশেষ ক'রে দক্ষিণ উপত্যকায় উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকায়।

চারমাস পরে জর্জটাউনে ব'সে টিভিতে বসনিয়ার উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দূর্দশার দৃশ্য দেখে রিকি নিজেকে সান্ত্বনা দেয় এই ভেবে যে, সে তার সাধ্যমতো তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

[illegible] আমেরিকান হিসেবে সে উদ্বাস্তুদের [illegible] সেখানে যা করে এসছে, তা মনে রাখার মতোই।

সার্ব-ক্রোট, সমস্ত যুগোশ্লাভিয়ায় সাধারণ ভাষা এমন কি বসনিয়ান প্রাদেশিক ভাষায় একটা বর্ণও সে জানে না। স্থানীয় ভৌগলিক ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই, যেমন কোথায় পাহাড়ি পথ এগিয়ে গেছে, কোথায় কোন্ পথ নিরাপদ কিংবা কোথায় কোন্ পথ বিপজ্জনক, এসব কিছুই তার জানা ছিলো না।

জন স্ল্যাক স্থানীয় এক বসনিয়ান যুবককে রিকির গাইড হিসেবে নির্বাচন করে দিয়েছিলো। যুবকটি খুবই বিচক্ষণ, স্কুলে পড়া ইংরেজি তার মোটামুটি জানা আছে, তার নাম ফাদিল সুলায়মান. সে শুধু তার গাইডই নয়, দোভাষীর কাজও করতো।

রিকি এপ্রিলের প্রতিটি সপ্তাহে এবং মে মাসের এক পক্ষকাল ধরে তার অভিভাবকদের কাছে হয় চিঠি কিংবা কার্ড পাঠিয়েছে, যার ওপর ক্রোয়েশিয়ান কিংবা অস্ট্রিয়ান স্ট্যাম্প লাগানো ছিলো।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রিকি নিজেকে বড্ড একা মনে করলো, সে দেখলো পুরো ডিপোর ইনচার্জ বনে গেছে সে। সুইডেনের লারসের গাড়ির ইঞ্জিন ক্রোয়েশিয়ার পাহাড়ি পথে হঠাৎ বিকল হয়ে গেলো, জায়গাটা উত্তর সীমান্তে, তবে জাগরেবের খুব কাছেই। জন স্ল্যাক ল্যান্ডক্রুজারের একটি নিয়ে এগিয়ে গেলো রিকিকে সাহায্য করার জন্য। ট্রাকটা সে সচল ক'রে তুললো আবার।

ফাদিল সুলায়মান রিকির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো।

ট্রাভনিকে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর মতো, গৃহযুদ্ধের সময় ফাদিলকেও তার বাড়ি থেকে চলে আসতে বাধ্য করা হয়েছিলো। সে বললো, তার পারিবারিক বাড়ি বলতে ভ্লাসিক এলাকায় উপত্যকার নীচে একটা ছোটোখাটো খামারবাড়ি। গৃহযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তার বাবা তখন তাদের পরিবারের মূল্যবান সব অর্থ-সম্পদ শস্যাগারের নিচে পুঁতে রেখেছিলো। সেগুলো এখনও সেখানে আছে কিনা এক এক সময় ফাদিলের ভীষণ জানতে ইচ্ছে হয়। এক কথায়, সে কি আগামী তিন বছরের মধ্যে তার পৈতৃক বাসভূমিতে ফিরে যেতে পারবে?

রিকি খুশি হয়ে তাকে আশ্বাস দিলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই তার কিছু বাধা-বিপত্তির কথা মনে পড়লো। পাহাড়ী পথ কি এখন নিরাপদ হবে সেখানে যাওয়ার জন্যে? তাছাড়া, সেখানে যেতে হলে ল্যান্ডক্রুজার ভাড়া করতে হবে। তার ওপর আছে সার্বিয়ানদের কড়া নজর, তারা তাদের চেহারা দেখাতে পেলে আর রক্ষা নেই, ছিঁড়ে খাবে। এ হলো বছর খানেক আগেকার কথা। এখন সেখানে যাওয়াটা আগের চেয়ে অনেক নিরাপদ। রিকি একটু ইতস্তত ক'রে অবশেষে তার কথায় রাজি হয়ে গেলো।

www.BanglaBook.org

সত্যি কথা বলতে কি, বসন্তের সুন্দর ফুরফুরে হাওয়ায়, নাতিশীতোষ্ণ মনোরম আবহাওয়ায় গাড়ি চালিয়ে যাওয়াটা খুবই আরামদায়ক। অনেক বিপজ্জনক পাহাড়ী পথ পেরিয়ে অবশেষে তারা ফাদিলের পৈতৃক বাসভূমির খামারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। নিশ্চিহ্ন খামারবাড়ি, আগুনে পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গেছে।

ছয়জন লোকের একটা দলকে তারা দেখতে পেলো সেখানে। তাদের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে রিকির মনে হলো, ভয়ে আতঙ্কে তাদের প্রত্যেকের বয়স যেনো দশ বছর বেড়ে গেছে। তাদের মধ্যে একজন বয়স্কা মহিলা, যাকে আপাতদৃষ্টিতে যাজক কিংবা বিশপের প্রতিনিধি ব'লে মনে হলো, তাকেই দলের নেত্রী মনে করলো তারা। তাদের দু'জনকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো তারা। ফাদিল নরম সুরে কথা বলতে শুরু করলো। তাদের দলের ছিলো চারটা ছোটো ছোটো ছেলে, দুটো মেয়ে, সেই বয়স্কা মহিলা এবং এক যুবতী মেয়ে।

"তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি তোমাদের একান্তই আপনজন। আমি তোমাদের খোঁজ-খবর নিতে এসেছি। আমি এখানকারই ছেলে। আমি..."

মেয়েটি সেই বয়স্কা মহিলাকে বোঝালো : "ওরা গোরিসা থেকে আসছে, এখান থেকে প্রায় চার মাইল দূরের ছোট্ট একটা গ্রাম। মানে ছোট্ট একটা পাহাড়। এই গ্রামটা আমার পরিচিত।"

"কি হয়েছে এখানে?"

ফাদিল স্থানীয় ভাষায় কিছু কথা বললে মেয়েটি উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

"সার্বরা এসেছিলো, প্যারামিলিটারির দল।"

"কখন?"

"গত রাতে।"

"তারপর কি হলো?"

"আমাদের সব কিছু তছনছ ক'রে দিয়েছে।"

ফাদিল দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"এটা একটা ছোট্ট গ্রাম। চারটা পরিবারের বাস এখানে। বিশজন সাবালক, হয়তো বারোটি শিশু থাকতে পারে। হয়তো তারা সবাই এখন মৃত। আগুন লাগানো শুরু হতেই তাদের অভিভাবকেরা চিৎকার ক'রে তাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছিলো, তাদের পালিয়ে যাওয়া উচিত। কালো পিচের মতো রাতের অন্ধকারে তারা পালিয়েও গিয়েছিলো।"

"তারা সবাই কি অনাথ শিশু ছিলো?"

"হ্যা, তারা সবাই!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হায় ঈশ্বর, এ কোন্ দেশে আমরা বাস করছি? আমেরিকান ভদ্রলোকটি বলেছিলো, "নিচের উপত্যকায় যাওয়ার পথে তাদের খুঁজে পেতেই হবে।"

পরের দিন বসন্তের সকালে শস্যাগারের বাইরে এসে শিশুরা হাত ধরে চলতে লাগলো। দু'পাশে সারি সরি গাছপালা, গাছের ডালে ডালে রঙ-বেরঙের নাম না জানা হরেক রকম পাখির সমাবেশ, তাদের কণ্ঠ থেকে মিষ্টি গানের সুর ভেসে আসছে। চমৎকার একটা উপত্যকা, সৌন্দর্যের লীলাভূমি।

সারি সারি গাছগুলোর শেষপ্রান্তে তারা লোকগুলোকে দেখতে পেলো। সংখ্যায় দশজন। সৈনিকের ছদ্মবেশে তাদের সঙ্গে ছিলো দুটো রুশ জিপ। ভারি অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত তারা।

তিন সপ্তাহ পরে মিসেস অ্যানি কোলেনসো মেলবক্সে কোনো চিঠি কিংবা কার্ড দেখতে না পেয়ে ওন্টারিওর উইন্ডসরে ফোন করলো। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলে অ্যানি তার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারির কণ্ঠস্বরটা বেশ ভালোভাবেই চিনতে পারলো।

"হাই জিন, আমি অ্যানি বলছি। বাবা কি আছেন?"

"হ্যা, মিসেস কোলেনসো, তিনি এখানে আছেন। এখনই আপনার লাইনটা তাকে দিয়ে দিচ্ছি।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

'এ' ফ্লাইট ক্রুদের কুটিরে দশজন পাইলট আকাশে ওড়ার অপেক্ষারত। আরো আটজন অপেক্ষা করছে পাশের ঘরে 'বি' ফ্লাইটের জন্যে। বাইরে সুন্দর চমৎকার সবুজ প্রান্তরে দু'তিনটা হ্যারিকেন দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো একেবারে নতুন নয়, ত্রিপলে ঢাকা ফাইটারগুলো গত দু'সপ্তাহ আগে ফ্রান্সের আকাশে লড়াই করেছে, সেই চিহ্ন তাদের গায়ে লেগে আছে এখনও।

১৯৪০ সালের ২৫শে জুন ইংল্যান্ডের নরফকের কোল্টিশ্যাল ফিল্ডের এক উষ্ণ গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, স্বভাবতই সেখানে একটা আনন্দের বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়া উচিত, উচ্ছ্বাসে ভরপুর থাকা উচিত, কিন্তু কুটিরগুলোর ভেতরের মানুষগুলোর মন মেজাজে তখন একটা বড় ধরণের বৈষম্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ ক'রে রয়্যাল এলারফোর্সের ২৪২ নম্বর স্কোয়াড্রনের মানুষগুলোর মন মেজাজ—যারা শুধুই কানাডিয়ান স্কোয়াড্রন হিসেবে পরিচিত—খুবই খারাপ, তাদের মুখে না আছে হাসি, না আছে উচ্ছ্বাস আর না আছে বেঁচে থাকার তাগিদ; সাধারণ মানুষজন থেকে এই যে তাদের পার্থক্য, এর যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে প্রথম বোমা বর্ষণের পর থেকেই ২৪২ নম্বর স্কোয়াড্রন প্রায় যুদ্ধরত বলা যায়। ফ্রান্সের জন্যে পূর্ব সীমান্ত থেকে ইংলিশ চ্যানেল পর্যন্ত যুদ্ধ ক'রে গেছে, কিন্তু সে যুদ্ধ হার-মানার যুদ্ধ। হিটলারের সেনাবাহিনীর ঝটিকা আক্রমণে ফরাসি সৈন্যরা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। বানের জলের মতো আছড়ে পড়া হিটলারের সেনাবাহিনীকে রুখে দেবার সব রকম চেষ্টা করতে গিয়ে ফরাসি সেনাবাহিনী দেখলো তাদের আকাশপথ দখল হয়ে গেছে। পিছু হটতে হটতে নিজেদের ঘাঁটি থেকে দূরে চলে যেতে বাধ্য হলো তারা। পাগলা কুকুরের মতো হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো খাদ্য, বাসস্থান, বিমানের যন্ত্রপাতি আর জ্বালানির সন্ধানে। যুদ্ধে পিছু-হটা সৈনিকেরা জানে 'বিশৃঙ্খল অবস্থা' কাকে বলে।

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ক'রে ইংল্যান্ডে এসে তারা ডানকার্কের সমুদ্রতীরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে অবতীর্ন হলো। ওদিকে গোলাবারুদের ধোঁয়ায় দুষিত নীলাকাশের নিচে বৃটিশ সৈন্যেরা আক্রমণ থেকে যথাসম্ভব তাদের ধনসম্পত্তি রক্ষা ক'রে যাচ্ছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রতীর থেকে শেষ বৃটিশ সৈনিককে অপসারণ করার পর শেষ প্রতিরক্ষাবাহিনী জার্মান সৈন্যদের হাতে পাঁচ বছরের জন্য বন্দী হওয়ার পর কানাডিয়রা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো। ইতিমধ্যেই তাদের নয়জন সৈনিক নিহত, তিনজন ভয়ঙ্করভাবে আহত আর তিনজন সৈনিককে গুলিবিদ্ধ ক'রে জার্মানরা বন্দি ক'রে নিয়ে গেছে।

তিন সপ্তাহ পরে তারা তখনও কোল্টিশ্যাল ফিল্ডে পড়েছিলো, তাদের হাতে তখন না ছিলো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, না জ্বালানি, সে সবই ফ্রান্সে পরিত্যক্ত। তাদের চিফ অফিসার, স্কোয়াড্রন লিডার 'পাপা' গোরিয়েল অসুস্থ এবং এতোটাই দুর্বল যে তার কম্যান্ডে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। যাইহোক, তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো নতুন কমান্ডার পাঠানো হবে। যে কোনো সময়ে তিনি চলে আসতে পারেন।

এই সময় ছোট্ট একটা হুটখোলা স্পোর্টস কার হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এসে বাঁশের তৈরি ক্রুদের দুটি কুটিরের সামনে এসে থামলো। একজন লোক অতি কষ্টে সেই গাড়ি থেকে নেমে এলেন। প্রথমে তিনি 'এ' ফ্লাইটের কুটিরে গিয়ে হাজির হলেন, তারপর সেখান থেকে এগিয়ে চললেন 'বি' ফ্লাইটের কুটিরের দিকে। ওদিকে কানাডিয়ান পাইলটরা জানালা দিয়ে হতভম্ব হয়ে তাকে লক্ষ্য করছিলো। তার চওড়া কাঁধ দুটি বলে দিচ্ছিলো তিনি একজন স্কোয়াড্রন লিডারের পদমর্যদা সম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু তার আগমনে কেউ উঠে দাঁড়ালো না।

"এখানকার ইনচার্জ কে?" রাগতস্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

স্টিভ এডমন্ড টান-টান হয়ে একটা চেয়ারে বসেছিলো। কয়েক ফুট দূরে সে তার নীলচোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে আগন্তুককে নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

"আমার ধারণা আমিই এখানকার ইনচার্জ," স্ট্যান টার্নার বলে উঠলো। স্ট্যানের কৃতিত্ব গত যুদ্ধে সে দু'জন শত্রুসেনাকে খতম করেছে, মোট চৌদ্দজনকে খতম করতে পারলে সে একটা পদক পাবে।

বৃটিশ অফিসার ক্রোধ মেশানো নীল চোখ তুলে বাইরে পার্ক ক'রে রাখা হ্যারিকেন ফাইটারের দিকে এগিয়ে গেলেন। কানাডিয়ানরা কুটির থেকে সতর্ক দৃষ্টিতে এয়ারফিল্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো এই ভয়ে, পাছে যদি কোনো শত্রুসেনার বিমান অবতরণ করে!

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, এ আমি কি দেখছি," স্টিভ এডমন্ডের উদ্দেশ্যে জনি লাট্টা বলে উঠলো। "বেজন্মারা এমন একজন চিফ অফিসারকে পাঠিয়েছে, যার দুটো পা নেই।"

এ কথা সত্যি যে, আগন্তুকের দু'টি পা-ই নেই, সে নকল পায়ের ওপর ভর দিয়ে চলে। তবু তা সত্ত্বেও কেমন অনায়াসে তিনি হ্যারিকেনের ককপিটে উঠে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলেন, অচিরেই রোলস্ রয়েস মার্লিন ইঞ্জনটা চালুও ক'রে দিলেন। তারপরেই সেই ফাইটার বিমানটিকে আকাশে উড়িয়ে নকল যুদ্ধের মহড়া দিতে গিয়ে বিমান চলনার নানান কলাকৌশল দেখাতে লাগলেন তিনি। পা দুটো না থাকলেও বিমান চালানোর দক্ষাতায় একটুকুও ঘাটতি হয় নি, কারণ যুদ্ধের আগে একটা দুর্ঘটনায় তার পা দুটে কাটা যাবার আগে বিমান চালনায় তার শ্রেষ্ঠত্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। আজও তার সেই দক্ষতা অটুট রয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার মাথার ওপর ঘুরপাক খেয়ে হ্যারিকেন ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো।

"আমার নাম ডগলাস বেডার," তিনি তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "সমস্ত এয়ারফোর্সে আমরা সব থেকে ভালো স্কোয়াড্রন হতে যচ্ছি।"

তিনি যা বলেন বেশ ভালো করেই বলেন। কথাবার্তায়ও তিনি খুব জাঁদরেল। ফ্রান্স এবং ডানকার্ক বিচের যুদ্ধে পরাজয়ের পর এবার আরও একটা বড় বিপর্যয় নেমে আসছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যাকাশে। যে বৃটিশ সামাজ্যে একটা কাল্পনিক গৌরবগাঁথা প্রচলিত আছে যে, সেখানে নাকি সূর্য কখনো অস্ত যায় না, ভবিষ্যতে সেখানে সূর্য শুধু অস্তই যাবে না, বরং দিন-রাত এক হতে চলেছে, অর্থাৎ চিরদিনের মতো অমাবস্যার অন্ধকার নেমে আসছে। ঘটনাটা এই রকম : জার্মানির এয়ারফোর্স চিফ গোয়েরিং, জল-স্থলের মতো আকাশেও যার সমান অধিপত্য, হিটলারকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাদের আসন্ন বৃটেন আক্রমণ সফল হবেই হবে। বৃটেনের যুদ্ধ এখন ওই আকাশ যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন দেখা যাবে কানাডিয় ২৪২ নম্বর স্কোয়াড্রানের অবস্থা—যুদ্ধে যার নেতৃত্ব দিয়েছে সেই দু'পাইন চিফ অফিসার—একই রকম রয়েছে, অর্থাৎ হেরে গিয়ে জিতে গেছে।

শেষ শরতের দিন জার্মান যুদ্ধবিমান লুফত্ওয়াফির সংখ্যা ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হিটলার তার সব ক্রোধ উগরে দিয়েছে গোয়েরিংয়ের উপর। এখন তার লক্ষ্য পূবে রাশিয়ার দিকে।

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মের ছ'মাসের মধ্যে ফ্রান্স, ডানকার্ক এবং বৃটেনে তিন তিনটি যুদ্ধে কানাডিয়ানরা ৮৮ জন সৈনিককে হত্যা করেছে, তার মধ্যে বৃটেনের যুদ্ধেই কেবল ৬৭ জন নিহত হয়। কিন্তু নিজেদেরকে হারাতে হয়েছে ১৭ জন পাইলট।

পঞ্চান্ন বছর পরে স্টিভ এডমন্ড তার অফিসের ডেস্কের সামনে উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন অফিস ঘরের উল্টোদিকের দেয়ালের দিকে, যা তিনি বছরের পর বছর ধরে ক'রে আসছেন, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো ফটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। একটা গ্রুপ ফটো। এই গ্রুপের মধ্যে সবাই নেই যাদের সঙ্গে নিয়ে এক সময় উড়ে গিয়েছিলেন যুদ্ধ করতে; তাদের মধ্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ কিছু সহযোদ্ধা পৌঁছাবার আগেই মারা যায়। তবে এই গ্রুপ ফটোতে দেখা যাচ্ছে ১৭ জন কানাডিয়ানকে, আগস্টের শেষ দিকে ডাক্সফোর্ডের যুদ্ধের সময় তপ্ত এবং নির্মেঘ আকাশের নিচে। তাদের মধ্যে প্রায় সবাই যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হয়েছে। উনিশ থেকে বিশ-বাইশ বছরের তরতাজা যুবক জীবন আর মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে।

স্টিভ এডমন্ড ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসেছেন, বয়স বেড়েছে এখন, একরকম বৃদ্ধই বলা যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ধন-সম্পদও প্রচুর বেড়েছে। অবশ্যই তিনি ওনটারিওর সবচেয়ে বড় একজন মাইনিং ম্যাগনেট। কিন্তু এই দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর ধরে ওই গ্রুপ ফটোটা তিনি ধরে রেখেছেন, সুখে-দুঃখে সেটা তার জীবন-সাথী হয়ে গেছে। দুঃখে কাতর হলে তো বটেই, এমন কি সুখের মুহূর্তেও তিনি সেটার দিকে তাকাতে ভোলেন না। এমন কি *ফরবস্* ম্যাগাজিনে তার বিলিওনেয়ার হওয়ার খবরটা প্রকাশ হওয়ার পরেও তিনি ওই গ্রুপ ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত সহ-যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : "আজ আমার এমন সৌভাগ্যের দিনে খুব করে তোমাদের অভাব অনুভব করছি। আজ তোমরা আমার পাশে থাকলে কতো সুখ যে পেতাম তা ভাষায় বোঝাতে পারবো না।"

ভয়ঙ্কর সেই নশ্বরতার কথা ভেবে, আমরা যাকে জীবন বলে আখ্যা দিই, সে কথা মাথায় রেখেই তিনি এই গ্রুপ ফটোটা এখনও নিজের কাছে রেখেছেন, যাতে ক'রে তিনি সেটা দেখে এই সব কথা মনে করতে পারেন। হ্যা, নশ্বর জীবনই বটে! প্রায়ই পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে ক'রে অবাক হয়ে তিনি ভাবেন, কি করেই বা তিনি বেঁচে রইলেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস, ২৪২ নম্বর স্কোয়াড্রন দূর প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো, তখন তিনি হাসপাতালে চিকিৎসারত, সেই প্রথম তিনি শত্রুপক্ষের গুলির আঘাত পান। আরোগ্য লাভের পর তাকে ট্রেনিং কমান্ডে পাঠানো হয়। পরে তার অনুরোধে তাকে নরম্যান্ডিতে পাঠিয়ে আবার লড়াইতে ফিরিয়ে আনা হয়। সমতল ভূমিতে ফাইটার-বম্বার টাইফুনে চড়ে তিনি উড়ে যান, সেটা অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী আর ভয়াবহ ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী।

দ্বিতীয়বার তিনি গুলিবিদ্ধ হন রেমাগেনের কাছে। তখন আমেরিকানরা দ্রুতবেগে রাইনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি প্রায় এক ডজন বৃটিশ টাইফুনের মধ্যে ছিলেন। কামানের গোলা সরাসরি ইঞ্জিনে এসে লাগায় তিনি হতভম্ব হয়ে যান। সম্বিৎ ফিরে পেতে কয়েক সেকেন্ড লাগে। বোমারু-বিমানটা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। নিচের মাটি খুব শক্ত থাকার দরুণ তার দু'টি পা-ই ভেঙে যায়। আমেরিকানরা তাকে রাইন অতিক্রম ক'রে নিয়ে আসে ইংল্যান্ডে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পা দুটো যখন ঠিকমতো সেট করা হয় তখন তাকে পূর্ণ বিশ্রামের জন্য দক্ষিণ উপকূলে পাঠানো হয়, পরে সেখান থেকে তার দেশ কানাডায়।

স্টিভ এডমন্ড ওন্‌টারিওর মাইনিং ক্যাম্পে কঠোরভাবে ট্রেনিং নেওয়ার পর ১৯৩৮ সালে রয়্যাল কানাডিয়ান এয়ারফোর্সে যোগ দেন। সেই সময় বিশ্বের বাজারে খনিজ দ্রব্য নিকেলের ব্যবহার খুবই হ্রাস পেয়েছিলো আর এই নিকেল নিয়েই টেনিং নিয়েছিলেন স্টিভ। তাই মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে বেকার সমস্যা এড়াতেই তিনি খুব দ্রুতই এয়ারফোর্সের চাকরিটা গ্রহণ করেন। পরে এই নিকেলই প্রতিটি এয়ারো-ইঞ্জিনের একটা অংশ হবে, এই আশায় স্টিভ বুক বেঁধেছিলেন। পিটার লুকাস নিউ ইংল্যান্ড থেকে উড়ে এসে স্টিভের সঙ্গে যোগ দেয় সেই সময়।

এই দু'জনে লনে বসে যখন দাবা খেলায় ব্যস্ত তখনই বিবিসি'র সংবাদ উদ্ধৃত ক'রে বেতারে ঘোষণা দেয়া হলো, ফিল্ড মার্শাল ভন রুনডস্টেড এইমাত্র নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। দিনটা ছিলো ১৯৪৫ সালের ৮ই মে।

এর পরই ইউরোপে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। আমেরিকান এবং কানাডিয়ানরা তাদের বন্ধুদের স্মরণ করলো, যারা আর কখনো দেশে ফিরে যেতে পারবে না, যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো। সপ্তাহখানেক পরে তারা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে যার দেশে ফিরে গেলো। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে এমন একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুললো যে, তারা তাদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেটা অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর।

স্টিভ এডমন্ড যখন ঘরে ফিরে এলেন তখন কানাডা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে, আর সে-ও হয়ে গেছে অন্য এক ধরণের মানুষ । যুদ্ধের নায়ক দেশে ফিরে অর্থনীতির জগতেও নাম করতে চাইলেন। তিনি আবার কানাডার মধ্যে সাডিবারি বাসিন থেকে এসেছিলেন। আর সেই বাসিনে তিনি ফিরে গেলেন। তার বাবা আর দাদা দু'জনেই প্রথম জীবনে খনি-শ্রমিক হিসেবে তাদের পেশা শুরু করেছিলেন। ১৮৮৫ সাল থেকে কানাডিয়রা সাডবারির খনি থেকে তামা এবং নিকেল আহরণ করতে থাকে। আর এডমন্ডরা এ কাজে প্রায় সর্বক্ষণ শামিল হয়েছিলেন। স্টিভ এডমন্ড মিনারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম ডিগ্রি লাভ করেন। তাদের পরিবারে তিনিই প্রথম ইন্টারন্যাশনাল নিকেল কোম্পানি আই.এন.সি.ও'র সদস্য হন এবং বাসিনে এই ব্যবসায় প্রধান নিয়োগকর্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯০২ সালে আই.এন.সি.ও গঠিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান সারা বিশ্বে কানাডাকে প্রধান নিকেল উৎপাদক দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এডমন্ড প্রথমে ট্রেনি মাইন-ম্যানেজার হিসেবে যোগদান ক'রে পরে ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিকেল ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করেন। টরোন্টোয় এডমন্ড মেটালস্-এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি । এটাই তার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার এই বড় আবিষ্কারের ঠিক আগে, ১৯৪৯ সালে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি এবং তার স্ত্রী ফে একটা নিটোল প্রেমের জুটিতে পরিণত হন। ১৯৯৪ সালে প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তারা বেশ সুখেই ছিলেন। তাদের একটি মাত্র সন্তান কন্যা অ্যানি ১৯৫০ সালে জন্মায়।

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অ্যান্ড্রেইন কোলেনসোর সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলেন তিনি। অ্যানির বয়স তখন মাত্র বাইশ। আর তাদেরই একমাত্র পুত্র সন্তান রিকি, যার বয়স এখন বিশ, বসনিয়ায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণকাজে লিপ্ত রয়েছে। বেশিরভাগ সময় স্টিভ এডমন্ড একজন পরিতৃপ্ত মানুষ। তবে কখনো কখনো তার মনটা ভারাক্রান্ত কিংবা উদাস হয়ে গেলে তিনি তখন উইন্ডসর, ওনটারিওয় তার পেন্থাহাউজ অফিসের কার্পেট বিছানো মেঝে পেরিয়ে দেওয়ালে টাঙানো তার সেই সব তরুণ সহ-যোদ্ধাদের গ্রুপ ফটোর দিকে বিষণ্ন-চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুদূর অতীতে ফিরে যান। অতীতে সেই সব বেদনা-বিজড়িত স্মৃতি যেনো আজও তাকে ভাবিয়ে তোলে, মনটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। তখন তার মনে হয়, মানুষ কি ক'রে অপর মানুষের প্রতি এমন নির্দয়, নিষ্ঠুর হতে পারে! একে অন্যেকে শত্রু ভাবতে পারে, জানোয়ারের মতো নির্বিচারে হত্যা করতে পারে নিজেরই স্বজাতিকে। অথচ তারা তো বেশ ভালো করেই জানে যে, মানুষ মানুষেরই জন্য। কেন এই হানাহানি চলে আসছে সেই কোন্ আদিম যুগ থেকে, যা আজও অব্যাহত! স্টিভ তার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর পান না। তিনি শুধু ফটোর সেই সব তরুণ তরতাজা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন, যে মুখগুলো তার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে দূরে, বহু দূরে। অনেক অনেক বছর আগে।

এই সময় ইন্টারকমটা বেজে উঠতেই অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি। নিজের ডেস্কে ফিরে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন।

"হ্যা, জিন, বলো!"

"ভার্জিনিয়া থেকে মিসেস কোলেনসো ফোন করেছেন।"

"চমৎকার, লাইনটা আমাকে দাও," এই বলে স্টিভ তার গদিমোড়া রিভল্‌ভিং চেয়ারে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তার ফোনে মেয়ে অ্যানির ফোনের লাইনের সংযোগ ঘটতেই তিনি বলে উঠলেন, "হাই ডার্লিং, কেমন আছো তুমি?"

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে অ্যানির কথা শুনতে পেয়ে স্টিভের মুখের হাসিটা একটু একটু ক'রে মিইয়ে যেতে লাগলো, ধীরে ধীরে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি।

"কি! 'নিরুদ্দেশ' বলতে কি বোঝাতে চাইছো তুমি?...তুমি কি ফোন করার চেষ্টা করেছিলে?...বসনিয়ায়? লাইন পাও নি...শোনো, অ্যানি, আজকালকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেলেরা খুব একটা চিঠি লিখতে চায় না...আবার এও হতে পারে, তার চিঠিটা মাঝ পথে কোনো ডাকঘরে পড়ে আছে...চিঠি লিখবে বলে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো? ঠিক আছে, তার কথা আমিও বিশ্বাস করি...ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আর হ্যা, কার হয়ে সে যেনো কাজ করছে?" এই বলে কাগজ পেন্সিল নিয়ে অ্যানি যা যা বলে গেলো তিনি লিখতে থাকলেন।

"লোভ্স 'এন' ফিশেস, ওই প্রতিষ্ঠানের নাম? এটা কি ত্রাণ এজেন্সি? উদ্বাস্তুদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে, এই তো! চমৎকার, তাহলে এই নামটা নিশ্চয়ই সরকারিভাবেও তালিকাভুক্ত। হতেই হবে! ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, ডার্লিং। হ্যা, আমি কোনো খবর পাওয়া মাত্রই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো, কেমন?"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখেই তিনি মুহূর্তের জন্য কি যেনো ভাবলেন, তারপর তার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন :

"তুমি যেসব তরুণ তুর্কিদের কাজে নিয়েছো, তাদের মধ্যে কেউ কি ইন্টারনেটে সার্চ করতে পারে?"

এক্সিকিউটিভ বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলো, "অবশ্যই স্যার।"

"আমেরিকান চ্যারিটি লোভ্স 'এন' ফিশেস-এর চিফ অফিসারের নাম আর তার ব্যক্তিগত ফোন নাম্বারটা আমি চাই। না, আর কিছু নয়, এ দু'টি পেলেই যথেষ্ট, আর এটা আমি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পেতে চাইছি।"

মিনিট দশেকের মধ্যেই তিনি তার আকাঙ্খিত খবরটা পেয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে চার্লসটনের একটা অনুজ্জ্বল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, সেটা টিভি সংবাদ প্রচারের সাউথ ক্যারোলিনার হেডকোয়ার্টারের একটি অংশ। তিনি সেটাকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন, কারণ এরা সংবাদ প্রচারের নামে মোটা মোটা টাকা চাঁদা নিয়ে দাতাকে ফাঁদে ফেলে থাকে তার কোনো প্রিয়জনকে রক্ষা করার নামে। তাই টিভি সংবাদে তার কোনো আস্থা নেই।

লোভ্স 'এন' ফিশেস একটা বাকসর্বস্ব আমেরিকান চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান। বসনিয়ার উদ্বাস্তুদের ত্রাণকাজে সহায়তা করার জন্যে এরা জনসাধারণের কাছে অনুদান আবেদন করেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, অনুদানের কতোটুকু সংশ্লিষ্ট শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের দামি লিমোজিন গাড়ি কেনার পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে সেটা যে কেউ তা অনুমান করতে পারবে। কিন্তু রিকি কোলেম্যান যদি বসনিয়ায় লোভ্স 'এন' ফিশেস চ্যারিটির একজন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজই ক'রে থাকে তাহলে চার্লসটন টিভি চ্যানেলের তথাকথিত সংবাদ প্রতিনিধির থেকে জানা গেলো, ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য সে এখন ট্রাভনিকে কর্মরত আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আচ্ছা জিন, বেশ কয়েক বছর আগে টরেন্টোর এক ভদ্রলোকের শহরতলীর বাড়ি থেকে বেশ কিছু পুরোনো দামি জিনিস চুরি হয়, কাগজে বেরিয়েছিলো খবরটা, তুমি জানো? তারপর সেগুলো আবার ফিরে পাওয়া যায়। ক্লাবে একজন সদস্য আমাকে বলেছিলো, ভদ্রলোক নাকি এক অতিবিচক্ষণ গোয়েন্দা এজেন্সিকে কাজে লাগিয়েছিলেন সেগুলো উদ্ধার করার জন্যে এবং তাদের মাধ্যমে তিনি তার হারানো জিনিস ফিরে পেয়েছিলেন। আমি সেই এজেন্সির নাম জানতে চাই। নামটা জেনে আমার সঙ্গে যোগযোগ করো।"

অবশ্যই এই এজেন্সির নাম ইন্টারনেটে নেই, তবে অন্য কোনো নেটে থাকতে পারে। স্টিভের প্রাইভেট সেক্রেটারি জিন সার্লে বহু বছর ধরে সেক্রেটারিদের নেট ব্যবহার ক'রে আসছে, আর তার এক বান্ধবী পুলিশ চিফের সেক্রেটারি।

"রুবিনস্টেইন? চমৎকার। টরেন্টোয় কিংবা যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, মিস্টার রুবিনস্টেইনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দাও, প্লিজ—"

কাজটা করতে আধঘণ্টা সময় লাগলো। শিল্প সংগ্রাহককে আমস্টারডামে রিক্সমিউজিয়ামে পাওয়া গেলো। তিনি তখন শিল্পী রেমব্রান্টেন *নাইট ওয়াচ* ছবিটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলেন। পরে তাকে ডিনার টেবিল থেকে নিয়ে আসা হয়। তিনি খুবই উপকারী একজন ব্যক্তি।

তার কথা শেষ করলে স্টিভ এডমন্ড বলে উঠলেন, "জিন, বিমান-বন্দরে ফোন করো। গ্রুম্যানকে প্রস্তুত হতে বলো। আমি এখন লন্ডনে যেতে চাই।"

এটা ১৯৯৫ সালের ১০ই জুনের ঘটনা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

ক্যালভিন ডেক্সটার আনুগত্যের শপথ নেওয়া শেষ ক'রে প্রাথমিক ট্রেনিংয়ের জন্য ক্যাম্পে চলে গেলো। খুব বেশি দূরে তাকে যেতে হলো না। সেই সময় ফোর্ট ডিক্স নিউ জার্সিতে অবস্থিত ছিলো।

১৯৬৮ সালের বসন্তে হাজার হাজার তরুণ আমেরিকান সেনাবাহিনীতে নাম লেখাচ্ছিলো। তবে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ যুবককে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর ক'রে এখানে টেনে আনা হয়েছে। তারা কোত্থেকে এসেছে, তাদের বাবা কে, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কতোটুকু, এসব কিছুই যেনো অপ্রাসঙ্গিক। আর ওই ক্যাম্প তাদের সবার কাছে সমানসম, তবে মৃত্যু ব্যতিরেকে।

ডেক্সটার একজন সত্যিকারের স্বাভাবিক বিদ্রোহী ছিলো। বিত্তবানের ছেলেদের মতো ডরমিটরিতে ঘুমাবার কোনো সমস্যা ছিলো না তার। জিনিসপত্র একটা ছোট্ট লকারে রেখে দিলেই চলবে। ক্যাম্পের কোনো কিছুই সে আশা করে নি। প্যারেড স্কোয়ারে প্যারেড করার সময় অনেকে জগিং ক'রে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেয়, কিন্তু ডেক্সটার সে পথে থাকতে চায় না। সে আদৌ নিয়ম-কানুন কিংবা ধর্মীয় আচর-অনুষ্ঠান পালন করতে চায় না। তবে সে তার এই অনীহার কথা বেমালুম চেপে যায়, এ ব্যাপারে তাকে খুবই কেতাদুরস্ত বলেই মনে হয়। আর একটা ব্যাপার সে একেবারেই বুঝতে পারে না, কেন সার্জেন্টরা সব সময় ঠিক আর সে ভুল হিসেবে চিহ্নিত হবে।

তিন বছর স্বেচ্ছায় কাজ করার সুফল অচিরেই জানা গেলো। বেসিক ট্রেনিং ক্যাম্পে কর্পোরাল এবং সার্জেন্টরা, যারা নিজেদেরকে ঈশ্বর ব'লে গণ্য ক'রে থাকে, খুব দ্রুতই তারা তার অবস্থা, পদমর্যাদা উপলব্ধি করতে পারলো। তার প্রতি তারা একটু সদয়ও হলো। হাজার হোক, সে তো 'তাদেরই একজন'।

সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যে সে তার প্রথম কাজের দায়িত্ব পেয়ে গেলো। এর ফলে যে সব অদৃশ্য মানুষ আছে, মানে অফিসারেরা, তাদেরই একজনের সামনে তাকে হাজির হতে হলো। লোকটা একজন মেজর। মেজর সাহেব জানতে চাইলেন, "কোনো বিশেষ দক্ষতা আছে তোমার?"

"স্যার, দক্ষতা বলতে আমি বুলডোজার চালাতে পারি," ডেক্সটার উত্তরে বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেজর তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে এবার জিজ্ঞেস করলেন : "এ কাজ কখন করা হয়েছিলো?"

"গত বছর, স্যার।"

"তোমার কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, তুমি সবেমাত্র আঠারো বছরে পা দিয়েছো। তার মানে তুমি যখন এই কাজের জন্য আবেদন করেছিলে তখন তোমার বয়স মাত্র সতেরো ছিলো, তাই না?"

"জ্বি, স্যার।"

"এটা তো বে-আইনী।"

"এর জন্যে আমি দুঃখিত। আসলে এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিলো না।"

"শোনো, আমার ধারণা তোমাকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ট্রেনিং নিতে হবে। কোনো আপত্তি আছে, সৈনিক?"

"না, স্যার।"

ফোর্ট ডিক্স-এ খুব কম লোকই চোখের পানি নিয়ে তাদের বিদায় জানাতে এসেছিলো। বেশিরভাগ সৈনিককে তাদের পরবর্তী কর্মক্ষেত্রে যেতে হচ্ছে। তবে ডেক্সটারকে যেতে হবে মিসৌরিতে অবস্থিত অ্যাডভান্সড ইনডিভিজুয়াল ট্রেনিংয়ের জন্য ফোর্ট লিওনার্ড উডে।

এটা হচ্ছে বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং; শুধুই বুলডোজার চালানো নয়। এই ট্রেনিং পিরিয়ডে চার চাকার গাড়ি কিংবা ট্রাক টালানো, ইঞ্জিন মেরামত, গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সময় থাকলে আরও পঞ্চাশটা কোর্স সম্পূর্ণ করতে হবে। আরও তিনমাস পরে সে মিলিটারি অপারেশনাল স্কিল সার্টিফিকেট লাভ করে এবং তাকে কেনটাকির ফোর্ট নক্স-এ নিয়োগ করা হয়।

প্রায় সারা বিশ্ব জানে ফোর্ট নক্স আমেরিকায় সোনার খনি, আর এই জায়গাটাকে ঘিরে ব্যাঙ্ক ডাকাতরা দিবাস্বপ্ন দেখে থাকে। এই অঞ্চলটিকে ঘিরে প্রচুর বই লেখা হয়েছে আর ছবি তৈরি হয়েছে অনেক।

তবে এটা বিশাল একটা মিলিটারি ঘাঁটিও বটে। মিলিটারি আরমুর স্কুল এখানেই অবস্থিত। এরকম বড় ঘাঁটিতে সব সময়ই কোনো না কোনো নির্মাণ কাজ লেগেই থাকে। মাটি কাটা, ভবন নির্মাণ করা, পুরনো ভবন ভেঙে ফেলা চলতে থাকে অবিরাম। কমান্ডিং অফিসার তাকে নিজের অফিসে ডেকে পাঠাবার আহপর্যন্ত ফোর্ট নক্স-এ ক্যাল ডেক্সটার একজন ট্রেইনি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ছ'মাস কাজ করেছিলো।

সবেমাত্র উনিশতম জন্মদিনের উৎসব পালন করেছে সে। একজন প্রাইভেট ফার্স্ট ক্লাস পদের অধিকারী হয়েছে কয়েক দিন আগে। কমান্ডিং অফিসারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখের ভাব কেমন যেনো তিক্ত দেখালো। ক্যালভিন ডেক্সটারের ধারণা হলো তার বাবার বুঝি কোনো কিছু ঘটেছে।

"ভিয়েতনাম সংক্রান্ত," মেজর বললেন।

"দারুণ," ক্যালভিন বললো। যে মেজর কেনটাকির ঘাঁটিতে নিজের গোপন দাম্পত্য জীবন নিয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো সুখে-শান্তিতে কাটাবে, তার দিকে চোখ পিট পিট ক'রে তাকালো কেবল।

"বেশ, তাহলে ঠিক আছে," তিনি বললেন।

এক পক্ষকাল পরে ক্যালভিন ডেক্সটার তার জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে সহকর্মীদের বিদায় জানিয়ে তার জন্যে পাঠানো বাসে উঠে বসলো। সেই বাসে আরো এক ডজন সৈনিককে অন্যত্র স্থানান্তর করা হচ্ছে। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে সামরিক ছাউনির পাশে সায়গন বিমান বন্দর উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে এসে বাস চালকের সঙ্গে সে এগিয়ে গেলো হ্যাঙ্গারের দিকে। হ্যাঙ্গারের ভেতর থেকে সৈনিকদের বাস বের করতে করতে কর্পোরাল জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি করবে?"

"বুলডোজার চালাবো," জবাবে ডেক্সটার বললো।

"আচ্ছা, তাহলে তুমি আমাদের নতুন মুরগি!"

"মুরগি?" ডেক্সটার জানতে চাইলো।

"যারা যুদ্ধ করে না, নিরাপদে মুরগির মতো ক্যাম্পে অবস্থান করে আর নিরীহ কাজকর্ম করে," কর্পোরাল বুঝিয়ে বললো।

ডেক্সটার এই প্রথম ভিয়েতনামের দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করলো, শতকরা নব্বইভাগ তরুণ সৈনিক, যারা ভিয়েতনাম যুদ্ধে গিয়েছিলো তারা কখনো ভিয়েতকংদের দেখেই নি, রাগের মাথায় কখনো গুলি চালায় নি, এমন কি একবারের জন্যেও গুলির আওয়াজ শোনে নি।

"তা তোমার পোস্টিং কোথায় ?" কর্পোরাল আবারো জিজ্ঞেস করলো।

"ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়নে। যাকে সবাই বিগ রেড ওয়ান ব'লে ডাকে।"

কর্পোরাল বাদুরের মতো চিঁ চিঁ ক'রে উঠলো।

"দুঃখিত," সে বললো। "না বুঝে কথাটা বলে ফেলেছি। জায়গাটার নাম লাই খি। আয়রন ট্রায়াঙ্গালের কাছেই।"

"ওটা কি খুব খারাপ জায়গা?"

"তাহলে শোনো বন্ধু, এটা হলো দাস্তের নরক দর্শন।"

দাস্তের নাম কখনো শোনে নি ডেক্সটার, সে অনুমান ক'রে নিলো এটা অন্য কোনো ইউনিটের নাম হবে হয়তো। সে কাঁধ ঝাঁকালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশ্যই সায়গন থেকে লাই খি পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে। তেরো নম্বর হাইওয়ে নিয়ে তারা ফুল ফুয়োং হয়ে যেতে হবে ট্রায়াঙ্গালের পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষে বেন ক্যাট পর্যন্ত। তারপর সেখান থেকে আরও পনেরো মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু দু'একজন সেই পথ ধরে যাওয়া কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, অস্ত্র-সজ্জিত সৈন্যসহ যেতে হবে, আর কোনোভাবেই রাতে ওই পথ ধরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এই দেশ, এই জায়গা গভীর অরণ্যে ঘেরা এবং এখানেই ভিয়েতকংরা ঝোপঝাড়ে ওৎ পেতে বসে থাকে। ক্যালভিন ডেক্সটার যখন তাদের প্রথম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের এলাকায় এসে পৌছালো তখন সামান্য উঁচু দিয়ে একটা হেলিকপ্টার তার মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিলো। এই সুযোগ, এমনই মনে করে সে তখন আর একবার হাতের কিডব্যাগটা তার কাঁধের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করলো, ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটেলিয়ানের হেডকোয়ার্টারটা কোথায়!

চলার পথে পার্ক ক'রে রাখা একটা গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে সে এমন একটা কিছু দেখলো যাতে তার বুকটা কেঁপে উঠলো, নিঃশ্বাস ভারি হয়ে উঠলো তার। এই সময় তার পাশ দিয়ে একজন গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে চলে যেতে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো : "কি ব্যাপার বলুন তো?"

"হগজ," সৈনিকটি সংক্ষেপে বললো, "সমতলভূমি পরিষ্কার করার এক ধরণের সংকেত।"

হাওয়াই-এর ২৫তম 'ট্রপিক লাইটনিং' ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের বাইরে ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটেলিয়ান, মানে বিগ রেড ওয়ানের দায়িত্ব ছিলো পেনিনসুলার অত্যন্ত বিপজ্জনক এলাকা আয়রন ট্রায়াঙ্গালের মোকাবিলা করা। এতো ঘন গাছপালা যে, বহিরাগতদের সেখানে প্রবেশ করা খুবই দুঃসাধ্য। এমনই অপ্রতিরোধ্য গোলকধাঁধা যে, গেরিলারাও সেখানে সহজে ঢুকতে পারবে না। সেখানে প্রবেশের একমাত্র উপায় হলো উঁচুনিচু জমি সমান ক'রে দিয়ে জঙ্গল পরিস্কার করা।

এ কাজ করতে দু'টি ভয়ঙ্কর বিশাল মেশিন ব্যবহার করার জন্য আনা হয়েছে। একটি ট্যাঙ্কডোজার, সামনে ব্লেড লাগানো বুলডোজারসহ এম-৪৮ মিডিয়াম ট্যাঙ্ক বলা যায়। কিন্তু রোম প্লাউ বা হগজ তার চেয়েও বড়, আর এই মেশিনটার সাহায্যে আনায়াসে ঘন জঙ্গল কেটে সাফ ক'রে দেওয়া যায়।

'রোম' নামটা ইতালির রাজধানীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু এই রোম দিয়ে জর্জিয়ায় মানুষের ওপর নৃশংসভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছে। তাই মনে হয় সেই সূত্র ধরেই এই বিশাল দানব মেশিনের নাম রাখা হয়েছে 'রোম প্লাউ', যা পরবর্তীকালে ভিয়েতকংদের ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এ

www.BanglaBook.org

ধরণের বুলডোজার দিয়ে ভিয়েতনামের গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো।

ডেক্সটার গুটিগুটি পায়ে ব্যাটেলিয়নের অফিসে এসে ঢুকলো। কর্তব্যরত অফিসারকে স্যালুট ক'রে নিজেই তার পরিচয় দিলো : "গুড মর্নিং স্যার, আমি প্রাইভেট ফার্স্ট ক্লাস ক্যালভিন ডেক্সটার, আমি আমার কাজে যোগ দিতে এসেছি, স্যার। আমি আপনাদের নতুন হগ্‌জ মেশিনের অপারেটর।"

ডেস্কের পেছনে উপবিষ্ট লেফটেন্যান্ট ক্লান্তি ভরে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি তার এক ঘণ্টার টুর প্রায় শেষ করতে চলেছেন। এই টুরের সময়-সীমা বাড়াতে অস্বীকার করেছেন। এই জঘন্য দেশটাকে তিনি অপছন্দ করেন, অপছন্দ করেন মারমুখি ভিয়েতকংদের। তাই তিনি এখন এদের ব্যাপারে ভীষণভাবে অনীহা প্রকাশ করছেন। কিন্তু ক্যালভিন ডেক্সটার একজন কঠোর, নমনীয় এবং নাছোড়বান্দা যুবক। হাল ছাড়তে চায় না সে, ভিয়েতকংদের ক্রমাগত জ্বালাতন আর বিরক্ত ক'রে যাওয়ার মনোভাব নিয়েই এখানে এসেছে। এখানে আসার দু'সপ্তাহ পরে তার হাতে 'রোম প্লাউ' তুলে দেওয়া হয়। এ লাইনে পোড় খাওয়া বহু অভিজ্ঞতার সাক্ষী একজন চালক তাকে কিছু উপদেশ দওেয়ার চেষ্টা করেছিলো। সে তার উপদেশ খুব মনোযোগ সহকারে শুনে ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ানের সহায়তায় সারা দিন সেই দানব-বুলডোজার চালিয়ে তার পথের কাঁটা অপারেশনের কাজ চালিয়ে গেলো। যন্ত্রদানবটার সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই মোকাবিলা করলো সে। অন্য চালকদের থেকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে এবং বেশ ভালোভাবেই কাজটা করলো সে।

লেফটেন্যান্ট নিজে এবং তার নির্দেশে একজন ইঞ্জিনিয়ার সব সময় নজর রাখলো তার ওপর।

"সে খুবই টাফ, আর কাজে খুব নিষ্ঠাবান," সপ্তাহখানেক পরে অফিসার নিজের মনে বললেন। "সে দৃঢ়চেতা আর বুদ্ধিমান, বিচক্ষণও বটে। দেখা যাক, ওকে দিয়ে ভিয়েতকংদের শায়েস্তা করা যায় কিনা!"

ডেক্সটারকে ভালো ক'রে বাজিয়ে নিয়ে একমাস পরে ডেক্সটারকে তিনি বললেন, "এসো, তুমি আমার দলে যোগ দাও। তারপর দেখবো তুমি নিজেকে যতো বেশি টাফ মনে করো ঠিক ততোটা টাফ কিনা।"

"তা আপনার দলটির নাম কি, স্যার?"

"টানেল র‍্যাটস্। ওরা আমাকে র‍্যাট সিক্স'র'লে ডাকে। এখন ব্রেকফাস্টের সময়, আমরা যাবো?"

ফার্স্ট ডিভিশনের মেস হলে দলের সদস্যরা এসে মিলিত হলো। বিনা অনুমতিতে কেউ সেখানে হাজির হতে পারে না। এখন সদস্য সংখ্যা কেবল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চৌদ্দ। ডেক্সটারকে নিয়ে সংখ্যাটা দাঁড়ালো পনেরোতে। কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এই সংখ্যাটি আবার তেরোতে নেমে আসতে পারে কারণ ওই সময়ে দু'জন নিহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময় একজন রুক্ষ চেহারার এবং রূঢ়ভাষী লোকের আবির্ভাব ঘটলো সেখানে। তার এক হাতে একটা পিস্তল আর অপর হাতে মদের বোতল। অনেক ভাবনা-চিন্তা ক'রে ডেক্সটার অবশেষে টানেল র‍্যাটস্-এ যোগ দিলো।

দীর্ঘ ছ'বছর ধরে ক্রমাগত মানুষের স্থানান্তরের পরিণাম খুবই খারাপ হয়ে গেছে, সর্বত্র মৃত্যুর বিভীষিকা, মূল ভূখণ্ডে ভিয়েতনাম যুদ্ধের করাল ছায়াকেও যেনো ছাপিয়ে গেছে টানেল র‍্যাটসদের বীভৎস কার্যকলাপ। তাদের এই নারকীয় কার্যকলাপ এতোটাই সংগোপনে চলে আর তারা সংখ্যায় এতোই কম যে, বেশিরভাগ স্থানীয় অধিবাসী, এমন কি আমেরিকানরা পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব তো দূরে থাক, তাদের নাম পর্যন্ত কখনও শোনে নি।

পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে ভিয়েতকংরা আমেরিকানদের শ'য়ে শ'য়ে হত্যা করেছে, হাজারে হাজারে তরতাজা যুবক বিয়েতনামে যুদ্ধ করতে এসে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। শুরুতে আমেরিকা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। ভিয়েতকং এবং নিজের দেশের ছেলেদের নদীর স্রোতের মতো রক্তের ধারা বয়ে গেলেও তাতে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিলো না, যুদ্ধের নেশায় পেয়ে বসেছিলো তাদের। তবে তাদের এই সাম্রাজ্যবাদ এবং আগ্রাসী মনোভাবের পরে যে মূল্য দিতে হয়েছিলো তা ছিলো অচিন্তনীয়।

কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ভিয়েতনামে কেবল আমেরিকাই প্রথম আক্রমণ করে টনকিন (উত্তর), আন্নাম (মধ্য) এবং কোচিনচিনা (দক্ষিণ), এই তিনটি রাজ্যে তাদের কলোনি বিস্তার করে। তবে তার আগেই ফরাসিরা লাওস এবং কম্বোডিয়ায় তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে রেখেছিলো।

তবে ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা ভিয়েতনাম আক্রমণ করে ফরাসিদের সেখান থেকে উৎখাত ক'রে দেয়। ১৯৪৫ সালে জাপানিদের পরাজয়ের পর ভিয়েতনামিরা এই ভেবে বিশ্বাস করতে শিখলো যে, অবশেষে তারা এখন সঙ্ঘবদ্ধ হবে এবং বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু ফরাসিদের তখন অন্য মতলব, অচিরেই তারা ভিয়েতনামে ফিরে এসে তাদের আগের শাসন কায়েম করলো। ভিয়েতনামে প্রধান স্বাধীনতা সংগ্রামী যোদ্ধা বলতে তখন ছিলেন কমিউনিস্ট হো চি মিন। তিনিই সেখানে প্রথম ভিয়েতমিন প্রতিরক্ষাবাহিনী গঠন করেন এবং ভিয়েতকংরা সেখান থেকেই যুদ্ধ করার জন্য বনে-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে।

সায়গনের উত্তর-পশ্চিমে ঘন গাছপালা ঘেরা দুর্গম অরণ্যে তাদের শক্ত ঘাঁটি, যেটা কম্বোডিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। ফরাসিরা অভিযানের পর অভিযান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চালিয়ে যাওয়ার ওপর বেশি জোর দিলো যাতে ক'রে ভিয়েতনামিরা পালিয়ে যায় এবং তারা তাদের দেশের এই অংশটা দখল করতে পারে, আর এভাবেই তারা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে যেতে পারে। স্থানীয় কৃষকরা কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অন্যত্র পালিয়ে গেলো না; বরং সেখানে মাটি খুঁড়ে সাময়িকভাবে ট্রেঞ্চের ভেতর আশ্রয় নিলো।

বলাবাহুল্য, কারিগরি জ্ঞান বলতে তাদের কিছুই ছিলো না, তবে পিঁপড়ের মতো তাদের কঠোর পরিশ্রম ছিলো, ছিলো ধৈর্য। স্থানীয় পরিবেশে যতোটুকু জ্ঞান তাদের থাকার কথা ঠিক ততোটুকুই ছিলো। আর ছিলো তাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি। যন্ত্রপাতি বলতে তাদের ছিলো কোদাল, শাবল আর তালপাতায় তৈরি ঝুড়ি। সামান্য এই কয়টি যন্ত্রপাতির সাহায্যে তারা কতো লক্ষ টন মাটি তুলে অন্যত্র সরিয়েছিলো তার হিসেব কখনো নেওয়া যাবে না।

১৯৫৪ সালে বিরাট পরাজয়ের পর ফরাসিরা যখন ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যায়, তখন সারা আয়রন ট্রায়াঙ্গাল টানেল আর টানেলের মুখে গাছের গুঁড়িতে আচ্ছাদিত অঞ্চলটা যেনো এক সংকীর্ণ গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছিলো। ওপার থেকে টানেলের অস্তিত্ব একেবারে টেরই পাওয়া গেলো না। আর সেই টানেলবাসীদের সম্পর্কে কেউ কিছু জানতোও না।

এরপর আমেরিকানরা ফরাসিদেরকে সরিয়ে নিজেরা গেঁড়ে বসে। কতিপয় ভিয়েতকংদের হাত ক'রে একটা অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে ফেলে, যাকে বলা হয় পুতুল সরকার, যার সুতা থাকবে আমেরিকানদের হাতে, সেই সুতা টান দিয়ে আমেরিকানরা তাদের যেভাবে নাচাবে সেইভাবে নাচবে, অর্থাৎ সে আর এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পেশী প্রদর্শন! ওদিকে কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত দেশের প্রতি অনুগত ভিয়েতনামিরা আবার জঙ্গলে ফিরে গেলো গোরিলা যুদ্ধ শুরু করার জন্য। সেই সঙ্গে আবার তারা মাটি খুঁড়ে টানেলের পরিধি বাড়াতে শুরু করে দিলো। ১৯৬৪ সালে নাগাদ তারা দু'শো মাইল দীর্ঘ টানেল তৈরি ক'রে ফেললো। চেম্বার, প্যাসেজ এবং লুকোনোর জায়গা, সব কিছুই মাটির তলায় বানিয়ে নিলো তারা।

আমেরিকানরা টানেলের ব্যবস্থাপনার জটিলতা যখন প্রথম উপলব্ধি করতে পারলো তখন তারা ব্যাপারটা খুব একটা সহজ ব'লে ধরে নিতে পারলো না। একে তো টানেলের মুখে গাছের গুঁড়ি এমনভাবে রাখা আছে যে, বোঝাই যায় না, আর যদিও টানেলে প্রবেশ করা গেলো, কিন্তু ভেতরটা কালো পিচের মতো এমনই অন্ধকার যে, সামান্য ব্যবধানে থাকা কোনো মানুষও চোখে পড়ার মতো নয়। একমাত্র ভিয়েতনামি কিংবা ককেশিয় জাতির লোকেরাই হমাগুঁড়ি দিয়ে চলাফেরা করতে পারে সেখানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমতলভূমিতে একটা গুপ্তদরজা আছে, সেখান দিয়ে একদল ভিয়েতনামি গেরিলা ঢুকে যেতো আর একদল উঠে আসতো বাইরে থেকে তাদের রসদ সংগ্রহ করার জন্যে। সেখানে খাদ্যের মজুদ, ডরমেটরি, খাবার ঘর, কিচেন, এমন কি ছোটোখাটো হাসপাতালও ছিলো।

১৯৬৬ সাল নাগাদ পুরো এক ব্যাটেলিয়ান লড়াকু ভিয়েতনামি গেরিলারা সেখানে লুকিয়ে থাকতো। টানেলের ভেতরে আমেরিকানরা গুলি চালিয়েও কোনো সুবিধা করতে পারতো না। কয়েক গজের ব্যবধানে ভিয়েতনামি গেরিলারা তাদের গতিপথ বদল করতো, এর ফলে আমেরিকানদের পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে টানেলের দেওয়ালে গিয়ে বিদ্ধ হতো। এমন কি ডিনামাইটও কাজ করতো না; টানেলের গুপ্তদরজা একটা নয়, অসংখ্য। তাই ডিনামাইট দিয়ে একটা দরজা ধ্বংস করলে কি হবে, অন্য সব দরজাগুলো দিয়ে তারা খুব সহজেই চলে যেতো, অবশ্য সেটা আমেরিকানদের জানা ছিলো না।

আবার গ্যাস প্রয়োগেও কোনো কাজ হতো না; ভিয়েতনামি গেরিলারা পানি ছাড়ার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলো, সেই সঙ্গে গ্যাস অকেজো করার অ্যান্টি-গ্যাস সিলিন্ডার টানেলের দেওয়ালে ঝোলানো ছিলো। গ্যাস বা গ্যাস-জনিত আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে তা এইভাবে নেভানোর ব্যবস্থা করা হতো।

কম্বোডিয়ান সীমান্তে সায়গনের প্রায় শহরতলীর জঙ্গলে জঙ্গলে নেটওয়ার্ক পুরোপুরি চালু ছিলো। কম্বোডিয়ান সীমান্তে আরও নানান ধরণের নেটওয়ার্ক চালু থাকলেও নিকটবর্তী শহর কু চি'র টানেলের মতো অতো ভালো ছিলো না। বর্ষার পর মাটি নরম থাকতো ব'লে টানেলের মাটি কাটা এবং সে মাটি অপসারণের কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই সমপন্ন হতো, কিন্তু অন্য সময় শুকনো আবহাওয়ার দরুণ মাটি শক্ত হয়ে পড়তো। তাই নতুন টানেল করতে গিয়ে কিছুটা বাঁধার মুখেমুখি হতে হতো তখন।

কেনেডির চলে যাওয়ার পর আমেরিকানরা ভিয়েতনামে এসে পৌছালো উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আর উপদেষ্টা হিসেবে নয়, রীতিমতো লড়াকু হিসেবে। তখন সময় ১৯৬৪ সালের বসন্তকাল। তারা সংখ্যায় অনেক, সেই মতো পুরো ব্যাটেলিয়ান আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, লেটেস্ট মডেলের মেশিন কিন্তু এতো সব থাকা সত্ত্বেও তারা সে সব অস্ত্র কারোর ওপরেই ব্যবহার করতে পারে নি, সেগুলো অব্যবহৃতই থেকে গেছে। অব্যবহৃত থেকে গেছে এই কারণে যে, আঘাত করার জন্য কেউই তখন সেখানে ছিলো না। ১৯৬৬ সালে বিগ রেড ওয়ান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো আয়রন ট্রায়াঙ্গালকে একেবারে মুছে ফেলা হবে। এই অপারেশনের নাম দেয়া হলো অপারেশন ক্রিম্প।

তারা এক দিক থেকে শুরু ক'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। ইন্দোচায়নাকে একেবারে মুছে ফেলার জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র

www.BanglaBook.org

ছিলো। তারা এক সময় অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছালো, কিন্তু কাউকেই খুঁজে পেলো না। এই সময় পেছন থেকে অতর্কিতে স্নাইপার অ্যাটাক চালিয়ে তাদের পাঁচজনকে খতম ক'রে ফেলা হলো মুহূর্তেই। যে বা যারাই গুলি করুক না কেন, তার কাছে ছিলো পুরনো ধাঁচের সোভিয়েত কারবাইন; কিন্তু শুটারের লক্ষ্য ছিলো একেবারে অব্যর্থ। দেখে মনে হলো তারা খুবই আধুনিক কায়দায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

গেরিলারা ঘুরে দাঁড়ালো। তাদের আরও পাঁচজন শত্রুকে খতম করলো তারা।

চতুর্থ দিনে সার্জেন্ট স্টিয়ার্ট গৃন ভয়ঙ্করভাবে নিরাশ হয়ে গেলো। দিনের শেষে সে তার সহকর্মীদের সঙ্গে বিশ্রাম নিতে গিয়ে খুবই অস্বস্তিতে পড়লো। দু'সেকেন্ডের মধ্যেই সে উঠে দাঁড়ালো। এখানে শুধু হিংস্র গেরিলাদের ভয় নয়, ভয় বিষাক্ত পিঁপড়া, কাঁকড়া-বিছা, সাপদের। ভিয়েতনামের মানুষ এই সব হিংস্র শাপদদের নিয়ে ঘর করতে করতে তারাও কেমন হিংস্র হয়ে উঠেছে। টানেলের গুপ্তদরজা দিয়ে বেরিয়ে গেরিলারা আমেরিকান মিশনের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি করেই আবার নিমেষে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ পথে উধাও হয়ে যাচ্ছে। একদিন আমরিকান সৈনিকেরা আবিষ্কার করলো, গেরিলারা নিমেষে আবির্ভূত হয়ে কোথায় গা ঢাকা দেয়! গত দু'বছর ধরে তারা ভিয়েতকংদের দেহ পদদলিত ক'রে হাজার মাইল হেটে অতিক্রম ক'রে এসেছে।

ভিয়েতকংদের সামনে এখন কেবল একটাই পথ খোলা আছে, মাটির নিচে আত্মগোপন ক'রে থেকে মাঝে মাঝে সমতলভূমিতে উঠে এসে তাদের অদৃশ্য শত্রুদের হত্যা করা। কু চি'র টানেলের বাসিন্দাদের কোনো কারিগরি শিক্ষা বলতে কিছু নেই। তাই তাদের মোকাবেলা করতে হলে অতির্কিতে তাদের আক্রমণ করতে হবে। তাদের সঙ্গে থাকবে পিস্তল, ছুরি আর টর্চ।

মাত্র কয়েকজন লোকের দেখা পাওয়া গেলো, বিশেষ ধরণের লোক তারা। হৃষ্টপুষ্ট বিশাল চেহারার, তবে কোনো কাজের নয়। শুধু তাই নয়, এই সব সমতলবাসীরা অত্যন্ত রাগী আর বদমেজাজী। খুবই হিংস্র প্রকৃতির তারা। আর এদের সংখ্যা শতকরা পঁচনব্বই ভাগ। এদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে। আসলে এদের ওপরটা নারকেলের মতো শক্ত, কিন্তু ভেতরটা ঠিক ততোটাই নরম, ওদের স্নায়ুতন্ত্র বরফের মতোই শীতল এবং বলতে গেলে আতঙ্ক থেকে প্রায় নিরাপদ। আর আমেরিকানদের সুতিকোরের শত্রু বলতে মাটির নিচে টানেলবাসী বিদ্রোহীরা, যারা তাদের শাসন মেনে নিতে চায় না।

সামরিক আমলাতন্ত্র একটা কথা ব্যবহার করতে কখনো ভয় পায় না, সেটা হলো : "টানেল এক্সপ্লোরেসন পার্সোনেল।" তারা নিজেদেরকে 'টানেল র‍্যাট্স' ব'লে আখ্যা দিয়ে থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদিকে ক্যালভিন ডেক্সটার যখন ভিয়েতনামে এসে পৌঁছালো, ততোক্ষণে সেখানে তারা তিন তিনটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। এটাই একমাত্র ইউনিট যাদের পার্পল হার্ট-এর আনুপাতিক হার শতকরা একশো ভাগ। অর্থাৎ প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধে আহত হয়েছে এর সব সদস্য।

সেই মুহূর্তে কমান্ডিং অফিসার র‍্যাট সিক্স নামে পরিচিত ছিলো। প্রত্যেকেরই এক একটা আলাদা নম্বর ছিলো তাদের। একবার এই দলে যোগ দিলে তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো। কেউ কারোর সীমারেখা অতিক্রম করতো না। সবাই সবাইকে মান্যগণ্য করতো কারণ যে ব্যক্তির মৃত্যু ধার্য হয়ে গেছে তার সঙ্গ সবার কাছে বেমানান ব'লে মনে হতো।

র‍্যাট সিক্স-এর অনুমান সত্য বলেই প্রমাণিত হলো। নিউ জার্সির কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে আসা টাফ যুবকটির মারাত্মক ঘুষি প্রত্যক্ষ করলো পল নিউম্যান, কিন্তু একটুও ভয় পেলো না সে, আর সেটাই স্বাভাবিক। সে তাকে কু চি'র টানেলে নিয়ে গেলো, এবং এক বছরের মধ্যে সে উপলব্ধি করলো, তার নিয়োগ যথার্থই হয়েছে। সত্যিই সে একজন ভালো যোদ্ধা। তারা আন্ডরগ্রাউন্ডের অংশীদার হয়ে গেলো, সেখানে কোনো শ্রেণী বিভেদ নেই, আর শ্রেণী বিচার নেই বলেই কাউকে 'স্যার' বলতে হয় না। দু'ঘণ্টা ধরে তারা সেই কালো শ্লেটের মতো অন্ধকারে লড়াই চালালো, নির্বিচারে খুন ক'রে গেলো যতোক্ষণ না হেনরি কিসিঞ্জার লি ডুক থো'র সঙ্গে মিলিত হয়ে চুক্তিবদ্ধ হলো আমেরিকা ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যাবে। এর পর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো যুক্তি থাকলো না।

বিগ রেড ওয়ানের অবশিষ্টদের কাছে ওই জুটি যেনো একটা রূপকথা হয়ে গেলো, সবার মুখে মুখে তাদের কথা উচ্চারিত হতে থাকলো। অফিসারের নাম হলো 'দ্য ব্যাজার' আর সদ্য উন্নীত সার্জেন্ট হলো 'দ্য মোল।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

সেনাবাহিনীতে দু'জন দুই প্রজন্মের মানুষ। দু'জনের মধ্যে ছ'বছরের বেশি বয়স্ক মানুষটির ভাবসাব প্রায় পিতার মতো। এভাবেই এরা হলো ব্যাজার এবং মোল। পঁচিশ বছর বয়সের অফিসার সার্জেন্টের চেয়ে ছ'বছর বড়। তারচেয়েও বড় কথা, সে এসেছে একেবারে ভিন্ন একটি সামাজিক অবস্থান থেকে, আর শিক্ষাদীক্ষায়ও সে অনেক ভালো।

তার অভিভাবকেরা খুবই পেশাদার লোক। হাইস্কুলের পাঠ শেষ ক'রে এক বছর ধরে সে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যেমন প্রাচীন গৃক, রোম, ঐতিহাসিক ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স এবং বৃটেন সফর করেছে।

তারপর কলেজের সিভিল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগৃ লাভ করতে তাকে চার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। তাকেও তিন বছরের কমিশন নিয়ে সোজা ফোর্ট বেলভোয়া, ভার্জিনিয়ায় অফিসার স্কুলে যেতে হয়েছে। সেখান থেকে সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের খেতাব নিয়ে বেরিয়ে আসার পরেই ব্যাজারকে বিগ রেড ওয়ানের ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটেলিয়নে যোগ দেবার জন্য ভিয়েতনামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে নিজেই টানেল র‍্যাটস-এ যোগ দেবার জন্য উদগ্রীব ছিলো। আর তার শিক্ষাগত যোগ্যতার মান সবার চেয়ে ভালো থাকায় খুব শিগগির সে র‍্যাট সিক্স হয়ে যায়, সেই সময় তার উত্তরসূরীরা ভিয়েতনাম ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাচ্ছিলো। ভিয়েতনামে নিয়োগের বর্ষপূর্তির জন্য তার দরকার ছিলো নয় মাস। ডেক্সটারের চেয়ে দু'মাস কম।

কিন্তু মাস খানেকের মধ্যে তারা দু'জন যখন একবার টানেলের ভেতরে প্রবেশ করলো, তখন একেবারে উল্টে গেলো তাদের ভূমিকা। ব্যাজার বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিলো মোলের কাছে, তরুণ মোল বেশ কয়েক বছর ধরে নিউ জার্সিতে কনস্ট্রাকশনের কাজ করার দরুন তার যে আসন্ন বিপদ আঁচ করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, তাও ব্যাজার স্বীকার ক'রে নিলো। তারা দু'জন ভিয়েতনামে পৌছনোর আগেই আমেরিকান হাইকম্যান্ড বেশ বুঝতে পারলো টানেল ব্যবস্থাটা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়াটা শুধুই সময় নষ্ট করা। এমন কি টানেলের ভেতরে পানির বন্যা বইয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হলেও তাতে কোনো সুবিধা করতে পারলো না আমেরিকানরা, কারণ টানেলের নিচের জমি একটু একটু ক'রে সমস্ত পানি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুষে নেয়া আবার পানি থাকার দরুন ধ্বংস করার কাজে গ্যাসেও কোনো কাজ করে না। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, শত্রুপক্ষকে লড়াইয়ে শামিল করার একমাত্র উপায় হলো টানেলে নেমে গিয়ে ভিয়েতকংদের পুরো এলাকার নেটওয়ার্কের সন্ধান করা।

এটা বিশ্বাস করা হোতো যে, সেই নেটওয়ার্কের ঘাঁটির অবস্থান ওই দীর্ঘ টানেলের মধ্যেই কোথাও রয়েছে, আর সেটা হতে পারে আয়রন ট্রায়াঙ্গালের দক্ষিণে, যেখানে সায়গন এবং থি টিন নদী আর কম্বোডিয়ার শেষ প্রান্তে বয় লয় জঙ্গল গিয়ে মিশেছে। অবশ্যই সে এক বিস্তীর্ণ এলাকা যার সন্ধান করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। অতএব সেই হেডকোয়ার্টার খুঁজে বের করা, সিনিয়র ক্যাডারদের মুছে ফেলা, এবং তাদের সেই প্রচুর কারিগরি দক্ষাতর ফসল হস্তগত করা, এসবের জন্য টানেলের ভেতরে অবশ্যই নামতে হবে। এখন তাদের এটাই একমাত্র লক্ষ্য, আর যদি এতে সাফল্য পাওয়া যায়, তাহলে তার মূল্যায়ন হবে মহামূল্যবান রুবির চেয়েও দামি।

সত্যি বলতে কি, হো বো জঙ্গলের নিচেই হেডকোয়ার্টারটা অবস্থিত, বলা যায় সায়গন নদীর তীরেই, এবং তার হদিস কখনো পাওয়া যায় নি। যখনই ট্যাঙ্কডোজার কিংবা রোম প্লাউ এক একটা টানেলের মুখ আবিষ্কার করেছে, তখন র‍্যাটরা টানেলের জাহান্নামে ঢুকে অনুসন্ধান করেছে।

টানেলের প্রবেশ পথ সব সময়েই খাড়া অবস্থায় থাকার দরুন বিপদের সম্ভাবনাটা প্রথমে ঠিক এখান থেকেই শুরু হয়েছিলো। যেমন ধরা যাক, টানেলের নিচে নামতে গিয়ে প্রথমে পা দুটো তারপর শরীরের নিচের অংশটা ঢোকাতে হোতো। সেখানে অপেক্ষারত যেকোনো ভিয়েতকং-এর নজরে সেটা খুব সহজেই পড়ে যাবার কথা! তাই আমেরিকানদের সেখান থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিলো খুবই কম।

আবার যদি প্রথমে মাথা ঢুকিয়ে নিচে নামা হয় তাতেও মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক থেকে যায়। বেয়নেট কিংবা পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে বুলেট যেকানো মুহূর্তে তাদের বুক ঝাঁঝরা ক'রে দিতে পারে।

সব থেকে নিরাপদ উপায় হলো শেষ পাঁচ ফুট অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত বেড়ালের মতো ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে নেমে তারপর দ্রুত লাফ দিয়ে নেমে ভিয়েতকংদের অবস্থান কিংবা নড়াচড়া অনুভব করে দ্রুত গতিতে পিস্তলের ট্রিগার টিপতে হবে। এতে তারা গুলি চালাবার জন্য সময় খুব কমই পাবে।

একবার টানেলের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। তবে অদূরে ভিয়েতকংরা ওৎ পেতে বসে থাকতে পারে, অন্ধকারে তাদের দেখা যায় না। এটাই একটা মারাত্মক ফাঁদ বলা যায়। তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধোঁকাবজির যেনো শেষ নেই, তবু এরই মধ্যে তারা সক্রিয় হওয়ার আগেই তাদের সঙ্গে ইঁদুর-দৌড়ে পেরে ওঠা মুশকিল। টানেল হচ্ছে তাদের স্বর্গরাজ্য। এবং সেই স্বর্গে ভয়ঙ্করভাবে ভবিষ্যতে গেরিলা শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে নিজেদের বংশবৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। ভিয়েতকংরা আমেরিকানদের এমনই তীব্রভাবে ঘৃণা করে যে, আমেরিকানদের সঙ্গে লড়াইয়ে তাদের লোকের মৃত্যু হলে কিংবা মারাত্মকভাবে আহত হলে তারা কখনোই তাদের মৃতদেহ উপরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে না, ওই টানেলের দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে মৃতদেহের ওপরে কাদামাটির প্লাস্টার ক'রে দেয় তারা। এইভাবে তারা তাদের স্বজাতির মৃতদেহ লোপাট ক'রে দেয়, যাতে ক'রে আমেরিকানরা মৃতদেহগুলো হাতে পেয়ে গলাবাজি ক'রে বলতে না পারে, আমরা এতোগুলো ভিয়েতকংদের খতম করেছি।

কিন্তু মাটির প্রলেপ বহিরাগত ইঁদুরদের থামাতে পারবে না, তাদের লোকবল, মনোবল, খাদ্যের উৎস এতোই বেশি যে, সেই বিরাট ইঁদুরগুলো গায়ে গতরে এবং শক্তিতে বড় হয় বিরাট আকারের এক একটা বেড়ালে পরিণত হয়ে গেছে। তারা নতুন ক'রে ভিয়েতকংদের ওপর আঘাত হানার জন্য তাদের অস্ত্র শানাচ্ছে। তবু তা সত্ত্বেও ভিয়েতকংরা বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে টানেলের ভেতরেই থেকে গেছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন কি মাসের পর মাস ধরে। তারা সেখানে থাকবে, এটা তাদের চ্যালেঞ্জ। আমেরিকানরা আসুক তাদের সাম্রাজ্যে, তাদের খুঁজে বের করুক, লড়াই করুক তাদের সঙ্গে। দেখা যাবে কতো লড়াই তারা করতে পারে। তাদের বিশ্বাস, এ লড়াইয়ে একদিন না একদিন জয় তাদের হবেই, কারণ তারা জানে, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

হয়তো হঠাৎ কোনো একদিন একই টানেলের সেই শেষের দিনটা এসে হাজির হবে, তখন তাদের সব লড়াইয়ের অবসান হয়ে যাবে। কিংবা এখনই কি সেই শেষের দিনটা ইতিমধ্যেই এসে গেছে? আর তাই যদি হয় তাহলে প্রথম ক্ষেত্রেই খোঁড়া-খুঁড়ি করতে দোষ কি? অন্ধকারে আঙুল টিপে যতোদূর জানা গেছে তাতে মনে হয়েছে, টানেলের দেওয়ালগুলো পাথরের মতো শক্ত, বায়ে কিংবা ডানে আশেপাশে কোনো টানেল নেই, টানেল র‍্যাটকে ফ্লাশলাইট ব্যবহার করতে হবে। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ভিয়েতকংরা দক্ষতার সঙ্গে ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে সহজেই তারা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, তাদের প্রবেশ পথের গুপ্তদরজা টানেলের দেওয়ালে, মেঝে কিংবা ছাদে থাকতে পারে। এখন এই অবস্থায় হয় তাদের অভিযান পরিত্যাগ করতে হবে, কিংবা সেই গুপ্তদরজাটা খুলতে হবে।

কিন্তু অপর দিকে কে অপেক্ষা করেছে? যদি গেরিলাদের প্রধান প্রথম গুপ্তদরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রে থাকে আর একজন ভিয়েতকং সেখানে অপেক্ষা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে, সেক্ষেত্রে আমেরিকানের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তারা তাকে ছিঁড়ে খাবে। যদি সে তার পা দুটো প্রথমে টানেলের ভেতরে নামায়, তখন তারা তার পেটে বল্লম ঢুকিয়ে দেবে। একটু একটু ক'রে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবে সে।

ডেক্সটার যদি অস্ত্রে সজ্জিত হতো, তার হাতে যদি গ্রেনেড থাকতো তাহলে সে অন্তত একবারের জন্যেও তার জীবনের ঝুঁকি নিতে পারতো। সে তার প্রথম ছ'মাসের মধ্যে দু'দুবার গুপ্তদরজা খুলে ফেলেছিলো, এবং কয়েক সেকেন্ড পরেই প্রথমবার দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো। সে যখন দ্বিতীয়বার গুপ্তদরজা খুলেছিলো তখন ফ্ল্যাশলাইটে আলোয় তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো হাড় বের করা দলাপাকানো সারি সারি মৃতদেহ। এছাড়া বিষাক্ত গ্যাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য টানেলের ভেতরে পানি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। চোখের সামনে ট্যাঙ্কভর্তি পানি দেখতে পাবে হামাগুড়ি দেওয়া টানেল র‍্যাট। এসব দেখেশুনে টানেলে নামার মতো দুঃসাহস তার হবে না।

দু'দুবার ব্যাজার এবং মোল ওই ধরণের আলাদিনের গুহায় এসেছিলো। তাদের সিনিয়র আফিসাররা এই দু'জন তরুণকে কিভাবে ব্যবহার করবে ঠিক বুঝতে পারছিলো না। কারণ তারা এতোটাই বেপরোয়া যে, যখন তখন শত্রু-শিবিরে ঢুকে পড়ে পরিণতির কথা না ভেবেই!

কিন্তু দীর্ঘদিন সেখানে টানেল র‍্যাটদের মধ্যে কোনো লড়াইয়ের নাম-গন্ধ ছিলো না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘুমিয়ে সময় কাটিয়ে দিতো, কেউ চিঠি লিখতো তার প্রেমিকাকে। কেউ বা একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলতো। আর অন্যেরা ভালোবাসতো বই পড়ে সময় কাটিয়ে দিতে।

ক্যালভিন ডেক্সটার এদেরই মতোই একজন। সে তার অফিসার-পার্টনারদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলো, তার এতোদিনের শিক্ষা-দীক্ষা কিভাবেই না ব্যাহত হয়েছে, যথাযথভাবে ব্যবহার হয় নি। তখন সে ভয়ঙ্করভাবে ইতিহাসের ভক্ত হয়ে পড়লো, ইতিহাসের পাতায় বীরযোদ্ধারা তাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করতে শুরু করলো। তাদের সম্পর্কে লেখা ইতিহাসের পাতার প্রতিটি অক্ষর যেনো তার মনে গেঁথে রইলো। তাদেরকে জানবার জন্য সে তৈরি ক'রে ফেললো নিজেকে। তাদের সম্পর্কে আরও তথ্য জানবার জন্য, তাকে যে আরও অনেক বই পড়তে হবে সেটাও বেশ বুঝতে পারলো সে। বইগুলো সে সায়গন থেকে সংগ্রহ করেছিলো।

ডেক্সটার তার গবেষণার কাজ চালিয়ে গেলো গৃসের এথেন্স নগরী এবং প্রাচীন রোমের ইতিহাস পড়ার মাধ্যমে। এসবের মাধ্যমে অলেকজাণ্ডারের বীরত্বের কথা সে জানতে পারলো। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে অচেনা পৃথিবীকে সে পরাভূত করেছিলো। তার মতে জুলিয়াস সীজারের মতো আর কোনো পৃথিবী নেই। এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব বই পড়তে গিয়ে তার উপলব্ধি হলো এরকম : সেই কোন্ প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও আলোকপ্রাপ্ত হওয়া; পরিচ্ছন্নতার যুগ এবং যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করার এক যুগ। তবে সব কিছু ছাপিয়ে আমেরিকান উপনিবেশের জন্মলগ্নের গোড়াপত্তনের বছরগুলো তাকে খুবই আকর্ষণ করলো। আর বিদ্রোহের ইতিহাস পড়লে তার রক্ত গরম হয়ে উঠতো, তখন সে ভাবতো তার নিজের দেখা আমেরিকা তার জন্মের নব্বই বছর আগে কেন সেই অনৈতিক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো!

বর্ষা ঋতুতে সে যখন গৃহবন্দী হয়ে কর্মহীন জীবনযাপন করতো তখন একটা কাজের কাজ করতো সে, বয়স্ক ভিয়েতনামীদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করে জানতে পারলো তাদের জীবযাত্রা একেবারে নীরস বৈচিত্রহীন আর একঘেয়েমী ছিলো না। এর আগে সে ভিয়েতনামীদের সম্পর্কে কিছুই জানতো না, কিন্তু তারপরেই সে সব জানতে পারলো, দুঃখ হলো তাদের জন্য।

ন'মাস আগে ভিয়েতনামে তার প্রথম অভিযানে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। লড়াইয়ে তার প্রথম আঘাত পাওয়া এবং ব্যাজারের সেখানে বারোমাস থাকার সময়ের পরিসমাপ্তি ঘটানো।

ড্রেক্সটার একটা টানেলের গুপ্তদরজা পেরিয়ে নিচে নামতে গিয়েই প্রথম বাঁধাটা পেয়েছিলো, নিচের সুড়ঙ্গপথে মনে হয়েছিলো কোনো একজন ভিয়েতকং ওৎ পেতে বসে আছে। ডেক্সটারের আগমণ টের পেয়ে সে তার পিস্তলের ট্রিগার টিপে দেবে হয়তো। যাইহোক, সেই অপেক্ষারত শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য ডেক্সটার একটা নতুন টেকনিক আবিস্কার করলো, সেটা তার নিজস্ব চিন্তারাধারার ফসল বলা যায়।

অতর্কিতে সে একটা গ্রেনেড টানেলের নিচে নিক্ষেপ ক'রে দিয়ে দ্রুত তরতর ক'রে নিচে নেমে যায়। গ্রেনেড চার্জ হলে স্বভাবতই ওৎ পেতে থাকা ভিয়েতকংয়ের ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হলো না, বরং একজন ভিয়েতকং দেওয়ালে পিঠ দিয়ে একটা এ.কে-৪৭ হাতে নিয়ে গুলি ক'রে বসলো। ডেক্সটার এজন্যে তৈরি হয়েই ছিলো। নিরাপদ জায়গায় সরে গিয়ে দ্রুত সে পরপর তিনবার তার হাতের পিস্তলের ট্রিগার টিপলো। এবার মারাত্মকভাবে জখম হলো ভিয়েতকং গেরিলা। সেই অবস্থায় সে হামাগুঁড়ি দিয়ে খানিকটা সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে গেলো বটে, তবে পরে তাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিলো। ডেক্সটারও একটু আহত হয়েছিলো। পরে উপরে উঠে এসে তাকে টানা একমাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিলো।

দু'মাস পরে সুস্থ হয়ে উঠে ডেক্সটার তার দ্বিতীয় অভিযানে ১৯৭০ সালের মে মাসে মাটির নিচে ভিয়েতকংদের প্রায় খতম ক'রে ফেললো, তবে সৌভাগ্যবশত সে বেঁচে গেলো সে যাত্রায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাজার আর মোল যৌথভাবে হো বো জঙ্গলের মধ্যে টানেলের একটা গুপ্তদরজা আবিষ্কার ক'রে অভিযান চালিয়েছিলো।

এরপরেই টানেল র‍্যাটদের নতুন করে ভাবতে শুরু করলো, ভিয়েতনামের সুবিস্তৃত অঞ্চল বরাবর ছড়িয়ে থাকা টানেল ধ্বংস করতে না পারলে আমেরিকান সৈনিকদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। কারণে অকারণে ভিয়েতকংরা কখন যে টানেলের গুপ্তদরজা দিয়ে ওপরে উঠে এসে সমতল ভূমির আমেরিকান ছাউনির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করবে তার কোনো ঠিক নেই। তাই এবার তারা মরিয়া হয়ে উঠলো তাদের আত্মগোপন করার নিরাপদ টানেল ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু কিভাবে? তাও তারা ঠিক ক'রে ফেললো।

বি-৫২ থেকে প্রচণ্ডভাবে বোমা বর্ষণ ক'রে যেতে হবে। টানেলের প্রত্যেকটা গুপ্তদরজার পথ দিয়ে নিচে গ্রেনেড আর ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে, আর তা করতে হবে একযেগে, এক সঙ্গে, যাতে ক'রে তারা যে কোনো একটা গুপ্তদরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে নিরাপদ স্থানে পালাতে না পারে। আমেরিকানদের এই সিদ্ধান্তার নেওয়ার কারণ আংশিকভাবে তাদের মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের প্রধান উৎস হলো তাদের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি—আর্থিক এবং অসময়ে তরতাজা যুবকদের প্রাণনাশ উভয় দিক থেকেই।

খোদ আমেরিকায় এখন এ নিয়ে জনমতের উত্তাল ঢেউ বয়ে যেতে লাগলো। বলাবাহুল্য সে সবই ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনে বাচ্চাবাচ্চা ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তাদের অভিভাবেকরাও যোগ দিলো। এর পরেই আমেরিকান সরকার, বিশষ ক'রে সামরিক বিভাগ ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মে চরম সিদ্ধান্তটি নিতে বাধ্য হলো। যে কোনো মূল্যে 'ফ্ স্ট্রাইক জোনের' মধ্যে পড়ে এমন সব টানেলগুলো ধ্বংস করতে হবে। আর আয়রন ট্রায়াঙ্গাল হচ্ছে ফ্ স্ট্রাইক জোন।

পঁচিশতম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকার দরুন বোমা নিক্ষেপকারীদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হলো, কোনো বোমা যেনো আমেরিকান ইউনিট থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু সেদিন হাইকমান্ড ব্যাজার এবং মোলের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলো। তারা তখন ছিলো অন্য এক ডিভিশনে।

বেন সাক-এর বাইরে একটা কমপ্লেক্সে ছিলো তারা। সমতলভূমি থেকে নিচে দ্বিতীয় স্তরে তারা যখন অবস্থান করছিলো তখন কানে শোনার চেয়ে বেশি ক'রে বুক কাঁপানো বোমার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলো। সেই আওয়াজ শুনে তারা এমনই আতঙ্কিত হয়ে উঠলো যে তখন ভিয়েতকংদের কথা ভুলে গিয়ে ওপরে ওঠার জন্য অবিশ্বাস্যভাবে হুড়োহুড়ি দিয়ে গুপ্তদরজার দিকে এগিয়ে যেতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকলো। মোল তা করতে সমর্থ হলো, ওপরে ওঠার শেষ ধাপ থেকে দশ গজ দূরে পিছিয়ে ছিলো তখনও, এই দশ গজ ওপরে উঠতে পারলেই মুক্ত আকাশের নিচে সে আবার সূর্যের আলো দেখতে পাবে। আর ঠিক তখনই তার পেছনে ছাদটা ধসে পড়লো। সে তখন চিৎকার ক'রে উঠলো, "ব্যাজার!" কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। নিচে নামার সময় প্রায় বিশ গজ দূরে একটা চোরা-কুঠরি দেখে এসেছিলো। মদের নেশায় ঘর্মাক্ত সে তখন নিজের ভারি শরীরটা একটু একটু ক'রে সামনের দিকে বয়ে নিয়ে চললো।

চারপাশে ধুলো-মাটিতে ভরে ছিলো, সেই সব ধুলো-মাটি তার গায়ে আর হাতে-পায়ে অনুভব করলো সে। তারপর একটু এগিয়ে এসে হাত বাড়াতেই তখন অন্য একটা হাতের স্পর্শ পেলো। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার সামনে আবার ধুলো আর মাটি ঝুরঝুর ক'রে ঝরে পড়লো। সে মাটির স্তূপ সরাতে শুরু করলো, মাটির চাঁইগুলো এক এক ক'রে সরাতে লাগলো, কিন্তু তা করলে কি হবে, তার বেরোনোর পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো ততোক্ষণে।

পাঁচ মিনিট সময় লাগলো তার পার্টনারে মাথাটা মুক্ত করতে এবং আরও পাঁচ মিনিট সময় লাগলো তার নিজের দেহের বাকি অংশ মুক্ত করতে। বোমা পড়া বন্ধ হয়ে গেছে তখন, কিন্তু মাটির স্তূপের নিচে বাতাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। তাই একটু অক্সিজেন পাওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো তখন।

অন্ধকারের মধ্যেই ব্যাজার ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, "এখনই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো, ক্যালভিন। পরে সাহায্য নিয়ে আবার ফিরে এসো। আমি ঠিক থাকবো।"

ডেক্সটার তার নখ দিয়ে ক্রমাগত মাটির স্তূপের ওপর আঁচড় কাটতে লাগলো। এর ফলে ততোক্ষণে দু'টি নখ খুইয়ে ফেলেছিলো সে। ওপর থেকে সাহায্য আসতে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় লাগতে পারে। যেভাবে হাওয়া বন্ধ হয়ে আসছে তাতে মনে হয় না, তার পার্টনার আধঘণ্টার বেশি বেঁচে থাকতে পারবে। সে তার হাতের ফ্ল্যাশলাইটা জ্বেলে ল্যাম্পটা তার পার্টনারের হাতে ধরিয়ে দিলো।

"এটা তোমার কাছে রেখে দাও। তোমার কাঁধের ওপর দিয়ে কড়িকাঠের দিকে ল্যাম্পটা তুলে ধরবে, তাহলেই ধ্বস নামা দেখতে পাবে, তখন সরে যাওয়ার সুযোগ পাবে।"

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ব্যাজার তার দ্বিতীয় অভিযানের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌছালো। তৃতীয় বছরের জন্যে সময়সীমা বৃদ্ধি করাটা নিষেধ ছিলো। স্টেট্‌সে ফিরে যাবার আগের রাতে সায়গন কনভয় পর্যন্ত মোল তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পার্টনারের সঙ্গে যাবার অনুমতি পেয়ে গেলো, সেখান থেকেই সে তাকে বিদায় জানাবে। একটা আরমার্ড কনভয়ের সঙ্গে তারা রাজধানী পর্যন্ত যেতে পারবে। পরের দিন হেলিকপ্টারে চড়ে ডেক্সটার যে ফিরে আসতে পারবে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

উল্কি আঁকার পার্লার তখনও খোলা ছিলো, এবং তখনও সেখানে রমরমা কাজকারবার চলছিলো, বিশেষ ক'রে ডলারের। চিনাম্যান বেশ বুদ্ধিমান ছিলো, সে বুঝতে পেরেছিলো ভিয়েতনামে তার আর কোনো ভবিষ্যত নেই।

তার চলে যাওয়ার আগে তরুণ আমেরিকানরা তাদের বাম হাতে তাকে দিয়ে উল্কি আঁকিয়ে নিলো। উল্কির ছবিটা একটা ইঁদুরের, তবে সেই লাই খি'র প্রবেশপথের আগ্রাসী ইঁদুর নয়, বেশ ছিমছাম চেহারা, যা দেখে ভয় পাওয়ার কথা নয়।

পরের দিন সকালেই ব্যাজার উড়ে গেলো আমেরিকায়। দশ সপ্তাহ পরে মার্চের মাঝামাঝি মোলও তাকে অনুসরণ করলো। ১৯৭১ সালে ৭ই এপ্রিল টানেল র‍্যাটস আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়া হলো।

আর সেদিনই বহু সিনিয়র আফিসারদের অনুরোধ সত্ত্বেও ক্যালভিন ডেক্সটার সামরিকবাহিনী ছেড়ে ফিরে এলো সাধারণ নাগরিকের বেসামরিক জীবনে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

বৃটিশ মিলিটারির স্পেশাল এয়ার সার্ভিস রেজিমেন্টের চেয়ে খুব কম সংখ্যকই গোপন মিলিটারি সংস্থা রয়েছে। এরকম কিছু যদি থেকে থাকে তবে সেটা হলো ডিট।

১৪তম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টেলিজেন্স কোম্পানিকে ফোরটিন্থ ইন্ট কিংবা ডিটাচমেন্ট অথবা ডিট নামে ডাকা হয়। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট থেকে তারা তাদের লোক সংগ্রহ ক'রে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যাক নারীসৈনিকও রয়েছে তাদের।

যদিও প্রয়োজনে ডিট সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেয়, তাদের প্রধান কাজ আসলে অবস্থান চিহ্নিত করা, সার্ভে করা এবং বাজে লোকজনের কর্মকাণ্ড নজর রাখা, তাদের কথাবার্তা আড়িপাতা। তাদেরকে দেখতে পাওয়াটা বিরল ব্যাপার। তাদের শ্রবণযন্ত্রগুলো এতোটাই উন্নত যে, সেগুলো খুঁজে পাওয়াটা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার।

একটি সফল ডিট অপারেশনে অনেক কিছু করতে হয়—গোপনে সন্ত্রাসীদের আস্তানায় ঢুকে আড়িপাতার যন্ত্র বসিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের কথাবার্তা শুনে মোক্ষম সময়ে আঘাত হানা। এরফলে সন্ত্রাসীরা তাদের পরবর্তী অপারশেন সম্পর্কে তথ্য ফাঁস ক'রে দেয় নিজেদের অগোচরেই।

তাদের দীর্ঘ দিনের কর্মকাণ্ডের সফল পরিণতি এনে দেয় এস.এ.এস'র সশস্ত্র অপারেশন টিম। কোনো সন্ত্রাসী যদি আগে গুলি চালিয়ে বসে তো আর রক্ষা নেই। তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করা হয়। আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে।

১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ডিট অপারেশনগুলোর বেশিরভাগই হোতো উত্তর আয়ারল্যান্ডে আই.আর.এ'র বিরুদ্ধে। ডিট'ই মৃত মানুষের কফিনের ব্যবসা যারা করে তাদেরকে ম্যানেজ ক'রে কফিনের ভেতরে আড়িপাতার যন্ত্র বসিয়ে দেয়ার বুদ্ধিটা বের করেছিলো।

এতে ক'রে যে সব সন্ত্রাসী গডফাদার সাধারণত কোনো সময়ই লোকচক্ষুর সামনে আসতো না তারা ধরা পড়তে শুরু করলো। কারণ তাদের কোনো সদস্য মারা গেলে শেষকৃত্যে তারা আসতোই। আর তখন তাদের সমস্ত কথাবার্তা শুনে ফেলতো কর্তৃপক্ষ। বেশ কয়েক বছর এটা ভালো কাজই দিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনের বছরগুলোতে ডিট'ই বসনিয়ার গণহত্যাকারীদের হোতাদের চিহ্নিত করবে এবং এস.এ.এস'কে পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে যাতে ক'রে তারা তাদেরকে পাকড়াও ক'রে হেগ-এর আর্ন্তজাতিক বিচারালয়ে হাজির করতে পারে।

মি: রুবিনস্টেইনের কাছ থেকে স্টিভ এডমন্ড নামের একটি কোম্পানি জানতে পারলো যে, টরোন্টোর একজন শিল্পকলা সংগ্রহকারীর কিছু মূল্যবান পেইন্টিং উধাও হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তীকালে সেগুলো উদ্ধার ক'রে দেয় হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্ট নামে এক কোম্পানি, সেটা লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ডিস্ট্রিক্টের একটি নামকরা গোয়েন্দা এজেন্সি।

হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্ট তিনটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সেই সব কাজ বৃটিশ স্পেশাল ফোর্সের প্রাক্তন অফিসাররা পরিচালনা করে। তাদের সব চেয়ে বেশি আয় হয় অ্যাসেট প্রোটেকশান, অর্থাৎ সম্পত্তি সুরক্ষার ডিভিশন থেকে। এই নামটাই বলে দেয় সব চেয়ে বিত্তবানদের সম্পত্তি সুরক্ষার ভার তারা নিয়ে থাকে। এটা অবশ্য করা হয় নির্দিষ্ট সময়-সীমার জন্যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়।

তার পরের ডিভিশনের নাম পারসোনাল প্রোটেকশান, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুরক্ষা। এটাও নির্দিষ্ট সময়-সীমার জন্যে। যদিও উইল্টশায়ারে ব্যক্তি বিশেষের দেহরক্ষীদের প্রশিক্ষণের জন্যে একটা স্কুল আছে যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণের ফি দিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া যায়।

আর হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে ছোট্ট ডিভিশন হচ্ছে এল অ্যান্ড আর, লোকেশন অ্যান্ড রিকভারি। অর্থাৎ অবস্থানের সন্ধান এবং পুণরুদ্ধার। এরকম একটা ডিভিশনেরই প্রয়োজন ছিলো রুবিনস্টেইনের, যারা তাঁর হারানো মূল্যবান সম্পদ খুঁজে বের ক'রে উদ্ধার করে দেবে।

স্টিভ এডমন্ড তার ক্ষিপ্ত মেয়ের কাছ থেকে ফোন পাওয়ার দু'দিন পরেই হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্টের চিফ এক্সিকিউটিভের সঙ্গে দেখা ক'রে তার প্রয়োজনের কথা সবিস্তারে জানালেন।

"আমার নাতিকে খুঁজে বের করুন, টাকার জন্যে চিন্তা করবেন না, যতো টাকা লাগে আমি দেবো।"

স্পেশ্যাল ফোর্সের প্রাক্তন ডিরেক্টর, চোখ পিটপিট ক'রে তাকালেন। পরের দিন তিনি ডেকে পাঠালেন ফিল গ্রেসিকে। প্যারাসুট রেজিমেন্টের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন এবং ১৪তম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টেলিজেন্স কোম্পানিতে দশ বছর কাজ করেছে সে, যার আর এক নাম ডিটাচমেন্ট, সংক্ষেপে যার নাম ডিট। তবে কোম্পানির ভেতরে তাকে সবাই কেবল 'দ্য রিপার' নামেই চেনে।

গ্রেসি তার কাউন্টারপার্ট একজন কমান্ডিও সহকর্মীর সঙ্গে নিজেই সাক্ষাত করে বিস্তারিত জেনে নিলো। নিখোঁজ ছেলেটির ব্যক্তিগত অভ্যাস, তার পছন্দ-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপছন্দ, এমন কি তার দোষ-ত্রুটি, সব কিছুই সে জানতে চায়। রিকি কলেনসোর দুটো ফটো এবং তার নানার ব্যক্তিগত সেলফোন নম্বর নিয়ে মাথা নেড়ে চলে গেলো সে।

ট্র্যাকার পরবর্তী দু'দিন প্রায় ক্রমাগত বিভিন্ন জায়গায় ফোন ক'রে গেলো। ঠিক কোথায় সে যাচ্ছে, কি ক'রে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে এবং কাকে তার প্রয়োজন না জানা পর্যন্ত তার নড়াচড়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। এছাড়াও বোসনিয় গৃহযুদ্ধের সাহায্যের প্রোগ্রাম এবং বোসনিয় সামরিক টিমের ঘটনাস্থলে উপস্থিতির ওপর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বিভিন্ন রিপোর্টিং করলো। সৌভাগ্যবশত শেষ রিপোর্টিংটা তার মনে বেশ রেখাপাত করলো।

ইতিমধ্যে ইউনাইটেড নেশন একটি সামরিক শান্তিরক্ষার দল গঠন করেছিলো। এ ধরণের দল পাঠানো নেহাতই পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয় এই কারণে যে, যেখানে শান্তি স্থাপনের কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে অশান্তি আরও বেশি তীব্র ক'রে তোলার জন্য এই দলটিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিষেধ ক'রে দেওয়া হয়েছিলো, তার বদলে তাদের বলা হলো কোনোরকম বাঁধা না দিয়ে নরহত্যা ব্যাপক ক'রে তোলার জন্য। এই সামরিক দলটির নাম দেওয়া হয়েছিলো ইউ.এন.পি.আর.ও.এফ.ও.আর এবং বৃটিশ সরকার সর্বতোভাবে তাদের সাহায্য করেছে। তারা ট্রাভনিক থেকে ঠিক দশ মাইল দূরে ভাইটেজে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলো।

১৯৯৫ সালের জুন মাসে এই রেজিমেন্ট স্থানান্তরিত হয়, তার পূর্বসূরীদের মাস দুই আগে তাদের কাছ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী রেজিমেন্টের পরিচালক কর্নেলের খোঁজ করতে গিয়ে পিরব্রাইট গার্ডস ডিপোর সন্ধান পেলো ট্র্যাকার। সে ছিলো খবরাখবরের খনি। কানাডিও নানার সঙ্গে আলোচনার তিন দিন পরে ট্র্যাকার বলকানে উড়ে গেলো। সরাসরি বসনিয়ায় যাওয়া অসম্ভব ছিলো বলেই তাকে আপাতত ক্রোয়েশিয়ার উপকূলে যেতে হলো। তার কভার স্টোরি হলো সে একজন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট, যাকে একটা কার্যকর কভার বলা যায়, যে কোনো দিক থেকেই এটা ভূয়া প্রমাণ করা যাবে না। তবে সে একটা প্রধান সানডে সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের চিঠি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলো, যাতে তাকে বলা হয়েছে ত্রাণ কাজের কার্যকারিতার ওপর ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখার জন্যে। এই চিঠিটা স্রেফ প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করতে বলা হলো।

জায়গাটার নাম স্প্লিট। সেখানে পৌঁছানোর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অভাবনীয়ভাবে সেন্ট্রাল বসনিয়ায় যাওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলো সে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি এবং একটা পিস্তল (যদি প্রয়োজন লাগে সেজন্যে) যোগাড় ক'রে ফেললো। ক্রোয়েশিয়ার উপকূল থেকে ট্রাভনিকে যাওয়ার পাহাড়ী পথ খুবই দুর্গম। তবে তার খবর যে একেবারে অভ্রান্ত এ বিষয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে নিশ্চিত। যাত্রা শুরু করার আগে মনে মনে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো. লড়াই বা সংঘর্ষ বাঁধার মতো এলাকা দিয়ে যাবে না, আর তা সে করলোও না।

বসনিয় গৃহযুদ্ধ এক অদ্ভুত লড়াই। আশ্চর্য, জাতীয় সৈনিক থেকে শুরু করে, গুণ্ডা, বদমাস এবং অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত লোকেরা সবাই নিজেদেরকে দেশপ্রেমিক বলে জাহির করতে চায় এই যুদ্ধে। এরাই সবচেয়ে খারাপ, দেশ এবং সমাজের প্রকৃত শত্রু।

ট্র্যাকার তার উদ্দেশ্য সাধনে প্রথম বাঁধা পায় ট্রাভনিকে। জন স্ন্যাক সেখান থেকে চলে গেছে। একজন বয়স্ক লোক বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে তাকে বললো যে, তার বিশ্বাস, আমেরিকানরা দুঃস্থ শিশুদের ত্রাণ কাজে লিপ্ত আছে। এবং তারা ক্যাম্প খুলেছে ক্রোয়েশিয়ান রাজধানী জাগরেবে। আর সেখানেই শিশুদের ত্রাণ কার্যালয়ে জন স্ন্যাককে দেখতে পেলো সে। তবে এ ব্যাপারে সে খুব বেশি সাহায্য করতে পারলো না। রিকি কোলেনসোর নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনে সে জানালো এ ব্যাপারে তার কিছু করার নেই।

"তার কি হয়েছে, সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই," প্রতিবাদ ক'রে উঠলো সে। "দেখুন, লোভ্স 'এন' ফিশেসের সব কার্যকলাপ গতমাসেই বন্ধ হয়ে গেছে, আর সে ছিলো তাদেরই সঙ্গে। আমার সম্পূর্ণ নতুন দুটো ল্যান্ডক্রুজার নিয়ে উধাও হয়ে গেছে সে।

"সেই সঙ্গে আমার তিনজন স্থানীয় বসনিয় সাহায্যকারীদের মধ্যে একজনকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে। ত্রাণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকলাপ বন্ধ ক'রে দেয়াতে আমার সহকর্মী চার্লসটন খুব একটা খুশি নয়। আমিও তাদের বলি, এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। কিন্তু তারা আমার কথা শুনলো না, আমার চোখের সামনে সব কিছু বন্ধ ক'রে দিলো। আমার সৌভাগ্য যে, এখানে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে পেয়েছি।"

"বসনিয়ানের খবর কি?"

"ফাদিলের কথা বলছেন? কোনো সন্দেহ নেই, সব কিছুর পেছনে সে-ই আছে। চমৎকার লোক সে। নিজের পরিবার হারানোর শোকে প্রচুর সময় ব্যয় করেছে। এর জন্য যদি সে কাউকে ঘৃণা ক'রে থাকে, সে হলো সার্বদের, আমেরিকানদের নয়!"

"এর পেছনে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার আছে কি?"

"এখন সে কথা ভাবাটা বোকামো। আমি তাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলাম। এটা খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এর পরিণতি খুবই খারাপ হতে পারে। কিন্তু তাই বলে আমার মনে হয় না, তার জন্যে ফাদিল তাকে খুন করবে।"

"তুমি তখন কোথায় ছিলে, জন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এটাই হলো আসল কথা। আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে এ ঘটানা কখনোই ঘটতো না। যাইহোক না কেন, আমি সেই পরিকল্পনায় ভেটো প্রয়োগ করতাম। আমি তখন দক্ষিণ ক্রোয়েশিয়ার পার্বত্য পথে ঘুরছি একটা ভালো মজবুত ইঞ্জিনের ট্রাকের খোঁজ করছিলাম কাছাকাছি শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে একজন বোবা সুইডেনের লোক। চিন্তা করতে পারেন, এটা একটা তেলবাহী ট্রাক, কারোর চোখে পড়ার মতো নয়? সে এক অদ্ভুত আবিষ্কার।"

"তা আপনি কি আবিষ্কার করলেন?"

"মানে আমি যখন ফিরে আসি, তখন? হ্যা, সে তখন কমপাউন্ডে ফিরে এসেছিলো, তারপর গ্যারাজ থেকে একটা ল্যান্ডক্রুজার নিয়ে চম্পট দেয়। বসনিয়দের মধ্যে ইব্রাহিম নামের একজন ওদের দু'জনকেই দেখছে, কিন্তু তারা কোনো কথা বলে নি। সেটা হলো আমার ফিরে আসার চারদিন আগেকার কথা। আমি তাকে মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি কিন্তু কোনো উত্তর পাই নি। আমার অনুমান, তারা পালিয়ে গেছে। প্রথমে রাগের চেয়ে আমি অনেক বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম।"

"ওরা কোন্ দিকে গিয়েছিলো ব'লে আপনার মনে হয়?"

"ওহ্, ইব্রাহিম বলেছে, ওরা উত্তরদিকে গাড়ি চালিয়ে যায়। তার মানে ওরা গেছে সোজা সেন্ট্রাল ট্রাভনিক শহরের দিকে। শহরের কেন্দ্র থেকে চারদিকে যাবার রাস্তা ছড়িয়ে আছে। তাই অতোগুলো পথ দিয়ে কে কখন কোথায় চলে গেলো সেটা শহরের কেউ মনে রাখে না।"

"তা জন, আপনার কোনো ধারণা আছে?"

"হ্যা। আমার ধারণা, রিকি ফোন ক'রে থাকবে তাকে, কিংবা ফাদিল তাকে ফোন ক'রে পরে যেতে বলেছিলো। সে খুবই সংবেদনশীল। যদি গ্রামের কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ওষুধ পাঠানোর জন্য জরুরি ডাক আসে, এমনই আবেগ প্রবণ যে, সে তখন সাহায্যের জন্য দ্রুত গাড়ি ছুটিয়ে চলে যাবে।"

"বন্ধু, আপনি কি সেই দেশটা দেখেছেন? গাড়ি চালিয়ে সেখান দিয়ে কখনো গেছেন কি? সুদীর্ঘ পথে কতো পাহাড় পর্বত, উপত্যকা আর নদী-নালাই না আছে! আমার মনে হয় তারা হয়তো কোনো একটা পাহাড়িপথ দিয়ে যাবার সময় টাল সামলাতে না পেরে নিচের খাদে পড়ে গিয়ে থাকবে। আমার মন হয়, কেউ না কেউ সেটা দেখেও থাকতে পারে। দেখুন, তবু আমাকে যেতেই হবে। ভাগ্য ভালো হলে, হয়তো আমি তাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবো। সে খুবই ভালো ছেলে। বেচারা!"

ট্র্যাকার ট্র্যাভনিকে ফিরে গেলো। সেখানে সে একটা ছোটোখাটো অফিস-কাম-থাকার ব্যবস্থা করলো। খুশি হয়েই ইব্রাহিমকে তার গাইড আর দোভাষী হিসেবে নিয়োগ করলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ কয়েকটা বাড়তি ব্যাটারিসহ একটা স্যাটফোন নিয়ে সে রিকির খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলো। খবর গোপন করার জন্য একটা স্ক্র্যাম্বলার ডিভাইসও সঙ্গে রাখলো। লন্ডনের হেড অফিসের সঙ্গে যোগযোগ রাখার জন্যই তাকে এরকম একটা ব্যবস্থা করতে হলো।

তাদের যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে তার তা নেই। তার বিশ্বাস, রিকির এই যে নীরবতা এর পেছনে চারটি সম্ভাবনা রয়েছে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হলো রিকি কোলেনসোর ল্যান্ডক্রুজার চুরি করার সিদ্ধান্তটি, তারপর সেটায় চড়ে দক্ষিণে সার্বিয়ার বেলগ্রেডে পাড়ি দেবার পরিকল্পনা থাকতে পারে। বেলগ্রেডে গিয়ে সেটা বিক্রি ক'রে দিয়ে নিষ্কর্মার মতো ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এসব সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিলো ট্র্যাকার। না, এ কাজ কখনোই রিকি করতে পারে না। তার নানার যে বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ আছে তাতে করে একটা ল্যান্ডক্রুজার চুরি করাটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ কাজ কেন সে করতে যাবে? এটা কি তার চরিত্র-বিরোধী কাজ হয়ে যাবে না!

পরবর্তী সম্ভাবনার কথা মনে হলো ট্র্যাকারের। হয়তো সুলায়মান একটা লং ড্রাইভ করার জন্য তাকে অনুরোধ ক'রে থাকবে। উদ্দেশ্য, এই তরুণ আমেরিকানকে হত্যা ক'রে তার সব অর্থ আর ল্যান্ডক্রুজারটা চুরি ক'রে চম্পট দেয়া। হ্যা, তা সম্ভব, ট্র্যাকার ভাবলো। কিন্তু একজন বসনিয় মুসলমান হয়ে বিনা পাসপোর্টে ফাদিল ক্রোয়েশিয়ায় কিংবা সার্বিয়ায় খুব বেশি দূর যেতেই পারবে না। এ দুটিই তার কাছে শত্রুপক্ষের দেশ, তাছাড়া বিক্রির বাজারে একটা নতুন ল্যান্ডক্রুজার অবশ্যই নজরে পড়তে বাধ্য।

তারা তিনজন একসঙ্গে ভ্রমণ করলেও কেউ কউকে চেনে না, এবং তারা উভয়ে একই ট্রফি লাভের আশায় হাত মিলিয়েছে। এর অপর দু'জন হয়তো একই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ অর্থের লোভে তৃতীয় ব্যক্তিকে খুন ক'রে থাকবে। আবার এমনও হতে পারে, এমন কিছু ফ্রিল্যান্স কিলার আছে যারা নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেছে, তারে মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের কট্টর মুসলিম মৌলবাদী মুজাহিদিন টিমের কিছু সদস্য বসনিয়ায় তাদের নির্যাতিত মুসলিম ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। তারা যে ইতিমধ্যেই দু'জন ইউরোপিয় ভাড়াটে সৈনিককে হত্যা করেছে, এ খবর এখন আর কারোর অজানা নয়। এমন কি একজন মুসলিম ত্রাণকর্মী এবং একটি গ্যারাজের মুসলিম মালিক তাদের বিনা পয়সায় পেট্রোল যোগান দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তবে এসবের মধ্যে জন স্ন্যাকের মতবাদটা বেশি সম্ভাবনাময়। এবং তার অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই ইব্রাহিমকে সঙ্গে নিয়ে ট্র্যাকার দিনের পর দিন ট্রাভনিকের বাইরে মাইলের পর মাইল গাড়ি চালিয়ে যেতে গিয়ে রাস্তার দু'পাশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সজাগ দৃষ্টি রেখে গেছে। একজন বসনিয় যখন তার পেছনে শ্লথ গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলো, ট্র্যাকার তখন প্রতিটি রাস্তার পাশে খাদের নিচে উপত্যকাগুলোর দিকে তাকাতে ভুলছিলো না।

সে যা ভালো বুঝছিলো তাই করছিলো। ধীরে ধীরে, ধৈর্য সহকারে, কোনো কিছু চোখের আড়ালে না যেতে দিয়ে, সে তার তীক্ষ্নদৃষ্টি ফেলে আসছিলো টায়ারের চিহ্নের ওপর, খাদের প্রান্ত সীমানাগুলোর ওপর। কোনো খাদের প্রান্ত সীমারেখায় টায়ারের চিহ্ন হঠাৎ উধাও হয়ে যেতে দেখলে তখুনি সে গাড়ি থেকে নেমে নিচে উপত্যকায় তাকিয়ে দেখেছে, সেখানে কোনো ল্যান্ডক্রুজারের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে কিনা! এরই মধ্যে তিন তিনবার সে দড়ির মই বেয়ে নিচের উপত্যকায় নেমে গিয়ে দেখে এসেছে সেখানকার ঝোঁপঝাঁড়ে কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত ল্যান্ডক্রুজার পড়ে আছে কিনা! কিন্তু সেরকম কিছুই তার চোখে পড়ে নি।

কেবল নিজে পর্যবেক্ষণ করে ক্ষান্ত হলো না ট্র্যাকার, ঘোষণ করলো, রিকি কোলেনসোর খবর যে দিতে পারবে তাকে মোটা টাকার পুরস্কার দেয়া হবে। এই পুরস্কার ঘোষণার খবরটা উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগলো না, অচিরেই অনেকেই এগিয়ে এলো নানান খবর নিয়ে। তবে সব খবরের মধ্যে একটা খবর তার খুবই মনঃপুত হলো, সেটা হলো এই রকম : একজন খবর দিলো, সেই নির্দিষ্ট দিনে সেই গাড়িটা এই শহরের ভেতর দিয়ে ছুটে যেতে দেখেছে। গন্তব্যস্থল অজানা। যে রুট নেয়া হয়েছিলো সেটাও অজানা।

দু'সপ্তাহ পরে সে তার অনুসন্ধান কাজ বন্ধ ক'রে দিয়ে ভাইটেজে চলে এলো, সেখানে সবেমাত্র বৃটিশ সৈনিকদের হেডকোয়ার্টারের গোড়াপত্তন হয়েছিলো। সেখানে একটা স্কুলে থাকার মতো জায়গা পেয়ে গেলো ট্র্যাকার। এই স্কুলটা একটা হোস্টেলে রূপান্তরিত করা হলো মূলত বৃটিশ প্রেসের লোকজনদের থাকার জন্য। জায়গাটি টিভি অ্যালির রাস্তার ওপর, সেনাদের কম্পাউন্ডের ঠিক বাইরে, তবে হঠাৎ যদি কখনো পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায়, সেদিক থেকে সেটা নিরাপদ জায়গা বলা যায়।

সাংবাদিকদের সম্পর্কে সৈনিকদের ধারণা যে খুব একটা সুখকর নয়, তা জানা সত্ত্বেও খুব একটা মাথা ব্যথা রইলো না ট্র্যাকারে, তার 'ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্টের' কভার স্টোরির জন্য। কিন্তু সেখানকার অধিকর্তা কর্নেল একজন প্রাক্তন স্পেশাল সার্ভিসের লোক। তাই তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলো সে।

পারাসে কর্নেলের এক ভাই থাকতো। একই রকম প্রেক্ষাপট, একই রকম স্বার্থসংশ্লিষ্ট। কোনো সমস্যাই নেই, সাহায্য করার জন্যে যে কোনো কাজই তিনি করতে পারেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যাঁ, একজন আমেরিকান যুবকের নিখোঁজ হওয়ার খবর তিনি শুনেছেন। খুব খারাপ। তার প্যাট্রল অফিসাররা অনেক খোঁজ করেছে, কিন্তু কোনো হদিশই পায় নি। আর্মি বেনেভোলেন্ট ফান্ডে ট্র্যাকারের মোটা টাকা দান দেওয়ার প্রস্তাব তিনি মন দিয়ে শুনলেন। ফলে সৈনিকেরা তাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের কাজ অনেকটাই বাড়িয়ে দিলো। গোলন্দাজ বাহনীর কাছ থেকে একটা হাল্কা বিমান নিয়ে আকাশ পথে ওড়ানো হলো। পাইলটের সঙ্গী হলো ট্র্যাকার। তারা একঘণ্টা ধরে বহু পর্বতমালা, গভীর আর সংকীর্ণ গিরিখাতের ওপর দিয়ে পরিক্রমা করলো, কিন্তু তাদের কাঙ্খিত বস্তুটির সন্ধান পেলো না।

নৈশভোজের টেবিলে কর্নেল বললেন, "আমার মনে হয় যেখানে এরকম অঘটন ঘটানো হয় সেখানেই আপনার যাওয়া উচিত।"

"মুজাহিদিনদের কথা বলছেন?"

"সম্ভবত। জানেন, ওরা এক একটা সাক্ষাত শয়তান। আপনি যদি মুসলমান না হন, তাহলে দেখামাত্র নির্বিচারে ওরা আপনাকে খুন করবে। এমন কি আপনি যদি মুসলমানও হন, কিন্তু ওদের মতো কট্টর মৌলবাদী না হন, তাহলে আপনার ওই একই অবস্থা ক'রে ছাড়বে, খতম না করা পর্যন্ত আপনাকে রেহাই দেবে না। ১৫ই মে আমরা এখানে মাত্র দু'সপ্তাহ হলো এসেছি। এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা ঘুরে দেখা হয় নি। কিন্তু আমি দুর্ঘটনা নথিভূক্ত করার লগবুক চেক ক'রে দেখেছি, এ এলাকায় সেরকম কিছু ঘটে নি। আপনি বরং একবার ইউরোপিয়ান কমিউনিটি মনিটরিং মিশনে একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, সেখানকার কর্মচারীরা খুবই কাজের লোক। আমি নিজে ১৫ই মে'র ঘটনার খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে পারতাম, কিন্তু আমার নিজের অফিসে কাজের যা প্রচণ্ড চাপ তাতে আমার পক্ষে আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না, অন্তত এই মুহূর্তে তো বটেই!"

ইউরোপিয়ান কমিউনিটি সাধারণত ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সশস্ত্র বাহিনীদের নিয়ে গঠিত, তবে এদের কাছ থেকে তেমন ভালো কিছু আশা করা যায় না। তারা বসনিয়ায় চারদিকে ছড়িয়ে আছে। ওদের জন্য একটা অফিস, একটা ফ্ল্যাট, একটা গাড়ি এবং ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের তৈরি কিছু কিছু পরিস্থিতির উপর রিপোর্টগুলো পড়ে মনে হলো অনেকটা যেনো দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক একটি ডাইরি। ট্র্যাকার ১৫ই মে কিংবা তার পরবর্তী তিন দিনের যেসব ফাইল করা হয়েছিলো সেই সব কাগজপত্রের ওপর গভীরভাবে মনোনিবেশ করলো। বানিয়া লুকা থেকে ১৬ই মে ফাইল করা একটা কাগজের ওপর তার দৃষ্টি আঁটকে গেলো।

বানিয়া লুকা সার্বিয়ানদের একটা ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ঘাঁটি, আর সেই জায়গাটা হলো ট্রাভনিকের উত্তরে এবং ভ্লাসিক পর্বতমালার পাদদেশে। সেখানে

www.BanglaBook.org

ইউরোপিয়ান কমিউনিটির লেসি বেরিগার্ড ডেনমার্কের একজন মেজর ছিলেন। তিনি বললেন, আগের দিন সন্ধ্যায়, অর্থাৎ ১৫ই মে বোসনা হোটেলের বার-এ যখন মদ খাচ্ছিলেন তখন ছদ্মবেশের ইউনিফর্ম পরিহিত দু'জন সার্ব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিলো। দু'জনেই উত্তেজিত সার্বিয় ভাষায় একে অন্যেকে গালিগালাজ করছিলো। বয়সে ছোটো মানুষটির মুখের ওপর অপরজন বেশ কয়েকবার চড়-থাপড়ও মেরেছিলো। কিন্তু দোষী লোকটি প্রত্যুত্তরে পাল্টা আঘাত করে নি। এর থেকেই পরিস্কার বোঝা গেলো, আঘাতকারী লোকটা তার চেয়ে কতোই না শক্তিশালী!

তাদের ঝগড়া-বিবাদ শেষ হতেই মেজর তখন বারম্যানের কাছ থেকে সংঘর্ষের কারণটা জানতে চাইলো। বারম্যান ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেও মেজর ইংরেজি ভাষায় অর্গল কথা বলে গেলো। কিন্তু বারম্যান কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন রূঢ়ভাব দেখিয়ে সরে গেলো যে, যা সেটা তার স্বভাববিরুদ্ধ বলেই মনে হলো। পরের দিন সকালে ঐ লোক দুটো হোটেল ছেড়ে চলে গেলো, পরে তাদের আর কখনো দেখা যায় নি।

ট্র্যাকার ভাবলো, এটাই তার জীবনে দীর্ঘ অভিযান, এবং সাফল্য পাওয়া সম্পর্কে তখনও সে একেবারেই অনিশ্চিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বানিয়া লুকায় ইউরোপিয়ান কমিউনিটি অফিসে সে একদিন ফোন করলো। সেখানে তখন অন্য আর একজন অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলো, ফোনে একজন গৃক অফিসারের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। হ্যা, ডেনমার্কের সেই ভদ্রলোক আগের সপ্তাহেই ফিরে গেছেন। ট্র্যাকার তখন তাদের লন্ডন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে বললো, তারা যেনো ডেনমার্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে যোগযোগ করে। তিন ঘণ্টা পরে লন্ডন অফিস থেকে জবাব এলো। সৌভাগ্যবশত তার নামটা ততোটা কমন ছিলো না। জেনসেনের একটা সমস্যা হতে পারে। মেজর বেরেগার্ড লম্বা ছুটিতে চলে গেছেন ওডেন্‌সে; তবে তার ফোন নম্বারটা পাওয়া গেলো।

সেই দিন সন্ধ্যায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করলো ট্র্যাকার। সেখানে তখন প্রচণ্ড গরম। গ্রীষ্মের দাবানলে শরীর শীতল করতে তিনি তখন তার পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় একটা হ্রদে সাঁতার কেটে সবেমাত্র ঘরে ফিরে এসেছিলেন। মেজের বেরেগার্ড খুবই উপকারী ভদ্রলোক, তিনি তার সাধ্যমতো সাহায্য ক'রে থাকেন সবাইকে। ১৫ই মে'র সন্ধ্যার ঘনটা তার স্পষ্ট মনে ছিলো। বানিয়া লুকায় তার কাজ বলতে কিছুই ছিলো না। তিনি সেখানে নিজেকে খুবই নিঃসঙ্গ ব'লে মনে করতেন, এবং সেখানে তার নিয়োগটাই ছিলো নিরর্থক।

প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটা প্রাতঃরাশভোজের জন্যে বিয়ার পান করতে যেতেন তিনি। রোজকার অভ্যাস মতো সেদিনও তিনি গিয়েছিলেন বার-এ। প্রায় আধঘণ্টা পরে ছদ্মবেশের ইউনিফর্ম পরিহিত সার্বদের একটা ছোটোখাটো দল

www.BanglaBook.org

বার-এ এসে প্রবেশ করে। তাদেরকে যুগোশ্লাভের সৈনিক বলে মনেই হয় নি তার, কারণ তাদের কাঁধে ইউনিটের সেরকম কোনো চিহ্ন লাগানো ছিলো না।

তারা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলো, পিভোভিজের সঙ্গে বিয়ার, সে এক মারাত্মক সংমিশ্রণ। পরে এই ড্রিংকের পর্ব চললো আরও অনেকবার। মেজর এক সময় ডাইনিংরুমে যাওয়ার জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন, কারণ সেই সময় আর একজন সার্ব বার-এ ঢুকতেই তাদের সম্মিলিত চিৎকারে তার কানে তালা লাগার উপক্রম হয়েছিলো। শেষে প্রবেশ করলো যে লোকটি, মনে হলো সে-ই তাদের কম্যান্ডার, কারণ তখন অবশিষ্ট লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গে চুপ মেরে গিয়েছিলো।

সে তাদের সঙ্গে সার্বিয় ভাষায় কথা বললো, তাদেরকে তার সঙ্গেও আসতে বললো ব'লে মনে হলো। তারা তখন দ্রুত মদ পান ক'রে যে যার সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার তাদের ইউনিফর্মের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো। তারপর তাদের মধ্যে একজন মদের দাম দেবার জন্যে এগিয়ে গেলো কাউন্টারের দিকে।

এই সময় হঠাৎ কমান্ডার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে তার অধীনস্থ লোকগুলোর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলে অন্যেরা একদম চুপ মেরে রইলো। তাদের দেখাদেখি বার-এর অন্য সব ক্রেতারাও চুপ ক'রে থাকলো। এমনকি বারম্যানও। হই-হট্টোগোল চলতে থাকলো, সেই সঙ্গে কমান্ডারের দু'একটি চড়-থাপড় হজম করতে হলো অন্যদের। তারপরেও কেউ প্রতিবাদ করলো না। অবশেষে নেতা ঝড়ের বেগে বার থেকে বেরিয়ে গেলে অন্যেরা তাকে অনুসরণ করলো। মদের দাম কেউ আর দিতে গেলো না।

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে মদ্যপান ক'রে বার-এর বারম্যানের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো কর্নেলের। আর সেই সুবাদে বারম্যানের কাছ থেকে জানতে চাইলো, ঘটনাটা কি? কথাটা শুনে লোকটার মুখটা কেমন যেনো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। ডেনমার্কের এই ভদ্রলোকটি ভাবলো, বার-এ এমন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখে হয়তো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভালো ক'রে দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলো সে যেনো ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। তাকে যখন আবার জিজ্ঞেস করা হলো, ঘটনাটা কি, সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বার-এর অপর প্রান্তে চলে গেলো। বারটা তখন প্রায় শূন্য।

ট্র্যাকার জিজ্ঞেস করলো, "কমান্ডার কি অন্য কারোর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো?"

উত্তরে মেজর বললো, "না, যে মদের দাম দিতে চেয়েছিলো শুধু তার ওপরেই।"

"নেতা তার উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো কেন? আপনার রিপোর্টে কিন্তু এ ব্যাপারে সম্ভাব্য কারণের কোনো উল্লেখ নেই।"

"ওহ্, রিপোর্টে আমি তার উল্লেখ করি নি? খুবই দুঃখিত। আমার মনে হয়, লোকটা একশো ডলারের একটা বিল দিয়ে মদের দাম মেটাতে গিয়েছিলো, এটাই তার রাগের প্রধান কারণ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

ট্র্যাকার তার তল্পিতল্পা সব গুটিয়ে ট্রাভনিক থেকে উত্তরের দিকে গাড়ি চালিয়ে ছুটে চললো। মুসলিম অধ্যুষিত বসনিয় অঞ্চল পেড়িয়ে এগিয়ে গেলো সার্ব-দখলিকৃত দেশের দিকে। তবে একটু পরেই একটা বাড়ির ছাদে বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক পাতাকা পত্‌পত্‌ ক'রে উড়তে দেখা গেলো। যাইহোক, এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে যদি তার গতিপথ রুদ্ধ ক'রে এখানে অনধিকার প্রবেশের জন্যে চ্যালেঞ্জ করা হয়, তাহলে তার বিশ্বাস পাসপোর্ট, উদ্বাস্তুদের ত্রাণকার্যের ওপর তার লেখাগুলো এবং ভাইটেজ ব্যারাকের দোকান থেকে উপহার দেয়ার জন্য কিনে আনা ভার্জিনিয়া-টোব্যাকো সিগারেট, এসব দেখালে সে নিশ্চয়ই তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে। কিন্তু এমন প্রমাণও যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে তো তার হাতের কাছে বুলেট ভরা পিস্তলটা তো থাকছেই, যা সে ভালো করেই ব্যবহার করতে জানে। ট্র্যাকারের আশা, সে যে কেমন লোক, এই পিস্তলটাই সেই কথা বলে দেবে।

পথের মাঝে দু'জায়গায় তাকে যাত্রা বিরতি ঘটাতে হলো, একবার টহলরত বসনিয়ান সেনাবাহিনী তার পথ অবরোধ করলো, কারণ বসনিয় নিয়ন্ত্রিত দেশ ছেড়ে যাচ্ছে ব'লে এবং আর একবার বানিয়া লুকার দক্ষিণে যুগোশ্রাভ আর্মির একটি টহল দল তার গতিরোধ করলো। প্রতিবারই তার ব্যাখ্যা, নথিপত্র এবং উপহারসামগ্রী বেশ কাজ দিলো। পাঁচ ঘণ্টা পরে সে পৌছালো বানিয়া লুকায়।

বসনা হোটেল ফাইভ স্টারের মর্যাদা না পেলেও অন্য সব বড় বড় শহরের হোটেলে যে সব সুযোগ-সুবিধা থাকে, সেখানে সে সবের ব্যবস্থা আছে। এসব দেখেশুনেই সে হোটেলটাতে ঢুকে পড়লো। সে দেখলো ফরাসি টিভি ক্রু ছাড়া সেখানে সে-ই একমাত্র বিদেশী। সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় বার-এ গিয়ে হাজির হলো সে। সেখানে আরও তিনজন মদ খাচ্ছিলো, তারা সবাই সার্ব। আর সবাই একটা টেবিলের সামনেই বসেছিলো। তা ছাড়া একজন বারম্যানকেও দেখা গেলো সেখানে। সে তখন বার-কাউন্টারে মদের সরঞ্জাম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো।

"হ্যালো, আপনি নিশ্চয়ই ডুসকো!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার ব্যবহার বেশ বন্ধুসুলভ এবং হৃদত্যপূর্ণ। করমর্দন করার জন্য সে হাত বাড়িয়ে দিলো।

"আপনি কি এর আগে কখনো এসেছিলেন?"

"না, এই প্রথম। চমৎকার বার, বেশ ঘরোয়া পরিবেশ।"

"আচ্ছা, আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?"

"সম্প্রতি আমার এক বন্ধু এখানে কাজ করতে এসেছিলো। ভদ্রলোক ডেনমার্কের আধিবাসী। তার নাম লেসি বেরেগার্ড। সে আমাকে বলেছে, যদি কোনোদিন আমি এখান দিয়ে যাই আমি যেনো আপনাকে হাই বলে আসি।"

বারম্যান আশ্বস্ত হলো এই ভেবে যে, এই আগন্তুকের কাছ থেকে ভয়ের কোনো আশঙ্কা নেই।

"তা, আপনিও কি ডেনমার্কের লোক?"

"না, বৃটিশ।"

"সৈনিক?"

"আরে না, আমি একজন সাংবাদিক। এখানে ত্রাণকাজে নিয়োজিত এজেন্সিদের উপর ধারাবাহিকভাবে কিছু প্রবন্ধ লেখার কাজ করতে এসেছি। তা, আপনি আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবেন?"

ড্রসকো তার সবচেয়ে ভালো পছন্দের ব্র্যান্ডিটা বের করলো।

"আমিও সাংবাদিক হতে চাই। একদিন আপনার মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো। সারা পৃথিবীকে দেখবো। আমার এই স্বপ্ন সত্যি হবে কিনা জানি না।"

"কেন হবে না? এখানকার স্থানীয় কোনো সংবাদপত্রে কাজ ক'রে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। তারপর বড় শহরে গিয়ে সেখানকার নামী সংবাদপত্রে সাংবাদিকের কাজ করার চেষ্টা করুন। আমিও ঠিক এমনটিই করেছিলাম।"

বারম্যান অবজ্ঞাভরে কাঁধ ঝাঁকালো।

"এখানে? এই বানিয়া লুকায়? এখানে কোনো কাগজই নেই।"

"তাহলে সারায়েভো'তে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। এমন কি বেলগ্রেডেও! আপনি তো একজন সার্ব। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। এখানে বলে রাখি, যুদ্ধ চিরদিন চলতে পারে না।"

"এখান থেকে চলে যেতে হলে টাকার প্রয়োজন আছে। কোনো কাজ না থাকলে টাকার যোগানও থাকতে পারে না। আর হাতে টাকা না থাকলে বেড়াবোই বা কি করে, বাইরে না যেতে পারলে কাজও পাবো না।"

"ও হ্যা, অর্থই সবক্ষেত্রে কটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।"

ইংলিশম্যান আমেরিকান ডলারের একটা বান্ডিল বের করলো, সবই একশো ডলারের নোট। বার-এর মধ্যেই নোটগুলো গুণতে শুরু করলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি একজন পুরনো-ধাঁচের লোক," সে বললো, "আমার বিশ্বাস প্রত্যেক মানুষের উচিত একে অপরকে সাহায্য করা। এতে জীবন খুব সহজ হয়ে যায়, অনেক বেশি আরামপ্রদ হয়। ডুসকো, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?"

বারম্যান তার হাতের খুব কাছেই হাজার হাজার ডলারের বান্ডিল দেখতে পাচ্ছে। সেদিক থেকে সে তার দৃষ্টি কিছুতেই সরাতে পারছে না। সে তার কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে এনে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো।

"আপনি কি চান? এখানে আপনি কি করছেন? আপনি তো রিপোর্টার নন।"

"ভালো কথা, আমি এখানে একটা বিশেষ কাজে এসেছি। আমি প্রশ্ন করি। তবে আমি আমার এক একটা প্রশ্নের উত্তর চড়া দামে অন্য কোনোখানে বিক্রি ক'রে থাকি। ডুসকো, আপনি আমার মতো বিত্তবান হতে চান?"

"আপনি কি চান?" বারম্যান তার আগের প্রশ্নের পুণরাবৃত্তি করলো। সেই সঙ্গে সে একবার অন্য সব মদ্যপানরত লোকগুলোর দিকে এক মুহূর্ত তাকালো। তাদের মধ্যে কয়েকজন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"এর আগে আপনি একশো-ডলার নোটের বান্ডিল দেখেছিলেন! গত মে মাসে। ১৫ই মে, তাই না? এক তরুণ সৈনিক সেই বান্ডিল থেকে বার-এর বিল মেটাবার চেষ্টা করছিলো। সেই সময় এখানে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। আমার বন্ধু লেসি তখন এখানেই ছিলো, সে আমাকে এমন কথাই বলেছে। এখন বলুন, সেদিন ঠিক কি ঘটেছিলো আর কেনই বা ঘটেছিলো?"

ভয়ার্ত গলায় বারম্যান ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, "ওসব কথা এখানে এখন বলা সম্ভব নয়।" টেবিলের সেই লোকগুলোর মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বার-কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এলে বারম্যান সঙ্গে সঙ্গে সময় মতো লোকটা আসর আগেই টাকার বান্ডিলের ওপর একটা রুমাল ফেলে দিলো। তারপর তেমনি ফিসফিসিয়ে আবার বললো, "দশটায় বার বন্ধ হয়। আপনি ফিরে আসতে পারেন।"

সাড়ে দশটায় বার বন্ধ ক'রে তারা দু'জন আধো অন্ধকারে একটা বুথে ব'সে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু ক'রে দিলো।

প্রথমে বারম্যানই আলোচনার সূত্রপাত করলো।

"তারা যুগোশ্লাভ সৈনিক নয়। প্যারামিলিটারির লোক। অত্যন্ত বাজে লোক। তারা এখানে তিনদিন ছিলো। তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়ে ছিলো সচচেয়ে ভালো ঘর, ভালো খাবার, পর্যাপ্ত পরিমাণের মদ। হোটেল আর বার-এর বিল না মিটিয়েই তারা চলে যায়।"

"ওদের মধ্যে একজন আপনাকে টাকা দিতে চেয়েছিলো, তাই না?"

"হ্যা, তা সত্যি। একজনই কেবল টাকা দিতে চেয়েছিলো। সে ভালো ছেলে ছিলো। অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা। জানি না অমন একটা ভালো ছেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওই সব বাজে লোকেদের সঙ্গে কি করতে এখানে এসেছিলো। সে ছিলো শিক্ষিত এক যুবক। আর অন্যেরা গ্যাংস্টার। নর্দমার কীট।"

"ওরা যে তিনদিন আপনাদের হোটেলে বিনা পয়সায় থাকলো, আপনি তার প্রতিবাদ করেন নি?"

"প্রতিবাদ? আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন আমি প্রতিবাদ করি নি? ঐ সব জানোয়ারগুলোর কাছে অস্ত্র ছিলো। তারা এমন কি নিজেদের সার্বিয় ভাইদেরকেও হত্যা করে। তারা সবাই খুনি।"

"তাহলে আপনার ভাষায় সেই ভালো ছেলেটি আপনার বিল মেটাবার চেষ্টা করতে গেলে কে চড় মেরেছিলো বলতে পারেন?"

ট্র্যাকার তার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলো, সার্ব লোকটি ভয়ঙ্কর টেনশনে রয়েছে।

"আমার কোনো ধারণা নেই। তবে একটু বলতে পারি, তার চালচলন হাবভাব এবং হম্বি-তম্বি দেখে মনে হয়েছিলো, সে ওদের নেতা। নাম কি বলতে পারবো না। ওরা তাকে চিফ ব'লে সম্বোধন করছিলো।"

"এই সব প্যারামিলিটারিদের প্রত্যেকের একটা ক'রে নাম আছে, ডুসকো। যেমন আরকান আর তার বাঘেরা। ফ্র্যাঙ্কির ছেলেরা। ওরা সবাই বিখ্যাত হতে চায়। ওরা ওদের নামের গর্ব ক'রে থাকে।"

"আমি শপথ ক'রে বলতে পারি ওর কোনো নাম ছিলো না।"

ট্র্যাকার জানে এটা মিথ্যে কথা। সে যেই হোক না কেন, তার নামে সবাই ভয়ে ঘেমে উঠতে বাধ্য।

"কিন্তু সেই ভালো ছেলেটি...তার তো একটা নাম থাকার কথা, তাই না?"

"আমি কখনো সেটা শুনি নি।"

"এইমাত্র আমরা অনেক টাকার কথা বলেছি, ডুসকো। আপনি তাকে আর কখনো দেখতে পাবেন না। আর আমাকেও কখনও দেখতে পাবেন না। যুদ্ধের পর সারায়েভো'তে গিয়ে নতুন ক'রে কাজ করার অনেক সুযোগ পাবেন আপনি। সেই ছেলেটির নাম আমার দরকার।"

"যেদিন সে এখান থেকে চলে যায় সেদিন সে চেক মারফত টাকাটা দিয়ে যায়। অন্য সব ভালো মানুষের মতো সে খুব লজ্জা পাচ্ছিলো।"

"তা, সে-ই চেকটা কি বাউন্স হয়েছিলো? চেকটা ফেরত এসেছিলো?"

"না, সেটার পেমেন্ট পেয়ে গিয়েছিলাম। যুগোশ্লাভ ডিনার, বেলগ্রেডের কোনো ব্যাঙ্ক থেকে পেমেন্টটা এসেছিলো।"

"তাহলে কোনো চেক না?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"সম্ভবত চেকটা নষ্ট ক'রে ফেলা হয়েছে। তবে তার আই.ডি কার্ড নম্বর লিখে রেখেছিলাম এই আশঙ্কায় যে, যদি চেকটা বাউন্সড হয়ে যায়।"

"কোথায়? কোথায় সেটা লিখে রেখেছিলেন?"

"অর্ডার প্যাডের পিছন দিকে, বলপয়েন্টে লিখে রেখেছি।"

ট্র্যাকার সেটার সন্ধান পেলো। অর্ডার প্যাডে দীর্ঘ এবং যতো সব জটিল ককটেল ড্রিঙ্কসের অর্ডার লেখা ছিলো যা মনে রাখার কথা নয়। এতো দীর্ঘ যে, একদিনে পুরো প্যাড লেখা সম্ভব হলো না। আর একদিন যেতে হলো, কিন্তু শেষ দুটি প্যাডের শিট তখন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিলো। তবে বলপয়েন্টে লেখার ফলে কার্ডবোর্ডের পেছনে সাতটি সংখ্যার একটা নম্বর এবং দুটো বড় বড় অক্ষরে লেখার ছাপ পাওয়া গেলো। আট সপ্তাহের পুরনো, তবু যথেষ্ট স্পষ্ট।

আই.ডি নম্বরটা পেয়ে ট্র্যাকার মহা খুশি। সঙ্গে সঙ্গে মি: এডমন্ডের দেওয়া একহাজার ডলার তার হাতে তুলে দিয়ে সেখান থেকে চলে এলো সে। সেখান থেকে ক্রোয়েশিয়ায় চলে যাওয়ার সবচেয়ে সোজা পথ হলো উত্তরে, তারপর জাগরেবের এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ধরা।

সাতটি রাজ্য নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেল রিপাবলিকের অবস্থা তখন রক্ত বন্যায় ক্ষতবিক্ষত। আলাদ আলাদা স্বাধীন রাজ্য গঠনের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে, বিশৃঙ্খলা আর চরম নিষ্ঠুরতায় নিরীহ মানুষের জীবন অনশ্চিত হয়ে পড়েছে। উত্তরে স্লোভেনিয়া রাজ্য প্রথম বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে, সৌভাগ্যবশত তাদের এই বিচ্ছিন্নতা আসছে বিনা রক্তপাতে। দক্ষিণে মেসিডোনিয়া আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পথ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু মূল কেন্দ্রে সার্বিয়ান ডিক্টেটর স্লোবোদান মিলোসেভিচ ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, কসোভো, মন্টেনিগ্রো এবং তার নিজের রাজ্য সার্বিয়াকে গ্রাস করার জন্য নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। যারা তার আধিপত্য স্বীকার করতে নারাজ, তাদের ওপর বেশি অত্যাচার চলছিলো। ক্রোয়েশিয়া তার হাতছাড়া হয়ে যায়, কিন্তু তার ক্ষমতার লোভ কিংবা ক্ষুধা এতোটুকু কমে নি, বরং অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

১৯৯৫ সালে ট্র্যাকার যে বেলগ্রেডে এসে পৌছালো, সেটা তখনো পর্যন্ত অস্পর্শই থেকে গেছে। সেটার নিঃসঙ্গতা কসোভো যুদ্ধে আরও উত্তজনা ছড়িয়ে দেবে, প্ররোচিত করবে, আর সে যুদ্ধ আসন্ন।

ট্র্যাকার তার লন্ডন অফিস থেকে জানতে পারলো যে, বেলগ্রেডে একটা প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সি আছে, তার পরিচালক একজন প্রাক্তন সিনিয়র পুলিশ অফিসার। ট্র্যাকার সেই এজেন্সির অফিসটা সহজেই খুঁজে বের করলো।

ট্র্যাকার গোয়েন্দা ড্রাগন স্টোয়িকভিচকে বললো, "আমি এমন একজন যুবকের খোঁজ করছি যার নাম আমার জানা নেই, কেবল তার আই.ডি কার্ডের নম্বরটা বলতে পারি।"

www.BanglaBook.org

স্টোয়িক ঘোঁতঘোঁত একটা শব্দ ক'রে বললো, "সে কি কাজ করতো?"

"আমি যতোদূর জানি, সে কিছুই করতো না। হয়তো সে এখানে কিছু দেখেছে। হয়তো দেখে নি।"

"তাহলে আপনার ওকেই চাই, শুধু একটি নাম?"

"এরপর আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। কিন্তু আমার তো কোনো গাড়ি নেই আর সার্বো-ক্রোয়েশিয়া ভাষার ওপর আমার কোনো দখলও নেই। হয়তো সে ইংরিজিতে কথা বলে, আবার আমার এই অনুমান সত্যি নাও হতে পারে।"

স্টোয়িক আবার ঘোঁতঘোঁত শব্দ করলো। হয়তো এটা তার বিশেষত্ব। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো, ফিলিপ মার্লোর গল্প-উপন্যাস তার পড়া হয়ে গেছে এবং আর দেখা হয়ে গেছে প্রত্যেকটা সিনেমা। সে *দ্য বিগ স্লিপ* ছবির নায়ক রবার্ট মিচাম হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে মাত্র পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, তার ওপর মাথায় টাক, এই চেহারায় ওইরকম সুপুরুষ নায়ক হওয়ার কথা ভাবা যায়!

"আমার শর্ত..." সে বলতে শুরু করলো।

ট্র্যাকার আরও একহাজার ডলার বিল ডেস্কের ওপর রাখলো। "আমি চাই আপনার একনিষ্ঠ মনোযোগ," বিড়বিড় ক'রে বললো সে।

স্টোয়িক অভিভূত। এরপর যে কথাটা সে বলতে চাইছিলো সেটা সরাসরি *ফেয়ার ওয়েল, মাই লাভলি* ছবি থেকে আসতে পারতো।

"ঠিক আছে," সে বললো।

ইন্সপেক্টর আর সময় নষ্ট করলো না। নিজের গাড়িতে করে ট্র্যাকারকে সে কনিয়ার্নিক শহরের লিয়েরমন্টোভা'তে নিয়ে গেলো।

"আপনার এখানে থেকে যাওয়াটাই ভালো," স্টোয়িক বললো। সে বেরিয়েছে আধঘণ্টা হলো। পুরনো সহকর্মীর সঙ্গে তাকে কিছু কথাবার্তা বলতে হবে। তবে তার কাছে একটা কাগজ আছে।

"এই আই.ডি কার্ডটা মিলান রজাকের। বয়স চব্বিশ। আইনের ছাত্র হিসেবে নথিভুক্ত। তার বাবাও একজন সফল উকিল। উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। এর থেকে আপনার কি মনে হয়, আপনি সঠিক লোকটিকে পেয়েছেন?"

"যদি সে ঠগ না হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, তার ফটোসহ আই.ডি. কার্ডটা দু'মাস আগে বানিয়ো লুকায় ছিলো।"

"সেখানে সে কি করতে যাবে?"

"একটা বার-এ তাকে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে।"

স্টোয়িকের মনে পড়লো, একটা ফাইল তাকে দেখতে দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু কপি করার অনুমতি তাকে দেওয়া হয় নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"সে তার ন্যাশনাল মিলিটারি সার্ভিস কোর্স শেষ করেছে। আঠারো থেকে একুশ বছরের মধ্যে যুগোশ্লাভের সমস্ত তরুণদের সেটা করা বাধ্যতামূলক।"

"লড়াকু সৈনিক?"

"না। সিগনাল করপস্। রেডিও অপারেটার।"

"সে কখনো লড়াকু সৈনিক দেখে নি। হয়তো তার ইচ্ছে ছিলো সেরকম কিছু একটা হওয়া। হয়তো বসনিয়াগামী দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে থাকবে সার্বিয়ানদের হয়ে লড়াই করার জন্যে। ভুলপথে চালিত হওয়া একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। সেটা কি সম্ভব?"

স্টোয়িক কাঁধ ঝাঁকালো।

"হ্যা, সম্ভব। কিন্তু এই সব প্যারামিলিটারিরা সমাজের আবর্জনা। সবাই গ্যাংস্টার। এই সব আইনের ছাত্ররা তাদের সঙ্গে কি করবে?"

"গ্রীষ্মের অবকাশ?" ট্র্যাকার বললো।

"কিন্তু কোন্ গ্রুপের সঙ্গে? আমরা কি তাকে জিজ্ঞেস করবো?"

স্টোয়িক তার নথিপত্রের ওপর চোখ বোলালো।

"ঠিকানা সেনাকের, আধঘণ্টার বেশি পথ নয়।"

"তাহলে সেখানেই যাওয়া যাক।"

ঠিকানাটা পেতে কোনো কষ্ট হলো না তাদের। ইস্তারস্কা স্ট্রটের উপর সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরবাড়ি। জায়গাটা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মার্শাল টিটোর অধীনে ছিলো, আর এখন স্লোবোদান মিলোসেভিচ মিস্টার রজাককে একজন সিনিয়র অফিসারের মর্যাদা দিয়েছে আদৌ তাতে ক্ষতির কিছু নেই। স্নায়ু দুর্বলতায় আচ্ছন্ন সম্ভবত বছর চল্লিশেকের এক মহিলা বিমর্ষভাবে দরজায় উঁকি মারলো, বয়সের তুলনায় তাকে অনেক বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে, হয়তো অত্যধিক টেনশনে থাকার দরুণ তার বয়স বেড়ে গেছে।

সার্বো-ক্রোশিয়ার মিলিত ভাষায় কথাবার্তা শুরু হলো।

স্টোয়িক নিচু গলায় ট্র্যাকারকে বললো, "ইনি মিলানের মা।"

"হ্যা, মিলান বাড়ির ভেতরেই আছে। কি চান আপনারা?" জিজ্ঞেস করলো মিলানের মা।

"তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। বৃটিশ প্রেসের জন্য একটা সাক্ষাৎকার।"

স্পষ্টতই মিসেস রজাককে হতভম্ব হতে দেখা গেলো। তবুও তিনি তাদের ভেতরে আসতে আহ্বান করে তার ছেলেকে ডাকলেন। তারপর তিনি তাদের বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে পাশের হলঘরে এসে হাজির হলো। মায়ের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলে তারপর বসবার ঘরে এলো সে। তাকে খুবই চিন্তিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর ভয়াও দেখাচ্ছে। ট্র্যাকার বন্ধুসুলভ হাসি হেসে করমর্দন করলো তার সঙ্গে। দরজা তখনো ইঞ্চিখানেক খোলা ছিলো। মিসেস রজাক ফোনে দ্রুত কথা বলে যাচ্ছিলেন। স্টোজিক ইংলিশম্যানের দিকে চাকিতে একবার তাকালো। এই ভাবে তাকিয়ে সে যেনো ট্র্যাকারকে সতর্ক ক'রে দিতে চাইলো এই বলে যে, "আপনি যা জানতে চান, সংক্ষেপে প্রশ্ন করুণ। গোলন্দাজবাহিনী পথে নেমে পড়েছে।"

ইংলিশম্যান একটা নোটপ্যাড বের করলো। দুটো কাগজের শিট তখনো অবশিষ্ট ছিলো, হোটেল বোসনার নামাঙ্কিত প্যাড। কাগজের শিট দুটো তুলে কার্ডবোর্ডটা সেখানে বলপেনের ছাপ পড়া সাতটি সংখ্যা এবং দু'টি আদ্যাক্ষর মিলান রজাককে দেখালো।

"মিলান, আপনি যে হোটেলের পাওনা বিল মিটিয়ে ছিলেন, সেটা আপনার বদান্যতার পরিচয়ই বটে। সেজন্য বারম্যান খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চেকটা বাউন্স হয়েছে।"

"না। অসম্ভব। আমি যতোদূর জানি, চেকটা পাস—"

এই পর্যন্ত বলে সে থেমে গেলো, তার মুখটা কাগজের মতো সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

"এর জন্যে কেউ আপনাকে দোষারোপ করছে না। আমি বলি কি, মিলান, আপনি আমকে শুধু বলুন, বানিয়া লুকায় আপনি কি করছিলেন?"

"একজনের বাড়িতে গিয়েছিলাম।"

"বন্ধুর কাছে?"

"হ্যা।"

"ছদ্মবেশে? মিলান, এটা একটা যুদ্ধাঞ্চল। দু'মাস আগে সেদিন ঠিক কি ঘটেছিলো?"

"আমি জানি না, আপনি কি বলছেন, আপনার কথা বুঝতে পারছি না।" তারপর সে ফেঁটে পড়লো, উত্তেজিত হয়ে সার্বো-ক্রোয়েশিয়ো ভাষায় কথা বলতে শুরু করলে ট্র্যাকারও যেনো মেজাজ হারাতে বসলো। স্টোয়িকের দিকে ভ্রু তুলে তাকালো সে।

ডিটেক্টিভ বিড়বিড় ক'রে বলে উঠলো, "ছেলেটির বাবা আসছে।"

ট্র্যাকার কিন্তু অবিচলিত থেকে তীক্ষ্মস্বরে বললো, "দশজনের একটা দলে আপনি ছিলেন। সবাই ছিলো ইউনিফর্ম পরিহিত। সশস্ত্র অবস্থায়। বলুন, তারা কারা?"

মিলন রজাক ঘামতে শুরু করলো। তার চোখ দুটো দেখে মনে হলো, সে বুঝি এখনই কান্নায় ফেঁটে পড়বে। ট্র্যাকার তার অবস্থাটা বুঝত পারলো। এটাই স্বাভাবিক, বয়সে তরুণ, এ বয়সে মানুষ দুর্বলতার সমস্যা দেখা দিতেই পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনি ইংরেজ হতে পারেন, কিন্তু প্রেসের লোক নন। এখানে আপনি কি করছেন? কেন আপনি আমাকে অভিযুক্ত করছেন? আমি এসবের কিছুই জানি না।"

বাইরের রাস্তায় টায়ার ঘষার শব্দটা ভেসে এলো। মিসেস রজাক সদর-দরজা খুলে রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরেই তার স্বামী বাড়িতে এসে ঢুকলেন। মুহূর্ত যেতে না যেতেই তাকে বসবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখা গেলো, এতোটাই উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো তাকে যে, ভালো ক'রে কথাও বলতে পারছিলেন না, গলার ভেতর থেকে কেমন যেনো একটা ঘর্ঘর শব্দ বেরিয়ে আসছিলো কেবল। তিনি আবার ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন না। তার বদলে সার্বো-ক্রোয়েশিয়ো ভাষায় চিৎকার করতে শুরু করলেন তিনি।

স্টোয়িক তার কথার ভাষান্তর ক'রে ট্র্যাকারকে বললো : "উনি জিজ্ঞেস করছেন, কেন আপনি এ বাড়িতে এসেছেন, আর কেনই বা আপনি তার ছেলেকে হয়রানি করছেন।"

ট্র্যাকার শান্ত গলায় বললো, "না, কখ্খনো না, আমি ওকে হয়রানি করছি না। আমি শুধুই জিজ্ঞেস করেছি, বানিয়া লুকায় এই যুবকটি আট সপ্তাহ আগে কি করছিলো আর তার সঙ্গে যারা ছিলো তারা কারা?"

স্টোয়িকের ভাষান্তর শেষ হতেই মিলানের বাবা আবার চিৎকার করতে শুরু ক'রে দিলেন।

"উনি বললেন," স্টোয়িক ব্যাখ্যা ক'রে বললো, "উনার ছেলে নাকি এ ব্যাপারে কিছুই জানে না, আসলে সে নাকি সেদিন সেখানে আদৌ ছিলো না। সারাটা গ্রীষ্মকাল ও এখানেই ছিলো, আর আপনি যদি এখনই এ বাড়ি ছেড়ে চলে না যান তাহলে উনি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবেন। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এখনই এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত। উনি এখানকার একজন শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী লোক।"

ট্র্যাকার বললো, "ঠিক আছে, আমরা এখনই চলে যাচ্ছি, তবে চলে যাওয়ার আগে একটা শেষ প্রশ্ন করতে চাই।"

ট্র্যাকারের অনুরোধে, স্পেশাল ফোর্সের সাবেক ডাইরেক্টর, বর্তমানে হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্ট ডিটেক্টিভ এজেন্সির পরিচালক সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সাথে যার বেশ সখ্যতা আছে, তিনি ট্র্যাকারকে তার শেষ প্রশ্নটা করতে অনুমতি দিলেন। সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের একজনের কাছ থেকে তারা আগেই কিছু তথ্য পেয়েছিলো।

"হ্যা, আমার শেষ প্রশ্ন হলো, ওরা কি জোরানের নেকড়ে? আর যে লোকটি আপনার গালে চড় মেরেছিলো সে কি জোরান জিলিক নিজেই?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্টোয়িক ট্র্যাকারের কথার অর্ধেকেরও বেশি ভাষান্তর করার আগেই মিলান তাকে হাতের ইশারায় থামতে বললো, কারণ কথাগুলো ইংরেজিতে হলেও সবই সে বুঝতে পেরেছে। এর প্রতিক্রিয়া হলো দুটো অংশে। পরবর্তী কয়েক মুহূর্ত একটা অদ্ভুত নিরবতা বিরাজ করতে থাকলো সেখানে। দ্বিতীয় অংশে, মিলান যা বললো সেটা যেনো বিস্ফোরিত গ্রেনেড।

ওদিকে মিসেস রজাক একটা আর্ত চিৎকার করেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আর তার ছেলে একটা চেয়ারে ধপাস ক'রে বসে পড়লো, হাত দুটো সে তার মাথার ওপর রেখে কাঁপতে শুরু করলো এবার। নিমেষে তার বাবার ফ্যাকাশে সাদা মুখটা তামাটে হয়ে গেলো। পরক্ষণেই তিনি আবার চিৎকার করে বলে উঠলেন, "যান, বেরিয়ে যান!" স্টোয়িক দরজার দিকে এগিয়ে গেলে ট্র্যাকারও তাকে অনুসরণ করলো।

কম্পনরত মিলানের পাশ দিয়ে যাবার সময় ট্র্যাকার নিচু গলায় তাকে বললো, "যদি আপনি কখনো আপনার মন পরিবর্তন করেন, আমাকে ফোন করতে পারেন, কিংবা চিঠি লিখতে পারেন, আমি চলে আসবো।"

এয়ারপোর্টে ফিরে যাবার সময় গাড়ির মধ্যে একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো। ড্রাগন স্টোয়িক স্পষ্টতই অনুভব করলো, সে তার হাজার ডলারের প্রতিটি সেন্ট সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে। ইন্টারন্যাশনাল ডিপারচারের কাছে আসতেই ট্র্যাকারের দিকে ফিরলো সে।

"বন্ধু, যদি আপনি কখনো বেলগ্রেডে ফিরে আসেন, আমি আপনাকে ওই নামটা উল্লেখ না করার জন্যে পরামর্শ দেবো। এমন কি ঠাট্টার ছলেও নয়। আবার বলছি, বিশেষ ক'রে ঠাট্টার ছলে তো নয়ই। আজকের ঘটনাটা ঘটে নি। এরকম কিছু হয় নি। বুঝলেন।"

আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে স্টিফেন এডমন্ডের জন্যে ট্র্যাকার তার রিপোর্ট সম্পূর্ণ করে তার খরচের একটা তালিকা পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। রিপোর্টের শেষ প্যারাগ্রাফটা হলো এই রকম হলো :

> আমার আশঙ্কা, আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে ঘটনায় আপনার নাতির মৃত্যু হয়েছে, সেই মৃত্যুর ধরন কিংবা তার মৃতদেহ যেখানে শায়িত আছে, সম্ভবত কখনোই সেটা প্রকাশ পাবে না। আর যদি আমি বলি যে, আপনার নাতির জীবিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে বলবো, সেটা মিথ্যে আশ্বাস দেওয়া হবে আপনাকে। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে দূরদর্শিতা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যদি দেখাতেই হয় তাহলে বলবো, এর একমাত্র রায় হলো : নিখোঁজ এবং সম্ভবত নিহত।

সে এবং তার বসনিয়ান সঙ্গী যে পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হয়ে খাদের নীচে পড়ে গেছে, সেটা আমার একেবারেই বিশ্বাস হয় না। সেই রকম প্রতিটি সম্ভাব্য রাস্তায় আমি নিজে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি। আর বসনিয়ানরা যে তার ট্রাক কিংবা টাকার জন্যে তাকে হত্যা করেছে, এও আমি বিশ্বাস করি না।

আমার বিশ্বাস, ভুলবশত তারা ঝুঁকিপূর্ণ পথে চলে গিয়েছিলো এবং অপরিচিত এক বা একাধিক লোক তাকে খুন করেছে। আর এরা যে সার্বিয়ান প্যারামিলিটারির সদস্য, সে সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু কোনো তথ্য প্রমাণ, সনাক্তকরণ, স্বীকারোক্তি কিংবা আদালতের প্রামাণিক সাক্ষ্য ছাড়া, কোনো অভিযোগ করা সম্ভব নয়।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি আপনাকে এই সংবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি বিশ্বাস করি যে, এটা অবশ্যই সত্য।

আপনার একান্ত অনুগত স্যার,
আপনার বাধ্যগত কর্মচারী, ফিলিপ গ্রেসি।

২২শে জুলাই, ১৯৯৫।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

সেনাবাহিনী ছাড়ার সিদ্ধান্ত ক্যালভিন ডেক্সটার কেন যে নিয়েছিলো সেটার কোনো ব্যাখ্যা সে দেয় নি, কারণ কেউ তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করুক তা সে চায় নি। সে কলেজে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। একটা ডিগ্রি নিয়ে উকিল হতে চেয়েছিলো।

ভিয়েতনামে বেশ কয়েক হাজার ডলার সঞ্চয় করেছিলো, তা দিয়ে নিজের আইন পড়ার খরচ চালিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলো সে। ডেক্সটার ভাবলো, শহরতলীর কলেজে পড়লে খরচ কম হবে; কিন্তু সে এও ভাবলো যে, শহরে, বিশেষ ক'রে রাজধানী নিউইয়র্কে এ ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। তাই শেষপর্যন্ত সে নিউইয়র্ক সিটি ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে আইন পড়ার জন্য আবদন করলো, এবং অচিরেই তার আবেদন গ্রহণ করলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

তরুণ ডেক্সটার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কাছেই ব্রনক্সে এক-ঘরের ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলো। হিসেব ক'রে দেখলো, সে যদি হাটা পথে কিংবা পাবলিক বাস ব্যবহার করে, কম দামের খাবার খায়, এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে ইমারত তৈরির কাজ করে তাহলে স্নাতক হওয়া পর্যন্ত পড়ালেখার খরচ চালিয়ে যেতে পারবে।

পরবর্তী তিন বছর যেসব ইমরত তৈরির কাজ সে করেছিলো সেগুলোর মধ্যে একটি হলো পৃথিবীর বিস্ময়—ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার যা নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ার হিসেবে পরিচিত।

১৯৭৪ সালটা তার কাছে খুবই উল্লেখযোগ্য, যা তার জীবনধারা একেবারে বদলে দিলো। অ্যাঞ্জেলা মারোজ্জি নামে এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়, এবং প্রথম দেখাতে সে তার প্রেমে পড়ে যায়। ইতালিয়ান-আমেরিকান মেয়ে জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে উপযুক্ত। বাথগেট এভিনুয়ের একটা ফুলের দোকানে কাজ করতো সে। সেই গ্রীষ্মেই তারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলো আর তাদের দু'জনের সম্মিলিত আয়ের সুবাদে তারা একটা বড় অ্যাপার্টমেন্টেও উঠে এলো।

সেই শরতে, তখনো তার গ্র্যাজুয়েশনের এক বছর বাকি, সে ফোর্ডহ্যাম 'ল স্কুলে ভর্তির জন্যে আবেদন করলো। জায়গাটা ম্যানহাটন নদীর ওপারে। 'ল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্কুল মানেই ১৯৭৫ সালে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর আরও তিন বছর পড়তে হবে সেখানে। তারপর বার পরীক্ষা এবং সব শেষে নিউইয়র্ক স্টেটে সে একজন অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল হিসেবে প্র্যাক্টিস করার অধিকার পাবে।

এর জন্যে কোনো ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন ছিলো না, অ্যাডমিশন কমিটিতে সমস্ত নথিপত্র পেশ করতে হবে তাদের বিবেচনার জন্যে। আর সেই সব নথিপত্রের মধ্যে থাকবে স্কুলের রেকর্ড। ডেক্সটারের এসব নথিপত্র চমৎকার বলেই বিবেচিত হলো। এসবের মধ্যেই চাপা পড়ে গিয়েছিলো তার সেনাবাহিনী থেকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট ডিডি২১৪।

তবুও নির্বাচন কমিটিতে ডেক্সটারের কাগজপত্র নিয়ে নির্বাচকদের মধ্যে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক হলো। প্রফেসর কেল আলোচনা টেবিলের মধ্যমণি হয়েও তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং জানালার সামনে এগিয়ে গিয়ে গভীর বিস্ময়ে বাইরের গ্রীষ্ম কালের নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তার একজন সহকর্মী জানালার সামনে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

"কাজটা খুবই টাফ হাওয়ার্ড, তাই না? তা, তুমি কাকে বেছে নেবে?"

বৃদ্ধ মানুষটি তার হাতের কাগজটা সিনিয়র শিক্ষককে দেখালেন। শিক্ষক মেডেলের তালিকা পড়ে নিচু স্বরে একটা শিস্ দিয়ে উঠলেন।

"একশোতম জন্মদিনের আগেই সে এইসব মেডেলগুলো পেয়েছে।"

"সে কি এমন করেছিলো?"

"এই ফ্যাকাল্টিতে সুযোগ পাওয়ার অধিকার সে অর্জন করেছে, তার জন্যে যা পড়াশোনা করার দরকার তাও করেছে সে," প্রফেসর বললেন।

তারা দু'জন টেবিলে ফিরে এসে তার পক্ষে ভোট দিলেন। ভোট সমানভাবে ভাগাভাগি হয়ে গেলো, উভয় দিকেই তিনটি ক'রে ভোট। কিন্তু এই অনিশ্চিত সম্ভাবনায় চেয়ারম্যানের ভোট এক দিকে দ্বিগুণ হয়ে গেলো। কেন তিনি তাকে ভোট দিলেন তা ব্যাখ্যা করলেন। তারা সবাই সেনাবাহিনী থেকে ডিসচর্জ হওয়ার ডিডি১২৪ সার্টিফিকেটা দেখলেন।

"সে উগ্র আর হিংস্র হতে পারে," রাজনৈতিক দিকটি বিবেচনা ক'রে ডিন প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন।

"ওহ্, আমিও তাই মনে করি," প্রফেসর কেল বললেন। "আজকের দিনে এসবই অবান্তর, এরকম চিন্তা করাটা আমি ঘৃণা করি।"

ক্যালভিন ডেক্সটার দু'দিন পরে সুখবরটা পেলো। সে এবং অ্যাঞ্জেলা বিছানায় শুয়েছিলো তখন। তারা তখন দাম্পত্য প্রেমে গভীরভাবে মগ্ন। অ্যাঞ্জেলাকে আদর সোহাগে তৃপ্ত করতে করতে ডেক্সটার তাকে তাদের ভবিষ্যতের কথা শোনাচ্ছিলো। সে একজন বিত্তবান আইনজ্ঞ হতে চলেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েস্টচেস্টার কিংবা ফেরারফিল্ড কাউন্টিতে তারা একটা সুন্দর বাড়ি তৈরি করবে পাকা মনে।

তাদের মেয়ে আমান্ডা জেনি ১৯৭৫ সালের বসন্তের শুরুতে জন্মালো, তবে একটা জটিলতা সৃষ্টি হলো। সার্জেন তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করলেও এরপর অ্যাঞ্জেলা স্বাভাবিকভাবে আর কখনো গর্ভবতী হতে পারবে না; তাই ইচ্ছে থাকলে ডেক্সটার দম্পতি পুত্রসন্তান দত্তক নিতে পারে। অ্যাঞ্জেলার পারিবারিক পুরোহিত তাকে বললেন, এটাই হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তার ইচ্ছাকে অ্যাঞ্জেলার অবশ্যই মেনে নেয়া উচিত।

সেই গ্রীষ্মে ক্যালভিন ডেক্সটার গ্র্যাজুয়েট হলো এবং তার ক্লাসে প্রথম পাঁচজনের মধ্যেই স্থান হলো তার। শরতে তার তিন বছরের 'ল কোর্স শুরু হলো। কোর্সটা খুবই টাফ, কিন্তু এই কোর্স চালিয়ে যাওয়ার জন্যে সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য ক'রে গেলো মারোজ্জি পরিবার।

প্রথম দু'বছর গ্রীষ্মের অবকাশে প্রচুর পরিশ্রম করলো সে, কিন্তু তৃতীয় বছরে হানিম্যান ফ্লেইশারের এক সম্মানিত 'ল ফার্মে একটা চাকরি জোগাড় ক'রে নিতে সক্ষম হলো ডেক্সটার। হানিম্যান ফ্লেইশারের তিনজন সিনিয়র পার্টনার ফোর্ডহ্যাম 'ল স্কুল থেকেই স্নাতক পাস করেছিলো। সেই সুবাদেই শিক্ষকদের ওপর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে অবসরকালীন সময়ে একজন লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলো ডেক্সটার।

১৯৯৮ সালের গ্রীষ্মে ডেক্সটারের বাবা মারা যান। ভিয়েতনাম থেকে ফিরে এসে বাবার সঙ্গে খুব কমই সাক্ষাত হয়েছিলো তার। ডেক্সটারের বাবা কিছুতেই বুঝতে পারেন নি, কেন তার ছেলে কনস্ট্রাকসনের কাজে যোগ দিলো না।

কিন্তু ডেক্সটার আর তার স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা মিঃ মারোজ্জির গাড়ি ধার নিয়ে বাবার সঙ্গে একদিন দেখা করতে গেলো তার একমাত্র নাতনীকে দেখানোর জন্য। কিন্তু হঠাৎই তার শেষ সময় এসে উপস্থিত হলো। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হলো তার নির্মাণরত একটা বিল্ডিংয়ের বাইরে। তার সন্তান একাই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলো। ডেক্সটার আশা করেছিলো, তার বাবা তার স্নাতক হওয়ার অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন এবং তার শিক্ষিত সন্তানকে নিয়ে গর্ববোধ করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা আর সম্ভব হলো না।

ডেক্সটার সেই গ্রীষ্মেই স্নাতক হলো। তবে বার পরীক্ষাটা না দিয়ে হানিম্যান ফ্লেইশারের ফার্মে পুরোপুরি চাকরিতে লেগে গেলো। তবে আর্থিক সম্মান সে তার যোগ্যতা হিসেবে পেলো না। ১৯৭৮ সালের শরতে ক্যালভিন ডেক্সটার হানিম্যান ফ্লেইশারের ফার্ম থেকে একজন পেশাদার আইনজ্ঞ হিসেবে যে অর্থ পেলো তা কোনো শিক্ষানবীশ তার থেকে বেশি পেতো। এ নিয়ে ডেক্সটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনো অভিযোগ করে নি। তার তখন যতো না অর্থের প্রয়োজন ছিলো তার চেয়ে বেশি দরকার ছিলো অভিজ্ঞতা নেয়ার, যা তাকে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। সে একজন ক্রিমিনাল উকিল হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে চাচ্ছিলো। চাচ্ছিলো আদালতে অভিযুক্তদের হয়ে ক্রস এক্সামিন করতে।

শীতের এক পড়ন্ত বিকেলে তার ছোট্ট অফিসের দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে একজন সেক্রেটারি একটা ফাইল হাতে হাজির হলো।

"এটা কি?" সে জানতে চাইলো।

"ইমিগ্রেশন আপিল, এখানে এক বিদেশীর বসবাস করার জন্য আবেদন," মেয়েটি বললো, "রজার বলেছে, এ কাজ সে হাতে নিতে পারবে না।"

আইনের ব্যাবসায় সাধারণত যে কেসে ক্রিমের গন্ধ আছে, অর্থাৎ মোটা টাকা কামানোর ব্যাপার থাকে, সেসব কেসই তারা হাতে নিতে উৎসাহী বেশি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন ব্যাপারটা স্পষ্টতই যেনো সর তোলা দুধ।

নির্লোভী ডেক্সটার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাইলটা খুলে গভীর মনোযোগ সহকারে কেসের বিস্তারিত বিবরণ পড়তে শুরু করলো। এই কেসের শুনানী হবে পরের দিন।

সেটা ১৯৭৮ সালের ২০ শে নভেম্বর।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

সে সময় রিফিউজি ওয়াচ নামে একটি চ্যারিটি সংস্থা ছিলো। এর সদস্যদেরকে 'সচেতন নাগরিক' হিসেবে অভিহিত করা হোতো। 'জনকল্যান' শব্দটি এরচেয়ে কম শ্রদ্ধার ব'লে বিবেচিত হোতো ব'লে মনে হয়।

এর কাজ ছিলো বিভিন্ন দেশ থেকে প্লেনে ক'রে কিংবা নদীপথে ভেসে আসা যেসব লোকজন স্ট্যাচু অব লিবার্টির পাদদেশে লেখা মহান বাণীটি আক্ষরিক অর্থে অনুধাবন ক'রে আমেরকিায় থাকতে চায় তাদেরকে সহায়তা দেয়া।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেতো এই সব শরণার্থী ইংরেজি বলতে এবং বুঝতে পারে না। হতদরিদ্র এই সব মানুষ তাদের শেষ সম্বলও খরচ ক'রে ফেলতো আমেরিকায় পাড়ি দিতে গিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে তারা যে নিষ্ঠুর আচরণটি পেতো সেটি আসতো ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশান সার্ভিস থেকে। এই ভয়ঙ্কর সংস্থাটির দর্শন হলো শতকরা ৯৯.৯ ভাগ আবেদনকারী প্রতারক এবং ভণ্ড, তাই তাদের মতে এরা যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত।

১৯৭৮ -এর শীতের প্রারম্ভে ক্যালভিন ডেক্সটারের ডেস্কে যে ফাইলটা স্থান পেয়েছিলো সেটা কম্বোডিয়া থেকে পালিয়ে আসা মিস্টার এবং মিসেস হোম মাউঙের।

মিঃ মাউঙের দীর্ঘ জবানবন্দী থেকে জানা গেলো, তিনি ফরাসি ভাষায় শিক্ষিত হলেও কম্বোডিয়ান ভাষাও বেশ ভালোই জানেন। তার বিড়ম্বিত জীবনকাহিনীটি অনেকটা এই রকম :

১৯৭৫ সাল থেকে একটা ঘটনা আমেরিকায় সবার জানা হয়ে গেছে, বিশেষ ক'রে *দ্য কিলিং ফিল্ডস* ছবির মাধ্যমে। কম্বোডিয়া একজন বিকৃত মস্তিষ্কের স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী খুনির হাতের মুঠোয় চলে গেছে, তার নাম পল পট আর সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তার একান্ত অনুরক্ত খেমার রুজ সেনাবাহিনী।

পল পটের স্বপ্ন ছিলো বেপরোয়া যা কিনা হঠকারীতারই নামান্তর। সে তার দেশকে প্রস্তর যুগ ফিরিয়ে আনতে চায়। শহরের সমস্ত শিক্ষিত লোকেদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষের মাধ্যমে তার সেই বিকৃতমস্তিষ্কের জীবন-দর্শনের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। এসবই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিঃ মাউঙ দাবি করলেন, রাজাধানী নম পেনে একটা হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তিনি, আর তার স্ত্রী একটা প্রাইভেট ক্লিনিকের স্টাফ নার্স ছিলেন। খেমার রুজের খুনি-বাহিনী তাদের দু'জনকেই খতম করার পরিকল্পনা করে এবং সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, তাদের পেছনে লোক লাগিয়ে দেয় তারা।

তাদের জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠলে, প্রকাশ্যে চলাফেরা যখন অসম্ভব হয়ে পড়লো, তখন তারা গা-ঢাকা দেওয়ার জন্য একটা নিরাপদ বাড়িতে আশ্রয় নিলো। তারা সবাই তাদের হয় বন্ধু কিংবা পেশায় তাদের সমকক্ষ ছিলো। কিন্তু তারাও যখন একে একে সবাই গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে গেলো তখন ভীষণ নিরাপত্তার অভাববোধ করলো তারা।

মিঃ মাউঙের আরও দাবি ভিয়েতনামী কিংবা থাই সীমান্তের ধারে কাছে তারা যেতে পারতেন না, কারণ সেখানে খেমার রুজ বাহিনী এবং তাদের গুপ্তচরেরা সারাক্ষণ টহল দিয়ে বেড়ায়। এমন কি তারা যে কৃষকের বেশ ধারণ ক'রে যাবে সেখানে তাও সম্ভব ছিলো না।

যাইহোক, শেষপর্যন্ত একজন ট্রাক চালককে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে নম পেন থেকে বেরিয়ে ক্যামপঙ সন বন্দরে চলে আসে। সেখানে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি মালবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তার শেষ অবিশিষ্ট সঞ্চয়ের সব টাকা দিয়ে তাদেরকে সেই জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ ক'রে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তারপরই নিউ ইয়র্কের একটা বন্দরে এসে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন তাকে যেনো সেখানে থাকার অনুমতি দেয়া হয়।

শুনানীর আগের প্রায় সারাটা রাত মিঃ মাউঙের ফাইলের কাগজপত্র ভালো ক'রে পড়লো ডেক্সটার। সে চায় উদ্বাস্তুদের আবেদন ভালোভাবে বিবেচিত হোক। মিঃ মাউঙের স্টেটমেন্টের পর সে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের জবাবটাও পড়ে দেখলো। সেটা খুবই চাছাছোলা ভাষায় ছিলো।

আমেরিকার যে কোনো শহরে সর্বশক্তিমান হলেন ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর আর তার অফিসটাই হলো প্রথম প্রতিবন্ধক। ফাইলের ইনচার্জ, ডিরেক্টরের সহকর্মী মিঃ মাউঙের আশ্রয় চাওয়ার আবেদন বাতিল ক'রে দেয়। তার সেই বাতিলের অজুহাত খুবই অদ্ভুত ধরণের—স্থানীয় আমেরিকান দূতাবাসে কিংবা কনসুলেটে আবেদন ক'রে আমেরিকান ঐতিহ্য অনুয়ায়ী অপেক্ষা করা উচিত ছিলো।

ডেক্সটার ভাবলো, এটা খুব একটা বড় সমস্যা নয়, কারণ খেমার রুজদের হত্যালীলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই কম্বোডিয়ার আমেরিকান দূতাবাস থেকে তাদের কর্মচারীরা আমেরিকায় পালিয়ে এসেছিলো। তাই কার কাছে আবেদন করবেন মিঃ মাউঙ। অতএব কর্তৃপক্ষের এই যুক্তি ধোপে টিকবে না। প্রথম পর্যায়ে এই অস্বীকারের দরুন মাউঙদের নির্বাসনে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় শামিল হতে

www.BanglaBook.org

হবে। ওদিকে রিফিউজি ওয়াচ তাদের কেসের কথা শুনতেই তারা রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়লো। নিয়ম আর পদ্ধতি অনুযায়ী মাউঙ দম্পতিকে এক্সক্লুসন হিয়ারিংয়ে প্রবেশ করতে বাঁধা দিলো ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর অফিস। এবং তাদের বলা হলো, ইচ্ছে করলে তারা পরবর্তী শুনানী অ্যাসাইলাম হিয়ারিং অফিসারের কাছে আবেদন করতে পারে।

ডেক্সটারের ধারণা, মিঃ মাউঙ যেহেতু একজন কমিউনিস্ট-বিরোধী, তাই আমেরিকায় তার পুনর্বাসন হওয়া উচিত এবং তার ক্ষেত্রে কখনোই ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশ্যালিটি অ্যাক্টের ২৪৩-এইচ ধারাটি খাটতে পারে না।

এই মামলার শুনানী সত্যিকারের আদালতে হবে না, তার বদলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসে অ্যাসাইলাম হিয়ারিং অফিসারের সামনে হবে। শুনানীর পাঁচ মিনিট আগে অফিসারদের হাজির হতে দেখা গেলো। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো জনৈক নরম্যান রস। ডেক্সটার জেনে গিয়েছিলো, এক্সক্লুসন হিয়ারিংয়ে মাউঙ দম্পতিদের পুনর্বাসনের আবেদন যে যুক্তি নাকচ করা হয়েছে এখানে ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টরের প্রতিনিধি সেই একই যুক্তি দেখাবেন, তার বেশি বা কম কিছুই বলবেন না, অর্থাৎ তারা তাদের মূল যুক্তি থেকে এক চুলও সরে আসবে না।

মিঃ রস তার ডেস্কের পেছনে বসে মাউঙ দম্পতির শেষ বারের মতো আবেদনের ফাইলটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর তিনি হানিম্যান ফ্লেইশারের শিক্ষানবীশ ক্যালভিন ডেক্সটারের দিকে ভুরু তুলে তাকালেন।

ডেক্সটার তার পেছন থেকে শুনতে পেলো, মিঃ মাউঙ তার স্ত্রীকে নিচু গলায় বলছেন, "এই তরুণ উকিল যে সফল হবেই এই আশা অবশ্যই আমরা করবো আর তা না করলে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কম্বোডিয়ায় আমাদের ফিরে যেতে হবে।" তারপরেই মিঃ মাউঙকে একেবারে শান্ত আর নির্বাক হয়ে যেতে দেখা গেলো।

ওদিকে ক্যালভিন ডেক্সটার যেহেতু ফরাসি ভাষা জানে না, তাই মাউঙ দম্পতিদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে রিফিউজি ওয়াচ এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার জন্যে একজন মহিলা দোভাষী দিয়েছিলো।

শুনানী শুরু হতেই ডেক্সটার ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টরের প্রথম পয়েন্ট উল্লেখ ক'রে মিঃ রসকে বোঝাতে চেষ্টা করলো এই ভাবে : দেশ পেনে যখন হত্যালীলা চলছিলো তখন কম্বোডিয়ার রাজধানী কিংবা অন্যত্র আমেরিকান দূতাবাস অথবা কনসুলেটে কোনো কর্মচারী ছিলো না, তবে কাছাকাছি বলতে ব্যাঙ্কক, থাইল্যান্ডে তারা থাকলেও মিঃ মাউঙের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিলো না, কারণ পথে তার খুন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিলো। তাই স্বভাবতই তিনি তার আবেদনপত্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জমা দিতে পারেন নি ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের দাবি মতো। ডেক্সটার চকিতে একবার মিঃ রসের মুখের দিকে তাকালে তার মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এ থেকে বোঝা গেলো, তিনি তার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। ওদিকে ইমিগ্রেশনের প্রতিনিধির মুখ কালো হয়ে গেলো, সে বোধহয় বুঝে গেছে তাদের সেই যুক্তিটাও আর ধোপে টিকছে না।

তার এখন প্রধান কাজ হবে, খেমার রুজ উগ্রবাদীদের মুখোমুখি হতে গিয়ে তার একজন সৎ ও শিক্ষিত মক্কেলকে কি নিদারুণ অত্যাচারই না সহ্য করতে হয়েছে, তার অপরাধ তিনি একজন কমিউনিস্ট-বিরোধী লোক। স্কুলের একজন হেডমস্টার হওয়ার পরেও তাকে হত্যা করা তাদের পক্ষে কোনো ব্যাপারই না।

গত রাতে ডেক্সটার নরম্যান রস সম্পর্কে একটা উল্লেখযোগ্য খবর পেয়েছিলো। মিঃ রস নাকি আগে রস পদবীধারী ছিলেন না, গত মহাযুদ্ধের সময় তার বাবা স্যামুয়েল রোজেন পোল্যান্ড থেকে আমেরিকায় পালিয়ে আসেন এবং এখানে এসে তিনি তার পদবী বদল ক'রে হয়ে যান রস।

এখানে এসে নরম্যান তার বাবর এই নতুন পরিবর্তিত পদবীই ব্যবহার করছেন। এর থেকেই অনুমান ক'রে নেওয়া যায় যে, এক সময় তার পরিবারও এখানে প্রথমে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলো এবং পরে ধাপে ধাপে আমেরিকানদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে আজ তিনি পুরোপুরি একজন আমেরিকান শুধু নন, কম্বোডিয়া থেকে সদ্য আগত নতুন নতুন উদ্বাস্তুদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে বিচারপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই আশা করা যায় যে, মাউঙ দম্পতিদের সমস্যাটা তাকে বোঝাতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। এই সব কথা মাথায় রেখেই তরুণ উকিল ক্যালভিন ডেক্সটার মাউঙ দম্পতিদের হয়ে জোরালো সাওয়াল করতে শুরু করলো :

"যারা এখানে মৃত্যুর দুয়ার থেকে কোনো রকমে এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছে সহায় সম্বলহীন হয়ে কোনো কিছু সঙ্গে না নিয়ে, তাদের দাবি বেশি কিছু নয়, স্রেফ সাধারণভাবে জীবনধারণের একটা সুযোগ পাওয়া। কিন্তু এই অবস্থায় তাদের সেই করুণ আবেদন নাকচ ক'রে দিয়ে তাদের দেশে ফিরে যেতে বলা খুবই সহজ যেখানে ভয়ঙ্কর মৃত্যু তাদের জন্যে ওৎ পেতে ব'সে আছে। তাই আমার এই মক্কেল দম্পতিকে সে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ঠেলে দিতে আপনাদের কোনো পরিশ্রম বিংবা খরচ হবে না; কিন্তু স্যার, মানবতার খাতিরে এবং বিবেকের তাড়নায় আমি শুধু একটা কথাই এখানে বলতে চাই, এই ভাবে কি ওদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়াটা উচিত? আমেরিকানদের এটা কি তাদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়? এটা কি মানবতা লঙ্ঘন করা নয়?

"এখানে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, ধরুন আমার বাবারা, কিংবা তাদের বাবারা যদি এই অবস্থায় কখনো পড়তেন, এবং তাদের দেশে ফিরে যেতে হতো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে, তারা তখন আক্ষেপ ক'রে কি বলতেন? 'আমি এক স্বাধীন দেশে গেছিলাম, আমি সেখানকার প্রতিটি বাড়ির দরজায় দরজায় গিয়ে নক্ ক'রে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু তারা আমার মুখের সামনে তাদের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে, আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে।' তারা সংখ্যায় কতোজন মিঃ রস? এক মিলিয়ন, হয়তো বা তার দশ গুণও হতে পারে। তাই আমি আপনাকে আইনের দিক থেকে বলছি না, চতুর উকিলের কথার জাল বুনে বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠার কথা এখানে তুলে ধরছি না, কিন্তু, আমি এখানে শেক্সপিয়ারের একটা ছোট্ট উদ্বৃত করতে চাইছি, 'ক্ষমাই মানুষের পরম ধর্ম, অন্যেকে ক্ষমা করার মতো বড় গুণ মানুষের আর হয় না।' তাই শেক্সপিয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমিও আপনাকে আমার শেষ প্রশ্নটি করবো, আমাদের এই বিশাল দেশে এক দম্পতি যারা তাদের প্রাণ ছাড়া সর্বস্ব খুইয়ে এখানে এসেছে একটু আশ্রয় পাওয়ার জন্যে, তাদের জন্যে কি এখানে একটুও জায়গা হতে পারে না?"

ডেক্সটারের শেষ জ্বালাময়ী বক্তৃতায় বোধহয় কাজ হলো। তার দিকে বেশ কয়েক মিনিট ধরে তাকিয়ে রইলেন নরম্যান রস্, তার কথাগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন তিনি। তারপর কি ভেবে তিনি তার হাতের পেন্সিলটা ডেস্কের ওপর নামিয়ে এনে পরক্ষণেই তিনি ঘোষণা করলেন :

"প্রত্যাবর্তন-দণ্ড স্থগিত রাখা হলো অনির্দিষ্টকালের জন্য। পরের মাম্লাটা তুলুন।"

রিফিউজি ওয়াচের মহিলা দোভাষী উত্তেজিত হয়ে নরম্যান রসের এই ঐতিহাসিক রায় দানের মানে কি দাঁড়ালো মাউঙ দম্পতিদের কাছে ফরাসি ভাষায় ব্যাখ্যা ক'রে যা বললো তা এইরকম : সে এবং তার সংস্থা এই সূত্র ধরে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারে। তবে এর জন্য কিছু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া রয়েছে। কিন্তু আর কোনো উকিলের প্রয়োজন তাদের নেই। অতএব, এই পরিপ্রেক্ষিতে মাউঙ দম্পতি এখন থেকে আমেরিকায় থেকে যেতে পারে, আর তাদের নিরাপত্তার সব দায়-দায়িত্ব তাদের সরকার নেবে। এরপর তাদের নিরাপদ আশ্রয় এবং একটি ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হবে।

মহিলা দোভাষীর দিকে তাকিয়ে হাসলো ডেক্সটার, তাকে বললো, তার কাজ শেষ, এখন তিনি যেতে পারেন। তারপর মাউঙের দিকে ফিরে সে বললো :

"চলুন, এখন ক্যাফেটেরিয়ায় যাওয়া যাক। সেখানে আপনি আমাকে বলবেন আপনি আসলে কে আর এখানে আপনি কি করতে এসেছেন।"

সে ভিয়েতনামি ভাষায় কথাটা বললো, যা কিনা মিঃ মাউঙের মাতৃভাষা।

ক্যাফের বেসমেন্টের একেবারে এক কোণার টেবিলে ব'সে কম্বোডিয়ান পাসপোর্ট এবং আই.ডি'র কাগজপত্র ডেক্সটার পরীক্ষা ক'রে দেখালো।

www.BanglaBook.org

"এগুলো তো দেখছি পশ্চিমের বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা ক'রে দেখেছে, আসল ব'লেও জাহির করেছে। এগুলো আপনি পেলেন কোত্থেকে?"

উদ্বাস্তু মাউন্ড একবার আঁড়চোখে তার ছোটোখাটো চেহারার স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

"আমার স্ত্রী এগুলো তৈরি করেছে। সে নাঘি'দের একজন।"

ভিয়েতনামে একটা গোষ্ঠী আছে, তার নাম নাঘি। শতাব্দী ধরে তারা হুই অঞ্চলের বেশিরভাগ পণ্ডিতদের যোগান দিয়ে এসেছে। সুন্দর হস্তাক্ষরে দক্ষ তারা। তারা তাদের সম্রাটের জন্যে আদালতের নথিপত্রগুলো তৈরি ক'রে থাকে।

আধুনিক যুগের আগমনে, বিশেষ করে ১৯৪৫ সালে ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ার সময় থেকেই এই নাঘি গোষ্ঠীর লোকেরা যে কোনো নথিপত্র নকল করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে। সারা বিশ্বে একাজে তাদের সুনাম বা বদনাম যাইহোক না কেন, ছড়িয়ে পড়ে সে সময় থেকেই।

তার এই ছোটোখাটো চেহারার স্ত্রী ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়ার্কশপে নথিপত্র নকল করতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন। পাসপোর্ট এবং আই.ডি নথিপত্র তিনি এমন নিখুঁতভাবে নকল করেন যে, প্রতিটি দক্ষিণ ভিয়েতনামি শহরে ভিয়েতকং এজেন্টরা কোনোরকম সন্দেহ ব্যতিরেকেই সেগুলো পাস ক'রে দেয় এবং তারা কখনো ধরা পড়ে নি।

ক্যালভিন পাসপোর্টটা মিঃ মাউন্ডকে ফেতর দিতে গিয়ে বললো, "একটু আগে যেমন আপনাকে বলেছিলাম, সত্যি ক'রে বলুন তো, কে আপনি, আর কেনই বা আপনি এখানে এসেছেন?"

এ কথা শুনে মিসেস মাউন্ড কাঁদতে শুরু ক'রে দিলেন, তার স্ত্রী সান্ত্বনা দিতে তার পিঠে হাত রাখলেন।

অবশেষে মিঃ মাউন্ড স্বীকার কলেন, "আমার নাম নগুয়েন ভ্যান ট্র্যান। ভিয়েতনামে বেসামরিক বন্দীদের কনট্রেশন ক্যাম্পে তিনবছর অমানুষিক বন্দীদশা কাটাতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, তাই সেই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এখানে পালিয়ে এসেছি। এই অংশটুকু অন্তত সত্য ব'লে ধরে নিতে পারেন।"

"তাহলে কম্বোডিয়ান হওয়ার ভান করতে গেলেন কেন? বহু ভিয়েতনামিকে তো ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমাদের হয়ে যুদ্ধ করার দরুন আমেরিকা তাদের গ্রহণ করছে।"

"না, আসল কারণ হলো ভিয়েতকং-এ আমি একজন মেজর ছিলাম।"

ডেস্কটার ধীরে ধীরে মাথা দোলালো।

"হ্যা, সেটা একটা সমস্যা হতে পারে," সে স্বীকার করলো, "সে যাইহোক, এখন আমাকে সব কিছু খুলে বলুন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দক্ষিণের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমার জন্ম হয় ১৯৩০ সালে, সেটা একেবারে কম্বোডিয়ান সীমান্তের কাছে বলা যায়। আর এজন্যেই খেমার রুজ'দের সম্পর্কে আমার ভাসা ভাসা জ্ঞান আছে। আমার পরিবার কখনো কমিউনিস্ট ছিলো না, কিন্তু আমার বাবা ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। তিনি চেয়েছিলেন ফরাসিদের ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করতে। একইভাবে তিনি আমাকেও গড়ে তোলেন।"

"এতে আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কমিউনিস্ট হলেন কেন?"

"এটা আমার সমস্যা। আর সেই জন্যেই আমাকে বন্দীশিবিরে থাকতে হয়েছিলো। আমি কিন্তু নিজেকে একেবারে পুরোপুরি প্রকাশ করি নি, আমি ভান করেছিলাম মাত্র।"

ঠিক আছে, বলে যান।"

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমি ফরাসি শিক্ষাদীক্ষায় বড় হই, তবুও মনে মনে আমার বাসনা ছিলো যথেষ্ট বড় হলে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবো। ১৯৪২ সালে ফরাসিদের হটিয়ে আমাদের দেশে জাপানিরা এলো।

"তাই আমরা যুদ্ধ করলাম। সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিলেন হো চি মিনের কমিউনিস্টরা। তারা অনেক বেশি অভিজ্ঞ, অনেক বেশি দক্ষ, জাতীয়তাবাদীদের চেয়ে অনেক বেশি নির্মম। অনেকে পক্ষ ত্যাগ করেন ওদের দলে যোগ দিলেও আমার বাবা তা করলেন না। ১৯৪৫ সালের বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপানিরা যখন আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেলো, হো চি মিন তখন জাতীয় নায়ক বনে গেলেন। আমার বয়স তখন পনেরো, তখনও আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অংশীদার। আর তারপরেই ফরাসিরা আবার ফিরে আসে।

"তারপর আরও ন'বছর ধরে যুদ্ধ চললো। হো চি মিন এবং কমিউনিস্ট ভিয়েতমিনের প্রতিরোধ সংগ্রাম অন্য সব আন্দোলনকে গ্রাস করে ফেললো। যে কেউ তাদের বিরোধিতা করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের খতম ক'রে ফেলা হতো। সেই যুদ্ধে আমিও শামিল হয়েছিলাম। আমি সেই সব মানব-পিপীলিকাদের মধ্যে একজন ছিলাম, যারা পাহাড়ের চূড়ায় দ্যু ব্যু ফু'তে গোলন্দাজবাহিনীর রসদ বয়ে নিয়ে যেতো, ১৯৫৪ সালে সেখানেই ফরাসিদের ধ্বংস করা হয়েছিলো। আর তারপরেই জেনেভা চুক্তি হয়। এই জেনেভা চুক্তি আমাদের দেশে একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় এনে দেয়। আমার দেশ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর এবং দক্ষিণ।"

"তারপর কি আপনি আবার যুদ্ধে ফিরে গিয়েছিলেন?"

"ঠিক তখন নয়। স্বল্পকালীন সময়ের জন্য তখন সেখানে শান্তি বিরাজ করেছিলো। জেনেভা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আমরা গণভোটের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু দিয়েম রাজবংশ, যারা দক্ষিণাংশ শাসন করছিলো তারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গণভোট করতে অস্বীকার করলো, কারণ তারা জানতো ভোটে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই আমরা তখন আবার যুদ্ধে ফিরে আসি। উত্তরাংশে হো এবং জেনারেল গিয়াপের সঙ্গ দক্ষিণে বিরক্তিকর দিয়েম এবং তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আবার লড়াইটা শুরু হয়। আমি জেনারেল গিয়াপের অধীনে যুদ্ধ করি। আমি তাকে যুদ্ধের নায়ক হিসেবে শ্রদ্ধা করতাম। আমার পছন্দ ছিলো কমিউনিস্টদের।"

"আপনি কি তখনও একাই ছিলেন?"

"না। আমি আমার প্রথম স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলাম। আমাদের তিনটি সন্তান ছিলো।"

"তারা কি এখনও সেখানেই আছে?"

"না, সবাই মৃত।"

"রোগে মারা গেছে?"

"না। বি-৫২ বিমানের বোমা বর্ষণে।"

"ঠিক আছে, বলে যান।"

"তারপরেই প্রথম আমেরিকানরা আমাদের দেশে এলো। তখন কেনেডি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। ধরা যেতে পারে পরামর্শদাতা হিসেবেই। কিন্তু আমাদের কাছে দিয়েম সরকার জাপানি এবং ফরাসিদের রাজত্বকালে বহাল করা পুতুল সরকারের মতোই ছিলো, যার সূতা ছিলো আমেরিকান শাসকগোষ্ঠীর হাতে, তারা সেই সূতা ধরে যেদিকে হেলাতো দিয়েম সরকার সেদিকেই হেলতো। তাই আমার দেশের অর্ধেক আবার দখল ক'রে বসলো বিদেশীরা। আমি তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গভীর জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।"

"কখন?"

"১৯৬৩ সালে।"

"আরো দশটা বছর?"

"হ্যা, আরও দশটা বছর। সেই সময়টা অতিবাহিত হওয়ার পর আমার বয়স দাঁড়ালো বিয়াল্লিশ। আমি আমার জীবনের অর্ধেক সময় জানোয়ারের মতো কাটিয়েছি, কখনো অনাহার, কখনো মারাত্মক অসুখ, কখনো ভয়-আতঙ্ক, আবার কখনো বা ক্রমাগত মৃত্যুর হুমকি।"

"কিন্তু ১৯৭২ সালের পর আপনার তো বিজয়োৎসব করা উচিত ছিলো," ডেক্সটার মন্তব্য করলে ভিয়েতনামি মাথা নাড়লেন।

"১৯৬৮ সালে হো মারা যাবার পর সেখানে কি ঘটেছিলো আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন না। দল এবং সরকার বিভিন্ন হাতে চলে যায়। আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকেই তখন দেশের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলো। হো-এর স্থলাভিষিক্ত যে হলো, তার সেরকম কোনো উদ্দেশ্যই ছিলো না। একের পর এক দেশপ্রেমী গ্রেপ্তার এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে থাকে। যাদের হাতে ক্ষমতা আসে তারা হলো লে দুয়ান এবং লে দিউ দো। তারা কেউই হো-এর মতো শক্তিশালী ছিলো না। তারা মানুষের আবেদনে কোনো পাত্তাই দিতো না। মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্যেই তারা নির্বিচারে ধ্বংসসাধন ক'রে যাচ্ছিলো। সিক্রেট পুলিশের ক্ষমতা ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কুখ্যাত টেট-এর নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন?"

"বেশ ভালো করেই শুনেছি।"

"আপনারা আমেরিকানরা নিশ্চয়ই ভেবে থাকবেন, সেটা আমাদের জয়লাভ। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। সেটা হ্যানয়ে পরিকল্পনা করা হয়ছিলো, জেনারেল গিয়েপের ওপর ভুল ক'রে আরোপ করা হয়েছিলো, সত্যি কথা বলতে কি জানেন, লে দুয়ানের অধীনে তিনি ছিলেন পুরুষত্বহীন। তিনি তার হুকুম সরাসরি চাপিয়ে দিয়েছিলেন ভিয়েতকংদের ওপর। আমাদের দেশটাকে ধ্বংস করাই ছিলো তার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের চল্লিশ হাজার ভালো কর্মী আত্মহত্যা করেছিলো। তাদের মধ্যে সবাই দক্ষিণের স্থানীয় নেতা ছিলো। হ্যানয় তখন সর্বোচ্চ শাসক। টেট-এর পর উত্তর ভিয়েতনামি সেনাবাহিনীদের হাতে সব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে যায়। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একমাত্র আমিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা ব্যক্তি ছিলাম। আমি চেয়েছিলাম দেশটাকে মুক্ত করতে এবং পুনর্মিলনে আবদ্ধ করতে। হ্যা, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠা এবং কৃষকদের নিজস্ব খামারবাড়ি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সেই সব দাবি নাকচ ক'রে দিয়ে তারা একটা মারাত্মক ভুল করেছিলো, যাকে একটা ঐতিহাসিক ভুল বলা যায়।"

"কি ঘটেছিলো?"

"১৯৭৫ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনাম জয়ের পর সত্যিকারের সুসংগঠিতভাবে হত্যালীলা ও লুণ্ঠন শুরু হয়ে যায় সেখানে। চীনারা। দুই মিলিয়ন চীনাদের অধিকৃত সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়া কিংবা ধ্বংস ক'রে ফেলা হয়। তাদের ক্রীতদাস ক'রে রাখা হয়। তারপরেই ভিন্নমতাবলম্বী ভিয়েতনামি বন্দীরা জেলে আসতে শুরু করে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই দক্ষিণের অধিবাসী। ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে সিক্রেট পুলিশ আমার কাছে আসে। এসবের বিরোধিতা ক'রে বহু চিঠি আমি লিখেছিলাম, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি লড়াই করেছিলাম, তা ব্যর্থ হয়েছে, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আমার এইসব অভিযোগ তাদের পছন্দ হয় নি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনাকে কি করা হলো?"

"তিন বছর ধরে তাদের শেখানো বুলি আমাকে আওড়াতে হয়েছিলো। তারপর আরও তিন বছর আমার ওপর কড়া নজর রাখা হয়। হ্যানয় থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে হাতায় রাজ্যে একটা বন্দী শিবিরে আমাকে পাঠানো হয়। ওরা সব সময় আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে এতো দূরে পাঠাবে যে, আপনার পক্ষে সেখান থেকে পালিয়ে আসা সম্ভব হবে না।"

"কিন্তু আপনি পেরেছিলেন?"

"আমার স্ত্রী সেটা করেছিলো। আসলে সে একজন নার্স, এবং সেই সঙ্গে একজন জালিয়াতও বটে। আর আমিও বেশ কয়েক বছর শান্তিতে স্কুলমাস্টারি করেছি। বন্দী শিবিরে আমরা মিলিত হই। সে তখন একটা ক্লিনিকে ছিলো। আমার দু'টি পায়েই ফোঁড়া হয়েছিলো। সেই সময়েই আমাদের আলাপ, আলাপ থেকে অন্তরঙ্গতা, অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কথাবার্তা, ভালো লাগা, ভালোবাসা। আর এভাবেই আমরা প্রেমে পড়ে যাই। চিন্তা করুন, আমাদের বয়সের কথা। যথেষ্ট বয়স তখন আমাদের। অবশ্য কবিরা বলেছেন, ভালোবাসার কোনো বয়স নেই। আসলে ভালোবাসা বয়সের পেছনে ছোটে না, বয়সই ভালোবাসার পেছনে ছোটে। আর সেই ভালোবাসার জোরেই সে আমাকে বন্দী শিবির থেকে স্মাগল ক'রে বাইরে নিয়ে আসে। তার কাছে কিছু অলংকার লুকোনো ছিলো, তবে বাজেয়াপ্ত করা নয়। এই গহনার বিনিময়েই আমরা একটা মালবাহী জাহাজে উঠতে পারি। এখন বুঝতে পারছেন, আমাদের জীবন কতোটাই না ভয়ঙ্কর আর বিপদসঙ্কুল ছিলো।"

"আপনি মনে করছেন আপনার কথা আমি বিশ্বাস করবো?" ডেক্সটার জিজ্ঞেস করলো।

"আপনি আমাদের ভাষা বেশ ভালোই বলতে পারেন। আপনি কি আমাদের দেশে কখনো গিয়েছিলেন?"

"হ্যা, গিয়েছিলাম।"

"আপনি যুদ্ধ করেছিলেন?"

"করেছিলাম।"

"তাহলে একজন সৈনিক অন্য আরেকজন সৈনিককে বলছে : পরাজয় কাকে বলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বিশেষ ক'রে আপনি যখন নিজের চোখে রণাঙ্গনের ছবিটা প্রত্যক্ষ করেছেন। আপনাকে সম্পূর্ণভাবেই পরাস্ত সৈনিকের মতো দেখাচ্ছে। এখন কি আমরা যেতে পারি?"

"কোথায় যাবেন ঠিক করছেন?"

"অবশ্যই ইমিগ্রেশনের লোকজনের কাছে। আপনাকে আমাদের সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাল ডেক্সটার তার কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মেজর নগুয়েন ভ্যান ট্র্যান উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ডেক্সটার তার কাঁধে চাপ দিয়ে তাকে আবার বসার জন্য বললো।

"মেজর, দুটো কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিই। প্রথমত, যুদ্ধ অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। তাই বলছি, আপনার দ্বিতীয় কাজ হবে, আপনার বাকি জীবনটা উপভোগ করা।"

মেজর নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। কথাটা বলেই ডেক্সটার বেরিয়ে গেলো।

রাস্তায় নেমেই কিছু একটার জন্য যেনো তার মনটা খচখচ করছিলো। এই ভিয়েতকং অফিসার যেনো তাকে চিন্তায় ফেলে দিলো, তার মুখের বিস্মিত ভাবটা যেনো কেমন অস্বাভাবিক বলেই মনে হলো তার কাছে।

সেটা ২১ শে নভেম্বর, ১৯৭৮।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

১৯৮৫ সালে হানিম্যান ফ্লেইশারের অফিস ছেড়ে দিলো ডেক্সটার। তবে এরপর চাকরির জন্যে ওয়েস্টচেস্টারের সেই সুন্দর বাড়িতে যাওয়া নয়, তার উদ্দেশ্য নাম, যশ, অর্থ আর প্রতিপত্তি বাড়ানো। সে পাবলিক ডিফেন্ডারের অফিসে নিউ ইয়র্কের একজন লিগ্যাল এইড লয়ার হিসেবে যোগ দিলো। এটা কোনো আকর্ষণীয় চাকরি নয়, এমন কি লাভজনক চাকরিও নয়। কিন্তু এটা তাকে এমন কিছু দিলো, যা সে কর্পোরেট কিংবা ট্যাক্স ল'তে পায় নি। একেই বলে সন্তোষজনক কাজ।

ডেক্সটার যা আশা করেছিলো তার চেয়েও অনেক বেশি আশা নিয়ে এটাকে গ্রহণ করলো অ্যাঞ্জেলা। সত্যি কথা বলতে কি, অ্যাঞ্জেলা তেমন কিছুই মনে করলো না, ভালো হলে তো ভালোই, আবার খারাপ হলেও তাই ব'লে মন খারাপ করার কিছু নেই। ডেক্সটারের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, অর্থাৎ মারোজ্জি পরিবারের লোকজন সব সময়েই তার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রেখে চলতো, তাকে তারা কখনোই বুঝতে দিতো না যে, সে অসহায়। ওদিকে আমান্ডা জেন তার পছন্দের স্কুলে পড়ছে, চারপাশে বন্ধু পরিবৃত্ত অবস্থায় থাকে সে। তার একটা বড় আর ভালো চাকরির কোনো প্রয়োজন এখন আর নেই।

নতুন কাজের চাপ অনেক বেশি, প্রতিদিন অবিশ্বাস্য অন্তহীন সময় তাকে ব্যয় করতে হয় নতুন কাজের জন্য। ক্যালভিনের কাছে গরীব আর অক্ষম লোকেরা অপরাধী নয়। এরকম কেউ তার কাছে এলে সে আগ্রহভরে সাহায্য করে। তার সাথে যখন ১৯৮৮ সালে ওয়াশিংটন লি'র দেখা হলো তখন সময়টা ছিলো গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরমের একটা দিন।

ম্যানহাটনে সিভিলরাইট সংক্রান্ত মামলা বাদেই বছরে ১১০০০০টি অপরাধমূলক মামলা হয়ে থাকে। কোর্ট এসব মামলা নিয়ে হিমশিম খায়। এজন্যে ১০০ সেন্টার স্ট্রিটের কোর্ট ভবনটি প্রায় সব সময়ই ব্যস্ত থাকে। অতিরিক্ত কাজের চাপে এখানকার কর্মচারীরা বেশ বিপাকে পড়ে যায়।

সমাজের প্রতি দায় থেকে তারা 'এই কোর্ট কখনও বন্ধ হয় না' জাতীয় শ্লোগান দিয়ে থাকে। যদিও আদালত ভবন সব ধরনের মানুষদের জন্যে উন্মুক্ত তারপরেও এই কোর্ট ভবনে ম্যানহাটনের নিচু আর গরিব এলাকার লোকজনে ভরে থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৯৮৮ সালের জুলাই মাসের রাতে ডেক্সটার খুব ক্লান্ত ছিলো তারপরেও জজ হ্যাসেলব্র্যাডের অনুরোধে তাকে আরেকটা মামলার কাজ শুরু করতে হয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে মামলার ফাইল নিয়ে হাজির হলো অ্যাসিসটেন্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি।

"আপনি খুব ক্লান্ত, মিঃ ডেক্সটার।"

"আমার মনে হয় আমরা সবাই খুব ক্লান্ত, ইওর অনার।"

"আর কথা নয়। আমি চাই আরেকটা কেস আপনি শুরু করুন। আগামী কাল নয়, আজই। এই ছেলেটি মনে হচ্ছে বেশ ভালো সমস্যায় পড়েছে।"

"আপনার আদেশই শিরোধার্য, ইওর অনার।"

জজের মুখে একটা চওড়া হাসি দেখা গেলো।

ডেক্সটার মামলার ফাইলটা হাতে নিয়ে দেখলো তাতে লেখা আছে : 'সরকার বনাম ওয়াশিংটন লি।'

"আসামী কোথায়?" ডেক্সটার জানতে চাইলো।

"এখানেই আছে। সেলের ভেতরে," এ.ডি.এ বললো।

ডেক্সটার ধরেই নিলো ষণ্ডামার্কা এক লোককে সে দেখতে পাবে, কিন্তু আসামী হিসেবে যাকে দেখলো সে নিতান্তই একটি কিশোর। আঠারো বছরের ওয়াশিংটন লি থাকে ব্রুকলিনের সবচাইতে অবহেলিত আর দরিদ্র অঞ্চল বেডফোর্ড স্টুইভেসান্টে। জায়গাটা কৃষ্ণাঙ্গদের একটা বস্তি। এটাই ডেক্সটারে আগ্রহটা বাড়িয়ে দিলো। সে কেন ম্যানহাটনে অভিযুক্ত হলো? সে ধরে নিলো ছেলেটা হয়তো নদী পেরিয়ে ম্যানহাটনে এসে কোনো ছিনতাই করেছে।

কিন্তু তা নয়। ছেলেটাকে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাহলে ভূয়া চেক, ক্রেডিটকার্ড চুরি এরকম কিছু? না।

তার বিরুদ্ধে মামলাটি খুবই অভিনব। মামলার আসল বাদীপক্ষ ম্যানহাটনের ইস্ট রিভার ব্যাঙ্ক। এজন্যেই ব্রুকলিনে মামলা না করে তার বিরুদ্ধে ম্যানহাটনে মামলা হয়েছে। ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা ভঙ্গ করার জন্যে তার বিরুদ্ধে কর্পোরেট আইনে অভিযোগ করা হয়েছে।

ডেক্সটার তার নিজের পরিচয় দিয়ে ছেলেটার সামনে বসতেই একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। তার অভিজ্ঞতা বলে বেশিরভাগ মক্কেলই ধূমপায়ী। ওয়াশিংটন লি মাথা নেড়ে বারন করলো।

"এগুলো স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর, বুঝলেন?"

ডেক্সটার অবাকই হলো। কিছু একটা বলতে গিয়েও সে কথাটা বললো না। খেয়াল করলো ছেলেটা দেখতে গরীব আর কদাকার। তাহলে সে কিভাবে একটা বড়সড় ব্যাঙ্কের সাথে এমন কাজ করতে পারলো? এ কাজ করতে হলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তো তাকে ঐ ব্যাঙ্কের একজন গ্রাহক হতে হবে। এতো টাকা তো তার কাছে নেই! আর তাকে দেখে যেরকম মনে হয় তাতে তো ইস্ট রিভার ব্যাঙ্কের মতো ব্যাঙ্কে তার ঢোকাটাই অসম্ভব ব্যাপার।

ক্যালভিন ডেক্সটার বুঝতে পারলো এই মামলার সব কিছু আগে তাকে জানতে হবে। ছেলেটার যে কোনো জামিন পাওয়া যাবে না সেটা বোঝা যাচ্ছে। তারপরেও সে জামিনের আবেদন করলো। জজ সাহেব ডেক্সটারে আবেদনের জবাবে জানালেন দশ হাজার ডলার জমা করলে জামিন দেয়া হতে পারে। এটা যে প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

"ওকে গোরস্তানে রেখো, আইল্যান্ডে নয়," ডেক্সটার এ.ডি.এ'কে বললো।

"ঠিক আছে। আমার কোনো সমস্যা নেই। এবার একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো।"

ম্যানহাটন কোর্ট সংলগ্ন একটা প্রিজন সেল আছে যেটাকে তারা সবাই গোরস্তান বলে। যদিও ভবনটা কয়েক তলা উঁচু। অন্য দিকে রিকার্স আইল্যান্ডে যে প্রিজন সেলটা আছে সেটা এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

পরের দিন সেলে এসে ছেলেটার কাছ থেকে সব কথা শুনলো ডেক্সটার।

স্কুলে সে খুব বাজে ছাত্র ছিলো। কোনোভাবেই পড়াশোনায় মন বসতো না। তার জন্যে একটা বাজে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছিলো—রাস্তাঘাটে গুণ্ডামি আর ছিনতাই করার কারণে জেলে যাওয়া। ঠিক সেই সময়ই এক স্কুল শিক্ষক দয়াপরবশত হয়েই ছেলেটাকে নিজের কম্পিউটারটা ব্যবহার করতে দেয় শেখার জন্যে।

এটা যেনো অনেকটা বালক ইয়াহুদি মেনুহিনকে বেহালা ধরিয়ে দেবার মতো একটা ঘটনা ছিলো। কম্পিউটারে সে খুব দ্রুতই দক্ষ হয়ে উঠলো। তার শিক্ষক নিজেও একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ছিলো ফলে ছেলেটা অচিরেই হয়ে উঠলো একজন কম্পিউটার পণ্ডিত। এটা পাঁচ বছর আগের ঘটনা।

ওয়াশিংটন লি আবার কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকলো। সে টাকা জমিয়ে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড কম্পিউটারও কিনে ফেললো এক সময়।

"তাহলে তুমি ইস্ট রিভার ব্যাঙ্কে এরকম একটা কাজ করলে কিভাবে?"

"আমি ওদের মেইনফ্রেম কম্পিউটারটার ভেতর অনুপ্রবেশ করেছিলাম," ছেলেটা বললো। ডেক্সটার খেয়াল করলো এই প্রথম ছেলেটাকে খুবই সপ্রতিভ ব'লে মনে হচ্ছে। সে একমাত্র যে বিষয়টা জানে সে ব্যাপারে বলতে শুরু করলো।

"বুঝলেন, আপনি ভাবতেও পারবেন না বড় বড় ব্যাঙ্কগুলোর কম্পিউটার ডাটাবেসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতোটা ভঙ্গুর।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেক্সটারের অবশ্য কম্পিউটার সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা নেই। তারপরেও সে ছেলেটার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সব কিছু জেনে নিলো।

ইস্ট রিভার ব্যাঙ্ক তার প্রত্যেক একাউন্ট হোল্ডারের বিস্তারিত বিবরণ কম্পিউটর ডাটাবেসে সংরক্ষণ ক'রে থাকে। ক্লায়েন্টের হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত এই সব তথ্য অত্যন্ত গোপনীয়। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোডের সাহায্যেই এইসব ডাটাবেস-এ প্রবেশ করা সম্ভব। তা না হলে কম্পিউটার মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠবে 'একসেস ডিনাইড' লেখাটি। তিনবারের বার ব্যর্থ কোড ব্যবহার করলে একটা অ্যালার্ম বেজে উঠবে হেড অফিসে।

ওয়াশিংটন লি কোনো রকম অ্যালার্ম বাজার আগেই কোডগুলো ভাঙতে সক্ষম হয়েছিলো। এ কাজে সে একটা দামি টেকনোলজির যন্ত্র ব্যবহার করেছিলো।

কম্পিউটারকে সে খুব সহজ একটি নির্দেশ দিয়েছিলো : ব্যাঙ্কের সমস্ত সেভিংস এবং ডিপোজিট একাউন্টগুলো চিহ্নিত ক'রে সেইসব একাউন্টে মাসিক যে সুদ হয় সেটা জমা করার নির্দেশ দিলো সে। তারপর সে অর্ডার করলো প্রত্যেক একাউন্ট থেকে সুদের এক চর্তুথাংশ টাকা কর্তন ক'রে নিজের একাউন্টে জমা করার জন্যে।

ঐ ব্যাঙ্কে তার কোনো একাউন্ট না থাকায় সে স্থানীয় চেজ ম্যানহাটনে একটা একাউন্ট খুললো। সে যদি বাহামা'তে টাকা ট্রান্সফার করতে জানতো তবে সম্ভবত সে পার পেয়ে যেতো।

একাউন্টে কতো টাকায় কতো সুদ হয় সেটা প্রায় সব ক্লায়েন্টই হিসেব ক'রে দেখে না। এতো সময় তাদের নেই। তারা ধরেই নেয় হিসেব ঠিকঠাক মতো আছে।

তবে মি: টলস্টয় সে রকম কোনো লোক ছিলেন না। তার বয়স আশি হতে পারে কিন্তু মাথাটা একেবারে পরিস্কার। কোনো কাজকর্ম না থাকায় তিনি নিজের ঘরে বসে একা একা সময় কাটানোর জন্যে একাউন্টের হিসেব প্রায়ই মিলিয়ে দেখতেন। সারা জীবন তিনি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে এই কাজই করেছেন। তিনি জানেন অতি অল্প কিছু টাকা-পয়সা সময়ে সুদে-আসলে কতো হতে পারে। ব্যাঙ্কের হিসেবে ভুল ধরাটা তার বাতিকে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তক্কে তক্কে ছিলেন একদিন ভুল তিনি ধরবেনই। তো সেই দিনটা তিনি পেয়েও গেলেন।

তিনি নিশ্চিত হলেন যে, তার একাউন্টে এপ্রিল মাসের সুদের টাকা একচতুর্থাংশ কম আছে। মার্চ মাসেও একই অবস্থা দেখতে পেলেন। আরো দু'মাস দেখার পর তিনি ব্যাঙ্কে অভিযোগ করলেন।

স্থানীয় ম্যানেজার হয়তো তাকে সেই সামান্য কিছু টাকা দিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু আইন আইনই। তিনি হেডঅফিসে অভিযোগ পাঠালেন। সেখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কয়েকটা একাউন্টে চেক ক'রে দেখা গেলো একই অবস্থা। এরপরই কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের ডাক পড়লো।

তারা জানালো অন্য কেউ ব্যাঙ্কের কম্পিউটার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে টাকাগুলো সরিয়েছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ডাকা হলো ড্যান উইটকোস্কিকে, যিনি মানি ট্রান্সফার সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ। খুব বেশি সময় লাগলো না। ট্রান্সফার হওয়া টাকাগুলো সব চেজ ব্যাঙ্কের একটা একাউন্টে জমা হয়েছে, আর সেই একাউন্টের মালিক হলো ওয়াশিংটন লি।

"কতো টাকা হয়েছিলো?" ডেক্সটার তার কাছে জানতে চাইলো।

"এক মিলিয়নের মতো হবে।"

ডেক্সটার চিন্তায় পড়ে গেলো। মামলার পরিণতি স্পষ্ট। ছেলেটা রক্ষা পাবে না। তার বিরুদ্ধে প্রমাণ বেশ শক্ত। তবে তার মাথায় একটা আইডিয়া এলো।

মিঃ লু একারম্যান সকালের নাস্তা করছিলেন। খুব আয়েশ ক'রে তিনি নাস্তা করেন, কিন্তু মিঃ ক্যালভিন ডেক্সটার এসে সব কিছু পণ্ড করতে বসেছে যেনো।

"আমি জানি এটা বলাটা অভদ্রতা, মিঃ একারম্যান, আর সেজন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে আমাকে যদি দশ মিনিট সময় দেন, আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন এটা আপনার জন্যেও মঙ্গলজনক হবে।"

একারম্যান সামনের চেয়ারে বসার জন্যে ইশারা করলেন।

"সংক্ষেপে বলবেন, মিঃ ডেক্সটার," তিনি বললেন।

"তাই হবে। আপনি ওয়াশিংটন লি নামের আমার এক মক্কেলের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। প্রায় এক মিলিয়ন ডলার জালিয়াতির মামলা। আমার মনে হয় মামলাটা তুলে নিলে আপনার জন্যে বেশি ভালো হবে।"

ইস্ট রিভার ব্যাঙ্কের সিইও তাকে প্রায় লাথি মারতে যাবেন আর কি। কোত্থেকে এসে এই বানচোতটা তার সকালের নাস্তা খাওয়ার বারোটা বাজাতে চাচ্ছে!

"ভুলে যান, মিঃ ডেক্সটার। আমাদের কথাবার্তা এখানেই শেষ। ছেলেটার অবশ্যই শাস্তি হবে। এটাই কোম্পানির নীতি। এবার আপনি আসতে পারেন।"

"তার জন্যে মায়া হচ্ছে। যেভাবে সে কাজটা করেছে সেটা খুবই অসাধারণ। সে আপনাদের মেইনফ্রেম কম্পিউটারে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে। আর কেউ তো এটা করতে পারে নি।"

"আপনার সময় শেষ, মিঃ ডেক্সটার।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আর কয়েক সেকেন্ড। আপনাদের সব মিলিয়ে প্রায় এক মিলিয়নের মতো ক্লায়েন্ট আছে। তারা মনে করে তাদের টাকা আপনাদের ওখানে বেশ নিরাপদে আছে। কয়েক দিন পর, আঠারো বছরের হাড্ডিসার কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে আদালতে দাঁড়িয়ে বলবে, সে যদি এই কাজটা করতে পারে তো কম্পিউটার জ্ঞান আছে এরকম অনেক লোক এটা আরো সহজে করতে পারবে। আপনার ক্লায়েন্টরা এ কথা শোনার পর কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে ব'লে আপনি মনে করেন?"

একারম্যান কফির কাপটা নামিয়ে রেখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো।

"তারা এটা কেন বিশ্বাস করবে?"

"কারণ পত্রপত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো এটা ফলাও ক'রে প্রচার করবে। তারাই সব কিছু বিশ্বাস করাবে। আমার ধারণা আপনাদের এক চতুর্থাংশ গ্রাহক আপনাদের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে অন্য ব্যাঙ্কে চলে যাবে।"

"আমরা ঘোষণা দেবো সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটা সিস্টেম প্রবর্তন করেছি। যা খুবই নিরাপদ। সব থেকে বেশি নিরাপদ!"

"তাহলে সেটা আগে কেন করলেন না? বেডফোর্ডের এক অর্ধশিক্ষিত ছেলে আপনাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলেছে, এটাই বেশি আলোচনায় আসবে। আপনাদের কথায় ক্লায়েন্ট আশ্বস্ত হবে না। তারা ভাববে আপনারা ক্লায়েন্ট ধরে রাখার জন্যে এমনটি বলতেই পারেন। ধরুন এরকম ঘটনা আবারো ঘটলো, একেবারে দশ মিলিয়ন ডলার এক দিনেই লাপাত্তা হয়ে চলে গেলো কেম্যান-এ। ব্যাঙ্ক কি তার সুনাম ফিরে পাবে?"

লু একারম্যান কথাটা ভাবলেন। এরকম কিছু হলে তো ব্যাঙ্ক টিকে থাকলেও তিনি আর স্বপদে বহাল থাকবেন না, এটা নিশ্চিত।

"খুব খারাপ হবে।"

"আমিও তাই মনে করি।"

"ঠিক আছে। আমি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে বলে দিচ্ছি, আমরা মামলাটা তুলে নিচ্ছি, কারণ আমরা টাকাটা রিটার্ন পেয়ে গেছি। তারপরেও আপনাকে বলছি, ডি.এ ইচ্ছে করলে আমাদের অনুরোধের পরেও মামলাটা চালাতে পারেন।"

"আপনাকে তাহলে আরেকটু কষ্ট করতে হবে। বলতে হবে এটা ভুলবোঝাবুঝির ফল। বলতে পারবেন না?"

কথাটা বলেই সে উঠে দাঁড়ালো। একারম্যান অতোটা বোকা নন। তিনি ব্যাপারটা বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন।

"আমার মাথায় আরেকটা বুদ্ধি এসেছে। ওয়াশিংটন লি'কে আপনাদের একজন কর্মচারী বানিয়ে নিন। বছরে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিলেই হবে।"

একারম্যানও উঠে দাঁড়ালেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ওরকম একটা রাস্তার ছেলেকে আমি কেন চাকরি দিতে যাবো?"

"কারণ সে কম্পিউটারে বেশ দক্ষ। এটা সে প্রমাণ করেছে। সে আপনাদের ব্যাঙ্কের জন্যে একটা সুরক্ষিত কম্পিউটার প্রোগ্রাম বানিয়ে দিতে পারে। হিসেব করে দেখুন, তাকে দিয়ে কতোটা লাভ হবে আপনাদের : আটলান্টিকের পশ্চিম তীরের সবচাইতে সুরক্ষিত ডাটাবেস আপনাদের কাছে থাকবে। আপনাদের ছাদের নীচে সে বেশ ভালো সুরক্ষিত থাকবে, আপনারাও থাকবেন সুরক্ষিত।"

চব্বিশ ঘণ্টা পরেই ওয়াশিংটন লি মুক্তি পেয়ে গেলো। সে নিজেও বুঝতে পারলো না কেন। এ.ডি.এ'ও ব্যাপারটা ধরতে পারলো না।

ব্যাঙ্ক একটা লম্বা লিমোজিন পাঠালো গোরস্থান নামে খ্যাত প্রিজন সেলে তাদের নতুন কর্মচারীকে নিয়ে আসার জন্যে। গাড়ির পেছনে ব'সে সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো তার আইনজীবি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু ঝুঁকে ডেস্কটার ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো।

"আরে, আমি তো বুঝতেই পারছি না আপনি এসব কিভাবে করলেন। এক দিন হয়তো আমি আপনার এই ঋণ শোধ করতে পারবো।"

"ঠিক আছে, ওয়াশিংটন, হয়তো তুমি একদিন তাই করবে।"

সেটা ছিলো ১৯৮৮ সালের ২০শে জুলাই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

মার্শাল টিটোর শাসনাধীনে যুগোশ্লাভিয়া কার্যত একটি অপরাধ মুক্ত দেশ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলো, সেখানকার মানুষের সামাজিক জীবন ছিলো উদ্বেগহীন। ভ্রমণার্থীদের উত্যক্ত করার কথা কেউ কখনো ভাবতেও পারতো না। মেয়েরা দিনের বেলায় তো বটেই এমন কি রাতেও তারা নির্ভয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতো।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো ১৯১৮ সালে মিত্রবাহিনী যে সাতটি রাজ্য নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া গঠন করেছিলো, সেটা ঐতিহ্য অনুযায়ী ইউরোপে খুবই ভয়ঙ্কর আর উগ্র প্রকৃতির কিছু গ্যাংস্টার সৃষ্টি করেছিলো।

এর কারণ ১৯৪৮ সালের আগে যুগোশ্লাভ সরকার তাদের গুপ্তঘাঁটির এই সব অসৎ লোকদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলো। আর সেই চুক্তি খুবই সাধারণ। তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতো যা খুশি করতে পারো, একটা শর্তে আমরা চোখ বন্ধ ক'রে থাকবো, তোমদের এই সব অনৈতিক কার্যকলাপ সীমবদ্ধ রাখতে হবে শুধুই বিদেশে, যুগোশ্লাভিয়ায় নয়। এর ফলে দেখা গেলো, বেলগ্রেড তার সম্পূর্ণ অপরাধ জগতটাকেই বিদেশে রপ্তানি ক'রে দিচ্ছে।

যুগোশ্লাভ অপরাধ জগতের সার্বদের বিশেষ লক্ষ্য ছিলো ইতালি, অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং সুইডেন। এর কারণ খুবই সাধারণ। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি তুর্কী ও যুগোশ্লাভরা উত্তর ইউরোপের ধনী দেশগুলোতে প্রথম 'অতিথি কর্মী' হিসেবে দলে দলে ঢুকতে শুরু করে। এর অর্থ দাঁড়ায়, অতি নোংরা জঘন্য কাজের জন্য তারা উৎসাহিত হতে থাকে, যে কাজ তাদের নিজেদের দেশের লোকেরা করতে ঘৃণাবোধ করে। অথচ তারা এই সব বিদেশী কর্মীদের কম বেতনে সেই সব কাজ করিয়ে নেয়। অপরাধ জগতের ডনদের রাগ এখানেই, তাদের যতো ক্রোধ, ঘৃণা এই সব দেশের সরকার ও লোকেদের ওপর।

প্রতিটি বড় বড় জাতিগত আন্দোলন থেকে অপরাধ জগতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর সেই পথেই পরাবর্তীকালে ইতালিয় মাফিয়ারা তাদের অধিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে নিউইয়র্কে এসে হাজির হয় সেখানে বসবাস করার জন্য। ওদিকে তুর্কী অপরাধীরাও ইউরোপ ছাড়িয়ে নিউ ইয়র্কে এসে হাজির হয় তাদের স্বদেশীয় 'অতিথি কর্মীদের' সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। যুগোশ্লাভিয়ার অপরাধ জগতের ডনদের উদ্দেশ্যও একই ধরণের, তবে এখানে তাদের চুক্তিটা অনেক বেশি সুসংগঠিত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেলগ্রেড এই সুযোগটা উভয় দিক থেকেই পেয়ে গেলো। তার বিদেশে কর্মরত হাজার হাজার যুগোশ্রাভ কর্মী প্রতি সপ্তাহে বিদেশী মুদ্রায় হাজার-লক্ষ ডলার তাদের দেশে পাঠাতে শুরু করলো। একটা কমিউনিস্ট দেশ হিসেবে যুগোশ্রাভিয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে দূর্বল, কিন্তু নিয়মিতভাবে বিদেশী মুদ্রার আগমনে তাদের এই দূর্বলতা চাপা পড়ে গেলো।

যেহেতু মার্শাল টিটো নিজের দেশকে মস্কো থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিলেন, তাই আমেরিকা এবং ন্যাটো অনেকটা স্বস্তিতে ছিলো, তিনি যাই করুন না কেন তা নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে চাইতো না। এমন কি শীতল যুদ্ধের শুরু থেকেই তিনি জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর নেতা হিসেবে বিবেচিত হতেন। তার ফলে চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা ডালমেশিয়ান উপকূল এবং অ্যাড্রিয়াটিক অঞ্চলটি পর্যটকদের কাছে ভ্রমণের মক্কা হিসেবে বিবেচিত হলো; এর ফলে যুগোশ্রাভিয়ায় আরও বেশি ক'রে সমাগম হতে থাকলো বিদেশী মুদ্রার।

ভেতরে ভেতরে টিটো কিন্তু যারা ভিন্ন মতাবলম্বী কিংবা তার বিরোধীদের দমন করার জন্য ভীষণ নির্মম আর নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন। তিনি তখন এক অত্যাচারি সরকারের প্রধান হয়ে যান কিন্তু সেটা নিঃশব্দে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে করতেন। ওদিকে গ্যাংস্টাররা চুক্তি মতো কাজ ক'রে যেতে লাগলো, তবে তাদের সেই কাজ তদারকি করার ভার পড়লো সিক্রেট পুলিশের ওপর, অসামারিক পুলিশের ওপর নয়। আর সেই সিক্রেট প্রলিশের নাম স্টেট সিকিউরিটি কিংবা ডিবি।

গ্যাংস্টাররা সমুদ্রউপকূলে তাদের জন্য ভিলা এবং রাজধানীতে ম্যানসন তৈরি করলো। এছাড়াও ডিবি'র প্রধানদের পেনসন ফান্ডেও মোটা অর্থ দান করলো তারা। মাঝে মাঝে তারা সরকারের হয়ে কিছু নোংরা কাজও করতে আরম্ভ করলো। এই ব্যাপারটার পেছনে আসল মাস্টারমাইন্ড ছিলো দীর্ঘ দিন ধরে গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করা মোটাসোটা ভয়ার্ত চেহারার স্লোভেনিয়ান স্টেইন ডোলাঙ্ক।

যুগোশ্রাভিয়ার অভ্যন্তরে ছোটোখাটো একটা নিষিদ্ধপল্লী আছে, তবে সেটা বেশ ভালোভাবেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, কিছু লাভজনক বিদেশিনীদের আমদানিও করা হয় সেখানে, আর এর অর্থ পেনসন ফান্ডের অঙ্কটাও আরেকটু বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করলো। কিন্তু এক্ষেত্রে সব রকমের হিংস্রতা, মারদাঙ্গা নিষিদ্ধ ছিলো। পুলিশ কোনো রেকর্ড রাখতো না। এছাড়াও যুবকদের গুণ্ডামি এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছে গেলো যে, রাস্তায় গ্যাংস্টারদের গাড়ি চুরি (তবে পর্যটকদের নয়) এবং এ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ঝাগড়া-বিবাদ ঘটতে দেখলেও পুলিশ মুখ ফিরিয়ে থাকতো। এরচেয়ে বেশি কিছু করলে তাদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে বলেও বলা হলো। এ কথার ব্যত্যয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটাতো যারা, তাদেরকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনো জেলখানায় বন্দী ক'রে সেলের চাবি গভীর কূপে ফেলে দেওয়া হতো।

মার্শাল টিটো মুর্খ ছিলেন না, কিন্তু তিনি আবার অমরও ছিলেন না। তাই ১৯৮০ সালে তিনি মারা গেলেন। আর তারপর থেকেই সব কিছু ভেঙে পড়তে শুরু করে।

বেলগ্রেডের অভিজাত একটি জেলা জেমানে জিলিক নামের একজন মেকানিকের একটি পুত্রসন্তান হয় ১৯৫৬ সালে, তার নাম রাখা হয় জোরান। ছেলেবেলা থেকেই বোঝা গেলো, বড় হলে সে দু'শ্চরিত্র এবং ভয়ঙ্কর উগ্র প্রকৃতির লোক হয়ে উঠবে। তার বয়স যখন মাত্র দশ তার শিক্ষকেরা তার নাম নিতে গিয়ে ভয়ে আতঙ্কে থর থর ক'রে কেঁপে উঠতো।

কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা জিনি ছিলো যা পরবর্তীকালে বেলগ্রেডে জেলিকো রাজনাতোভিচ ওরফে আরকান নামের আরেকজন গ্যাংস্টার থেকে তাকে আলাদা করে রাখলো। সে ছিলো রীতিমতো স্মার্ট।

চৌদ্দ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে সে একটি টিনএজ গ্যাংয়ের নেতা বনে যায়। তাদের কাজ ছিলো গাড়ি চুরি, রাহাজানি, গুণ্ডামি, মদ খাওয়া এবং স্থানীয় মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা। দুটো দলের মধ্যে একটা সংঘর্ষের সময় তার প্রতিপক্ষ দলের তিনজন সদস্যকে বাইসাইকেল চেন দিয়ে এমন ভয়ঙ্করভাবে প্রহৃত করা হয় যে, বেশ কয়েকদিন ধরে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে তাদের লড়াই করতে হয়েছিলো। স্থানীয় পুলিশ মনে করলো যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। এর বেশি আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না।

জিলিককে ধরা হলো, দু'জন বলিষ্ঠ লোক তাকে টানতে টানতে বেসমেন্টে নিয়ে গিয়ে যতোক্ষণ না সে দাঁড়াতে অক্ষম হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকে ক্রমাগত হোস পাইপ দিয়ে প্রাহার করতে লাগলো। এর মধ্যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। পুলিশ চিফের ধারণা, তারা যা বলছে সেটার ব্যাপারে তাদের মনোনিবেশ করা উচিত।

পুলিশ চিফ তাকে কয়েকটি উপদেশ দিলো। ১৯৭২ সালে তার বয়স যখন ষোলো তখন সে নিজের দেশ ছেড়ে পাড়ি দিলো জার্মানিতে। সেখানে গিয়ে লুবা জেমুনাক গ্যাংয়ে যোগ দিলো। তার নামের শেষে পদবী হিসেবে যোগ হলো জেমুন—জেমুন আবার তার জন্মস্থানের নাম।

জেমুনাক ছিলো ভংঙ্কর হিংস্র প্রকৃতির একজন গুণ্ডা। পরে জার্মান আদালতের সুপারিশে তাকে গুলি ক'রে হত্যা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। তবে দীর্ঘ দশ বছর ধরে তার সঙ্গে কাজ করেছিলো জোরান জিলিক। জেমুনাক তার কাজের খুব প্রশংসা করতো। জিলিকও বেশ উপভোগ করতো তার কাজ।

১৯৮২ সালে জিলিক তার দল ছেড়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে নিজস্ব একটা দল তৈরি ক'রে ফেললো। হয়তো তার এই নতুন দল গড়া নিয়ে তার আগের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়োগকর্তার সঙ্গে ভয়ঙ্কর একটা সংঘর্ষ হয়ে থাকবে। কিন্তু এর পর পরই জেমুনাকেকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাই পরবর্তী পাঁচ বছর জিলিক জার্মানিতে তার দলের প্রধান হিসেবেই থেকে গেলো। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যাবার ফলে তাকে ফিরে আসতে হলো নিজ দেশে।

ওদিকে মার্শাল টিটোর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো সম্মিলিত যুগোশ্লাভিয়ায় দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি ছিলো না। তার যুদ্ধের রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, তিনি জার্মানদের দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলেন, তাছাড়া তিনি তার ব্যক্তিত্বের গুণে দীর্ঘদিন ধরে সাতটি প্রদেশের যুক্তরাষ্ট্রকে অভিন্নও রাখতে পেরেছিলেন।

আশির দশকটা যুগোশ্লাভিয়ায় ধারাবাহিকভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উত্থান আর পতন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কিন্তু উত্তরে স্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া আর দক্ষিণে ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসীরা স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে তখন।

১৯৮৭ সালে জিলিক প্রাক্তন কমিউনিস্ট পার্টিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাদেরকে তখন হেলাফেলা করা হচ্ছিলো। দুটো গুন সে খুবই পছন্দ করতো : ক্ষমতার জন্যে চূড়ান্ত রকমের নির্মম হওয়া এবং খুবই ধূর্ততার সাথে কাজ করা যাতে বিরাধীদেরকে বেশি বাড়তে দেয়ার আগেই নিরস্ত্র করা যায়। সঠিক লোকটিকে সে চিহ্নিত করতে পারলো। ১৯৮৭ সালে সে স্লোবোদান মিলোসেভিচের বিরোধী পক্ষকে 'সামলানো'র প্রস্তাব দেয়। এর কোনো বিরোধিতা করা হলো না, আনা হলো না তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ।

১৯৮৯ সালে মিলোসেভিচ বুঝতে পারলেন, যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিজমের দিন শেষ হয়ে আসছে। সার্ব জাতীয়তাবাদীদের উত্থানই এর কারণ, তারা তখন রেসের ঘোড়ার মতো ছুটছে স্বাধীনতার ধূয়া তুলে। সত্যি বলতে কী, স্বাধীনতার ঘোড়াদৌড়ে তিনি শুধু একটা ঘোড়া নয়, বরং চারটা ঘোড়ার আমদানি করলেন, অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়ায় চারটি প্রদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি ক'রে বসে। জিলিক শেষ দিন পর্যন্ত তার হয়ে কাজ করে গিয়েছিলো।

যুগোশ্লাভিয়া তখন নিশ্চিতরূপে ভেঙে পড়ছে। ওদিকে মিলোসেভিচ তখন নিজের ভাবমূর্তি এমনভাবে গড়ে তুলতে চাইলেন যে, তিনি তার দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অভিন্ন রাখতে চান। কিন্তু তিনি কখনোই বললেন না, কাজটা তিনি করতে চান রক্তের হোলিখেলায়, অর্থাৎ সর্বাত্মক ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। আর এভাবেই তিনি সমস্ত জাতিগত বিদ্বেষ, হিংসা ধুয়ে মুছে ফেলতে চান। বেলগ্রেডের পাশে সার্বিয়ার অভ্যন্তরে তার জনপ্রিয়তা থেকে এমন একটা বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, তিনি সমস্ত সার্বদের রক্ষা করবেন। এমন কি সেটা সার্বিয়ার বাইরে হলেও।

এটা করতে হলে প্রথমেই তাঁদের সবাইকে ক্ষেপাতে হবে। ক্রোয়েশিয়া কিংবা বসনিয়ানরা যদি এতেও তেমন আতঙ্কিত না হয়, তাহলে অন্য ব্যবস্থা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিতে হবে। একটা ছোটোখাটো স্থানীয় হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারলে স্বভাবতই সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারা প্রতিশোধ নেবার জন্য সার্বদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন মিলোসেভিচ সার্বদের বাঁচানোর জন্য সৈন্য পাঠাবে। গ্যাংস্টাররা 'দেশপ্রেমিক' প্যারামিলিটারিতে রূপান্তরিত হলো, তারা মিলোসেভিচের এজেন্ট প্রভোক্যাচিউর হিসেবে আর্বিভূত হলো দৃশ্যপটে।

১৯৮৯ সালে যুগোশ্রাভ তার দেশের সমাজবিরোধীদের বিদেশে কাজে লাগাবার পর মিলোসেভিচ তাদেরকে নিজের দেশে অংশীদার ক'রে নিলো। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অটুট রাখতে তাদেরকে একটা প্রদেশের বিরুদ্ধে অন্য আরেকটা প্রদেশের বিরোধ ঘটানোর কাজে লাগানো হলো।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনীতিবিদরা যেমন ক্ষমতায় এসে অর্থোপার্জনের দিকেই বেশি নজর দেয়, মিলোসেভিচও তাদের ব্যতিক্রম ছিলো না। তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী যুগোশ্রাভিয়া সরকার ক্ষমতায় এসে দেখতে পেলো, তারা বিদেশী ব্যাঙ্কে তাদের প্রায় বিশ বিলিয়ন ডলার গচ্ছিত রেখেছে।

সেই সব 'অংশীদার'দের মধ্যে জোরান জিলিক ছিলো একজন, যে কিনা স্বৈরাচারের ব্যক্তিগত জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো, আর্বিভূত হয়েছিলো একজন ভাড়াটে খুনি হিসেবে। এর জন্য মিলোসেভিচ কখনো নগদ টাকা দিতো না। তার বদলে আইনগত এবং রাজনৈতিক সব রকমের অপরাধ থেকে রেহাই দিয়ে দেওয়া হতো, বিশেষ ক'রে লাভজনক অপরাধীচক্রের ব্যাপারে। এর ফলে দুর্বৃত্তরা বিনা বাঁধায়, বিনা সাজায় আনায়াসে চুরি-ডাকাতি, অত্যাচার, নারী-ধর্ষণ, খুন-জখমের কাজ চালিয়ে যেতো। এ ব্যাপারে পুলিশের কিছুই করার ছিলো না। এর ফলে জিলিক যতোরকম সম্ভব অপরাধমূলক এবং অর্থ আত্মসাত করার কাজের জন্য একটা দল তৈরি করতে সক্ষম হয়। নিজেকে একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক হিসেবে জাহির করে সে, ফলে সার্ব এবং পশ্চিম ইউরোপিয় রাজনীতিবিদদেরকে বেশ কয়েক বছর সে ভুলিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

এইসব নিষ্ঠুরতা এবং রক্ত ঝরিয়েও যুগোশ্রাভিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অটুট রাখতে পারলো না সে, এমন কি তার বৃহত্তর সার্বিয়ার স্বপ্নও সফল হলো না। তারপর এক এক ক'রে স্লোভেনিয়া, ম্যাসিডোনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগলো। ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে ডেটন চুক্তি মতে বসনিয়া হাতছাড়া হয়ে যায়, আর ১৯৯৯ সালের জুলাই মাস নাগাদ শুধু কসোভোই সে হারালো না, সেই সঙ্গে ন্যাটোর বোমাবর্ষণে সার্বিয়া আংশিকভাবে ধ্বংসও হয়ে যায়।

আরকানের মতো জিলিকও একটা ছোটোখাটো প্যারামিলিটারির স্কোয়াড গঠন করেছিলো। এই সব জঘন্য কাজ সে বেলগ্রেড ইন-এর বেসমেন্টে লুকিয়ে থেকে চালাতো এবং তার দলের অখ্যাত সদসরা অতি সহজেই লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন ক'রে থাকতো। তবে সুযোগ পেয়ে বসনিয়া যুদ্ধ চলার

www.BanglaBook.org

সময় সে তিন তিনবার উত্তরে অমানুষিক অত্যাচার চালাবার সময় নানান কুকর্ম করে, নির্যাতন আর খুনের সঙ্গে নারী ধর্ষণও অব্যাহত রাখে যতোক্ষণ না আমেরিকানরা আগ্রাসন চালিয়ে তার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় নারকীয় ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে। আরকান তখন তার একশো জনেরও বেশি 'টাইগার' হিসেবে খ্যাত সমাজবিরোধীদের নিয়ে জিলিকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। জিলিকের সঙ্গী বলতে তখন জোরানের নেকড়েবাঘ নামে অভিহিত করা অল্প কয়েকজন সদস্য। তারা সবাই ঠগ, লুণ্ঠনকারী। তার কাছে কোনো রেডিও অপারেটার ছিলো না। তার এক সহকর্মীর ছোটো ভাই 'ল স্কুলে পড়তো, সে বললো তার সেই ভাই নাকি একসময় আর্মি রেডিও-টেলি অপারেটর হিসেবে কাজ করেছিলো।

তার এক সঙ্গী ছাত্রের মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সে জানালো ইস্টারের ছুটিতে সে নেকড়ে বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে।

সে যা পছন্দ করে জিলিক তাকে তাই জিজ্ঞেস করলো। সে কখনো সংঘর্ষ দেখেছে কিনা? না, সিগনাল করপস-এ সে তার সৈনিকের কাজ সম্পন্ন করতো। আর সেই কারণেই সে এখন অ্যাকশনে যাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে।

জিলিক বললো, "যদি সে গুলি না ক'রে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই কাউকে হত্যা করে নি; তাই এই অভিযানটি তার জন্যে অবশ্যই একটা শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হবে।"

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের দলটি উত্তর দিকে রওনা হলো, তবে কারিগরি ত্রুটি থাকায় কিছু সমস্যা দেখা দিলো তাদের রাশিয়ান তৈরি জিপগুলোতে। সারায়েভোর একেবারে শেষ প্রান্তে এসে হাজির হলো তারা। এক সময় এই জায়গাটায় শীতকালীন অলিম্পিকের আসর বসতো ব'লে খুব খ্যাতি ছিলো। এখন একেবারেই ধ্বংসস্তূপ। আর সেটা এখন বসনিয়ার দখলে। বানিয়া লুকাতে তারা তাদের একটি শক্ত ঘাঁটি বানিয়েছে।

সেখান থেকে জিলিক বিপজ্জনক মুজাহিদিনদেরক এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত নিরস্ত্র আর দূর্বল বসনিয় মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চড়াও হলো।

১৪ই মে তারা ভ্রাসিক পার্বত্য অঞ্চলে একটা ছোট গ্রাম খুজে পেলো। আচমকা হামলা চালিয়ে ওখানকার সমস্ত অধিবাসীকে নির্মূল ক'রে ফেলো রাতটা জঙ্গলে কাটিয়ে পরের দিন ১৫ই মে'র সন্ধ্যায় বানিয়া লুকায় ফিরে এলো।

নতুন কাজে নেয়া সেই আইনের ছাত্রটি পরের দিনই তাদের ছেড়ে চলে গেলো। যাওয়ার সময় সে বলে গেলো সে আবার তার পড়াশোনায় ফিরে যাচ্ছে। জিলিক তাকে বাঁধা দিলো না মোটে, তবে সতর্ক ক'রে দিলো এই ব'লে যে, যদি সে তাদের এই সব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুখ খোলে, সে নিজের হাতে ভাঙা মদের বোতলের কাঁচ দিয়ে তার জিভ আর গলা কেঁটে নেবে। প্রথম

www.BanglaBook.org

থেকেই ছেলেটিকে সে কোনো ভাবেই পছন্দ করতে পারে নি; সে বোকা আর ভীরু স্বভাবের ছেলে।

ডেটন চুক্তিতে বসনিয়ার খেলা শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু ওদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো কসোভো। ১৯৯৮ সালে সেখানেও সে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের কাজে তৎপর হয়ে উঠলো। তার দাবি কসোভোর স্বাধীনতা আন্দোলন সে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু সে কখনও স্লোভোদান মিলোসেভিচের সঙ্গে তার সত্যিকারের মৈত্রীবন্ধনের কথা অবহেলা করে নি। তার প্রতি তার আনুগত্যে মূল্য সে অনেক পেয়েছে। যতো সব নিষিদ্ধ জিনিস, যেমন মাদকদ্রব্য, দামি সিগারেট এবং পারফিউম দেশে স্মাগল ক'রে এনে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সে কোটিপতি হয়ে ওঠে।

তারপর বেশ্যাবৃত্তি, মাদক, আর অস্ত্র ব্যবসায় মনোনিবেশ করে। ইংরেজি ও জার্মান ভাষা ভালো জানা থাকার দরুন যারা এক ভাষায় কথা বলতে পারে সেরকম লোকেদের তুলনায় সে আন্তর্জাতিক অপরাধ জগতে বেশ ভালো জায়গা ক'রে নেয়।

তবে এসবের মধ্যে মাদকদ্রব্য এবং অস্ত্র খুবই লাভজনক ব্যবসা। তার সঞ্চিত ডলার আট অঙ্কে এসে পৌছায়। আমেরিকান ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি, সিআইএ, ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (অস্ত্র সংক্রান্ত) এবং এফবিআই-এর ফাইলেও তার নাম নথিভুক্ত হয়।

মিলোসেভিচ ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম অধ্যুষিত কসোভো প্রদেশে হত্যা-খুন চালিয়ে যেতে লাগলো যতোক্ষণ না কসোভো লিবারেশন আর্মির আর্বিভাব ঘটলো। কৌশলটি ছিলো সেই একই রকম। অসহনীয় আর অকল্পনীয় অত্যাচার করে যাওয়া; স্থানীয় মানুষজনের ক্ষোভের বিস্ফোরণ দেখার জন্যে অপেক্ষা করা; তারপর তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে সার্বদের রক্ষা করা এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার অজুহাতে সামরিক শক্তি নিয়ে সেখানে অনুপ্রবেশ করা। তারপরই ন্যাটো ঘোষণা দিলো তারা এই অন্যায় অত্যাচার আর সহ্য করবে না। মিলোসেভিচ কিন্তু তাদের বিশ্বাস করলো না। কিন্তু ন্যাটো আর কোনো ছাড় দিলো না।

১৯৯৯ সালে জাতিগত নিধন শুরু হয়ে গেলো। প্রধানত অধিকৃত তৃতীয় আর্মিই কাজটা করলো, আর তাদেরকে সাহায্য করলো সিকিউরিটি পুলিশ, প্যারা মিলিটারি আরাকানের বাঘ, ফ্রাঙ্কির ছেলেরা, এবং জোরানের নেকড়ের দল। এক মিলিয়নেরও বেশি কসোভান নিকটবর্তী আলবেনিয়া আর ম্যানিডোনিয়ায় উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিলো। পশ্চিমা দুনিয়ার এই সব উদ্বাস্তুদেরকে গ্রহণ করার কথা, কিন্তু তারা সেটা করলো না। বরং সার্বিয়ায় বোমা বর্ষণ করতে আরম্ভ করলো তারা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেলগ্রেডে এটা চললো আটচল্লিশ দিনব্যাপী। এর ফলে স্থানীয় জনগণ ন্যাটো বিরোধী হয়ে উঠলো। সার্বরা এই বলে খেদ প্রকাশ করতে শুরু করলো যে, উন্মাদ মিলোসেভিচের জন্যেই তাদের আজ এই অবস্থা। জিলিকও বুঝতে পারলো অবস্থা বেগতিক।

১৯৯৯ সালের ৩রা জুন, মিলোসেভিচ বশ্যতা মেনে নিলো। জিলিকের কাছে মনে হলো এটা শর্তহীন আত্মসমর্পণ। সে পালিয়ে যাবার কথাই ভাবলো তখন।

লড়াই থেমে গেলো। ন্যাটো দখল ক'রে নিলো পুরো অঞ্চলটি। টিকে যাওয়া সার্বরা সার্বিয়াতে চলে গেলো, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলো তাদের ক্ষোভ। আর সেই ক্ষোভ ন্যাটো বাহিনীর প্রতি নয়, মিলোসেভিচের প্রতি।

১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে জিলিক এক ব্যক্তিগত সাক্ষাতে মিলোসেভিচকে তার অনুগত বাহিনী নিয়ে একটা কু করার প্রস্তাব দিলেও মিলোসেভিচ তাতে কান দিলো না, কারণ তার জনপ্রিয়তায় ধস নেমে গেছে তখন।

ডিসেম্বরের মধ্যে মিলেসেভিচের অবস্থা আরো খারাপ হতে শুরু করলো, আর জিলিক বুঝে গেলো তাকে পালাবার প্রস্তুতি নিতে হবে। সে তার সমস্ত কিছু গোছগাছ করতে শুরু ক'রে দিলো।

তার সম্পদের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন ডলারের কম ছিলো না। যাওয়ার মতো একটা নিরাপদ জায়গা তার ছিলো। মিলোসেভিচের অনেক সঙ্গী সাথীকে হত্যা করা হচ্ছে, জীবিতদেরকে ধরে হেগের আদালতে নিয়ে বিচার করা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধের। মিলোসেভিচ নিজেও বিপদে আছে। নির্বাচনে হেরে যাবার পর নতুন সরকার এসে তার বিরুদ্ধে গণহত্যা আর অর্থ পাচারের অভিযোগ আনছে। সে তার নিজ গ্রাম দেদিনিয়ে'তে নিঃসঙ্গ অবস্থায় অপেক্ষা করছে কখন নতুন প্রেসিডেন্ট কস্তুনিচা তাকে গ্রেফতার করার জন্যে লোক পাঠায়। ২০০১ সালের ১লা এপ্রিলে সেটা ঘটেও গেলো।

কিন্তু জোরান জিলিক ততো দিনে চলে গেছে বহু দূরে। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই সে লাপাত্তা। কোনো লাগেজ না নিয়ে, কাউকে কিছু না বলেই সে চলে যায়। সম্পূর্ণ নতুন একটি দুনিয়ায় গিয়ে আস্তানা গাঁড়ে সে।

কাউকে সঙ্গে নেয় নি সে, কেবল নিজের একজন বলশালী দেহরক্ষী কুলাককে ছাড়া। এক সপ্তাহের মধ্যে সে তার নিতুন আস্তানা ঠিক ক'রে ফেলে ছিলো, অবশ্য জায়গাটি এক বছর ধরেই সে নির্মাণ ক'রে আসছিলো ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে।

গোয়েন্দা সমাজে কেউই তার ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো না। একজন শান্ত, সঙ্গোপনে থাকা আমেরিকান এই গ্যাংস্টারের নতুন আবাসের কথাটা জেনে নিলো সঙ্গত কারণেই; প্রবল আগ্রহ সহকারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

সে এক স্বপ্ন, সব সময়ই স্বপ্ন। সেটার থেকে মুক্তি পেতে পারে না সে, আর সেই স্বপ্নটাও তাকে ছেড়ে যাবে না, আঠার মতো লেগে আছে তার পেছনে। রাতের পর রাত ধরে আর্ত চিৎকারে জেগে থাকতে হয় তাকে ঘর্মাক্ত হয়ে। তার সেই চিৎকার শুনে তার মা ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

এ যেনো এক বিরাট ধাঁধা, আর তার অভিভাবকদের কাছে একটা চিন্তার ব্যাপার এই কারণে যে, তার রাতের সেই দুঃস্বপ্নের কথা কোনোভাবেই বুঝতে পারে না। কিন্তু তার মা কিছুটা বুঝতে পেরেছেন, তিনি মনে করেন বসনিয়া থেকে ফিরে আসার আগে পর্যন্ত এমন দুঃস্বপ্ন সে কখনো দেখে নি।

সেই স্বপ্ন সব সময়েই একই ধরণের। সেটা হালকা পাতলা একটা মুখ, কয়েকজন মানুষের আর্তনাদ, নিজেদের জীবন ভিক্ষা চাইছে। জিলিকের মতো সেও ইংরেজি ভাষাটা বুঝতে পেরেছিলো, আর তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা টুকরো টুকরো কথাগুলো, 'না, না, দয়া করো,' শব্দগুলো তো এখন আন্তর্জাতিক শব্দে পরিণত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু লাঠি হাতে লোকগুলো হাসছিলো আর ঠেলা দিচ্ছিলো বার বার। মুখটা আবার ভেসে উঠলে জিলিক তার হাতের লাঠিটা হা-করা মুখের ভেতরে ঠেসে ধরে রাখলো যতোক্ষণ না ছেলেটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। তারপরেই তার ঘুম ভেঙে গেলো, কাঁদতে শুরু করলো চিৎকার ক'রে। তার মা তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন, তুমি ঠিক আছো, তোমার কিচ্ছু হয় নি বাবা, তুমি সেনিয়াকে তোমার নিজের বাড়িতেই রয়েছো।

কিন্তু কিছুতেই সে বলতে পারলো না কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কাজ সে করেছে। সার্বিয়াতে ঐসব কাজ করার সময় সে মনে করেছিলো সে একজন দেশপ্রেমিকের মতোই কাজ করছে।

তার বাবা বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। তার দাবি তিনি কঠোর পরিশ্রমী একজন মানুষ, যার ঘুমের খুব প্রয়োজন। ১৯৯৫ সালের শরতে একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত সাইকোথেরাপিস্টের শরণাপন্ন হয়ে মিলান রজাক তার প্রথম সেশনটি সম্পন্ন করে।

পালমোটিচিভা স্ট্রটে বেলগ্রেডের সবচেয়ে ভালো সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালে সপ্তাহে দু'দিন ভিজিট করতে শুরু করলো সে। কিন্তু লাজা লাজারেভিচের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশেষজ্ঞরা কোনোভাবেই কোনো সাহায্য করতে পারলো না। কারণ সত্যকে স্বীকার করার সাহস তার নেই।

তাকে বলা হলো স্বস্তি আসবে সত্যকে স্বীকার ক'রে অনুশোচনার মাধ্যমে। মিলোসেভিচ তখনও ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু আরও ভয়ের কারণ হলো জোরান জিলিকের মারাত্মক চোখের চাহ্নি। সেদিন সকালে বানিয়া লুকায় সেই রকম চোখের তাকিয়ে সে বলেছিলো, এই জায়গাটা ছেড়ে তার বাড়ি বেলগ্রেডে চলে যেতে চায়। কানাঘুষায় আরও একটা মারাত্মক কথা শোনা যাচ্ছে, যদি সে কখনো তার মুখ খোলে তাহলে তার অঙ্গচ্ছেদ ক'রে দেওয়া হবে যার ফলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

তার বাবা ছিলেন একজন গোড়া নাস্তিক, টিটোর কমিউনিস্ট সরকারের আমলে তিনি বেড়ে ওঠেন এবং দলের একজন আজীবন অনুগত সেবকও ছিলেন। কিন্তু তার মা ছিলেন সার্বিয়ান রক্ষণশীল চার্চে বিশ্বাসী, পূর্বাঞ্চলে গ্রিক এবং রুশ চার্চের প্রতি তার সমান অনুরাগ ছিলো। এ ব্যাপারে তার স্বামী আর সন্তান বিদ্রুপ করায় তিনি জিশুকে প্রার্থনা জানাতে সাত সকালেই চার্চে চলে যেতেন। যাইহোক, ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে তার সঙ্গে চার্চে যেতে শুরু করে মিলান।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং প্রার্থনা সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে একটা বিশেষ আনন্দের স্বাদ যেনো সে অনুভব করতে শুরু করলো তখন থেকে। চার্চে গেলে মনে হতো, সমস্ত ভয়, আতঙ্ক যেনো তিরোহিত হচ্ছে।

১৯৯৬ সালে সে তার আইন বিষয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলে তার বাবা দারুণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ছেলের কথা শুনে তিনি তো রীতিমতো বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন।

"বাবা, আমি আইনজীবি হতে চাই না। আমি চার্চে কাজ করতে চাই।"

তার বাবা ভেবে দেখলেন এভাবে দুঃস্বপ্নের যাতনায় পড়ে পড়ে নিঃশেষ হওয়ার চাইতে একজন যাজক হওয়া অনেক ভালো। এটা তার ছেলে এবং তার জন্যেও মঙ্গলজনক হবে। মানুষজনকে অন্তত তিনি বলতে পারবেন, "আমার ছেলে চার্চে কাজ করে।"

যাজক হবার জন্যে তাকে কয়েক বছর পড়াশোনা করতে হবে। আর বেশিরভাগ সময়ই তাকে থাকতে হবে চার্চে। তার মাথায় অন্য একটা আইডিয়া এলো। সে একজন সন্ন্যাসী হতে চাইবে। জীবনের সমস্ত লোভলালসা ত্যাগ করে জীবনকে সহজ সরল আর বাহুল্যবর্জিত করার আশায়।

বেলগ্রেড থেকে দশ মাইল দূরে এরকম একটি চার্চের সন্ধান সে পেয়ে গেলো। স্লানচি নামের এক গ্রামের সেন্ট স্টিফেন নামের ছোট্ট চার্চে খুব বেশি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলে একজন অ্যাবোটের অধীনে বারোজন ব্রাদার কাজ করতো। নিজেদের ফসল থেকেও তারা শস্য উৎপাদন করতো, খাবারের সংস্থান করতো। তবে কিছু কিছু সাহায্যও তারা পেতো বেড়াতে আসা লোকজন আর তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে। ওখানে এমনিতেই একটা ওয়েটিং লিস্ট ছিলো যোগ দেবার জন্যে। তাই সঙ্গে সঙ্গে যোগ দেয়াটা সম্ভব হলো না।

অ্যাবোট ভাসিলির সাথে একটা সাক্ষাতের ফলে ভাগ্য তার সহায় হলো। রজাক সিনিয়র আর তার মধ্যে যখন দেখা হলো তখন তারা একে অন্যের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চল্লিশ বছর আগে রজাক সিনিয়রের সাথে গোরান টমিচের নামের অ্যাবোট লোকটি একই স্কুলে পড়াশোনা করেছে। অ্যাবোট তাকে কথা দিলেন তার ছেলেকে খুব জলদিই তিনি চার্চে নিয়ে নেবেন।

অতি বুদ্ধিমান অ্যাবোট বুঝতে পারলেন তার ছেলেবেলার বন্ধুর ছেলেটি এমন কিছু কাজ করেছে যাতে করে তার মনে অশান্তি জন্মেছে। এখন শান্তির খোঁজে সন্ন্যাসী হতে চাইছে সে। এরকম অনেক ঘটনা সে দেখেছে। শহরের লোকজন খুব কমই সন্ন্যাসী হবার জন্যে এ রকম একটা গ্রামে আসতে চাইবে। সুতরাং ঘটনা একটা আছে।

১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মে বসনিয়ান যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে মিলান রজাক স্লানচিতে ফিরে এলো, তার সেই দুঃস্বপ্ন তখন কেটে গেছে। মাসখানেক পরে অ্যাবোট, অর্থাৎ মঠাধ্যক্ষ ভাসিলি বেশ মোলায়েম সুরেই তাকে স্বীকারোক্তি দিতে বললে এবং সে তাই করলো। মোমবাতির আলোর সামনে নিচু গলায় শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলো নিজের কৃতকর্ম।

মঠাধ্যক্ষ সব শুনে ক্রুশ আকঁলেন। ছেলেটির আত্মার শান্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। মিলানকে অনুরোধ করলেন সে যেনো কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে রিপোর্ট করে আসে।

কিন্তু মিলোসেভিচের হাত অনেক লম্বা, আর জোরান জিলিকের আতঙ্ক ছড়ানো দুটো চোখ ভুলবার মতো নয়। তাই 'কর্তৃপক্ষ' জিলিকের বিরুদ্ধে হাত তোলা দূরে থাক, একটা আঙুলও যে তুলবে না সেটা বোঝাই যাচ্ছিলো। যদি কেউ সেই সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দেয় তাহলে খুনি প্রতিশোধ নিতে একটুও পিছপা হবে না। তাই নীরবতা অব্যাহত রইলো।

২০০০ সালের শীতকালে যন্ত্রণাটা আবার শুরু হলো। এবার কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার চেয়ে শারীরিক যন্ত্রণাই বেশি। সে লক্ষ্য করলো, সেই যন্ত্রণাটা যেনো তার সারা দেহে একটু একটু ক'রে ছড়িয়ে পড়ছে। এর শেষ কোথায় কে জানে! কথাটা মনে হতেই সে ভয়ে আঁতকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে তার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করলো সে। তিনি তখন তার ছেলেকে বেলগ্রেড জেনারেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসপাতালের ক্লিনিক সেন্টারে পরীক্ষা ক'রে দেখানোর জন্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রোক্টোলজি, ইউরোলজি এবং ওনকোলজির বিশেষজ্ঞরা তাকে খুব যত্নসহকারে পরীক্ষা ক'রে দেখলো। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ওনকোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান মিলান রজাককে ক্লিনিকে তার চেম্বারে দেখা করতে বললেন।

"আমার বিশ্বাস, তুমি একজন শিক্ষনবীশ সন্ন্যাসী?" প্রফেসর জানতে চাইলেন।

"হ্যা।"

"তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো?"

"হ্যা, করি।"

"কখনও কখনও আমারও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। হায়, আমি সেটা করতে পারি না। কিন্তু তোমাকে এখন তোমার সেই বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে হবে। কথাটা শুনতে মোটেই ভালো লাগছে না।"

"সে যাইহোক না কেন, আপনি আমাকে সব খুলে বলুন, প্রফেসর।"

"আমাদের চিকিৎসা জগতের পরিভাষায় আমরা তোমার এই রোগটাকে কলোরেক্টাল ক্যান্সার বলে থাকি।"

"অপারেশনের যোগ্য?"

"দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তা নয়।"

"ঔষুধ? কেমোথেরাপি?"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত। অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

যুবকটি স্থির চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়ে গেছে।

"প্রফেসর, কতোদিন বেঁচে থাকতে পারবো?"

"সব সময় ঠিক এই প্রশ্নটাই সবাই ক'রে থাকে, আর বরাবরই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়াটা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবে এটুকু বলতে পরি, সাবধান হলে, শরীরের ঠিক মতো যত্ন নিলে, খাবার দাবার ঠিক মতো করলে, আর মাঝে মাঝে রেডিওথেরাপি করাতে পারলে...এক বছর। সম্ভবত তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। তবে কোনো মতেই এরচেয়ে বেশি নয়।"

২০০১ সালের মার্চ মাসে স্লানচিতে ফিরে গিয়ে মিলান রজাক মঠাধ্যক্ষকে সব খুলে বললো। বৃদ্ধ মানুষটি তার আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনে চোখের জল আর সংবরণ করতে পারলেন না, কারণ তিনি তাকে তার ছেলের মতোই স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন।

পয়লা এপ্রিল বেলগ্রেড পুলিশ স্লোবোদান মিলোসেভিচকে গ্রেফতার করলো। তবে তার সহযোগী জোরান জিলিক নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এইসব দেখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনে মিলানের হতবাক বাবা পুলিশের বড় কর্তার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, যুগোশ্লাভিয়ার অত্যন্ত সফল আর শক্তিশালী গ্যাংস্টার বছরখানেক আগে উধাও হয়ে গেছে, সে এখন বিদেশে কোথাও বসবাস করছে, তার ঠিকানা অজানা। সেই সঙ্গে তার প্রভাবপ্রতিপত্তিও আর নেই।

২০০১ সালের ২রা এপ্রিল মিলান রজাক তার কাগজের স্তূপ ঘাঁটতে গিয়ে একটা কার্ডের সন্ধান পেলো। একটা কাগজ নিয়ে ইংরেজিতে একটা চিঠি লিখে সেটা লন্ডনের একটা ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলো সে। চিঠির আসল কথা ছিলো এই রকম :

"আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলেছি। আমি এখন সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রস্তুত।"

তিনদিন পরে সেই চিঠিটা পাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উইন্ডসর, ওন্টারিও থেকে স্টিফেন এডমন্ডের জরুরি ডাক পেয়ে ট্র্যাকার বেলগ্রেডে ফিরে এলো আবার।

মিলান রজাকের জবানবন্দি ইংরেজিতে নেওয়া হলো, একজন সরকারি দোভাষী এবং নোটারি পারলিকের সামনে। সেটা মিলান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হলো এবং তার সাক্ষ্য হিসেবে একজন স্বাক্ষরও করলো :

> তখন ১৯৯৫ সাল, সার্বিয়ান যুবকদের যা বোঝানো হয়েছে তাই তারা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আমিও তাদের ব্যতিক্রম ছিলাম না। আজ আমার মনে হচ্ছে, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া এবং পরবর্তীকালে কসোভোয় কি ভয়ঙ্কর সব ঘটানই না ঘটে গেছে। কিন্তু আমাদের বলা হয়েছিলো, সেই সব নারকীয় ঘটনায় যারা শিকার হয়েছিলো তারা নাকি সার্ব নয়, অন্য সব রাজ্যের, তাই সেখানে তাদের থাকার কোনো অধিকার নেই। এ কথায় আমিও তখন ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে নির্বিচারে শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশুদের হত্যা করেছে, এরকম একটা ধারণা করাটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিলো তখন। আমাদের বোঝানো হয়েছিলো, কেবল ক্রোয়েশিয়া আর বসনিয়ার লোকেরাই এই নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছে। আর সার্বিয়ান বাহিনীর কাজ ছিলো সার্বিয়ান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনদের রক্ষা এবং উদ্ধার করা।
> ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে আইনের এক ছাত্র আমাকে বললো, তার ভাই আর অন্যেরা সার্বদের রক্ষা করার জন্যে বসনিয়ায় যাচ্ছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের একজন রেডিও অপারেটারের প্রয়োজন। আমি তাকে কোনোরকম সন্দেহ করি নি। সেনাবিভাগে কাজ করার সময় রেডিও অপারেটারের কাজ করেছিলাম আমি। কিন্তু যুদ্ধ করা থেকে আমি ছিলাম অনেক দূরে। যাইহোক, বসন্তে অবসর সময়ে বসনিয়ায় গিয়ে আমার অনুগামী সার্বদের সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেলাম।

তবে আমি যখন অন্য বারোজন সহযোগীদের সঙ্গে মিলিত হলাম তখন উপলব্ধি করলাম, তারা খুবই উগ্র প্রকৃতির লোক। আমি তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, একজনের কথায় ভুলে গিয়ে একটা কু-চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, এখান থেকে ফেরার আর কোনো উপায় নেই।

আমাদের দলে ছিলো নেতা সহ বারোজন, সেই নেতা একেবারে শেষ মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলো। আর তখনই আমি জানতে পারলাম, লোকটি হলো জোরান জিলিক, যার নাম আমি আগে একটু আধটু শুনেছিলাম। খুবই ভয়াবহ একজন ব্যক্তি সে। তার সম্পর্কে আজেবাজে কথা শোনা যাচ্ছিলো তখন। উত্তরে দু'দিন ধরে রিপাবলিকা সারব্স্কা এবং সেন্ট্রাল বসনিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা গাড়ি চালিয়ে এলাম। অবশেষে আমরা বানিয়া লুকায় এসে পৌছালাম আর সেটাই হলো আমাদের ঘাঁটি। সেখানকার প্রসিদ্ধ বোসনা হোটেলে আমরা ঘরভারা নিলাম, নিয়মিতভাবে সারা দিনের খাবার আর মদ্যপান চলতে থাকলো। বানিয়া লুকায় উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে টহল দিতে শুরু করলাম। কিন্তু কোনো শত্রু কিংবা সার্বিয়ান গ্রামগুলোতে তাদের হুমকির কথা শুনতে পেলাম না। ১৪ই মে আমরা দক্ষিণে ভ্লাসিক পর্বতমালার উপত্যকাগুলোতে গাড়ি চালিয়ে গেলাম। সেই পর্বতমালা ছাড়িয়ে যে ট্রাভনিক এবং ভাইটেজ নামে দুটি জায়গা ছিলো তা আমরা জানতাম না, দুটিই আমাদের সার্ব শত্রুদের শক্ত ঘাঁটি।

শেষ বিকেলে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সেই সময় আমাদের সামনে দুটো ছোটো মেয়ে পড়ে গেলে জিলিক গাড়ি থেকে নেমে তাদের সঙ্গে কথা বললো। হেসে হেসেই কথা বলছিলো সে। ভাবলাম সে বুঝি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করছে। একটি মেয়ে তার নাম বললো, লায়লা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেটা যে একটা মুসলিম নাম আমার তা জানা ছিলো না। আর মেয়েটিও জানতে পারলো না, তার নাম বলে সে নিজেই তার এবং তার গ্রামের মানুষজনের মৃত্যুর পরোয়ানায় স্বাক্ষর ক'রে দিলো।

জিলিক মেয়ে দুটিকে তার জিপে তুলে নিয়ে বললো তারা কোথায় থাকে জায়গাটা যেনো তাকে চিনিয়ে দেয়। অরণ্যে ঘেরা একটা পাহাড়ী উপত্যকায় সেটা একটা ছোটো গ্রাম। খুব বেশি লোকজনের বাস নয়, মাত্র বিশজন সাবালক এবং এক ডজন শিশু, সাতটি ঘর, কিছু গোলাবাড়ি আর কিছু সারি সারি চারণভূমি। তবে এসব ছাপিয়ে আমি যখন একটা মসজিদ দেখতে পেলাম তখন আমার বুঝতে আর বাকি রইলো না, ওরা মুসলমানম কিন্তু তাদের হাবভাব দেখে মনে হলো না তারা ভয়ঙ্কর কিছু, তাদের মাধ্যমে সার্বিয়ানদের কোনো ক্ষতি হতে পারে।

অন্যেরা জিপ থেকে নেমে সেই ক্ষুদ্র গ্রামের চারপাশে বেরিয়ে শত্রুদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকলো। তারা তখন একটার পর একটা ঘরে অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো। আমি মুসলিম মৌলবাদীদের কথা শুনেছি, মধ্যপ্রাচ্য, ইরান এবং সৌদি আরবের মুজাহিদ বাহিনীর নাম শুনেছি। যারা বসনিয়ার লুণ্ঠন চালায় এবং দেখামাত্র নির্বিচারে সার্বিয়ানদের হত্যা করে। আমি ভাবলাম, সম্ভবত সেখানে তাদের মধ্যে কেউ বুঝি লুকিয়ে আছে।

অনুসন্ধান কাজ শেষ হতেই জিলিক ফিরে গিয়ে সামনের জিপে উঠে পেছনের আসনে রাখা মেশিনগানের সামনে বসলো। তারপর সে তার অনুগামীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার ক'রে বললো, এই সব শত্রুদের ওপর গুলি চালাতে। একটাকেও যেনো জীবিত অবস্থায় রেখে যাওয়া না হয়।

নিমেষেই আমার চোখের সামনে সেই নারকীয় ঘটনাটা ঘটে গেলো। কিছু কৃষক জিলিকের জল্লাদবাহিনীর দিকে নিজেদেরকে নিক্ষেপ ক'রে তাদের শিশুদের প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করলো। এভাবে আকস্মিক আক্রমণের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই কিছু শিশু ছুটে গাছপালার ভীড়ে ঢুকে গুলিবিদ্ধ হওয়ায় আগেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালিয়ে গেলো। পরে আমি জানতে পারলাম, ছ'টি শিশু এভাবেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলো।

এরপর আমি ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থবোধ করতে থাকি। বাতাসে রক্তের দুর্গন্ধ, যা আপনারা হলিউডের ছবিতেও পাবেন না। আগে কখনো আমি মানুষকে মরতে দেখি নি, কিন্তু যারা সেদিন বেঘোরে প্রাণ হারালো তারা কিন্তু কেউই সৈনিক কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়। তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেলো কেবল একটা শটগান, সম্ভবত যা দিয়ে খরগোশ কিংবা কাক মারা হোতো।

সেই নারকীয় অভিযান যখন শেষ হলো, তখন জিলিকের খুনি সঙ্গীদের ভয়ঙ্করভাবে নিরাশ হতে দেখা গেলো, কারণ তারা সেখানে না পেলো মদ কিংবা দামি কোনো জিনিস। অতঃপর তাই তারা ক্রোধের বশে তাদের সমস্ত ঘরবাড়ি এবং গোলাঘরে আগুন লাগিয়ে চলে এলো।

আমরা রাতটা জঙ্গলেই কাটিয়ে দিলাম। অন্যেরা তাদের সঙ্গে আনা মদ খেলেও আমি কিন্তু এক ফোঁটা মদও খেতে পারলাম না। রাতে ঘুমাবার সময় আমি উপলব্ধি করলাম, আমি বিশাল একটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছি। আমার চারপাশে তখন যারা ছিলো তারা মোটেও কোনো দেশপ্রেমিক নয়, বরং তাদের গ্যাংস্টার বললেই বোধহয় যথার্থ হবে, কারণ নারকীয় খুনের মধ্যে তারা একটা পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করেছিলো।

পরের দিন আমরা গাড়ি চালিয়ে একটার পর একটা উপত্যকায় হানা দিতে থাকলাম, অবশেষে বানিয়া লুকায় এসে একটা ফার্ম হাউজ দেখতে পেলাম আমরা। অরণ্যে ঘেরা আর একটা ছোটো উপত্যকা। জোরান জিলিকই প্রথমে তার জিপ থেকে হাত বের ক'রে হাত নেড়ে থামতে বললো। অঙ্গভঙ্গি ক'রে সে আরও জানলো, আমরা আমাদের গাড়ির ইঞ্জিন যেনো বন্ধ করি। চালকরা তাই করলো। এবং সেখানে একটা নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা নেমে এলো। তারপরেই আমরা কিছু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

খুবই শান্তভাবে আমরা জিপ থেকে নামলাম, বন্দুক হাতে হামাগুড়ি দিয়ে ফার্ম হাউজের দিকে এগিয়ে চললাম। দেখতে পেলাম প্রায় একশো গজ দূরে দু'জন পুরুষ দুটো শিশুকে নিয়ে গোলাবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। পুরুষ দু'জনের গায়ে কোনো

www.BanglaBook.org

ইউনিফর্ম ছিলো না, হাতেও ছিলো না কোনো অস্ত্র। তাদের পেছনে আগুনে পোড়া একটা ফার্মহাউজ দেখা গেলো, আর সেটার একদিকে দাঁড়িয়ে ছিলো একটা নতুন কালো রঙের টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার। সেটার একপাশের দরজায় লোভস 'এন' ফিশেস লেখা ছিলো। আমাদের দেখে তারা দু'জনেই ঘুরে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে আমাদের দিকে তাকালো। শিশুদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে বেশি, প্রায় দশ বছরের সেই মেয়েটি কাঁদতে শুরু ক'রে দিলো। তার মাথার স্কার্ফটা দেখেই আমি তাকে চিনতে পারলাম। সে হলো লায়লা।

জিলিক তার হাতের বন্দুকটা উঁচিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এলেও কেউই কিন্তু সংঘর্ষে জড়ানোর মতো কোনোরকম চেষ্টা করলো না। আমরা বাকি সবাই জিপ থেকে নিচে নেমে এসে ঘিরে দাঁড়ালাম তাদের চারপাশে। ওদের দু'জনের মধ্যে যে লোকটি দীর্ঘদেহী সে-ই প্রথম কথা বললো, আর তার কথা শুনে মনে হলো সে একজন আমেরিকান। জিলিকও সেটা বুঝতে পারলো। আমেরিকান লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কারা?"

জিলিক উত্তর দিলো না। সে তখন নতুন ল্যান্ডক্রুজার গাড়িটা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত। সেই মুহূর্তে শিশু লায়লা পালাবার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে একজন মেয়েটির হাত ধরতে গেলে ব্যর্থ হলো। জিলিক ঘুরে দাঁড়িয়ে পিস্তল উঁচিয়ে নিমেষে মেয়েটির মাথার পিছন দিকে গুলি মেরে উড়িয়ে দিলো। সে তার পিস্তলের নিশানার ব্যাপারে খুবই গর্বিত বোধ করতো।

আমেরিকানের অবস্থান তখন জিলিকের কাছ থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে ছিলো। দুই লাফে ছুটে গিয়ে সে জিলিকের মুখের এক পাশে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মেরে বসলো। ওইসব লোকগুলোর হাত থেকে বাঁচার যেটুকু সম্ভাবনা ছিলো, তার এই কাজের জন্যে সে আশাটুকুও মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেলো। ওদিকে জিলিক অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো, কারণ যুগোশ্লাভিয়ায় এমন কেউ নেই যে, তার গায়ে হাত তুলতে পারে।

জিলিকের সেই অবিশ্বাস ভাবটা কাটতে সময় লাগলো মাত্র দু'সেকেন্ড। তার ঠোঁট থেকে তখন রক্ত ঝরে পড়ছে। তবে তার হয়ে বদলা নিতে উদ্যত হলো তারই দলের ছ'জন লোক। তারা আমেরিকানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত করতে থাকলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের বুট আর এবং বন্দুকের বাট দিয়ে। তাদের ক্রমাগত আঘাতে আমেরিকানটির দেহ রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। আমার তখন মনে হয়েছিলো, তারা বোধহয় শেষপর্যন্ত তাকে শেষই ক'রে ফেলবে। কিন্তু জিলিক বাঁধ সাধলো। সে তার মুখের রক্ত মুছতে মুছতে এগিয়ে এলো তার কাছে। সে তাদের লোকদের আঘাত করতে নিষেধ করলো।

আমেরিকানটি তখনো জীবিত ছিলো। সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত, পোশাক রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। শার্টের সবগুলো বোতাম খুলে যাওয়ায় তার কোমরে বাঁধা টাকার থলিটা বেরিয়ে পড়েছিলো। জিলিক এক হাত দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করলে তার কাছ থেকে দলের একজন লোক টাকার থলিটা ছিনিয়ে নিলো। সেই থলির মধ্যে একশো ডলারের কম ক'রেও হলেও দশটি নোট ছিলো। জিলিক এবার আমেরিকানটির দিকে ফিরে তাকালো, তাকে আঘাত করার শাস্তি দেবার জন্যে।

জিলিক তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, "হায় হায়, তোমার শরীর থেকে অনেক রক্ত ঝরে গেছে দেখছি। তোমার এখন ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করা দরকার, তাতে তোমার শরীরটা বেশ তাজাও হয়ে যাবে।" এই বলে সে তার লোকেদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। একজন আমেরিকানের ব্যাপারে জিলিকের এমন নরম ভাব প্রকাশ হতে দেখে তারা স্তব্ধ, হতবাক। কিন্তু জিলিক তখন অন্য কিছু খুঁজছিলো। খোলা ড্রেনটা তখন পশুপাখি আর মানুষের মলে পরিপূর্ণ। গত কয়েক বছরে যদি সেটা শক্ত আকার ধারণ ক'রে থাকে, সাম্প্রতিককালে অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাতের দরুন সেটা কাদার মতো নরম হয়ে গিয়েছিলো। জিলিকের নির্দেশে তার লোকেরা আমেরিকানকে সেই নোংরা ড্রেনে নিক্ষেপ করলো।

হঠাৎ সেই শীতল ড্রেনের স্পর্শে তার অবচেতন দেহটায় চেতনা ফিরে এলো। পায়ের নিচের দিকটা অনুভব করে সে মরিয়া হয়ে সেখান থেকে উঠে আসার জন্যে সংগ্রাম ক'রে যেতে লাগলো। জিলিক তাতেও ক্ষান্ত দিলো না। তার নির্দেশে তার লোকেরা এবার গরু-বাছুর বাঁধার দড়ি আর লাঠি হাতে নিয়ে আমেরিকানটিকে ঠেসে ঢুকিয়ে দিতে লাগলো। সেই ড্রেনের উপর যতোবার সে মুখ তুলে তাকাচ্ছিলো ততোবারই আর্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিৎকার ক'রে নিজের প্রাণের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছিলো। তাতে জিলিক কিংবা তার লোকেদের কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিলো না। ছয়বার কিংবা সাতবার খোঁচা দেবার পর জিলিক এবার নিজের হাতে একটা লাঠি তুলে নিয়ে আমেরিকানের হা-করা মুখের ভেতরে গুঁজে দিলো, এর ফলে তার বেশিরভাগ দাঁত ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। তারপর সেই লাঠিটা তার মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখলো আমেরিকানটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগপর্যন্ত।

আমার তখন গা গুলিয়ে উঠছিলো, অদূরে একটা গাছের গুঁড়ির নিচে বমি ক'রে সেদিনের সব খাবার উগরে দিলাম। আর তখন খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো একসঙ্গে সবাইকে খুন ক'রে ফেলি। কিন্তু তারা সংখ্যায় অনেক বেশি, আর আমি একা,- তাই আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, সেই অবস্থায় আমি শুনতে পেলাম, তারা আরও পাঁচজন শিশুকে এবং এক বসনিয়ান ত্রাণকর্মীকে ঠিক একইভাবে হত্যা করছে। সমস্ত মৃতদেহ সেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো। তাদের মধ্যে একজন লোক লক্ষ্য করলো সেই ল্যান্ডক্রুজারের দরজায় লোভস 'এন' ফিশেস শব্দগুলো আঠা দিয়ে লাগানো। তাই তারা খুব সহজেই সেটা তুলে ফেললো।

আমরা যখন গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম তখন ঘাসের ওপরে শিশুদের গায়ে রক্ত ছাড়া অন্য আর কোনো চিহ্নই ছিলো না। সেদিনই সন্ধ্যায় জোরান জিলিক ডলারগুলো থেকে সবাইকে একশো ক'রে ডলার দিলো। আমি সেই টাকা নিতে অস্বীকার করলাম, কিন্তু সে আমাকে কম করেও একটা নোট নেওয়ার জন্য চাপ দিলো যাতে ক'রে আমি তাদের লুটের টাকায় অংশীদার হতে পারি।

সেদিন সন্ধ্যায় বার-এ সেই টাকার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করলাম, এর ফলে সে তার মেজাজ হারিয়ে ফেললো। পরের দিন আমি তাকে বললাম আমি বেলগ্রেডে ফিরে যেতে চাই। সে আমাকে এই বলে হুমকি দিলো যে, আমি যা দেখেছি সেদিন তার একটা কথাও যদি ফাঁস ক'রে দিই, তাহলে সে আমাকে খুন করতে একটুও দ্বিধা করবে না। সেই ভয়ে আমি এতোদিন মুখ বুজে ছিলাম। এমন কি ১৯৯৫ সালের গ্রীষ্মে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন ইংলিশম্যান যখন এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে এসেছিলেন তখনও আমি নীরবই ছিলাম।

ঈশ্বর যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখে তো আমি হল্যান্ড কিংবা আমেরিকার যে কোনো আদালতে স্বীকারোক্তি দিতে প্রস্তুত।

ঈশ্বরের নামে আমি শপথ নিয়ে বলছি, আমি যা বলেছি, সে সবই সত্য, এসবের মধ্যে মিথ্যের কোনো অবকাশই নেই।

আজ ৭ই এপ্রিল, ২০০১, সেনিয়াক ডিস্ট্রিক্ট, বেলগ্রেড থেকে আমি নিজের হাতে আমার এই স্বীকারোক্তিতে সই করছি।

—মিলান রাজাক।

সেদিন রাতেই উইন্ডসর, ওনটারিওর স্টিফেন এডমন্ডকে একটা দীর্ঘ বার্তা পাঠালো ট্র্যাকার এবং স্পষ্টতই তার কাছ থেকে নির্দেশ এলো এই রকম :

"যেখানে খুশি তুমি যাও, যা দরকার লাগে তাই করো, আমার নাতিকে খুঁজে বের করো, কিংবা যা সে রেখে গেছে সব ফেরত নিয়ে আসো। পারো তো তাকে সঙ্গে ক'রে আমেরিকার জর্জটাউনে নিয়ে এসো।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

১৯৯৫ সালে ডেটন শান্তি চুক্তির পর বসনিয়াতে অবশেষে শান্তি ফিরে এলো। কিন্তু পরবর্তী পাঁচটি বছর যুদ্ধের ক্ষত দূর করা গেলো না, সারিয়ে তোলার কথা না হয় বাদই দেয়া গেলো।

এটা মোটেও কোনো সমৃদ্ধ রাজ্য ছিলো না। পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো কোনো স্থান নেই, খনিজ সম্পদ বলতেও কিছুই নেই সেখানে। কেবল পাহাড় আর অরণ্যের মাঝখানে অনুন্নত কৃষিব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসল।

অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি কয়েক বছরে পুষিয়ে নেয়া যায় কিন্তু সামাজিক ক্ষত সহজে সারবার নয়। খুব অল্প সংখ্যক লোকেই বিশ্বাস করতো, পাশাপাশি দু'জন সার্ব, ক্রোট আর বসনিয়ান এক সঙ্গে বাস করতে পারে আবার।

আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায় যা করার তাই করলো। তারা ঐক্য আর পূর্ণমিলনীর মাধ্যমে আগের অস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিলো। অথচ সব থেকে বেশি দরকার ছিলো দেশগুলোর মধ্যে বিভক্তি ঘটানো। তাদেরকে আলাদা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়ে দেয়া।

ওখানে নিযুক্ত করা হলো জাতিসংঘ বাহিনী। আর নিখোঁজ ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক কমিশন আই.সি.এম.পি কাজ শুরু ক'রে দিলো বেশ জোরেশোরে।

এই প্রতিষ্ঠানটি চালাতো সাবেক বৃটিশ পুলিশ অফিসার গর্ডন বেকন। নিখোঁজ ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বর্ণনা শুনে নির্দিষ্ট মানুষটিকে খোঁজা হোতো। ১৯৯২ সালে সংঘটিত গণহত্যার জায়গাগুলো চিহ্নিত করা এবং সেখান থেকে মানব দেহের অবশিষ্ট অংশগুলো উদ্ধার করার কাজ করতো তারা। হাড়গোর আর দেহাবশেষের ডিএনএ পরীক্ষা ক'রে ব্যক্তিটিকে চিহ্নিত করার মতো জটিল কাজও তারা করতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে। মিলান রজাক স্টেটমেন্টটা দেবার দু'দিন পরেই ট্র্যাকার সারায়েভোতে ছুটে গেলো আই.সি.এস.পি'র কার্যালয়ে।

সঙ্গে ক'রে সার্ব ছেলেটিকে আনার কোনো দরকার ছিলো না। মারা যাবার আগে রজাক সব কিছুই বলে গিয়েছিলো। বসনিয়ান সাহায্যকর্মী ফাদিল সুলায়মান তার খুনিদেরকে বলে গিয়েছিলো সেই খামার হাউজটি এক সময় তাদের বাড়ি ছিলো। গর্ডন বেকন রজাকের স্টেটমেন্টটা ভালো ক'রে পড়ে দেখলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১১ই এপ্রিল শনাক্তকারী দলটি ট্রাভনিক থেকে সেই পাহাড়ি এলাকায় রওনা হলো সঙ্গে একজন স্থানীয় গাইডকে নিয়ে। ওখানকার এক মসজিদের দু'জন লোক ফাদিলকে চিনতো। তাদের মধ্যে আবার একজন সেই এলাকাটিও চিনতো যেখানে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে।

সেই ড্রেন থেকে আমেরিকান যুবকটির কঙ্কাল উদ্ধার করার পর পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হলো ইন্টারন্যাশানাল কমিশন অন মিসিং পারসন্স নামক সংগঠনের কাছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে মাত্র দু'দিনের মধ্যেই ডিএনএ টেস্ট সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। সারায়েভোতে আই.সি.এম.পি'র প্রধান নিয়মমাফিক একটা সার্টিফিকেট লিখে দিলেন, যাতে তিনি প্রমাণসহ ব্যাখ্যা করলেন, কঙ্কালটা আমেরিকার জর্জটাউনের বাসিন্দা রিচার্ড 'রিকি' কোলেনসোর। অবশ্য তার আগেই কঙ্কালটা যে রিকিরই সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো। সতেরো মাস পরেও আমেরিকান যুবকটির হাতের ঘড়িতে খোদাই করা তার নাম সম্পূর্ণভবে অবিকৃত অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছিলো। সেটা ছিলো এই রকম : স্নাতক হওয়ার জন্য রিকিকে মায়ের উপহার। ১৯৯৪।

আই.সি.এম.পি'র প্রধানের এবার দরকার পড়লো রিকির ঘনিষ্ঠ অত্মীয় কিংবা তার প্রতিনিধির হাতে কঙ্কাল এবং তার ব্যবহৃত কিছু জিনিস তুলে দেওয়া। এই কাজের ভার দেওয়া হলো ইংল্যান্ডের হ্যাম্পশায়ারের ফিলিপ গ্রিসির ওপর।

১৫ই এপ্রিল কানাডিয়ান বিজনেস ম্যাগনেটের গ্রুম্যান বিমানটি চিঠি নিয়ে রিকির কঙ্কালটা নিতে এলো বিমানবন্দরে। রিকির কফিন এবং তার নিখোঁজ হওয়া আর মৃত্যু সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্রের একটা ফাইল ট্র্যাকার তার হাত তুলে দিয়ে সে তার ইংল্যান্ডের গৃনফিল্ডের বাড়িতে চলে গেলো।

পরের দিন সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের ডালেস বিমানবন্দরে তার নিজস্ব এক্সিকিউটিভ জেট বিমান অবতরণ করতেই স্টিফেন এডমন্ড তার নাতির কফিন গ্রহণ করলেন গ্রুম্যানের কাছ থেকে। ১৮ই এপ্রিল রিকির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হলো নর্থওয়েস্ট জর্জটাউনের ওক্ হিল সেমেট্রিতে।

রিকির মা মিসেস অ্যানি কোলেনসো অশ্রুসজল চোখে স্বামীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলো ছেলের কবরের পাশে। প্রফেসর কোলেনসো মাঝে মাঝে তার শ্বশুরের দিকে এমন হতভম্বের মতো তাকাচ্ছিলো যে, এরপর কি করতে হবে তা যেনো সে জানেই না, তাই তার সাহচর্য প্রার্থন করছিলো।

কবরের একপাশে একাশি বছরের বৃদ্ধ কানাডিয়ান বিজনেস ম্যাগনেট তার নাতির শেষকৃত্য সমাধা করার জন্য যেনো একটা পাকাপোক্ত স্তম্ভের মতো

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তার মেয়েকে এবং অবশ্যই জামাইকে ট্র্যাকারের রিপোর্টটা দেখান নি, আর বলাবাহুল্য, মিলান রজাকের স্বীকারোক্তিটাও তাদের কাছে চেপে গিয়েছিলেন। তারা শুধু জানতো, কালো রঙের ল্যান্ডক্রুজার গাড়িটা একটা উপত্যকায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে, দেরিতে হলেও একজন প্রত্যক্ষদর্শী সেখানকার পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে এগিয়ে এসে সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি রিপোর্ট করেছিলো। কিন্তু তিনি ভালো করেই জানেন তার নাতি খুন হয়েছে। তবে ছয় বছরের যে একটা ফাঁক আছে সেটা ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

শেষকৃত্যের শেষে মিসেস কোলেনসো তার বাবার কাছে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো একেবারে বাচ্চা মেয়ের মতো। তার চোখেমুখে একটা ভীতি।

"বাবা, আমার ছেলের এই অবস্থা যে করেছে তাকে আমি ধরতে চাই। খুব সহজে সে মরুক সেটা আমি চাই না। আমি চাই সে জেলে থেকে প্রতি সকালে ঘুম থেকে উঠে এটা যেনো ভাবে, সে আর বাকি জীবনে জেল থেকে বের হতে পারবে না। আমি চাই সে ঠাণ্ডা মাথায় উপলব্ধি করুক, আমার ছেলেকে হত্যা করার জন্য এটাই তার উপযুক্ত শাস্তি, এভাবেই তাকে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যেতে হবে।"

বৃদ্ধ মানুষটি অবশ্য ইতিমধ্যেই মনস্থির ক'রে ফেলেছিলেন।

"হয়তো আমাকে স্বর্গ পর্যন্ত অভিযান চালাতে হবে," মৃদু উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, "হয়তো নরক পর্যন্তও যেতে হতে পারে। আর একান্তই যদি সেটা করতে হয়, আমি তাই করবো।"

এরপর তিনি তার মেয়ে আর জামাইকে বিদায় জানিয়ে তার লিমোজিন গাড়িতে উঠে বসলেন। চালক সেমেটোরির গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামতেই তিনি তার গাড়ির চোরাকুঠরি থেকে রিসিভারটা হাতে নিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করলেন। ক্যাপিটল হিলের কোনো একটা জায়গা থেকে একজন সেক্রেটারি উত্তর দিতেই তিনি দ্রুত বলে গেলেন : "এখনই সিনেটর পিটার লুকাসের লাইনটা আমাকে দাও।"

নিউ হ্যাম্পশায়ারের সিনিয়র সিনেটর পিটার লুকাস যখন বার্তাটা পেলেন তখন তার মুখটা জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তাদের দু'জনের মধ্যে যে বন্ধুত্বের ভিত রচিত হয়েছিলো সেই সুবাদে তাদের কথোপথন হয়তো ঘণ্টাখানেক ধরে কিংবা সারা জীবন ধরে চলতে পারে।

ছাপ্পান্ন বছর আগে এক সময় এক বসন্তে একটা ইংলিশ লনে বসে স্টিফেন এডমন্ড এবং পিটার লুকাস যুদ্ধে তাদের দু'দেশের যুবকদের অসময়ে মৃত্যুর জন্য চোখের পানি ফেলতে ফেলতে দুঃখ করেছিলেন, তারা আর কখনো ফিরে আসবে না। আর সেই দুঃখবোধ থেকেই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্বের টানে দৃঢ় থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রমশ দৃঢ়তর হয়েছে। তারা দু'জনেই জানতেন, তাদের মধ্যে কেউ কাউকে আহ্বান করলে কিংবা কোনো কঠিন কাজ ক'রে দিতে অনুরোধ করলে কেউই সেটা ফেলতে পারবে না, এমন কি তার জন্যে যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তাহলেও কেউ পিছপা হবে না।

পিটার লুকাসের বাবা ছিলেন আইরিশ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য আমেরিকায় চলে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি ওয়াল স্ট্রীটে আইন ব্যবসায় ট্রেনিং নেন। পার্ল হারবারের বিপর্যয়ের পর প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট একদিন আইরিশ জেনারেল উইলিয়ামকে ডেকে পাঠান। যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে ৬৯তম রেজিমেন্টের হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি হারবার্ট হুভারের অধীনে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হন, তারপর বছরের পর বছর ধরে ওয়াল স্ট্রীটের লিগ্যাল ঈগল হিসেবে কাজ করে যান। তার সেই আইনি দক্ষতার জন্যই যে রুজভেল্ট তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা নয়, তার লড়াকু মনোভাবের জন্যই তাকে তার খুব দরকার ছিলো। এমনই এক গুণসম্পন্ন মানুষের ওপরেই রুজভেল্ট আমেরিকার প্রথম ফরেন ইন্টেলিজেন্স এবং স্পেশ্যাল ফোর্স ইউনিটের ভার দিতে চেয়েছিলেন।

পিটার লুকাস ঘরে ফিরে এসে দেখলেন, পৃথিবীটা যেনো ঝিনুক, তা থেকে মুক্তা বের ক'রে নেওয়াই কেবল বাকি। ওয়াল স্ট্রীটে তিনি তার বাবার ফার্মে যোগ দিলেন। এবং পরবর্তীকালে ফিনান্সিয়াল কমিউনিটিতে তিনি একজন শক্তিশালী আইনজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তার বয়স যখন ষাট একটা পাবলিক অফিস খুলে বসেন। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে নিউ হ্যাম্পশায়ারের চতুর্থ ও শেষ রিপাবলিকান সিনেটর হিসেবে নির্বাচিত হন এবং তিনি একজন রিপাবলিকান সদস্যকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হতে দেখেন।

টেলিফোন লাইনে কে জানতে পেরে তিনি তার সেক্রেটারিকে বললেন লাইনটা ধরে রাখতে, ফোনে দশ মাইল দূর থেকে লিমোজিন গাড়ির যান্ত্রিক আওয়াজ তিনি ভেসে আসতে শুনলেন।

"স্টিভ, আবার তোমার কণ্ঠস্বর শুনে খুব ভালো লাগছে। তা, তুমি এখন কোথায়, বন্ধু?"

"এখন আমি ঠিক ওয়াশিংটনে আছি। পিটার, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

"অবশ্যাই, চলে এসো বন্ধু। আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছো?"

"লাঞ্চের সময় বলবো। আসতে পারবে তো?"

"বেশ তো, আমি আমার সব কাজ ততোক্ষণে সেরে ফেলবো। আমাদের গন্তব্যস্থল হবে হে অ্যাডামস্-এ। ওয়েটারকে বোলো, আমার প্রিয় কর্নার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেবিলটা যেনো খালি রাখে আমাদের জন্য। জায়গাটা খুব শান্ত, আমাদের কথা বলতে সুবিধা হবে। ঠিক একটার সময়, কেমন।"

লবিতে তারা মিলিত হলো। কানাডিয়ান অপেক্ষা করছিলেন সেখানে।

"স্টিভ, ফোনে তোমার কথা শুনে মনে হলো তুমি খুবই উদ্বিগ্ন। তোমার কি কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে?"

"জর্জটাউনের সেমেটোরি থেকে এসেছি। এইমাত্র আমার একমাত্র নাতিকে কবর দিয়ে আসলাম।"

দুঃখের খবরটা শুনে সিনেটর স্থির চোখে তাকালেন স্টিভের দিকে, তার মুখে একটা দুঃখের ছায়া পড়তে দেখা গেলো।

"হায় ঈশ্বর! আমি খুবই দুঃখিত, বন্ধু। এ আমি কল্পনাও করতে পারছি না। অসুখ? নাকি কোনো দুর্ঘটনা?"

"এখানে নয়, চলো, আমাদের প্রিয় টেবিলে গিয়ে বসা যাক। আমি তোমাকে কিছু কাগজপত্র দেখাতে চাই।"

টেবিলের বসার পর স্টিভ তার বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন : "শোনো বন্ধু, সে খুন হয়েছে। ঠাণ্ডা-মাথায় খুন। না, এখানে নয়, আর অতি সম্প্রতিও নয়। বসনিয়ায়, ছ'বছর আগে।"

সংক্ষেপে স্টিভ তার নাতির কথা খুলে বললেন। ১৯৯৫ সালে বাসনিয়ানদের দুঃখ-যন্ত্রণা উপশম করতে সাহায্য করার জন্যে ওখানে যাওয়া; ট্রাভনিক শহরে তার কাজের জায়গা; তারপর রজাকের স্বীকারোক্তি; সেটা লুকাসকে তিনি পড়তেও দিলেন।

এই সময় ড্রাই মার্টিনি এলো। সিনেটর ওয়েটারকে খাবারের ফরমাস দিলেন।

সিনেটর লুকাস দ্রুত রজাকের স্বীকারোক্তিটা পড়তে শুরু করলেন, কিন্তু অর্ধেক পড়ার পর তিনি নিচু গলায় শিস্ দিয়ে উঠলেন। এরপর খুব ধীরে ধীরে সেটা আবার পড়তে শুরু করলেন।

সিনেটর যখন শেষে পৃষ্ঠাটা পড়ছিলেন, স্টিভ এডমন্ড তখন চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তার মনে হলো বন্ধু ঠিক জায়গাই পছন্দ করেছে, নিরিবিলি জায়গা, গ্র্যান্ড পিয়ানোর ঠিক পেছনেই তাদের টেবিল, সামনেই জানালা, যে জানালার দিকে তাকালে হোয়াইট হাউজ চোখে পড়ে। হে অ্যাডামস্-এ দ্য লাফায়েট হোটেলটি অপূর্ব, অষ্টাদশ শতাব্দীর শহরতলীর এস্টেটের যে কোনো বাড়ির চেয়ে কর্মব্যস্ত রাজধানী শহরের মাঝখানে এই রেস্তোরাঁটা অনেক ভালো, অনেক বেশি সুন্দর।

সিনেটর লুকাস হাত তুললেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"স্টিভ, আমি জানি না তোমাকে কি বলে আশ্বাস দেবো! এটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্টেটমেন্ট, আমি এর আগে এরকম কিছু কখনো পড়েছি কিনা জানি না। যাইহোক, এখন বলো, আমাকে কি করতে হবে?"

স্টিভ এডমন্ড তাদের টেবিলের ওপর চারটি হাতের দিকে তাকালেন, হাতের শিরাগুলি ফুলে উঠেছে, হাতের মাংস ঝুলে পড়েছে, শিথিল হয়ে পড়েছে। পিটার লুকাস তার বন্ধুর দৃষ্টি লক্ষ্য করলেন, তার মনের অনুভূতি বুঝতে পেরে বললেন, "হ্যা, আমি স্বীকার করছি আমাদের এখন বয়স হয়েছে। কিন্তু এখনও মরে যাই নি। তুমি বলো, আমাকে কি করতে হবে?"

"হয়তো আমরা শেষবারের মতো একটা ভালো কাজ করতে পারবো। আমার নাতি একজন আমেরিকান নাগরিক ছিলো। আর সেই খুনি দানব যেখানেই থাকুক না কেন ভিন দেশের সরকারের হাতে অর্পণ করার জন্য আমেরিকা অবশ্যই দাবি করতে পারে। সেই খুনির বিচার হবে এই দেশেই। এর অর্থ তার অপরাধের বিচার করার দায়িত্ব এখানকার বিচার বিভাগেরই। লুকাস, তুমি তো একজন সিনেটর, তুমি সেই শয়তানের শাস্তির ব্যবস্থা করবে না?"

"প্রিয় বন্ধু, ওয়াশিংটনের এই সরকার যদি তোমাকে সুবিচার না দেয়, তাহলে আমি বলবো, তোমাকে কেউই তা দিতে পারবে না," এই বলে তিনি তার হাতের গ্লাসটা শূন্যে তুলে ধরলেন।

"শেষ আরেকটা ভালো কাজ।"

কিন্তু তার এই ধারণা ছিলো ভুল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

এটা নিতান্তই একটি পারিবারিক ঝগড়া, আর এই ঝগড়াটা শেষ হওয়া উচিত ছিলো কপালে চুমু খাওয়ার মধ্য দিয়ে। এটা ঘটেছে এক সোনালী চুলের উদ্ভিন্না ইতালিয় কন্যা আর খুবই দৃঢ়প্রতীজ্ঞ বাবার মধ্যে।

১৯৯১ সালের গ্রীষ্মে আমান্ডা জেন ডেক্সাটারের বয়স ষোলোতে পা দিলো, দেখতে একেবারে নজর কাড়া সুন্দরী সে। নেপলস বংশদ্ভুত মারোজ্জি পরিবারের রক্তের কারণে সে এমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো। তাকে দেখে ফরাসি নায়িকা বৃজিত বারদোতের যৌবনকালের কথাই মনে পড়ে যেতো। স্থানীয় ছেলেরা এই মেয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে ব্যাপারটা মেয়ের বাবা এক রকম মেনেই নিয়েছিলো। তবে সে এমিলিকে পছন্দ করতো না।

হিসপ্যানিকদের ব্যাপারে তার মধ্যে কোনো ঘৃণা নেই, তারপরেও এমিলিওকে সে পছন্দ করতো না। কিন্তু আমান্ডা জেন এই ছেলের প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খেতে বসেছে।

ব্যাপারটার শুরু হলো গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে। এমিলিও প্রস্তাব করলো সে তাকে কোনো সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় বেড়াতে নিয়ে যাবে। আরো অনেক ছেলেমেয়েরাই থাকবে তাদের সাথে, বড়রা তাদের দেখাশোনা করবে, বিচে খেলাধূলা করা আর আটলান্টিকের মুক্ত বায়ু সেবন করা যাবে। কিন্তু ক্যাল ডেক্সটার ছেলেটার চোখের দিকে তাকালে সে নিজের চোখ সরিয়ে নিলো। তার মন বললো কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। সে 'না' বলে দিলো।

এক সপ্তাহ পরেই বাড়ি থেকে পালালো মেয়েটা। একটা চিঠি লিখে গেলো এই বলে যে, তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। সব ঠিকই আছে। সে এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, তার সাথে কেউ বাচ্চা মেয়ের মতো আচরণ করলে সে মেনে নেবে কেন। সে আর কখনও ফিরে আসে নি।

স্কুলের ছুটি শেষ হয়ে গেলো। তাকে তারপরও দেখা গেলো না। বেশ দেরিতে, তার মা, যে কিনা মেয়ের অনুরোধটা মেনে নিয়েছিলো, স্বামীর কথা শুনলো। বিচ পার্টির কোনো ঠিকানা তাদের কাছে নেই, এমিলিওর কোনো কথাও তারা জানে না। কে তার বাবা মা, কোথায় সে থাকে, কিছু না। ব্রনক্সের যে ঠিকানাটা সে ব্যবহার করতো, দেখা গেলো সেটা একটা লজিং-হাউজ। তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাড়ির নাম্বার প্লেটটা ছিলো ভার্জিনিয়ার, বিচমন্ডে এ ব্যাপারে খোঁজ নিলে ডেক্সটার জানতে পারলো গাড়িটা জুলাই মাসে নগদ টাকায় বিক্রি ক'রে দেয়া হয়েছে। এমন কি তার পদবী গনজালেস আমেরিকাতে স্মিথ নামের মতোই লক্ষ লক্ষ আছে।

নিজের পরিচিত লোকের মাধ্যমে ক্যাল ডেক্সটার এনওয়াইপিডি'তে হারিয়ে যাওয়া লোকের তালিকায় উঠতে পারলো। অফিসার সহমর্মী হলেও হাল ছেড়ে দিলো।

"আজকাল ষোলো বছরই অনেক বয়স, কাউন্সেলর। তারা একসাথে শোয়, ছুটিতে বেড়াতে যায়, বাড়ি করে একসাথে..." ডিপার্টমেন্টে কেবল খতিয়ে দেখলো এই ঘটনায় কোনো হুমকি, জোরপূর্বক তুলে নেয়া কিংবা মাকদাসক্তির ব্যাপার আছে কিনা।

ডেক্সারকে মেনে নিতে হলো একটা ফোন কল করা হয়েছিলো। ওটা এমন সময় এসেছিলো যে, আমান্ডা জানতো তার বাবা-মা সে সময় কাজে থাকে। মেশিনের টেপে মেসেজটা রেকর্ড করা ছিলো।

সে বলেছিলো সে ভালোই আছে। খুব সুখে আছে, তারা যেনো তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়। সে নিজের জীবন উপভোগ করছে, নিজের মতো আছে। সময় হলে সে নিজেই যোগাযোগ করবে।

ক্যাল ডেক্সটার সেই ফোন কলই ট্রেস করলো, জানা গেলো ফোনটা এমন এক মোবাইল ফোন কোম্পানির সিম যাদের সিমের মালিককে ট্রেস করা সম্ভব নয়। সে ফোনের টেপটা সার্জেন্টকে শোনালে সার্জেন্ট কাঁধ ঝাঁকালো। এই কেসটা মোটেও ইমার্জেন্সি কোনো কেস নয়। এনিয়ে খুব বেশি কিছু করার নেই।

ক্রিসমাস এলো, প্রচণ্ড তুষারপাত হলো, কিন্তু সেটা ছিলো নিরানন্দময়। ডেক্সটারের বাড়িতে ষোলো বছরের মধ্যে এই প্রথম তাদের মেয়েকে ছাড়াই ক্রিসমাস পালন করা হলো।

সকালে এক জগিংকারী মৃতদেহটা পেয়েছিলো। হিউ ল্যাম্পোর্ট নামের এক আইটি কনসালটেন্ট সে। সৎ আর কর্মঠ। সকালে সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে তার তিন মাইল দৌড়ানো চাইই চাই। এমন কি ১৯৯২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারির ভারি তুষারপাতের সকালেও সে তাই করলো। ভার্জিনিয়ার নদীর তীর ধরে সে দৌড়াচ্ছিলো। ওখানেই সে থাকে। একটা বৃজের কাছে সংকীর্ণ কালভার্টের সামনে আসতেই তাকে হয় বৃজ দিয়ে, নয়তো কালভার্টটা ডিঙিয়ে যেতে হবে, এমন পরিস্থিতির মধ্যে সে পড়ে গেলো। শেষে সে লাফই দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাফ দেবার সময় খেয়াল করলো নীচে কিছু একটা আছে। সেই ভোরে জিনিসটা একেবারে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ফিরে দেখতেই বুঝতে পারলো একটা মৃতদেহ—তরুণী কোনো মেয়ের। অর্ধেক পানিতে, বাকি অর্ধেক ডাঙায়।

ভয়ার্ত চোখে ল্যাম্পোর্ট চারপাশে চেয়ে দেখলো চারশো গজ দূরে একটা ঘর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনো লোক কফি বানাচ্ছে হয়তো। দৌড়ে ঐ ঘরের কাছে গিয়ে দরজায় আঘাত করলো সে। লোকটা ভেতর থেকে উঁকি মেরেই দরজা খুলে দিলো।

৯/১১ ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে জগার আর অন্য একজন লোকের কাছে একটা পেট্রল কার এসে পৌছালো সেই কালভার্টের সামনে।

পেট্রল কারের দু'জন অফিসার লাশটা দেখেই ফরেনসিক টিম আর হোমিসাইড গোয়েন্দাদের খবর দিলো। ত্রিশ মিনিট পরে সবাই এসে হাজির হলে মেডিকেল এক্সামিনার এলো তারও পাঁচ মিনিট বাদে। ভোরের সূর্য উদয় হলো, শুরু হয়ে গেলো তুষারপাত।

মিঃ ল্যাম্পোর্ট বাড়ি গিয়ে গোসল ক'রে স্টেটমেন্ট দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলো, কফি বানাতে থাকা লোকটাও সাক্ষী হিসেবে বিবৃতি দিলো। রাতের বেলায় সে কোনো চিৎকার বা হৈচৈ শোনে নি।

মেডিকেল এক্সামিনার দ্রুতই তার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলো। মৃতদেহটা একজন ককেশিয়ান তরুণীর। তাকে নির্ঘাত অন্য কোথাও হত্যা ক'রে এখানে ফেলে দেয়া হয়েছে। সম্ভবত গাড়ি থেকে। লাশটা নরফোকের মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হলো এররপ।

স্থানীয় গোয়েন্দাদের মাথায় ঢুকলো না, খুনি কেন এরচেয়েও ভালো জায়গা থাকতে, বিশেষ ক'রে জলাশয় বা নিম্নভুমিতে লাশটা না ফেলে এমন জায়গাতে ফেলে গেলো যেখানে খুব সহজেই লাশটা চোখে পড়ে যাবে। মনে হয় খুনিরা বা খুনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলো। তারা খুব দ্রুতই গ্রেফতার অভিযান শুরু ক'রে দিলো।

নরফোকে দুটো জিনিস খুঁজে বের করার কাজ বর্তালো: ময়নাতদন্ত ক'রে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়, সময় আর সম্ভাব্য মৃত্যুর স্থান বের করা এবং নিহতের পরিচয় উদঘাটন করা।

ফরেনসিক প্যাথলজিস্টরা কাজ শুরু করার আগে নিহতের ক্ষতবিক্ষত মুখটা যথাসম্ভব ঠিকঠাক ক'রে মেক-আপ দিয়ে আগের অবস্থার কাছাকাছি নিয়ে এসে ছবি তুলে রাখা হলো। ছবিটা বিভিন্ন শহরের পুলিশ বিভাগে বিলি করা হলো। ধারণা করা হলো, 'নাইট লাইফ' উদযাপন করতে গিয়ে মেয়েটা খুন হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুনি কিংব্য খুনিদের পরিচয়, রক্তের গ্রুপ এবং আঙুলের ছাপ নেয়া হলে প্যাথলজিস্ট তার কাজ শুরু করলো। তারা মূলত আঙুলের ছাপ নিয়েই বেশি আশাবাদী হয়ে উঠলো।

কিন্তু কোথাও থেকেই কোনো সুখবর এলো না। এভাবে চলে গেলো কয়েকটা দিন। পরের ধাপ বাকি রইলো কেবল এফবিআইকে জড়ানো। তারা ইন্টারন্যাশনাল অটোমেটেড ফিঙ্গারপ্রিন্টস আইডি সিস্টেম ব্যবহার ক'রে থাকে।

ফরেনসিক রিপোর্টে দেখা গেলো নিহত মেয়েটির বয়স আঠারোর নীচে। দেখতেও মেয়েটা খুব সুন্দরী ছিলো। তার জীবনযাপনের ধরণ আর ঘনিষ্ঠ কেউ হয়তো এই অল্প বয়সীর জীবনটা অবসান ঘটানোর জন্যে দায়ি।

রিপোর্টে আরো লোমহর্ষক তথ্য ছিলো : মেয়েটাকে ধর্ষণের মতো কিছু করা হয়েছে, কয়েকবারই। এমন একটা জিনিস দিয়ে সেটা করা হয়েছে যা সাধারণ পুরুষ লিঙ্গের চেয়ে অনেক বড়। শুধু তাকে মারপিটই করা হয় নি, হেরোইনও খাওয়ানো হয়েছে। সম্ভবত নিহত হবার ছ'মাস আগে থেকে সে হেরোইনে আসক্ত ছিলো।

গোয়েন্দারা প্রায় সবাই একমত হলেন যে, এটা একটা পতিতাবৃত্তির কেস্। তাদের কাছে এরকম ঘটনা একেবারে নতুন নয়। মাদকব্যবসার সাথে পতিতারা জড়িত। তারাই মাদক বিক্রির প্রধান উৎস। যাদেরকে বলা হয় 'পিম্প।'

এই জগত থেকে কোনো মেয়ে পালিয়ে আসতে চাইলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়। এ ধরণের 'দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা' দেবার জন্যেই শারীরিক নির্যাতন আর নারী যোনীর বিকৃত সাধন করা হয়ে থাকে।

ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহটা ফ্রিজারে রেখে দিয়ে তার পরিচয় সন্ধান কাজে নেমে গেলো গোয়েন্দারা। তখন পর্যন্ত মেয়েটা জেন ডোয়ি। এরপরই একদিন পোর্টসমাউথের সহকারী গোয়েন্দা ছবি দেখে চিনতে পারলো মেয়েটিকে। সে ধারণা করলো এই মেয়েটি লোরেইন নামের এক পতিতা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেলো লোরেইনকে কয়েক সপ্তাহ ধরে দেখা যাচ্ছে না। আরো জানা গেলো মেয়েটা কাজ করতো কুখ্যাত এক হিস্পানিক দলের হয়ে, যারা দেখতে শুনতে ভালো সদস্যদেরকে ব্যবহার ক'রে বিভিন্ন শহর থেকে মেয়েদেরকে নিয়ে আসে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে। কিংবা কখনও কখনও ছুটি কাটাবার কথা বলে।

পোর্টসমাউথ ভাইস স্কোয়ার্ড ঐ গ্যাংটির উপর কাজ করলেও কোনো ফল পাওয়া গেলো না। 'পিম্প'রা জানলো লোরেইন নামের মেয়েটির আসল নাম তারা জানে না। কেবল জানে, মেয়েটা স্বেচ্ছায় এ পেশায় এসেছে। ছবিটাও খুব স্পষ্ট ছিলো না যে, অন্য কিছু ভাবা যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবে ওয়াশিংটনে কিছু একটা ধরা পড়লো। আঙুলের ছাপ থেকে তারা মেয়েটির পরিচয় বের করতে পারলো। আমান্ডা জেন ডেক্সটার স্থানীয় এক সুপার মার্কেটে শপলিফটিং করার চেষ্টা করেছিলো। সবাইকে বোকা বানাতে পারলেও সিকিউরিটি ক্যামেরাকে সে ধোকা দিতে পারে নি। তবে জুভেনাইল কোর্টের জজ সাহেব তার কথা বিশ্বাস করে, কারণ আমান্ডার পাঁচজন ক্লাসমেট সাফাই দিয়েছিলো। তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হলেও তার আঙুলের ছাপ রেখে দেয়া হয় আর সেটা এনওয়াইপিডি থেকে এফবিআইএ'র ইন্টারন্যাশনাল অটোমেটেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যাংকে চলে যায়।

আরেকটা জঘন্য শীতে, ব্রনক্সের এক বাবাকে পুলিশ ফোন ক'রে তিনশো মাইল দূরে এসে তার একমাত্র সন্তানের লাশ সনাক্ত করার জন্যে অনুরোধ করে।

ক্যালভিন ডেক্সটারের মনে হয়েছিলো এই খবরটা শোনার চেয়ে ভিয়েতনামের কু চি'তে মারা গেলেই বেশি ভালো হোতো। অবশেষে সে এঞ্জেলাকে কথাটা বললে হতভম্ব বউকে জড়িয়ে ধরে রাখতে হলো অনেক ক্ষণ। ডেক্সটার তার শ্বাশুড়িকে ফোন ক'রে বাড়িতে নিয়ে এলো।

নরফোকের মর্গে তার একমাত্র মেয়ে, ফুটফুটে সুন্দর আমান্ডার নিথর দেহের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ডেক্সটার। গোয়েন্দার সাথে উপরতলায় গিয়ে সে জানতে পারলো মেয়েকে অজ্ঞাত কিছু লোক অথবা একজন নির্দয়ভাবে পিটিয়েছে। আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের মারা গেছে। সে জানতো এসবই হলো সত্যের ভগ্নাংশ মাত্র।

সে এমিলিও সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানালো। কিন্তু গোয়েন্দাদের তাতে কোনো লাভ হলো না। মেয়ের লাশ নিতে তাকে আরো কিছু সময় ব্যয় করতে হলো। অনেক প্রক্রিয়া আর আইনী ব্যাপারগুলো সমাধা ক'রে লাশ নিয়ে নিউইয়র্কে ফিরে এলো সে।

লাশের বাক্সটা সিল ক'রে রেখেছিলো সে। কারণ তার বউ আর মারোজ্জি পরিবারের কেউ এমন বিকৃত লাশ দেখুক এটা সে চায় নি। আমান্ডা জেনকে তার সতেরো বছর জন্মদিনে চিরশায়িত করা হলো। শেষকৃত্যের এক সপ্তাহ পরে ডেক্সটার ভার্জিনিয়াতে ফিরে গেলো আবার।

পোর্টসমাউথের পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সার্জেন্ট অস্টিনের ফোনটা বেজে উঠলে তাকে বলা হলো, মিঃ ডেক্সটার তার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন। মিঃ ডেক্সটার নামটা শুনে তিনি চিনতে পারলেন না, জানতে চাইলেন তার সাথে কেন দেখা করতে চাইছে। তাকে বলা হলো, মিঃ ডেক্সটার একটা তদন্ত কাজে তাদেরকে সাহায্য করতে এসেছেন। এটা বলার পর তাকে দেখা করতে দিলো তারা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেক্সটারকে দেখে গোয়েন্দা ভদ্রলোক বুঝতেই পারলো না সে আসলে কোন্ জিনিস ; ডেক্সটার গোয়েন্দার ডেস্কের সামনে গিয়ে সোজাসুজি বসলো :

"চার সপ্তাহ আগে এক টিনেজারের কথা আপনার মনে আছে, হেরোইন আসক্ত এক পতিতা, যাকে গণধর্ষণ ক'রে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিলো? আমি তার বাবা।"

সার্জেন্ট উঠে তার সঙ্গে হাত মেলালো। এরকম একজন বাবা যে কতোটা ক্ষিপ্ত আর বিপদজ্জনক হতে পারে সেটা তারা ভালো করেই জানে।

"আমি দুঃখিত, স্যার। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই, আমরা সব..."

"আস্তে, সার্জেন্ট। আমি কেবল একটা জিনিস জানতে চাই। তারপর আপনাকে আর জ্বালাতন করবো না।"

"আমি বুঝতে পারছি, মিঃ ডেক্সটার। আপনার অবস্থাটা আমি বুঝি, কিন্তু আপনাকে সাহায্য করার মতো—"

ডেক্সটার তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা জিনিস বের করলো। লোকটা কি সশস্ত্র? সার্জেন্ট নিজের ড্রয়ারের দিকে তাকালো। তার অস্ত্রটা এখানে রাখা আছে।

"আপনি কি করছেন, স্যার?"

"আমি আপনার ডেস্কের উপর কয়েক টুকরো ধাতব জিনিস রাখছি, সার্জেন্ট অস্টিন।"

সে তাকিয়ে দেখলো দুটো সিলভারের তারা, তিনটা ব্রোঞ্জের তারা, আর্মি কমেন্ডেশন মেডেল আর চারটা পার্পল হার্ট। এরকম জিনিস সে তার জীবনেও দেখে নি।

"আমি আমার মেয়ের হত্যাকারীর নাম জানতে চাই। জানতে চাই তাকে কারা খুন করেছে। আপনাকে সেই নাম বলতেই হবে। আমি এই অধিকার রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছি, মিঃ অস্টিন।"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তার দৃষ্টিতে শূন্যতা। এটা একেবারেই অভাবিত একটি ব্যাপার। আইনসিদ্ধ তো নয়ই।

"মাদেরো। বেনইয়ামিন 'বেনি' মাদেরো। একটা লাতিন ড্রাগ গ্যাংয়ের প্রধান। খুবই হিংস্র, খুবই চতুর।"

"ধন্যবাদ আপনাকে," তার পেছনে থাকা লোকটা বললো, নিজের জিনিসগুলো ডেস্কে তুলে নিতে নিতে।

"আপনি যদি ওকে ধরার কথা ভেবে থাকেন তো খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। আমাদের সবার জন্যেই দেরি হয়ে গেছে। সে আর এখানে নেই। নিজের মাতৃভূমিতে চলে গেছে। পানামা। আমি জানি কাজটা সে করেছে, কিন্তু কোর্টের কাছে আবেদন করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ নেই আমার কাছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা হাত অরিয়েন্টাল আর্ট অব ম্যাডিসনের ছোট্ট এম্পোরিয়ামের দরজাটাতে ধাক্কা মারলো। জায়গাটা ম্যানহাটনে অবস্থিত। পোর্টালের উপর একটা সিঙ্গেল বেল আছে, দরজা খুললে, লাগালে সেটা বেজে ওঠে।

আগত লোকটি চারপাশে রাখা শেলফে দামি দামি রত্ন আর পাথরের দিকে চোখ বুলালো। অসংখ্য মূর্তি, হাতির দাঁতও আছে এখানে। কয়েকটি বুদ্ধ মূর্তি নির্মোহভাবে চেয়ে আছে যেনো। দোকানটার পেছন থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে এলো।

"অন্য কাউকে আমার দরকার," ক্যালভিন ডেক্সটার বললো।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বউ নিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছে আজ প্রায় চৌদ্দবছর হলো। প্রাচ্যদেশীয় লোকটি একমূহুর্তও ইতস্তত করলো না। মাথা ঝুঁকিয়ে সে বললো, "অবশ্যই। আমার সাথে আসুন, প্লিজ।"

এটা ১৫ই মার্চ ১৯৯২ সালের কথা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

দ্রুতগামী মাছ ধরার বোট *চিকুইতা* পোর্ট গলফিটো থেকে ভোরের ঠিক আগেই চ্যানেলের অভিমুখে রওনা হলো সাগরে নামার জন্যে।

জাহাজের হুইল ধরে আছে স্বয়ং এর মালিক পেড্রো আরিয়াস। সে যে আমেরিকান যাত্রিকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা কেবল সে নিজেই জানে। অন্য কেউ নয়।

লোকটা আগের দিন স্থানীয় কোস্টারিকার নাম্বার প্লেট লাগানো একটা মোটরবাইকক চালিয়ে এসেছিলো। আসলে ওটা সেকেন্ডহ্যান্ড একটা বাইক, তবে ভালো অবস্থায় থাকার কারণে সে কিনে নিয়েছে। এই পর্যটকটি এসেছে সান হোসে থেকে।

ফিশিং বোট বাছাই করার ব্যাপারে লোকটা বেশ খুঁতখুঁতে ছিলো। পিঠে একটা হ্যাভার স্যাক নিয়ে এসেছে সে। লোকটাকে একজন অভিজ্ঞ ব্যাকপ্যাকার ভবঘুরে ব'লে মনে হয়েছিলো।

তবে সে যে কোনো ব্যাগপ্যাকার নয় সেটা বেশ ভালোভাবেই বোঝা গেছে, বিশেষ করে যখন সে তার ব্যাগভর্তি প্রচুর টাকা কেবিনের টেবিলে মেল রাখলো। এই পরিমাণ টাকা দিয়ে অনেক মাছ ধরা যাবে।

তবে লোকটা মাছ ধরতে চায় না। সে নৌপথে পানামায় ঢুকতে চায়।

সে জানিয়েছে তার পরিবারের লোকজন পানামায় ছুটি কাটাচ্ছে, তাদের সাথে দেখা করা এবং পানামার গ্রামীণ এলাকাগুলো একটু ঘুরে দেখাই তার উদ্দেশ্য।

লোকটা আরেকটা বাইকে ক'রে কোনোরকম কাগজপত্র ছাড়া পানামায় ঢুকতে চাচ্ছে—এটা তো একটু খটকার ব্যাপার। তারপরও বলতে হয়, এমন কাজ তো পেড্রো আরিয়াস করেই থাকে।

সকাল দশটার দিকে তারা বুরিকা দ্বীপের বাতিঘরটা দেখতে পেলে পেড্রো সেদিকেই তার বোটটা চালিয়ে নিয়ে গেলো।

"এখন আমরা পানামায় এসে গেছি," সে কথাটা বললে আমেরিকান লোকটি মাথা নেড়ে তাকে ধন্যবাদ জানালো, গভীর মনোযোগ সহকারে একটা ম্যাপ দেখছে সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"পোর আকুই," সে বললো।

যে এলাকাটি সে ইঙ্গিত করছে সেটা একটা সৈকত। কোনো শহর বা থাকার জায়গা সেখানে নেই। পরিত্যাক্ত কোনো সমুদ্র সৈকত এটি। আশেপাশে ঘন জঙ্গল। তার কথা শুনে ক্যাপ্টেন তার বোটটা সেদিকে নেবার জন্যে একটু বাম দিক দিয়ে চারকো আজুল উপসাগরের অভিমুখে রওনা দিলো।

আমেরিকানটি চাচ্ছে সৈকত থেকে একশো গজ দূরে বোটটা যেনো থামানো হয়। আমেরিকান লোকটি সমস্ত টাকাপয়সা পরিশোধ ক'রে দিলো।

লোকটা একটু অদ্ভুত, ভাবলো আরিয়াস। তবে তার ডলারগুলো খুবই চমৎকার। এ দিয়ে চারজন ক্ষুধার্ত সন্তানের অন্নসংস্থান হবে। লোকটাকে তার বাইকসহ নামিয়ে দিয়ে সোজা চলে গেলো নিজের ঘরে।

সৈকতে নেমে ক্যাল ডেক্সটার বাইকটার কোস্টারিকা নাম্বারপ্লেট বদলে ফেললো। সে জায়গায় ব্যাগ থেকে একটা পানামার নাম্বার প্লেট বের ক'রে লাগিয়ে নিলো সে।

কাগজপত্রগুলো একেবারে নিখুঁত। মিসেস নগুয়েনকে ধন্যবাদ যে, তার পাসপোর্টটি আমেরিকান হলেও সেটা ডেক্সটারের নামে নয়। পাসপোর্টটাতে কয়েকদিন আগে পানামা সিটির এয়ারপোর্টে প্রবেশের সিলমারা আছে। এটার সঙ্গে মিলিয়ে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্সও আছে তার কাছে।

১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরের পর দু'বছর হয়ে গেছে, যখন আমেরিকা পানামায় ঢুকে তার স্বৈরশাসক নরিয়েগাকে গ্রেফতার ক'রে নিয়ে এসেছিলো। ডেক্সটার সন্দেহ করলো বেশির ভাগ পানামানিয়ান পুলিশ আসল বার্তাটি জানতে পরেছে কিনা।

ডেভিড সিটি নামের এক ছোট্ট শহরের থেমে বাইকের টাঙ্কিটাতে তেল ভরে নিলো ডেক্সটার। এই জায়গা থেকে পানামা সিটির দূরত্ব প্রায় ৫০০ কিলোমিটার। রাত নেমে এলে সে ট্রাক ড্রাইভারদের একটা আখড়ায় থেমে কিছু খেয়ে নিলো। পানামা সিটিতে যখন সে ঢুকলো তখন ভোর হয়ে গেছে। রাজধানীর উপকণ্ঠে বালবোয়া নামের একটা জায়গায় পার্কের একটা বেঞ্চে বাইকটা শিকল দিয়ে আঁটকে টানা তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলো সে।

বিকেলে একটা ম্যাপ নিয়ে বসলো। সেই ম্যাপে নরিয়েগা এবং মাদেরো যেখানে থাকে সেই চরিলিও বস্তির উল্লেখ আছে। ওখানেই তারা বেড়ে উঠেছিলো। কয়েক ব্লকের মধ্যেই এলাকা দুটো অবস্থিত।

রাত দুটোর দিকে ডেক্সটার সিদ্ধান্ত নিলো সে পাপাগায়ো বার আর ডিসকোতে হাপিয়ে উঠেছে। জায়গাটা ছেড়ে যেতে হবে। নামফলকহীন কালো দরজাটা খুলে গেলো, এরপর দু'জন মানুষ বেরিয়ে এলো : খুবই শক্ত সামর্থ্য গড়নের দেহরক্ষী। তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন লিনকন লিমোজিনে উঠে ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিলো। অন্যজন পথঘাটের দিকে নজর রাখছে। রাস্তার ফুটপাতে বসে বসে, এক পা নর্দমায় ডুবিয়ে ভবঘুরে লোকটা তার নোংরা দাঁত বের ক'রে হাসলো। তার কাঁধ অবধি তেলতেলে ধূসর চুল। একটা জীর্ণশীর্ণ রেইনকোর্ট পরে আছে সে।

আস্তে ক'রে সে তার বাদামী রঙের ঠোঙার দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো। ঠোঙাটা সে এতোক্ষণ বুকে চেপে রেখেছিলো বাম হাত দিয়ে। একজন দেহরক্ষী তাকে দেখে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বগলের নীচে হাত রাখলে ভবঘুরে ঠোঙার ভেতর থেকে সস্তা রামের বোতল বের ক'রে ঢক ঢক ক'রে পান করতে শুরু করলো। গরিলা সদৃশ্য দেহরক্ষীর দিকেও বাড়িয়ে দিলো বোতলটা।

লোকটা রেগেমেগে থুথু ফেললো। হাতটা বগলের নীচ থেকে সরিয়ে অনেকটা স্বস্তিবোধ করলো সে। পথঘাট একেবারে ফাঁকা আর নিরাপদ। চারপাশে চেয়ে কালো দরজাটাতে আলতো ক'রে টোকা মারলো সে।

ডেক্সটারের মেয়েকে যে ছেলেটি ভাগিয়ে ছিলো সেই এমিলিও প্রথম বেরিয়ে এলো, তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলো তার বস্। ডেক্সটার দরজাটা বন্ধ হবার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করলো। তারপরই উঠে দাঁড়ালো সে। যে হাতটা ঠোঙার ভেতর ছিলো সে হাতে এখন একটা পয়েন্ট ম্যাগনাম স্মিথ এ্যান্ড ওয়েসেন পিস্তল ধরা।

থুথু ফেলেছিলো যে দেহরক্ষীটি, সেই গরিলা বুঝতেও পারলো না তাকে কি আঘাত করেছে। বুলেটটা চারটা অংশে বিভক্ত হয়ে লোকটার বুকে আঘাত হানলো মাত্র দশ ফিট দূর থেকে।

একই অবস্থা হলো সুদর্শন এমিলিওর। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলতে যাবে, অমনি আরেকটা গুলি এসে তার মুখে লাগলো। একটা বুকে আরেকটা মুখে। সব নিরব নিথর।

দ্বিতীয় দেহরক্ষীটি গাড়ি থেকে বের হতে না হতেই আবারো একটা বুলেটের চারটা খণ্ডিত অংশ এসে বিঁধলো লোকটার শরীরে।

এবার গুলিবর্ষণকারী দৃষ্টিরগোচরে এলো। বেনইয়ামিন মাদেরো কালো দরজাটার কাছে ছুটে গেলো আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু তার আগেই চতুর্থ আর পঞ্চম গুলিটা পিস্তল থেকে বের হয়ে গেছে। দরজার ফাঁক দিয়ে কোনো সাহসী লোক উঁকি মারতেই গুলির শব্দ শুনে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো সে।

মাদেরো দরজার কাছে পড়ে কোঁকাতে লাগলো। তার চমৎকার শার্টটা রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

ভবঘুরে লোকটা আস্তে আস্তে তার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার মধ্যে ভয় কিংবা তাড়াহুড়ার কোনো লেশমাত্র নেই। মাদেরোকে দেখলো সে। এখনও বেঁচে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমান্ডা জেন, মি হিজা," অস্ত্রধারী ভিক্ষুক কথাটা বলেই ছয় নাম্বার গুলিটাও খালি ক'রে ফেললো।

মাদ্রেরার শেষ নব্বই সেকেন্ড মোটেও ভালো গেলো না।

পরবর্তীতে রাস্তার ওপর পাশের জানালা দিয়ে সব ঘটনা দেখা এক গৃহকর্তী পুলিশকে কেবল জানাতে পেরেছিলো যে, একজন ভবঘুরে রাস্তার কর্নারে গিয়ে একটা স্কুটারে ক'রে চলে গেছে। এর বেশি কিছু সে বলতে পারে নি।

সূর্য ওঠার আগেই বাইকটা দুই ব্লক দূরে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা অবস্থায় পাওয়া গেলো। তখনও চাবিটা ইগনিশনে লাগানো অবস্থায় ছিলো। বাইকটা ওভাবে মাত্র ঘণ্টাখানেক পরিত্যাক্ত ছিলো। তারপরই ওটা সৌভাগ্য হয়ে উঠলো কোনো পথচলতি লোকের।

একটা পাবলিক পার্কের আবর্জনার ড্রামে পরচুলা, নকল দাঁত আর রেইনকোটটা দলা পাকানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো।

সাতটা বাজে একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী পরিপাটি পোশাক পরে হাতে একটা বিজনেস ব্যাগ নিয়ে মিরামার হোটেলের বাইরে এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলো। তিনঘণ্টা পরে সেই আমেরিকানটি কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইনের নিউ ইয়র্কের ফ্লাইটে ব'সে ছিলো নিশ্চিন্তে।

আর যে অস্ত্রটা দিয়ে চারখণ্ডে খণ্ডিত বুলেট বের হয়ে কয়েকজন লোককে সাবাড় করা হয়েছে, সেটা শহরের কোনো ড্রেনের মাঝে হারিয়ে গেলো।

এটা হয়তো কুচি'র টানেলে কাজ করে নি, কিন্তু বিশ বছর পর পানামার পথেঘাটে স্বপ্নের মতোই কাজ করলো।

ডেক্সটার যখন তার ব্রনস্কের বাড়ির দরজায় চাবি ঢোকালো তখন বুঝতে পারলো কিছু একটা হয়েছে। দরজা খুলতেই দেখা গেলো তার শ্বাশুড়ি, মিসেস মারোজ্জি, দাঁড়িয়ে আছে, দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে তার। বেদনার সাথে ছিলো অনুশোচনা। অ্যাঞ্জেলা ডেক্সটার তার মেয়েকে এমিলিওর সাথে ছুটি কাটাতে দিতে রাজি হয়েছিলো। সে মনে করেছিলো পানামার নাগরিক এমিলিও বুঝি তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার জন্যে একটু নিরিবিলি পরিবেশ চাইছে। তার স্বামী যখন তাকে জানালো সে এক সপ্তাহের জন্যে কিছু অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে যাচ্ছে, সে ধরে নিয়েছিলো সেটা কোনো আইনী ব্যাপারই হবে।

তার হয়তো বাড়িতে থাকাই ভালো হতো। তার উচিত ছিলো বউকে কথাটা বলার। তার বউয়ের মনে কি আছে সেটা বোঝা দরকার ছিলো তার। মেয়ের শেষকৃত্যের পর অ্যাঞ্জেলা ডেক্সটার নিজের এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাবেক যোদ্ধা, সৈনিক, ছাত্র, আইনজীবী এবং বাবা তীব্র হতাশার মধ্যে ডুবে গেলো। অবশেষে দুটো সিদ্ধান্তে এলো সে। প্রথমটা হলো, পাবলিক ডিফেন্ডারের কাজটা সে আর করবে না। সমস্ত কাগজপত্র হস্তান্তর ক'রে এ্যাপার্টমেন্টটা বিক্রি ক'রে মারোজ্জি পরিবার থেকে অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় নিয়ে নিউজার্সিতে ফিরে গেলো সে।

ওখান থেকে ছোট্ট শহর পেনিংটনে গিয়ে আস্তানা গাঁড়লো ডেক্সটার। সেখানে বৃক্ষরাজির প্রাচুর্য থাকলেও কোনো আইনজীবি ছিলো না। অফিস কিনে কাজ শুরু ক'রে দিলো সে। চিজাপিকে একটা ছোট্ট ফ্রেমহাউজও কিনে নিলো ডেক্সটার। ট্রায়াথলনের মতো কষ্টসাধ্য একটা বিষয় বেছে নিলো সে নিজের যন্ত্রণাটাকে ভুলে থাকার জন্যে।

তার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি ছিলো, মাদেরো খুব সহজেই মারা গেছে। তাকে আমেরিকার জেলে যাবজ্জীবন কারাভোগের মধ্যে রাখতে পারলে ভালো হোতো। প্রতিদিন সকালে উঠে সে কোনো আকাশ দেখতে পেতো না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে বুঝতো সে কি করেছে। মেয়েটার চিৎকার তার কানে বাজতো মৃত্যুর আগপর্যন্ত।

ক্যালাভিন ডেক্সটার জানে, আমেরিকার সেনাবাহিনী এবং কুচি'র জঙ্গলে দুটো অভিযান তাকে বিপজ্জনক একটি প্রতিভা দিয়েছে। নীরবে, ধৈর্য সহকারে, প্রায় অদৃশ্য হয়ে একজন শিকারীর মতো দক্ষতা অর্জন করেছে সে।

মিডিয়ার মাধ্যমে সে শুনেছে, একলোক তার নিজের মেয়েকে হারিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়ে উধাও হয়ে গেছে। সে গোপনে যোগাযোগ করে, বিস্তারিত সব তথ্য দিয়ে নিজের এলাকা ছেড়ে খুনিকে মেরে এসে উধাও হয়ে গেছে। এরপর পেনিংটনের একজন নিরীহ গোছের আইনজীবি বনে গেছে সে।

সাত বছরে সে তিনবার নিজের পেনিংটন অফিসের দরজায় 'ছুটিতে আছেন, অফিস বন্ধ' সাইনবোর্ডটি টাঙিয়েছে। একজন খুনিকে খুঁজে বের ক'রে 'উপযুক্ত বিচার প্রক্রিয়ায়' নিয়ে এসেছে সে। তিন তিন বার ফেডারেল মার্শাল সার্ভিসকে সে সতর্ক ক'রে দিয়ে আড়ালে চলে গেছে।

প্রতিবারই একটা ঘরে এসে দরজার নীচে কার্পেটের উপরে একটা পুরনো বিমানের বিজ্ঞাপন দেখতে পেতো সে। হাতেগোনা যে কয়েকজন তার অস্তিত্বের ব্যাপারে অবগত ছিলো তারা এভাবেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করতো।

২০০১ সালের ১৩ই মে সে এই কাজটা আবারো করলো। বিজ্ঞাপনটা ছিলো : "অ্যাভেঞ্জার আবশ্যক। খুবই লোভনীয় দাম দেয়া হবে। টাকার কোনো সীমা নেই। দয়া ক'রে যোগযোগ করুন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

ক্যাপিটল হিলে সিনেটার পিটার লুকাস একজন পুরনো লোক। তিনি জানেন, রিকি কলেনসোর ফাইল এবং মিলান রজাকের জবানবন্দীর ওপর ভিত্তি ক'রে উঁচু মহলের সাহায্য নিতে হবে। সরকারি প্রশাসনের একেবারে সর্বোচ্চ মহলের নির্দেশ ছাড়া এ কেসে এক চুলও এগোনো যাবে না।

সেকশন কিংবা ডিপার্টমেন্টের প্রধানদের সঙ্গে কাজ করলে কোনো ফল হবে না। পুরো সিভিল সার্ভেন্টদের মাইন্ডসেটআপটাই এমন যে, তারা ফাইলটা এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্টে চালান ক'রে দেবে কেবল। সব সময়ই বলা হবে কাজটা আমাদের নয়, অন্য কর্তৃপক্ষের। উপর মহল থেকে একটা নির্দেশেই কেবল ফলপ্রসূ কিছু হতে পারে।

একজন রিপাবলিকান সিনেটর এবং বহু বছর ধরে জর্জ বুশ সিনিয়রের বন্ধু হিসেবে পিটার লুকাস স্টেট সেক্রেটারি কলিন পাওয়েল এবং নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল, জন অ্যাশক্রফট পর্যন্ত অনায়াসে যেতে পারেন। ওই দুটি বিভাগ মনে হয় তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় অনেক কিছুই করতে পারবে।

তা সত্ত্বেও, কাজটা খুব একটা সহজে হবে ব'লে মনে হয় না। কারণ ক্যাবিনের সেক্রেটারিরা সমস্যা এবং প্রশ্ন শুনতে চান না, তারা সমস্যা এবং সমাধানই পছন্দ ক'রে থাকেন।

বিচারের জন্য কোনো অপরাধীকে বিদেশী রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করানো তার বিশেষত্ব নয়। তার এখন দেখা দরকার এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা কি করতে পারে এবং কি তার করা উচিত। এর জন্যে গবেষণার করার প্রয়োজন এবং বিশেষ ক'রে এ ধরণের কেসের জন্য তার কাছে তরুণ স্নাতকদের একটা দল আছে, তিনি তাদের কাজে লাগাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তার ভালো সহযোগিনী, উইসকনসিনের একজন মেধাবী মেয়ে এক সপ্তাহ পরেই ফিরে এলো।

"এই জিলিক জানোয়ারটাকে কমপ্রিহেনসিভ ক্রাইম কন্ট্রোল অ্যাক্ট, ১৯৮৪ অনুযায়ী গ্রেপ্তার ক'রে আমেরিকায় স্থানান্তর করানো যায়," মেয়েটি বললো।

এই খবরটা ১৯৯৭ সালের কংগ্রেসনাল হিয়ারিং অন ইন্টেলিজেন্স থেকে সে অবিষ্কার করেছে। বিশেষ ক'রে সেই শুনানীর সময় এফ.বি.আই-এর অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর, রবার্ট এম ব্রায়ান্ট বক্তা ছিলেন। অপরাধ প্রসঙ্গে হাউজ কমিটিতে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি এ সম্পর্কিত প্যাসেজগুলো হাইলাইট ক'রে রেখেছি, সিনেটর," মেয়েটি বললো। সিনেটর তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়িয়ে দেয়া কাগজটা পড়ে দেখলেন।

"১৯৮০'র দশকে কংগ্রেসে একটি বিল পাশ হয় যার ফলে দেশের বাইরে আমেরিকানদের হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং তদন্তের দায়িত্ব এফবিআই'কে দেয়া হয়," মিঃ ব্রায়ান্ট এটা চার বছর আগে বলেছিলেন।

"এসব ছাড়াও," মেয়েটি আরও বললো, "১৯৮৬ সালের অমনিবাস ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি এবং অ্যান্টিটেরোরিজম অ্যাক্ট অনুযায়ী বিদেশে আমেরিকান নাগরিকদের বিরুদ্ধে তাদের দেশের টেরোরিস্ট অ্যাক্ট প্রয়োগ করা সম্পর্কে একটা নুতুন দেশবহির্ভুত আইন জারি করা হয়। যে আইনের বলে বিদেশে আমেরিকান নাগরিকদের বিচার ব্যবস্থায় স্থগিতাদেশ প্রয়োগ করা যেতে পারে।"

"কোনো সমস্যা নেই," সিনেটর পিটার লুকাস ভাবলেন। "এর পর আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় এই কারণে যে, জোরান জিলিক আদৌ একজন যুগোশ্লাভ আর্মি সার্ভিসম্যান নয়, এমন কি সে পুলিশম্যানও নয়। সে একজন ফ্ল্যান্স এবং তাকে একজন টেরোরিস্ট হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা যাবে। বিধিবদ্ধ আইনের জোরে বিচার করার স্বার্থে তাকে আমেরিকার মতো বিদেশী রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া যাবে, বিশেষ ক'রে সে দেশের একজন নিরপরাধ নাগরিকের খুন হওয়ার ঘটনা যেখানে জড়িত।"

তিনি সেই আইনের ব্যাখ্যাটা আবার পড়লেন : 'বিদেশী রাষ্ট্রের অনুমোদন নিয়ে আমেরিকার এফবিআই আইনি অধিকার বলে তাদের দেশে নিজেদের গোয়েন্দাদের দিয়ে দেশবহির্ভূত তদন্ত কাজ চালাতে পারে, যেখানে একটা অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে আমেরিকা বিদেশে তার দেশের একজন নাগরিক খুন হওয়ার মামলায় জড়িত সে দেশের একজন টেরোরিস্টের বিচার করতে পারবে।'

সিনেটরের ভুরু কপালে উঠে গেলো। এটা তো পরিষ্কার বোঝা গেলো না। কথাটা অসম্পূর্ণ। মূল বক্তব্য হচ্ছে 'বিদেশী রাষ্ট্রের অনুমোদন নিয়ে।' পুলিশ বাহিনীর মধ্যেকার সহযোগীতার ব্যাপারটি তো আর নতুন কিছু নয়। এফবিআই তো যে কোনো সময় বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরোধে সেখানে গিয়ে তদন্ত কাজে সহযোগীতা করতেই পারে। অনেক বছ ধরেই এরমকটি হয়ে আসছে। তাহলে ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ সালে আবার আলাদা ক'রে দুটো অ্যাক্টের দরকার পড়লো কেন?

'প্রশ্নের জবাবটি হলো 'বিদেশী রাষ্ট্রের অনুমোদন নিয়ে' কথাটি মিঃ ব্রায়ান্ট উল্লেখ করলেও তিনি বললেন নি এর ব্যাখ্যা কিংবা সংজ্ঞা কি হবে।

www.BanglaBook.org

১৯৯৬ সালের অ্যাক্টে বলা হয়েছে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রকে প্রথমে ভদ্রভাবে অনুরোধ করা হবে তাদের দেশে প্রবেশ ক'রে আমেরিকান সংস্থা কর্তৃক তদন্ত কাজ পরিচালনার অনুমতির জন্যে। জবাবটি যদি 'না' হয় কিংবা অনেক বেশি সময়ক্ষেপন করা হয় তখন 'ভদ্রলোকি ভাব'টার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমেরিকা তখন গোপনে তার এজেন্টদেরকে ঐ দেশে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অপরাধীকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে এসে বিচার করবে।

রোনাল্ড রিগ্যানের আমলে এই অ্যাক্টটি পাশ হবার পর এরকম দশটি বড় বড় ঘটনা ঘটেছিলো। শুরুটা হয়েছিলো একটা ইতালিয় ক্রুজ লাইনার নিয়ে।

১৯৮৫ সালে *আচিলে লরো* নামের একটি ইতালিয় ক্রুজার মিশর থেকে জেনোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবার পর সেটা ইসরায়েলের বন্দরে থেমে একদল পর্যটক তুলে নেয়। তার মধ্যে দু'জন ছিলো আমেরিকান।

সেই ক্রুজারে গোপনে চারজন প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মির সদস্য উঠে গিয়েছিলো। এর নেতা ছিলেন ইয়াসির আরাফাত, যিনি তখন তিউনিসিয়ায় নির্বাসিত ছিলেন।

সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য কিন্তু জাহাজটি হাইজ্যাক করা ছিলো না। বরং সেটাকে ইসরায়েলি বন্দর আসদোদে ভিড়িয়ে ইসরায়েলি জিম্মি নেবার পরিকল্পনা করেছিলো তারা। কিন্তু অক্টোবরের ৭ তারিখে সবগুলো কেবিন চেক করার সময় তাদের কেবিনে অস্ত্র পাওয়া গেলে চারজন প্যালেস্টাইনি পুরো জাহাজটা হাইজ্যাক করতে বাধ্য হয়।

চার দিন ধরে আলাপ আলোচনার পর ঠিক করা হয় পিএলও'র সদস্যেরা তিউনিসের আবু আব্বাস বন্দরে নেমে যাবে। জাহাজের ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে তারা জানালো তাদেরকে কেউ কিছু না করলে তারাও শিপে থাকা যাত্রিদের কোনো রকম ক্ষতি করবে না। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে অস্ত্রের মুখে এই মিথ্যে কথাটা বলানো হয়েছিলো।

সন্ত্রাসীরা জাহাজ থেকে নামার পর দেখা গেলো তারা একজন আমেরিকান বৃদ্ধকে হত্যা ক'রে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে।

রোনাল্ড রিগ্যান আর কাল বিলম্ব না ক'রে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন। সন্ত্রাসীরা ততোক্ষণে অন্য একটা দেশের বিমানে ক'রে রওনা হয়ে গেছে। এফ-১৬ ফাইটার সেই বিমানকে গতিপথ বদল করতে বাধ্য ক'রে ইতালির সিসিলি'তে আমেরিকার একটি এয়ারবেসে অবতরণ করায়।

সিনেটর লুকাসের রিপোর্টটা ছ'টি এজেন্সির কাছে পাঠনো হলে সব এজেন্সিই অত্যন্ত মনোযোগসহকারে তার সেই রিপোর্টটা পড়ে দেখলো, তারা তাদের রেকর্ডবুকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলো যুগোশ্লাভ গ্যাংস্টার জোরান জিলিক সম্পর্কে কোনো তথ্য ইতিমধ্যেই রেকর্ড করা আছে কিনা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যালকহল, টোবাকো এবং ফায়ার আর্মস, সংক্ষেপে এ.টি.এফ হিসেবে পরিচিত, সেরকম কোনো রেকর্ড নেই। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আমেরিকায় তার কোনো কার্যকলাপ নেই।

অপর পাঁচটি এজেন্সি হলো : ডিফেন্স এজেন্সি (ডিআইএ), ন্যাশানাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এনএসএ), ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি (ডিইএ)। এছাড়াও অবশ্যই এফবিআই এবং সিআইএও আছে। শেষোক্ত দুই এজেন্সি স্থায়ীভাবে উগ্রবাদী খুনি, মাদক-দ্রব্য পাচারকারী ইত্যাদির সন্ধানের কাজে লিপ্ত।

ডিফেন্স ও ড্রাগ বিভাগের লোকেরা সবাই যে যার ফাইলপত্র নিয়ে এসে হাজির হলো। তারা তাদের নানান ধরণের উৎস থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে জোরান জিলিকের নাম শুনে আসছে। মিলোসেভিচের হয়ে নানান বিভিন্ন রকম দুষ্কৃতিমূলক কাজ, ড্রাগ ও অস্ত্রে র‍্যাকেট হিসেবে তার পরিচিতি সুবিদিত।

তবে সে যে বসনিয়ান যুদ্ধের সময় একজন আমেরিকান যুবককে হত্যা করেছিলো, সে খবর তাদের জানা নেই। এবং এই ব্যাপারটার ওপর খুবই গুরুত্ব দিলো তারা। তারা তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিলো। কিন্তু তাদের ফাইলগুলো এক দিক দিয়ে প্রায় একই রকম : সিনেটরের অনুসন্ধান কাজ চালানোর ষোলো মাস আগেই তারা অনুসন্ধানের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো।

গ্যাংস্টার জোরান জিলিক উধাও হয়ে গেছে, বাষ্পের মতো হাওয়ায় মিশে গেছে ! দুঃখিত।

জিলিকের নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে সিআইএ-এর প্রতিক্রিয়া হলো, অবশ্যই জিলিকের ফাইল আমাদের কাছে আছে, কিন্তু গত ষোলো মাস ধরে কোনো কিছু জানা যাচ্ছে না। আমরা আমাদের সমস্ত সহকর্মীদের ধারণার সঙ্গে একমত। জোরান জিলিক যুগোশ্লাভিয়ায় নেই। কিন্তু সে যে কোথায়, আমরা কেউই তার বর্তমান ঠিকানা জানি না। বছর দুই ধরে সে আমাদের নজরে নেই। তাই তার সন্ধানে অযথা সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজনও নেই।

আর একটা বড় আশা হলো এফবিআই-এর পেনসিলভানিয়ায় হুভার বিল্ডিংয়ে সম্প্রতি এমন একটা ফাইল এসেছে, যা থেকে এই জঘন্য খুনি এখন ঠিক কোথায় আছে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। আর সেখানে যেতে পারলেই তাকে বিচারের জন্য ধরে আমেরিকায় আনা যেতে পারে।

এফবিআইএ'র ডিরেক্টর রবার্ট মুলার অবি সম্প্রতি লুইস ফ্রি'র স্থালাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি সেই নতুন ফাইলটা তার সহকর্মীর কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন, কোনোরকম কাল বিলম্ব না ক'রে জিলিকের সন্ধানের কাজে যেনো সে নেমে পড়ে। তার সেই সহকর্মীটি হলেন অ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর কলিন ফ্লেমিং।

ফ্লেমিং কাজপাগল মানুষ, সরকারী দপ্তরের জীবনভর কাজ ক'রে আসছেন। আইন ও বিচার ব্যবস্থা তার বেশ ভালোই জানা। অপরাধের কেসে কোনোরকম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপস করতে তিনি রাজি নন, সেটা তিনি ঘৃণা করেন। নিউ হ্যাম্পশায়ারের গ্রেনাইট হিল থেকে এসেছেন, তিনি রিপাবলিকান দলের একজন গোঁড়া সমর্থক আর পিটার লুকাস তার সিনেটর। এছাড়াও নির্বাচনে লুকাসের হয়ে তিনি প্রচার কাজ চালিয়ে ছিলেন, সেই সূত্রেই তার সঙ্গে আলাপ।

সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটা পড়ার পর তিনি সিনেটরের অফিসে ফোন ক'রে জিজ্ঞেস করলেন ট্র্যাকারের সম্পূর্ণ রিপোর্ট এবং মিলান রজাকের স্বীকারোক্তি পড়ার সুযোগ পেতে পারেন কিনা। সেদিনই বিকেলে বিশেষ দূত মারফত সেই দুটি নথিপত্রের কপি পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার কাছে।

ফাইলের কাগজপত্র পড়তে গিয়ে তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। রিকি কোলেসোর মতো তারও একটা ছেলে আছে, যার ব্যাপারে গর্ব করা যায়। রিকির মতো তার জীবনেও যদি এরকম একটা অঘটন ঘটে যায়? না, এরকম নৃশংস খুন এখনই বন্ধ করা উচিত, আর তা করা সম্ভ কেবল তাকে বিদেশ থেকে গ্রেপ্তার ক'রে এনে বিচার করতে পারলে। তার দপ্তরটাই বিদেশের মাটিতে টেরোরিস্টদের কার্যকলাপ তদারকি করে। তাই তিনি ঠিক করলেন, তিনি তার বিশ্বস্ত একটা টিমকে যুগোশ্লাভিয়ায় পাঠিয়ে সেই খুনিকে ধরে আনার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু সরকারী দপ্তরের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়, কারণ তাদের অবস্থা বাকি সব সরকারী দপ্তরের মতোই। জিলিকের দুর্বৃত্তদলের সাম্রাজ্য, ড্রাগ এবং অস্ত্র ব্যবসা আমেরিকার সরকারী দপ্তরের নজরে এলেও, তার ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করা হলেও অ্যান্টি-আমেরিকান টেরোরিজম অ্যাক্টেও জিলিককে কখনো ধরা যায় নি। তাই সে যখন চিরদিনের জন্যেই অদৃশ্য হয়ে গেলো আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো তাকে ধরার জন্য কোনো রকম ব্যবস্থাই নেয় নি। ষোলো মাস আগেই জিলিকের ফাইলটা চাপা পড়ে গেছে। নতুন ক'রে এখন আবার সেটা খুলতে হচ্ছে।

এটা ব্যক্তিগতভাবে একটা গভীর দুঃখের কথা এই যে, ফ্লেমিংকে এখন ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের এমন সব লোকেদের সঙ্গে কাজ করতে হবে যারা জানেই না জোরান জিলিক কোথায় আছে! তাই সে এখন ঠিক কোথায় আছে, সেই নির্দিষ্ট জায়গাটা না জানা পর্যন্ত কোনো বিদেশী সরকার জিলিকের বিচারের জন্য অন্য দেশের সরকারের হাতে তাকে তুলে দিতে পারে না। তাই আমেরিকাকে এখন জানতে হবে, জিলিক কোথায় আছে।

সমস্ত এজেন্টদের রিপোর্ট হলো খুনি জিলিকের বাম-হাতে একটা উল্কি আছে। এর বেশি খবর তারা সংগ্রহ করতে পারে নি। অ্যাসিসটেন্ট ডায়রেক্টর ফ্লেমিং সিনেটরের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এর ঠিক দু'দিন পর ফ্লেমিং এফবিআইএ'র সাবেক কর্মকর্তা ফ্রেজার গিব্‌সের সাথে দেখা করলেন লাঞ্চের সময়। ফ্রেজার তার কর্ম জীবনে অপরাধী চক্রের অভ্যন্তরে ঢুকে অনেক বিপজ্জনক অপারেশন পরিচালনা করেছেন। সেই সূত্রে অনেক অপরাধী এবং তাদের চক্রের সাথে তার পরিচয় আছে। এক বন্দুক যুদ্ধে গুলি খেয়ে পঙ্গুও হয়েছেন তিনি। তরপর থেকে ভাড়াটে যোদ্ধা, অস্ত্রবাজ ইত্যাদির দেখাশোনার কাজ করেছেন তিনি। ফ্লেমিংয়ের কাছ থেকে সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। ফ্লেমিং যা খোঁজ করছে সেটা শুনে তিনি ভুরু কপালে তুললেন।

"আমি একজন ম্যানহান্টারের নাম শুনেছি, অনেকটা বাউন্টি হান্টারের মতো। তার একটা ছদ্ম নাম আছে।"

"একজন খুনি? তুমি কি সরকারের নিয়মটা জানো না, এসব ব্যবহার করা তো একদম নিষিদ্ধ।"

"ঠিক খুনি নয়," বললেন সাবেক কর্মকর্তা। "গুজব আছে, সে খুন করে না। অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে, ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তার নামটা কি?"

"এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে," ফ্লেমিং বললেন।

"সে খুবই গোপনীয়তা বজায় রাখে। আমার আগের জন তার পরিচয় জানার চেষ্টা করেছিলো, একজন এজেন্টকে ক্লায়েন্ট বানিয়ে তার কাছে পাঠিয়েছিলো। কিন্তু সে কিভাবে যেনো টের পেয়ে একটা অজুহাতে সটকে পড়ে।"

"যেহেতু সে খুনখারাবি করে না, তাহলে সে কেন এতো ভয় পায়?" ফ্লেমিং জানতে চাইলো।

"আমার মনে হয় সে জানে আমরা এফবিআই'র লোকেরা তার মতো ফ্রিল্যান্সারদেরকে পছন্দ করি না। বিশেষ ক'রে যারা বিদেশের মাটিতে কাজ ক'রে থাকে। তার ভয় আমরা তাকে পাকড়াও ক'রে ফেলবো। তার এই ধারণাটা অবশ্য ঠিক। তাই সে আড়ালেই রয়ে গেছে। আমরা কখনই তাকে ধরতে পারি নি।"

"এজেন্ট নিশ্চয় এই ব্যাপারটা রিপোর্ট করেছে।"

"তা তো করেছেই। এটাই নিয়ম। সম্ভবত লোকটার ছদ্ম নামে। অন্য আর কোনো নাম আমরা পাই নি। তার নাম অ্যাভেঞ্জার। এই নামটা পাঞ্চ করে দেখো কি বের হয়ে আসে কম্পিউটার থেকে।"

কম্পিউটারে দেখা গেলো ফাইলটা খুবই ছোটো। একজন টেকনিক্যাল ম্যাগাজিনে বিমান সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলো। তারপর গল্পটা জানারো তাকে। দেখা করার জন্যে হয়তো সম্মতি দিলো সে। এই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাউন্টি হান্টার সব সময়ই আধো আলো অন্ধকারে দেখা করার জন্যে বলে। তার বিপরীতে যে বসে তার দিকে একটা উজ্জ্বল আরোর ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাখার কারণে লোকটাকে ভালোমতো চেনা যায় না। তবে আমাদের রিপোর্টার জানিয়েছে তার উচ্চতা মাঝারি, বেশ শক্ত সামর্থ্য হালকা পাতলা শরীর আর একশো ষাট পাউন্ডের বেশি ওজন হবে না। তার চেহারাটা সে ভালো করে দেখে নি। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই লোকটা টের পেয়ে সটকে পড়ে।

এজেন্ট কেবল বলতে পেরেছে লোকটার বাম হাতের বাহুতে একটা টাট্টু আঁকা আছে। আর সেটা একটা ইঁদুরের।

এ খবর সিনেটর লুকাস কিংবা তার কানাডার বন্ধুকে কোনো ভাবেই সন্তুষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু কলিন ফ্লেমিং নিরাশ হলেন না। তার ধারণা, তিনি যদি ছদ্মনামে এবং গোপনে যোগযোগ করতে পারেন তাহলে হয়তো সফল হতে পারবেন।

তিনদিন পরে স্টিফেন এডমন্ড তার অফিসে বসে একটা চিঠি পড়ছিলেন, সেটা এসেছে তার ওয়াশিংটনের এক বন্ধুর কাছ থেকে। ইতিমধ্যেই ছ'টি এজেন্সির কাছ থেকে খবর শুনেছেন এবং কার্যত সব আশা তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তিনি চিঠিটা পড়লেন, তার ভুরু কুঁচকে উঠলো। তিনি তখন ভাবছিলেন, শক্তিশালী আমেরিকা তার শক্তি প্রয়োগ ক'রে বিদেশী সরকারের সহযোগিতায় খুনির হাতে হাতকড়া পরিয়ে ঠিক আমেরিকায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

তার কখনো মনে হয় নি, তিনি খুব দেরি ক'রে ফেলেছেন, জিলিক স্রেফ উধাও হয়ে গেছে। তবে ওয়াশিংটনের বিলিয়ন-ডলারের এজেন্সিরা জানে না জিলিক কোথায়, তাই তারা এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারলো না। মিনিট দশেক ধরে তিনি চিন্তা করলেন, তারপর হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইন্টারকমের সুইচটা টিপলেন।

"শোনো জিন, আমেরিকান টেকনিক্যাল ম্যাগজিনে ব্যক্তিগত কলামে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই। ম্যাগাজিনটার নাম *ভিনটেজ এয়ারপ্লেন*। কখনও এই নামটা আমি শুনি নি। বিজ্ঞাপনটর ভাষা হবে এরকম : 'অ্যাডভেঞ্চার আবশ্যক। খুবই লোভনীয় দাম দেয়া হবে। টাকার কোনো সীমা নেই। দয়া ক'রে যোগযোগ করুন।' তারপর বিজ্ঞাপনে আমার সেলফোন নম্বর এবং প্রাইভেট লাইনের উল্লেখ কোরো। জিন, ঠিক আছে?"

ওয়াশিংটনের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ছাব্বিশজন লোক স্টিফেনের এই অনুরোধটি দেখলো। সবাই জানালো, জোরান জিলিক যে কোথায় আছে তারা কেউ জানে না।

তবে তাদের মধ্যে একজন মিথ্যে বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

ছ'বছর আগেই তার মুখোশ খুলে দেবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলো এফবিআই, তাই এরপর থেকে ক্যালভিন ডেক্সটার ঠিক করেছে মুখোমুখি দেখা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তার বদলে চেনা জগত থেকে নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য নানান ধরণের প্রতিরোধ সে গড়ে তুলেছিলো তার অবস্থান এবং পরিচিতি আড়াল করার জন্যে।

সেইসব প্রতিরোধের মধ্যে একটি হলো, নিউইয়র্কে একটা এক-কামরার ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট। ব্রনক্সে নয় কেন? কারণ ওখানে তাকে অনেকেই চেনে। ওটা সে অন্য নামে ভাড়া নিয়ে নগদ টাকায় সব বিল পরিশোধ করে। এতে ক'রে সে ওখানে না থাকলেও কোনো কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষিত হয় না।

এছাড়া সে কতোগুলো প্রিপেইড মোবাইল ফোনের সিম ব্যবহার করে যা কখনও ট্রেস করা সম্ভব হয় না। এই সব সিম কার্ড এন.এস.এ পর্যন্ত তাদের উন্নত আঁড়ি পাতার যন্ত্র দিয়েও এর মালিককে ট্রেস করতে পারে না।

আরেকটা কৌশল হলো খুবই পুরনো একটি মাধ্যম–পাবলিক ফোনবুথ। এসব জায়গা থেকে ফোন করলে সেটা ট্রেস করা সম্ভব হলেও লক্ষ লক্ষ বুথের মধ্যে থেকে তার ব্যবহৃত বুথের হদিশ বের করা সম্ভব নয়। এমন কি যাকে ফোন করা হয় তার নামও বের করা অসম্ভব।

আর সবচাইতে বেশি যে মাধ্যমটি সে ব্যবহার করে সেটা হলো আমেরিকান ডাক ব্যবস্থা। তার সব চিঠিপত্র তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দুই ব্লক দূরে একটা নিরীহ কোরিয়ান-পরিচালিত ফল ও শাক-সবজির দোকানে ডেলিভারি দেয়া হয়। এক্ষেত্রে যদি মেল কিংবা দোকানটাকে টার্গেট করা হয়, কিংবা সেটার ওপর নজর রাখা হয়, তবে তার কোনো প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এরকমটি করার তো কোনো কারণও নেই।

সে বিজ্ঞাপনদাতাকে ফোন করলো সিঙ্গেল-ইউজ মোবাইল ফোন দিয়ে। তবে ফোনটা সে করলো নিউ জার্সির একটা মফস্বল অঞ্চল থেকে।

স্টিফেন এডমন্ড কোনোরকম ইতস্ত না করেই নিজের পরিচয় দিয়ে পাঁচটা বাক্যে তার নাতির জীবনের যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। অ্যাভেঞ্জার, অর্থাৎ প্রতিশোধকারী তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মোবাইলের সুইচ অফ ক'রে দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমেরিকায় বহু বড় বড় নিউজ-পেপার-কাটিংয়ের লাইব্রেরি রয়েছে। এবং তাদের মধ্যে অন্যতম হলো *নিউইয়র্ক টাইমস*, *ওয়াশিংটন পোস্ট* এবং লেক্সিস নেক্সিস। সে স্থির করলো, তৃতীয়টাই ব্যবহার করবে, তারপর নিউ ইয়র্কের ডাটাবেসে গিয়ে হাজির হয়ে লাইব্রেরির ফি-টা নগদেই পরিশোধ করলো।

সেই সব নিউজপেপার-কাটিং থেকে স্টিফেন এডমন্ডের পরিচয় বেশ ভালোই জানা গেলো। উদ্বাস্তুদের ত্রাণকার্যে সাহায্য করার জন্য বহু বছর আগে তার নাতি ছাত্রাবস্থায় বসনিয়ায় গিয়ে সেখান থেকে তার নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে কাগজে দু'টো আর্টিকেল পেলে সে ওগুলো সংগ্রহ করলো।

ডেক্সটার ফিরে এসে আবার কানাডিয়ান বিজনেস ম্যাগনেট স্টিফেন এডমন্ডের সঙ্গে ফোনে যোগযোগ ক'রে তাকে তার শর্তের কথা জানালো এইভাবে : অপারেশনের খরচ বেশ ব্যয়বহুল হবে, জিলিককে আমেরিকার বিচার ব্যবস্থায় নিয়ে আসার জন্যে তাকে বোনাস দিতে হবে, তবে ব্যর্থ হলে এই বোনাসের টাকাটা আর দিতে হবে না।

"এ তো অনেক টাকা, আর সেটা আমাকে দিতে হবে এমন একজন লোককে যাকে আমি কখনো দেখি নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, কখনো দেখা হবার সম্ভাবনাও নেই। টাকাটা নিয়ে আপনি তো উধাও হয়ে যেতে পারেন," কানাডিয়ান ভদ্রলোক বলে উঠলেন।

"বেশ তো স্যার, আপনি তাহলে আমেরিকান সরকারের কাছে ফিরে যেতে পারেন, আমার ধারণা ইতিমধ্যেই আপনি সেখানে গিয়েছেনও।"

এরপর একটা নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা দেখা দিলো।

"ঠিক আছে, টাকাটা কোথায় পাঠাতে হবে?"

ডেক্সটার তাকে একটা কেমানিয়ান অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং নিউ ইয়র্কের একটা মেইলিং ঠিকানা দিলো। "প্রথমটায় মানি-অর্ডার পাঠাতে হবে, আর ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে সমস্ত গবেষণা এবং অনুসন্ধানের সব কাগজপত্র দ্বিতীয় ঠিকানায় পাঠাতে হবে," এই বলে সে ফোনটা রেখে দিলো।

ক্যারিবিয়ান ব্যাঙ্ক সেই টাকাটা ডজন খানেক বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করবে তাদের আভ্যন্তরীন কম্পিউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কেও একটা ক্রেডিটের অ্যাকাউন্টও খুলবে। আর সেটা হবে একজন ডাচ নাগরিকের নামে, যে পাসপোর্ট দেখিয়ে নিজেকে একজন খাঁটি ডাচ নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে।

তিনদিন পরে ব্রুকলিনে কোরিয়ান ফলের দোকানে একটা মোটা ফাইল এসে পৌছালে প্রাপক মিঃ আরমিটেজ পরিচয়ে সেখান থেকে সেটা সংগ্রহ ক'রে নিলো। সেই ফাইলে ছিলো ট্র্যাকারের ১৯৯৫ সালের এবং ২০০১ সালের বসন্তে করা সম্পূর্ণ রিপোর্ট আর মিলান রজাকের স্বীকারোক্তির ফটোকপি। আমেরিকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্সের আর্কাইভে রাখা জোরান জিলিকের কোনো ফাইলই স্টিফেন এডমন্ডকে কখনো দেখানো হয় নি। তাই এই লোকটি সম্পর্কে তার ধারণা ভাসা-ভাসা, অস্পষ্ট। সব চেয়ে খারাপ হলো, জিলিকের কোনো ফটো নেই।

এরপর ডেক্সটার আবারো সংবাদ মাধ্যমের আর্কাইভে ফিরে গেলো, যা কিনা সাম্প্রতিক ইতিহাস যারা খোঁজে তাদের জন্যে সব চেয়ে বড় উৎস। এমন কোনো ঘটনা বা ছবির অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না যা তাদের কাছে সংরক্ষিত নেই। তবে জোরান জিলিকই যেনো একমাত্র ব্যতিক্রম।

জেলিকো 'আরকান' রাজনাটোভিচের মতো প্রচার-প্রচারণার ব্যাপারে জিলিকের কোনো বাতিক ছিলো না। বরং বলা যায়, সে ছিলো প্রচার-বিমুখ, প্রচার মাধ্যমকে এড়িয়ে চলতো বরাবরই। এখানেই প্যালেস্টাইন সন্ত্রাসী সারবি-আল্-বান্না ওরফে আবু নিদালের সঙ্গে জিলিকের অনেকটা মিল আছে।

নিউজউইক পত্রিকার একটা সংখ্যা ডেক্সটারের নজরে এলো। যেখানে বসনিয়া যুদ্ধের উপর একটা আর্টিকেল লেখা হয়েছে। এতে তথাকথিত সার্বিয়ান যুদ্ধবাজদের সম্পর্কে বলা হলেও জিলিকের কথা মাত্র দু'য়েকবার উল্লেখ করা আছে, সম্ভবত সেটা তার সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতার জন্যেই।

ককটেল পার্টিতে জিলিকের মতো দেখতে একজনের ফটো আছে সেই আর্টিকেলে। বোঝাই যাচ্ছে দূর থেকে তোলা কোনা ছবিকে বড় করে দেখানো হয়েছে, ফলে সেটা একটু অস্পষ্ট। অপর ছবিটি একজন টিনএজারের; সেটা এসেছে বেলগ্রেড পুলিশ ফাইল থেকে, ছবিটা স্পষ্টতই জিমানের স্টুট গ্যাংদের দাপটের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ইংলিশম্যান ট্র্যাকার বেলগ্রেডের একটা প্রাইভেট এজেন্সির নাম উল্লেখ করেছে তার রিপোর্টে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বেলগ্রেড এখন যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী। আর এই রাজধানী শহরেই জিলিকের জন্ম হয়, সেখানেই সে বড় হয়ে ওঠে। আর অবশেষে সেখান থেকেই সে উধাও হয়ে যায়। ডেক্সটারের মনে হলো এই জায়গা থেকেই তদন্তের কাজ শুরু করা যেতে পারে। তাই সে প্রথমে নিউইয়র্ক থেকে ভিয়েনায় উড়ে গেলো, তারপর সেখান থেকে বেলগ্রেডের হায়াত রিজেন্সি হোটেল গিয়ে উঠলো। দশতলা ঘরের জানালা দিয়ে নীচে বলকান শহরটা স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছিলো। সেখান থেকে আধমাইল দূরে তার চোখে পড়লো একটা হোটেল, যেখানে রাজনোটোভিচ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলো, যদিও তার সঙ্গে ছিলো কয়েকজন দেহরক্ষীরা। কিন্তু তারা বাঁধা দেবার আগেই সে গুলিবিদ্ধ হয়।

একটা ট্যাক্সিতে চড়ে চ্যান্ডলার এজেন্সিতে এসে হাজির হলো ডেক্সটার, তখনো সেটার পরিচালনায় আছে ড্রাগান স্টোয়িক এবং ফিলিপ মার্লো। সে

www.BanglaBook.org

নিজের পরিচয় দিলো নিউ ইয়র্কের একটি পত্রিকায় ১০,০০০ শব্দে রাজনোটোভিচের জীবনি লেখার রসদ সংগ্রহ করতে এসেছে। স্টোয়িক মাথা নেড়ে ঘোঁতঘোঁত শব্দ ক'রে বললো :

"প্রত্যেকেই তাকে চেনে। সে এক সুন্দর পপ গায়িকাকে বিয়ে করেছিলো। এখন বলুন, আপনি আমার কাছ থেকে কী জানতে চান?"

"ব্যাপারটা হলো, এই লোকটার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে এসেছিলাম," উত্তরে ডেক্সটার বললো, যার আমেরিকান পাসপোর্ট থেকে জানা যায়, তার নাম আলফ্রেড বারনেস। "কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখলাম অন্য আরেকজনেরসম্বন্ধে জানা দরকার। এক সময়ে সে আরাকানের সমসাময়িক ছিলো, বেলগ্রেডের আন্ডারওয়ার্ল্ডের একজন ডন। তার নাম জোরান জিলিক।"

স্টোয়িক দীর্ঘশ্বাস একটা ফেললো।

"এটা একটা নোংরা কাজ। তার সম্পর্কে কেউ কিছু লিখুক, কেউ তার ফটো তুলুক, কিংবা তার সম্পর্কে কেউ আলোচনা করুক তা সে কখনোই চাইতো না। এ ব্যাপারে যে সব লোক তাকে হতাশ করতো...তাদের সঙ্গে তার লোকজন দেখা করতো। কিন্তু ফাইলে তার সম্পর্কে বেশি কিছু লেখা নেই।"

"আমি অবশ্যই তা মেনে নিচ্ছি। যাইহোক, এখন আমি জানতে চাই, বেলগ্রেডের কোনো এজেন্সি সেই সময় তার সম্পর্কে কিছু লিখেছিলো কিনা?"

"এ ব্যাপারে তেমন কোনো সমস্যা নেই। তবে সত্যি কথা বলতে কি, মাত্র একটি এজেন্সিই তার সম্পর্কে কলম ধরেছিলো। সেই এজেন্সির নাম ভিআইপি। ভ্রাকারে তাদের একটা অফিস আছে, আর সেটার এডিটর-ইন-চিফ হলেন স্লাভকো মার্কোভিচ।"

ডেক্সটার এবার উঠে দাঁড়ালো।

ফিলিপ মার্লো জিজ্ঞেস করলো, "এতেই হবে? এই সামান্য খবরের কি কোনো মূল্য আছে?"

ডেক্সটার পকেট থেকে একটা একশো ডলারের নোট বের ক'রে ডেস্কের ওপর রাখলো। "সব খবরেরই একটা না একটা দাম আছে, মিঃ স্টোয়িক। এমন কি একটা নাম এবং ঠিকানার জন্যেও দাম দিতে হয়।"

আরেকটা ট্যাক্সিতে করে ডেক্সটার ভিআইপি কাটিং এজেন্সিতে চলে গেলো। এই এজেন্সির কর্ণধার মিঃ মার্কোভিচ একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা হিসেবে খুব একটা আশাবাদী নন, বরং তাকে হতাশাগ্রস্ত বলেই মনে হলো। তবে তিনি একেবারে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। ডেক্সটারের মুখ থেকে সব শোনার পর তিনি তার ইন-হাউস ডাটাবেসের সুইচ টিপলেন তার ভাণ্ডারে কি আছে তা দেখে নেবার জন্যে।

"একটা ঘটনা, তিনি বললেন, "আর সেটা সম্ভবত ইংরেজিতেই লেখা।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটা বসনিয়ান যুদ্ধ থেকে নেয়া *নিউজউইকের* আর্টিকেলটি।

"শুধু এটাই?" ডেক্সটার জানতে চাইলো। "এই লোকটি শক্তিশালী, গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবেই স্বীকৃত। আমার বিশ্বাস, তার খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে।"

"এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার," মার্কোভিচ বললেন, "হ্যা, সে ওই রকমই ছিলো, সেই সাথে একজন ভয়ঙ্কর উগ্র প্রকৃতির লোক। মিলোসেভিচের সময় কোনোরকম যুক্তিতর্কই কাজ করতো না। মনে হয়, তিনি তার পদ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তার নিজের সব কু-কীর্তির রেকর্ড নষ্ট ক'রে গেছেন। যেমন পুলিশ রেকর্ড, কোর্ট রেকর্ড, স্টেট টিভি, সংবাদ মাধ্যমে, আরও অনেক কিছুই। এসব ছাড়াও পরিবার, স্কুলের সমসাময়িকেরা, কেউই তার সম্পর্কে মুখ খুলতে চাইতো না। তাদের সবাইকেই সম্ভবত হুমকি দেয়া হয়েছিলো। মিঃ অচেনা, তিনি এমনই ছিলেন আর কি।"

"তার সম্পর্কে শেষবারের মতো কেউ লেখার চেষ্টা করেছিলো ব'লে কি আপনার মনে হয়?"

মার্কোভিচ একটু সময় কী যেনো ভাবলেন।

"আপনি এখন উল্লেখ ক'রে বললেন বলে আমার মনে পড়েছে। কেউ চেষ্টা করেছিলো ব'লে তখন একটা গুজব ছড়িয়েছিলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই হয় নি। মিলোসেভিচের পতনের পর আর জিলিকের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর, হয়তো কেউ একজন চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু আমার মনে হয়, সেটা বাতিল হয়ে গেছে।"

"কে, কে সেই লোকটি?"

"আমি যতোদূর শুনেছি, এখানে বেলগ্রেডের একটি ম্যাগজিন *ওগলেদালো* উদ্যোগ নিয়েছিলো। এর অর্থ 'দ্য মিরর'।

মিরর ম্যাগাজিনের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে, এবং তার সম্পাদক এখনো ভাক কোব্যাকেই রয়েছেন। সেদিন তাদের ম্যাগাজিন প্রকাশ হওয়ার দিন হলেও একজন আমেরিকানকে কিছু সময় দিতে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। যখন ডেক্সটারের তদন্তের বিষয়বস্তুর কথা শুনলেন তখন যেনো তার সব উৎসাহ হারিয়ে গেলো।

তিনি ঘৃণার সঙ্গে বললেন, "সেই নিষ্ঠুর খুনি লোকটার কথা বলছেন? আমার ইচ্ছে হচ্ছে বলি, তার নাম আমি কখনো শুনি নি।"

"কেন, কি ঘটেছিলো?"

"সে এক দুঃখের কথা। একজন তরুণ ফ্রিল্যান্স। চমৎকার ছেলে, কাজ করতে খুবই আগ্রহী ছিলো। সে একটা কাজ চেয়েছিলো। তখন আমার অফিসে কাজ বলতে কিছু ছিলো না। কিন্তু একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য সে অনেক অনুরোধ করে। তার নাম ছিলো পেট্রোভিচ, স্রেচকো পেট্রোভিচ। বয়স মাত্র বাইশ, বেচারা।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কেন, কি হয়েছিলো তার?"

"গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায় সে, তার জীবনে সেটাই ছিলো চরম বিপর্যয়। সে যে অ্যাপার্টমেন্টে তার মায়ের সঙ্গে থাকতো, তারই ঠিক উল্টোদিকে তার গাড়িটা পার্ক ক'রে রেখে রাস্তা পার হতে যাচ্ছিলো। ঠিক তখনই একটা মার্সিডিজ গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটে এসে তাকে চাপা দেয়।"

"অসতর্ক চালক।"

"অত্যন্ত অসতর্ক এবং অমনোযোগী। তাকে দু'দুবার তার গাড়ির চাকার নিচে পিষ্ট করতে চেয়েছিলো। তারপরেই দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে উধাও হয়ে যায় চালক।"

"হতাশাজনক!"

"এখনও সেটা বহাল আছে। এমন কি যদি নির্বাসনে থেকেও সে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে এই বেলগ্রেড শহরেই তার সেই নিষ্ঠুর কাজের পুণরাবৃত্তি অনায়াসে করতে পারে।"

"ছেলটির মায়ের ঠিকানা আছে?"

"একটু অপেক্ষ করুন। আমরা তার কফিনে দেবার জন্য একটা ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলাম। সেটা নিশ্চয়ই তার ফ্ল্যাটে পাঠানো হয়েছিলো। আমাদের রেকর্ডে তার সেই ঠিকানাটা নিশ্চয়ই আছে।"

তিনি সেই ঠিকানাটা খুঁজে ঠিকই বের ক'রে ডেস্কটারের হাতে তুলে দিয়ে তার দর্শনার্থীকে বিদায় জানাতে উদ্যত হলেন।

ডেস্কটার জিজ্ঞেস করলো, "এবার আমার শেষ প্রশ্ন, এ ঘটনাটা কবে ঘটেছিলো?"

"মাস ছয়েক আগে। নববর্ষের ঠিক পরেই। আপনাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি কেবল আরাকানের ওপরেই আপনার লেখাটা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবেন। তার মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিলো, তাই তার সম্পর্কে কিছু লিখলে তেমন ঝামেলা হবে না। তবে ওই যে একটু আগে আরেকটা নাম বললেন, আলফ্রেড বারনেস, সে যাইহোক, সেই নাম কিংবা জোরান জিলিকের নাম কখনো নেবেন না। সে খুবই ভয়ঙ্কর আর নিষ্ঠুর লোক, আপনাকে খুন ক'রে ছাড়বে। আমার খুব তাড়া আছে, আজকে আমাদের পত্রিকা ছাপানোর দিন।"

ঠিকানাটা ২৩ নম্বর ব্লক, নোভি বিওগ্রাদ। শহরের মানচিত্র থেকে নোভি বিওগ্রাদ, অর্থাৎ নিউ বেলগ্রেড ঠিক চিনতে পারলো ডেস্কটার। সেটা নেহাতই একটা প্রায় জনশূন্য এলাকা, তবু সেই জনশূন্য জায়গায় একটা হোটেল চোখে পড়লো, দুই তীরে দুটি নদী সাভা এবং ডুনাভ বয়ে যাচ্ছে তরতর ক'রে। তবে নদীর পানি ঠিক নীল নয়, সেন্ট্রাল বেলগ্রেডের অদূরে সেই এলাকাটি।

কমিউনিস্ট শাসনকালের সরকারের পছন্দের প্রশংসা করতে হয়। শ্রমিকদের স্বার্থ তারা বেশ ভালোই বুঝতো, তাই তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো

www.BanglaBook.org

বিশাল বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে। আর অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটাও খুব সুন্দর ক'রে সাজানো-গোছানো।

মিসেস পেট্রোভিচ দশ তলায় থাকেন। এলিভেটর বিকল। ডেক্সটার অবশ্য অনায়াসে বলতে গেলে একরকম দৌড়েই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেলো। কিন্তু ওঠার সময় সে বয়স্ক লোকদের কথা ভাবছিলো, তারা কি ক'রে সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠে, বিশেষ ক'রে যারা চেইন-স্মোকার!

মিসেস পেট্রোভিচ যে ইংরিজি ভাষাটা জানেন না, সেটাই স্বাভাবিক, আর ডেক্সটারও সার্বো-ক্রোট ভাষা জানে না, সে ভাবলো তাই একা তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না, যাইহোক হায়াত হোটেলের রিসেপসন ডেস্কে বসে থাকা আন্না নামের রিসেপসনিস্ট মেয়েটি তাকে সাহায্য করবে ব'লে আশ্বাস দিলো। সে তার বিয়ের জন্যে টাকা জমাচ্ছিলো, নির্দিষ্ট সময়ের পর এক ঘণ্টা বেশি কাজ করলে দু'শো ডলার বাড়তি পেয়ে থাকে, যা তার কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য।

তারা সাতটার সময় এসে হাজির হলো মিসেস পেট্রোভিচের ফ্ল্যাটে, একেবারে নির্দিষ্ট সময়েই বলা যায়। মিসেস পেট্রোটাভিচ পেশায় একজন অফিস ক্লিনার, রাত আটটায় তার ডিউটি শুরু হয় নদীর তীরে অফিসগুলো ঝাড়পোচ করার কাজে, সে কাজ চলে সারা রাত।

জীবন-যুদ্ধে পরাজিত আর পাঁচটি মহিলার মতোই তার অবস্থা। ক্লান্ত বিধ্বস্ত মুখ দেখেই তার জীবনের করুণ একটা কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। তার বয়স সম্ভবত চল্লিশের মাঝামাঝি হবে। তার স্বামী কারখানার একটা দুর্ঘটনায় নিহত হন, তিনি স্বামীর নিয়োগকর্তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বলতে কিছুই পান নি। তার ছেলে গাড়ির তলায় চাপা পড়ে খুন হয় তার ফ্ল্যাটের ঠিক নিচেই। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে ডেক্সটারকে দেখে তার একটু সন্দেহ হলো।

ডেক্সটার একটা বিরাট ফুলের তোড়া সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তাকে উপহার দেবার জন্য। বহুদিন পরে এরকম ফুলের তোড়া উপহার পেলেন তিনি।

ডেক্সটার কোনো ভূমিকা না করেই বলে উঠলো : "আপনার ছেলে স্রেচকোর জীবনে যা ঘটেছিলো সে ব্যাপারে আমি কিছু লিখতে চাই। আমি জানি তাতে তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে যে লোকটি এই নিষ্ঠুর কাজ করেছে সম্ভবত জনসমক্ষে আমি তার মুখোশটা খুলে দিতে পারবো। তাই এ ব্যাপারে আপনি কি আমাকে দয় ক'রে সাহায্য করবেন?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, "আমি কিছুই জানি না। সে কি কাজ করতো সে ব্যাপারেও কখনো তাকে জিজ্ঞেস করি নি।"

"যে রাতে সে মারা যায়...তখন কি সে তার সঙ্গে কোনো কিছু বহন করেছিলো?"

www.BanglaBook.org

"জানি না। তবে তার দেহ তল্লাশি করা হয়। ওরা সবকিছুই নিয়ে গেছে।"

"ওরা তার দেহ তল্লাশি করেছিলো? আচ্ছা, এই ফ্ল্যাটে সে কি কোনো নোট রেখে গেছে, কোনো কাগজপত্র...?"

"হ্যা, কাগজের অনেক বান্ডিল সে রেখে গেছে। কখনো টাইপরাইটার, টাইপ করা কাগজ, আবার কখনো বা পেন্সিলে লেখা। কিন্তু আমি কখনো সে সব পড়ে দেখি নি, দেখার প্রয়োজন মনে করি নি।"

"সেগুলো কি আমি দেখতে পারি?"

"ওগুলো তো নেই।"

"নেই মানে?"

"ওরা সে সব কাগজপত্র নিয়ে গেছে। এমন কি টাইপরাইটারের রিবনটা পর্যন্ত ওরা নিয়ে গেছে।"

"ওরা মানে, পুলিশ?"

"না, কয়েকজন লোক।"

"কি রকম লোক?"

"দু'রাত পরে ওরা এখানে এসেছিলো। ওই যে ওখানে এক কোণায় ওরা আমাকে স্থিরভাবে বসিয়ে রেখে ফ্ল্যাটের সবখানে তল্লাশী চালায়। তার যা কিছু ছিলো সবই ওরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়।"

"মিঃ কোব্যাকের জন্য যে কাজ সে করছিলো তার কোনো কিছুই কি অবশিষ্ট নেই এখানে?"

"কেবল ফটোটা। ফটোটার ব্যাপারে আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।"

"ওই ফটোটার ব্যাপারে আমাকে দয়া ক'রে কিছু বললেন?"

সংক্ষেপে আন্নার মধ্যমে তিনি যা বললেন, তা হলো এই রকম : তার মৃত্যুর তিনদিন আগে ফ্ল্যান্স তরুণ রিপোর্টার স্রেচকো নববর্ষের একটা পার্টিতে যোগ দিতে যায়, সেখান থেকে ফিরে আসার পর তার ডেনিম জ্যাকেটে তিনি লাল মদের দাগা দেখতে পান। পরে সেটা ধোয়ার জন্য তিনি লন্ড্রি ব্যাগের রেখে দেন।

তার মৃত্যুর পর সেই জ্যাকেটটার কথা মনে রাখার কোনো মানেই হয় না। এমন কি তিনি সেই লন্ড্রি ব্যাগটার কথাও ভুলে যান, আর গ্যাংস্টাররাও সেটার কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করে নি। পরে একদিন তিনি যখন তার মৃত পুত্রের পোশাকগুলো এক জায়গায় জড়ো করছিলেন, তখন সেই লাল মদের দাগ লাগা ডেনিম জ্যাকেটটা তার হাত থেকে পড়ে যায়। তিনি তখন কি ভেবে যেনো জ্যাকেটটার পকেট দ্রুত হাতড়ে দেখতে থাকেন যদি তার ছেলে ভুলে টাকাকড়ি কিছু রেখে থাকে। কিন্তু টাকার বদলে একটা মোটা ধরণের কাগজ তার হাতে ঠেকলো। সেটা বের ক'রে তিনি দেখলেন, একটা ফটোগ্রাফ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেক্সটার জিজ্ঞেস করলো, "সেটি কি এখনো আপনার কাছে আছে? সেটা আমি দেখতে পারি?"

মাথা নেড়ে তিনি ঘরের এককোণায় সেলাই-মেশিন বাক্সের কাছে গেলেন। একটু পরেই সেই ফটোটা হাতে নিয়ে ফিরে এলেন তিনি।

ফটোটা এক লোকের, ডেক্সটারের অজ্ঞাতসারেই সঙ্গে সঙ্গে সেটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ফেললো। সেই ফটোর মুখটা একটু অস্পষ্ট হলেও তার মুখটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা ক'রে নিতে তার একটুও অসুবিধা হলো না। এই ছবির লোকটা শেষমুহূর্তে হাত দুটো তুলে তার মুখটা ঢাকবার চেষ্টা যে করেছিলো তাই ছবিটা দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সে তার মুখ ঢাকার আগেই ফটোগ্রাফার তার ক্যামেরার শাটারটা টেনে দিয়েছিলো, ছোট্ট একটা ক্লিক আওয়াজ তুলে। ছবিতে তার মুখটা পুরোপুরিই উঠেছে, পরনে ছোটো-হাতার শার্ট এবং স্ল্যাকস্।

ছবিটা সাদা-কালো, কোনো পেশাদার ফটোগ্রাফারের তোলা নয়। কিন্তু সেটা বড় করে একটু রেজুলেশন বাড়িয়ে নিলে এতো ভালো দেখাবে চিন্তাও করা যাবে না। তার মনে পড়লো নিউ ইয়র্কের একটা ককটেল পার্টিতে এক টিনএজারের ছবির কথা, যা সে আজও তার অ্যাটাচিকেসে বয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এটা সেই লোক। হ্যা, এটা জিলিকেরই ছবি।

ডেক্সটার বললো, "এই ছবিটা আমি কিনতে চাই, মিসেস পেট্রোভিচ।" মিসেস পেট্রোভিচ কাঁধ ঝাঁকিয়ে সার্বো-ক্রোট ভাষায় কি যেনো বললেন।

আন্না তার সেই কথাগুলো ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ ক'রে দিলো।

"মিসেস পেট্রোটভিচ বলেছেন, আপনি ছবিটা নিতে পারেন। ওটার ব্যাপারে উনারর আর কোনো আগ্রহ নেই। তাছাড়া ছবির লোকটি যে কে তা তিনি জানেনই না।"

"আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন। মৃত্যুর আগে স্রেচকো কিছু দিনের জন্যে বাইরে কোথায় গিয়েছিলো?"

"হ্যা, ডিসেম্বরে এক সপ্তাহের জন্যে সে বাইরে গিয়েছিলো। কোথায় গিয়েছিলো তা অবশ্য বলে নি। কিন্তু নাকে-মুখে রোদেপোড়া দাগ আমি দেখতে পেয়েছিলাম।"

মিসেস পেট্রোভিচ তাদেরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। প্রথমে আন্নাই ঘর থেকে বেরোলো। দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে ডেক্সটার ঘুরে দাঁড়ালো সার্বিয়ান মায়ের দিকে, যিনি তার একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছেন। সে বাটার নরম গলায় ইংরেজিতে কথাটা বললো।

"আমি যা বলবো তার একটা শব্দও বুঝতে পারবেন না, ম্যাডাম, কিন্তু এই শূয়োরের বাচ্চাটাকে যদি আমি কখনো আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারি, তার অর্ধেক কৃতিত্বের দাবিদার হবেন আপনি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশ্যই ডেক্সটারের কথার এক বর্ণও তিনি বুঝতে পারেন নি, কিন্তু হাসতে হাসতে তিনি তার কথার জবাবে বললেন, "হাভালা।" বেলগ্রেডে মাত্র একটা দিন থেকেই তিনি মিসেস পেট্রোভিচের কাছ থেকে এই একটা মাত্র শব্দ শিখতে পারলো, এর অর্থ হলো, 'আপনাকে ধন্যবাদ!'

ডেক্সটার ট্যাক্সি চালককে আরও কিছু সময় থাকার জন্য নির্দেশ দিলো। তারপর আন্নার হাতে দুশো ডলারের নোট গুঁজে দিয়ে তাকে তার শহরতলীর বাড়িতে নামিয়ে দিলো। ফেরার পথে সে সেই ছবিটা ভালো ক'রে আবার নিরীক্ষণ করলো।

ছবিতে জিলিককে দেখা যাচ্ছে, খোলা আকাশের নিচে কংক্রিট কিংবা আলকাতরা মাখানো পাথরের নুড়ি বিছানো পথের ওপর। তার পেছনে নিচু তলার সারি সারি বড় আকারের সব বিল্ডিং, অনেকটা গুদামঘরের মতো দেখতে। একটা বাড়ির ওপর একটা পতাকা হাওয়ায় উড়তে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার একটা অংশ ছবি থেকে উধাও। তবে এই ছবির ফ্রেমের বাইরে এমন একটা দৃশ্য আছে যা সে এই মুহূর্তে খালি চোখে দেখতে পাচ্ছে না কিংবা তার মাথা এখন ঠিক মতো কাজ করছে না। ট্যাক্সি চালকের কাঁধে টোকা মারলো।

"তোমার কাছে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে?" প্রথমে সে ইংরেজি ভাষাটা ঠিকমতো বুঝত পারলো না।, কিন্তু নানান রকমের ভাব-ভঙ্গিমা ক'রে দেখানোর ফলে কাজ হলো, শেষপর্যন্ত ভাষার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। মাথা নেড়ে সে গ্লোভ কমপার্টমেন্টে ডালাটা খুললো। শহরের রাস্তাগুলো মানচিত্রে এতো ছোটোছোটো অক্ষরে লেখা থাকে যে খালি চোখে দেখা যায় না। তাই ভালো ক'রে দেখার জন্যে সঙ্গে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস রেখে দিয়েছে সে।

লম্বা জিনিসটা ছবির বাম দিক থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে জলের মতো স্বচ্ছ আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেটা এরোপ্লেনের একটা উইংটিপ, কিন্তু সেটা মাটি থেকে ছ'ফুটের বেশি উঁচু নয়। তাই সেটা কোনো এয়ারলাইনার নয়, তবে একটা ছোটোখাটো এয়ারক্র্যাফট হতে পারে।

তারপর পেছনের পটভূমিকায় সে বিল্ডিংগুলো চিনতে পারলো। গুদামঘর নয়, ওগুলো এক একটা হ্যাঙ্গার। এয়ার লাইনার রাখার জন্যে বড় বড় ইমারতের দরকার হয় না, তবে প্রাইভেট প্লেন, অথবা এক্সিকিউটিভ সেকশনের জন্য ওই রকম গুদামঘরের মতো ছোটো ছোটো বিল্ডিংই যথেষ্ট, যার টেইলফিন খুব কমই তিরিশ ফুটের বেশি হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, একটা প্রাইভেট এয়ারফিল্ড কিংবা একটা এয়ারপোর্টের এক্সিকিউটিভ সেকশনে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে হোটেলের লোকেরা সাহায্য করলো। হ্যা, বেলগ্রেডে অনেকগুলো সাইবার-ক্যাফে আছে। অনেক রাত পর্যন্ত সেগুলো খোলা থাকে। ব্ল্যাকবার-এ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাতের খাবার সেরে ট্যাক্সি ক'রে সে এবার সাইবার-ক্যাফেতে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের জাতীয় পতাকার খবর নিলো।

মৃত রিপোর্টারের তোলা ছবিতে হ্যাঙ্গারের ওপর যে পতাকাটা উড়ছে সেটা কেবল একটা রঙেরই। কিন্তু সেই লম্বা লম্বা সমান্তরাল যে তিনটি দাগ আছে, সেগুলোর মধ্যে একেবারে নিচেরটা এতোই গাঢ় যে, কালো দেখাচ্ছে। কালো যদি নাও, হয় তবে বলা যায়, সেটা গাঢ় নীল রঙের। সে ধরে নিলো কালো রঙই হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা নিরীক্ষণ করতে গিয়ে সে লক্ষ্য করলো সেগুলোর অর্ধেকের মধ্যে এক ধরণের লোগো, ক্রেস্ট কিংবা দাগগুলোর ওপর ডিভাইস সুপারইমপোজ করা অর্থাৎ একটার ওপর আর আরেকটা চাপানো হয়েছে। কিন্তু সে যা চাইছে তা নেই। তার মানে বাকি অর্ধেকের মধ্যে খুঁজতে হবে।

যেগুলোতে সমান্তরাল দাগ রয়েছে এবং কোনো লোগো নেই সেগুলোর সংখ্যা কম করে হলেও দু'ডজন। আর যে সব পতাকার একেবারে নিচের দাগটা কালো কিংবা প্রায় কালো রঙের সেগুলোর সংখ্যা পাঁচ।

গ্যাবোন, নেদারল্যান্ড এবং সিয়েরা লিওনের তিনটি সমান্তরাল দাগগুলোর মধ্যে একেবারে নীচের দাগটা গাঢ় নীল রঙের, যা কিনা সাদাকালো ছবিতে কালো দেখায়। কেবল মাত্র দুটো পতাকার মধ্যে তিনটির একেবারে নীচের দাগটা নিশ্চিতভাবে কালো রঙের : সুদান এবং অন্য আরেকটি দেশের। কিন্তু সুদানের পতাকার দণ্ডে এবং তিনটি সমান্তরাল দাগেই সুবুজ হীরা খচিত। অবশিষ্ট একটি পতাকায়, দণ্ডের কাছে একটি খাড়া দাগ আছে। ছবিটার দিকে পিট পিট ক'রে তাকিয়ে ডেক্সটার অনায়াসেই চতুর্থ দাগের সন্ধান যেনো পেয়ে গেলো। খুব একটা পরিস্কার নয়, তবে সেটা অবশ্যই সেখানে রয়েছে।

পতাকার দণ্ডের কাছে একটা খাড়া লাল দাগ, এবং সবুজ, সাদা আর কালো সমান্তরাল দাগগুলো চেটানো এবং আলগাভাবে ঝোলানো। ইউনাইটেড আরব আমিরাতের কোনো বিমান বন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিলিক।

এজন্যেই, এমনকি ডিসেম্বর মাসেও ইউনাইটেড আরব আমিরাতের আবহাওয়ায় একজন স্লাভের সাদা চামড়া রোদে পুড়ে যেতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

ইউনাইটেড আরব আমিরতের শাসনাধীন সাতটি রাজ্য রয়েছে। তার মধ্যে তিনটি বিরাট এবং ধনী রাজ্য হলো দুবাই, আবুধাবি এবং শারজা। অন্য চারটি রাজ্য খুবই ছোটো এবং প্রায় অখ্যাত বলা চলে।

সবকটি রাজ্যই সৌদি অঞ্চলের উপদ্বীপ দখল ক'রে রয়েছে। উত্তরে অ্যারাবিয়ান গালফ এবং দক্ষিণে ওমান গালফের মাঝে রয়েছে শুধু মরুভূমি। তারপরেই আরব সাগর।

বেলগ্রেডে থাকার সময়ে একটা পোট্রেট ফটোগ্রাফিক স্টুডিও'র সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সেখানকার আধুনিক টেকনোলজির সাহয্যে জোরান জিলিকের ছবিটা বড় ক'রে একটা কার্ডের সমান আকৃতি থেকে বইয়ের আকাড়ে নিয়ে আসা হলো।

ফটোগ্রাফার তার ফরমাস মতো কাজ করার এক ফাঁকে ডেক্সটার সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ইউনাইটেড আরব আমিরাতের শাসনাধীন রাজ্যগুলো সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলো। পরের দিন জে.এ.টি বিমানে চড়ে বৈরুত হয়ে দুবাই অভিমুখে রওনা হয়ে গেলো সে।

ধনী আমির শাসনাধীন রাজ্যগুলোর প্রধানত আয়ের উৎস হলো একচেটিয়া তেলের ব্যবসা। অবশ্য এছাড়াও টুরিজম এবং ডিউটি-ফ্রি ব্যবসা থেকেও তাদের প্রচুর আয় হয়। বেশিরভাগ তেলের খনি সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত।

তেল কোম্পানিগুলোর বেশির ভাগেরই নিজস্ব হেলিকপ্টার রয়েছে, তবে চার্টার প্লেন রাখার ব্যবস্থাও আছে তাদের। ডেক্সটার ইন্টারনেট থেকে জানতে পেরেছে, দুবাই'তে সেরকম তিন তিনটি ছোটোখাটো বিমানবন্দর রয়েছে। আমেরিকান আলফ্রেড বারনেস সেখানে যাওয়ার পর থেকেই আইনের পেশাটাই বেছে নিয়েছে।

পোর্ট রশিদের বাইরে তাদের পোর্টাকেবিন অফিস। প্রাক্তন বৃটিশ আর্মি এয়ার কর্পস ফ্লায়ারের মালিক এবং চিফ পাইলট এসেছে রুজিরোজগার করার জন্য, তাদের কাছ থেকে খুব বেশি খবর পাওয়া গেলো না।

ডেক্সটার করমর্দনের জন্য তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "আপনিই তো আলফ্রেড বারনেস, অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল। আমার একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, টাইট শিডিউল, তবে বাজেট অনেক বড়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রাক্তন বৃটিশ ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে তার চোখের ভুরু তুললে ডেক্সটার ছবিটা তার ডেস্কের ওপর রাখলো।

"আমার মক্কেল খুবই বিত্তবান একজন মানুষ ছিলেন বললে বোধহয় ঠিকই বলা হবে।"

"কেন, তিনি কি সব সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছেন?" এবার পাইলট জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, সেরকমই বলতে পারেন। তিনি মারা গেছেন। আমার আইনি প্রতিষ্ঠানটি চিফ এক্সিকিউটর। আর এই লোকটি হলো তার সম্পত্তির প্রধান উত্তরসূরী। তবে এই ব্যাপারটা তিনি জানেন না, আর আমরাও তার কোনো সন্ধান পাই নি।"

"দেখুন, আমি একজন চার্টার পাইলট, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান করা আমার কাজ না। যাইহোক, আমি তাকে কখনও দেখি নি।"

"তাকে আপনি দেখবেন সেটা আমি অশাও করি নি। ছবিটা ভালো ক'রে দেখে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোন্ জায়গার, বলুন তো? একটা এয়ারপোর্ট, নাকি এয়ারফিল্ড? আমার কাছে শেষ খবর যা আছে তা হলো, ইউনাইটেড আরব আমিরাত শাসিত রাজ্যে সে সাধারণ বিমান চালনার কাজ করতো। যদি আমি এই এয়ারপোর্টটা চিহ্নিত করতে পারি, তাহলে মনে হয়, আমি তার খোঁজ পেতে পারি, জীবিত কিংবা মৃত যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন! আপনার কি মনে হয়?"

চার্টার পাইলট এবার একটু নড়ে চড়ে ব'সে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিরীক্ষণ করতে থাকলো।

"দেখুন, এখানে তিন ধরণের এয়ারপোর্ট আছে–মিলিটারি, এয়ার লাইনস্ আর বেসরকারী বিমান। ছবির এই উইংটা একটা এক্সিকিউটিভ জেট-এর। আর এই গালফ এলাকায় এ ধরণের বেশ কয়েকশো উইং আছে। এ সবের মধ্যে বিত্তবান আরবরাই বেশিরভাগ কোম্পানির মালিক। তা, আপনি কি করতে চান, বলুন?"

ডেক্সটার যা চায় তা হলো একটা চার্টার বিমানে চড়ে এখানকার সমস্ত এয়ারপোর্টগুলো ঘুরে দেখতে। দামাদামি সব ঠিক হয়ে গেলো, দু'দিনের জন্যে বিমানটা নেয়া হবে। ডেক্সটার তার এক মক্কেলকে খুঁজে বের করার কথা বললো। এক্সিকিউটিভ জেট কমপাউন্ডে এক ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর যখন সেই ভূয়া ক্লায়েন্টের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না, তখন ক্যাপ্টেন টাওয়ারকে জানিয়ে দিলো, আপাতত চার্টার বিমানের যাত্রা বিরতি ঘটাচ্ছে এবং সার্কিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবুধাবি, দুবাই এবং শারজার এয়ারপোর্টগুলো বেশ বড়। এমন কি প্রতিটি প্রাইভেট অ্যাভিয়েশন সেক্টরগুলোও ছবির সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের তুলনায় অনেক বড়।

দ্বিতীয় দিনের সকালে তারা সেটার সন্ধান পেলো। সেটার নাম বেল জেটরেঞ্জার, মরুভূমির একপাশে ঘেঁষা একটা ছোট্ট এয়ারপোর্ট, বৃটিশরা সেটার নাম দিয়েছে আল কে, এবং সেখানে হ্যাঙ্গারের পেছনে যথারীতি হাওয়ায় পত্‌পত্ ক'রে পতাকা উড়ছে।

ডেক্সটার পুরো দু'দিনের জন্য একটা চার্টার বিমান একশো ডলারে ভাড়া করলো। চার্টার বিমান থেকে নেমে বেল জেটরেঞ্জারের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখলো সে। বেশ বুঝতে পারলো, স্রেচকো পেট্রোভিচ নিশ্চয়ই এখান থেকেই ছবিটা তুলতে গিয়ে অমন একটা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলো।

এয়ারলাইন এবং প্রাইভেট জেট যাত্রিদের এরাইভাল এবং ডিপার্চারের জায়গাটা ছোটো হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিভিন্ন আমির-ওমরাহ্ এবং তাদের পরিবারের নামে নামাঙ্কিত। আল্-কাসিমি আন্তর্জতিক বিমানবন্দর বিশ্ব-বিখ্যাত এয়ারলাইন্স বিমানগুলোকে কখনো বিরক্ত করে না কিংবা বাঁধা দেয় না সেটা বোঝা গেলো।

টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের সামনে কালো নুড়ি-পাথর বিছানো টারমার্কের ওপর রাশিয়ার তৈরি আনতোনোভোস এবং টুপোলেভস্ দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়াও একটা পুরনো ইয়াকোভলেভ সিঙ্গল-প্রপ বাই-প্লেনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। সেটার গায়ে তাজাকিস্তানের লোগো লাগানো। ডেক্সটার সেই একতলার ছাদের একটা ক্যাফেতে গিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে বসলো।

সেই একই ফ্লোরেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস এবং পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট অবস্থিত। সেখানকার একমাত্র বাসিন্দা হলো নাভার্স এক যুবতী মেয়ে। কেবল হাতের তালু এবং মুখ ছাড়া তার শরীরে সমস্ত অংশই কালো চাদরে ঢাকা। ইংরেজি ভাষাটা তার জানা।

আলফ্রেড বারনেস এখন আমেরিকার একটা বড় কোম্পানির টুরিজিম প্রোজেক্টের একজন ডেভেলপমেন্ট অফিসার হয়েছে। এই কোম্পানির এক্সিকিউটিভরা একটা কনফারেন্স করতে চায়। রাস আল-খাইমা তাদের সুযোগ সুবিধা দিতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে এদিন সে খোঁজ-খবর নিতে এলো। বিশেষ ক'রে যে সব এক্সিকিউটিভ জেট বিমানে আসবে সেগুলোকে এয়াপোর্ট সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে কিনা, সেটা জানা তার একান্ত প্রয়োজন।

মেয়েটি বেশ নম্র কিন্তু খুব বেশি জেদি আর একগুঁয়ে। টুরিজিম সম্পর্কে সমস্ত খোঁজখবর নিতে হবে ওল্ড টাউনের ঠিক পাশেই টুরিজিম ডিপার্টমেন্টের কমার্শিয়াল সেন্টার থেকে। সেখানে একটা ট্যাক্সি তাকে নিয়ে এলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিঃ হোসেন আল খৌরিকে একজন ভালো লোক বললে খুব খুশি হবে। সে যে কতো ভালো লোক সেটা প্রমাণ করার জন্য সে বললো, আমার একটা মাত্র বউ, আমাদের ধর্মমতে আমি চারবার বিয়ে করি নি। সে তার চারটি সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করার চেষ্টা করছে, তার জন্যে তাকে কম পরিশ্রম করতে হয় না। প্রতি শুক্রবার সে মসজিদে যায়, এবং সে তার সাধ্যমতো দরিদ্রের সেবা ক'রে থাকে।

সে তার জীবনে চলার পথে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু মনে হয় আল্লাহ্ কখনো তার দিকে হাসিমুখে তাকান নি। তা না হলে আজও সে টুরিজম মন্ত্রণালয়ে মাঝারি ধরণের একটা পদে বহাল রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে? বন্দরের পাশে এমন একটা ছোট্ট ইট-কাঠের ডেভেলপমেন্ট সাইটে পড়ে আছে যে, যেখানে আগে কখনো কাউকে দেখা যায় নি। তারপর একদিন একজন হাস্যরত আমেরিকান গুটি-গুটি পায়ে সেখানে হাজির হলো।

সে এতে খুবই খুশি হয়েছে। অবশেষে একজন খোঁজ করতে এলো তাহলে, ইংরেজিতে কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলো, যার জন্যে সে কয়েকশো ঘণ্টা খরচ করেছে। বেশ কয়েক মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ায় পর আমেরিকানটি কি চমৎকার ভাবেই না উপলব্ধি করলো, আরবরা কোনো ব্যাপারেই সরাসরি গভীরভাবে মনোযোগ বা গভীরভাবে গবেষণা করে না। এদিকে এয়ারকনিন্ডশনটা বিকল হয়ে যাওয়ার জন্য তারা দু'জনেই রাজি হয়ে গেলো, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আমেরিকানের ট্যাক্সি ব্যবাহর করে হিলটন বার-এর কফি লাউঞ্জে গিয়ে একটু গলা ভিজিয়ে নেবে।

হিলটন বার-এর সুন্দর আরামদায়ক আবহাওয়ায় থিতু হয়ে ব'সে মিঃ আল্ খৌরির উপলব্ধি হলো, আমেরিকান তার কাজের ব্যাপারে তেমন তাড়াহুড়ো করছে না। ঘটনাক্রমে আরব লোকটি বললো :

"বলুন, এখন আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

আমেরিকানটি গম্ভীরভাবে বললো, "জানেন বন্ধু, আমার সারা জীবনের দর্শন হলো, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার জন্যে। আর আমার বিশ্বাস, আমি এখানে এসেছি আপনাকে সাহায্য করার জন্য।"

এই বলে সেই আমেরিকান লোকটি প্রায় অন্যমনস্কভাবে কিছু একটা খোঁজার জন্যে নিজের জ্যাকেটের পকেট হাতড়াতে থাকলো। একটু পরেই বেরিয়ে এলো তার পাসপোর্ট, ভাঁজ করা নানান ধরণের পরিচয়পত্র এবং একশো ডলারের একটা নোট, শেষোক্ত বস্তুটি দেখা মাত্র মিঃ আল খৌরির চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এখন দেখা যাক, আমরা যদি পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি কিনা।"

সিভিল সার্ভেন্ট ডলারগুলোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো।

"আমার যদি কিছু করার থাকে..." বিড়বিড় ক'রে সে বললো।

"দেখুন, মিঃ আল্ খৌরি, আপনার সঙ্গে আমি যতোটা সম্ভব সৎ ব্যবহার করবো, আর সত্যি কথাই লবো। জানেন, আমার জীবনের সত্যিকারের কাজ হলো পাওনা টাকা সংগ্রহ করা। খুব একটা আকর্ষণীয় কাজ নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় বটে। আমরা যখন কোনো জিনিস কিনি, তার জন্য আমরা দাম দিয়ে থাকি। তাই না?"

"অবশ্যাই।"

"একটা লোক তার নিজস্ব এক্সিকিউটিভ জেট চালিয়ে যখন-তখন আপনাদের এয়ারপোর্টে অবতরণ করে আবার উড়ে যায়। হ্যা, ঠিক এই লোকটি..."

মিঃ আল্ খৌরি ছবিটার ওপর স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো, তারপর সে তার মাথা নাড়লো। তার দৃষ্টি আবার ফিরে এলো ডলারের নোটগুলোর ওপর। চার হাজার? পাঁচ? ফয়সালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে দেওয়া যেতে পারে...

"হায়, আপনাকে কি আর বলবো, জনাব, এই লোকটা তার বিমান নেওয়ার জন্য কখনো ভাড়া দেয় নি। তাই বলা যায়, সে ওটা চুরি করেছে। মিথ্যে বলবো না, প্লেন নেওয়ার জন্যে যে টাকাটা গচ্ছিত রাখতে হয় তা সে দিয়েছিলো। তারপর সেই যে আকাশপথে উড়ে গেলো আর ফিরে এলো না। সম্ভবত প্লেনের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা বদল ক'রে থাকবে। এখন এগুলো খুবই ব্যয়বহুল জিনিস। এক একটার দাম বিশ মিলিয়ন ডলার। তাই কেউ যদি সেই এয়ারক্রাফটের খোঁজ দিতে পারে তাহলে সেটার প্রকৃত মালিক খুবই কৃতজ্ঞ থাকবে।"

"কিন্তু সে যদি এখানেই থেকে থাকে, কেন তাকে গ্রেপ্তার করুন। এয়ারক্রাফটা জব্দ করুন। আমাদের কাছে আইন আছে..."

"আরে সে তো চলে গেছে। তবে সব সময়ই সে এখানে অবতরণ ক'রে থাকে, তার রেকর্ড আছে রাস আল্-খেইমাহ এয়ারপোর্টে। এখন আপনাদের কর্তৃপক্ষের কোনো লোক কি সেইসব আর্কাইভহগুলো দেখতে চায়?"

সিভিল সার্ভেন্ট একটা পরিস্কার রুমাল দিয়ে তার ঠোঁটজোড়া চাপা দিলো।

"তা, এই এয়ারক্রাফটটা শেষবার কবে এখানে এসেছিলো?"

"গত ডিসেম্বরে।"

বেলগ্রেডের ২৩ নম্বর ব্লক ছেড়ে আসার আগে মিসেস পেট্রোভিচের কাছ থেকে ডেক্সটার জানতে পেরেছিলো, তার ছেলে ১৩ থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ির বাইরে ছিলো। জিলিকের ফটো তুলতে গিয়ে স্রেচকোকে সে দেখে ফেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় প্রায় ১৮ই ডিসেম্বর নাগাদ। হয় তো সে রাস আল্-খেইমাহ'তে থেকে থাকতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে পেট্রোভিচ যে এখানে আসবে সে জানলো কি করে, এ সম্পর্কে ডেক্সটারের কোনো ধারণা নেই। হয়তো সে খুবই ভালো ছেলে, কিংবা সৌভাগ্যবান সাংবাদিক। কোব্যাকের উচিত ছিলো তার প্রতি আরেকটু সদয় হওয়া।

মিঃ আল্ খৌরি বললো, "এখানে অনেকগুলো এক্সিকিউটিভ জেট আসা-যাওয়া করে।

"আমার জানতে হবে সমস্ত প্রাইভেট কিংবা কর্পোরেটের এক্সিকিউটিভ জেট বিমানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং সেগুলো কি ধরনের, বিশেষ ক'রে যেসব জেট বিমানের মালিক ইউরোপিয়ান। আশা করি এই জেট বিমানটি ১৫ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে পার্ক করা ছিলো। এখন আমি ভাবছি, সেই চার দিন... কি ঘটেছিলো...দশ?"

ডলারের বান্ডিল থেকে এক হাজার ডলার বের ক'রে মিঃ আল খৌরির হাতে তুলে দিয়ে ডেক্সটার বললো, "আপনার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা হিসেবে এখন আপনাকে হাজার ডলার দিচ্ছি, বাকি চার হাজার পরে দেবো।"

আরব লোকটির ভাবসাব এখনও পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না। টাকার প্রতি তার যেমন লোভ আছে, আবার জানাজানি হলে চাকরি হারানোর ভয়ও আছে তার মধ্যে।

"আপনার কাজে যদি আপনার দেশের কোনো ক্ষতিসাধন হয়, আপনাকে সেটা করার কথা আমি স্বপ্নেও দেখতাম না। কিন্তু একটা কথা এখানে বলে রাখি, লোকটা একজন চোর। সে যা যা চুরি করেছে, সেগুলো ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করলে নিশ্চয়ই সেটা ভালো কাজ হবে। আইনে এই সব দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তির কোনো ব্যবস্থা কি নেই?

মিঃ আল খৌরির হাতটা টাকাগুলোর উপর চলে গেলো।

"এখন আমি এখানে চেক্ ক'রে দেখবো," ডেক্সটার বললো, "আপনি যখন তৈরি হবেন তখন একবার বারনেসকে খবর দেবেন।"

দু'দিন পরে খবর এলো। মিঃ আল খৌরি একজন সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু ক'রে দিলো যেনো। একটা পাবলিক প্লেসের বুথ থেকে সে ফোন করলো ডেক্সটারকে।

"আমি আপনা বন্ধু বলছি," সকালের মাঝামাঝি সময়ে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো ভেসে এলো ফোনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেক্সটার জিজ্ঞেস করলো, "হ্যালো, বন্ধু, আপনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন?"

"হ্যা, আপনার জন্যে একটা প্যাকেজ সংগ্রহ করেছি।"

"এখানে, না অফিসে?"

"কোথাও না। দুটো জায়গাতেই অনেক লোকজন থাকে। বরং আল হামরা ফোর্ট হোটেলে হলেই ভালো হয়। লাঞ্চের সময়।"

কেউ যদি আল্ খৌরির কথাগুলো ফোনে আঁড়ি পেতে শুনে থাকে, তাহলে খুব একটা সন্দেহজনক ব'লে মনে হবে না। কিন্তু রাস আল্ খেইমাহ্র সিক্রেট সার্ভিস সম্পর্কে ডেক্সটারের সন্দেহ থেকে গেলো। যাইহোক, হোটেল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলো সে।

আল হামরা ফোর্ট হোটেল শহরের বাইরে, দশ মাইল দূরে উপকূলের দিকে। বিলাস বহুল ফাইভ-স্টার হোটেল তো নয় যেনো আরব নগর দূর্গের মতো ক'রে সাজানো। সেখানে সে পৌছালো দিনের মাঝামাঝি সময়ে, গাল্ফ-এ মধ্যাহ্নভোজ শুরু হওয়ার অনেক আগেই। হোটেল লবিতে একটা ক্লাব চেয়ার দখল ক'রে নিয়ে ডেক্সটার বিয়ারের অর্ডার দিয়ে প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। মিঃ আল্ খৌরি পার্কিং এলাকায় গাড়ি রেখে প্রায় একশোগজ হেটে ঘাসতে ঘামতে যখন এসে পৌছালো তখন দুপুর একটা। হোটেলের মোট পাঁচটা রেস্তোরাঁর মধ্যে তারা লেবানিজটাই নির্বাচন করলো।

ডেক্সটার জিজ্ঞেস করলো, "কোনো সমস্যা?"

উত্তরে সিভিল সার্ভেন্ট বললো, "না। আমি আমার ডিপার্টমেন্টের সমস্ত পরিচিত দর্শনার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তাদের প্রত্যেককে এখন থেকে রাস আল খেইমাহ্'তে নতুন ক'রে বাড়তি যে অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একটা ক'রে ব্রোশিওর পাঠাবার জন্য বললাম।"

ডেক্সটার চোখ পিট্পিট্ ক'রে বললো, "চমৎকার! এটা শুনে কারো কাছে অদ্ভুত ব'লে মনে হয় নি?"

"বরং এয়ার ট্রাফিকের অফিসারেরা ডিসেম্বরের জন্য পরিকল্পিত সমস্ত ফ্লাইট বাতিল ক'রে দিয়ে তার বদলে সারাটা মাস ফ্লাইট দেয়ার জন্যে আমাকে জোড়াজুড়ি করেছে।"

"আচ্ছা, আমি যেমনটি বলেছিলাম, ইউরোপিয়ান মালিকদের গুরুত্ব দেবার কথা বলেছেন তো?"

"হ্যা, কিন্তু এখানে মাত্র চারটি কিংবা পাঁচটি আছে, যারা সুপরিচিত তেল কোম্পানিদের তালিকায় পড়ে না। আসুন, বার-এ বসা যাক।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারা একেবারে এক কোণার একটা টেবিলে গিয়ে বসে দু'বোতল বিয়ারের অর্ডার দিলো। বহু আধুনিক আরবদের মতো মিঃ আল খৌরির মদ বা বিয়ার খাওয়ায় কোনো সমস্যা নেই।

মধ্যাহ্নভোজ করার এক ফাঁকে ডিসেম্বরের ফ্লাইট ওঠা-নামা এবং ডেক্সটারের এখানে ১৫ই ডিসেম্বরে আসার আগপর্যন্ত ফ্লাইটগুলোর অবস্থানকালীণ সময় এবং আকাশে ওড়ার তালিকাটা মন দিয়ে পড়লো। ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমস্ত ফ্লাইটের ওঠা-নামার তালিকায় রেড-ফেল্ট-টিপ পেন দিয়ে দাগ দেয়া আছে। এক্ষেত্রে ন'টি ফ্লাইট চিহ্নিত করলো ডেক্সটার।

সেগুলো সবই আমেরিকার তেল কোম্পানির। এছাড়া আরও চারটি ফ্লাইট হলো ফ্রেঞ্চ ডাসল্ট মিস্টেয়ার এবং ফ্যালকন। এছাড়া একটা রিয়ার জেট বিমান ছিলো সৌদির রাজকুমারের এবং একটা বিরাট সেসনা সিটেশনের মালিক বাহারাইনের মাল্টি-মিলিয়ন ব্যবসায়ীর। শেষ দুটো ইজরাইলে তৈরি ওয়েস্ট উইন্ড বিমান এসেছিলো মুম্বাই থেকে এবং একটা হকার ১০০০ এসেছিলো কায়রো হয়ে, সেটা আবার ওখানেই ফিরে যায়। ওয়েস্টউইন্ড বিমানের নামের পাশে কেউ যেনো আরবি ভাষায় কি সব লিখে রেখেছে।

"এর মানে কি?" ডেক্সটার জানতে চাইলো।

"আহ, হ্যা, ওটা নিয়মিত আসা যাওয়া করে। ওটার মালিক মুম্বাইয়ের একজন ফিল্ম প্রডিউসারের। তার যাত্রাপথ ছিলো লন্ডন-কান এবং বার্লিন। তখন এসব জায়গায় চলচ্চিত্র উৎসব চলছিলো। টাওয়ারের সবাই তাকে দেখেই চিনতে পারে।"

"আপনার কাছে ছবি আছে?"

আল খৌরি ধার ক'রে আনা ফটোগ্রাফটা তার হাতে তুলে দিলো।

"তাদের ধারণ সে হকার থেকে এসেছিলো।"

হকার ১০০০-এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর হলো পি৪-জেড.ই.এম এবং তালিকায় সেটার মালিক দেখানো হয়েছে বারমুদার জেটা কর্পোরেশন।

ডেক্সটার ধন্যবাদ জানালো তার খবরদাতাকে আর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বকেয়া চারহাজার ডলার তুলে দিলো তার হাতে।

দুবাই এয়ারপোর্টে গাড়ি চালিয়ে ফিরে যাওয়ার পথে একটা কথা মনে পড়ে যেতেই সে খুব মজা পেলো। যখন কোনো ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ পরিচিয় বদলে ফেলে, তখন সে পুরোনো দিনের কিছু না কিছু জিনিস ব্যবহার করার লোভ কখনোই সংবরণ করতে পারে না।

যেমন এইমাত্র যেটা ঘটলো। জেড.ই.এম -এর প্রথম তিনটি অক্ষর জিমান, যা বেলগ্রেডের একটা ডিস্ট্রিক্ট, যেখানে জোরান জিলিক জন্মেছিলো এবং বড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছিলো। আর জেড.ই.টি.এ অর্থাৎ জেটা সম্ভবত গৃক এবং স্প্যানিশের জেড অক্ষর।

কিন্তু জিলিক হয়তো আত্মগোপন ক'রে আছে এবং তার বিমানটা যদি হকার থেকে এসেই থাকে সেটা সে কখনোই উল্লেখ করবে না।

হয়তো কোথাও না কোথাও রেকর্ড থাকতে পারে, কিন্তু সেটা ডাটাবেসে সংরক্ষিত হতে পারে যা কখনই নির্দোষ কোনো ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

ডেক্সটার হয়তো একটা কমম্পিউটার জোগাড় করতে পারে, সেই সঙ্গে পরবর্তী লোকটিকেও। কিন্তু একটা সুরক্ষিত ডাটাবেসে সে অন্যের সাহায্য ছাড়া প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু তার মনে আছে, কেউ একজন সে কাজটা ঠিকই করতে পারবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

ব্যাপারটা যখন সঠিক না বেঠিক, পাপ না পূণ্যের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো, এফ.বি.আই'র অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর কলিন ফ্লেমিং কোনো রকম আপোষকামীতা সহ্য করতে পারলেন না। 'কোনো আত্মসমর্পণ নয়' এরকম একটা মনোভাব তার অস্থি-মজ্জার সাথে মিশে আছে। দুশো বছর আগে তার পূর্ব পুরুষেরা স্কটল্যান্ড থেকে এরকম আদর্শ নিয়েই আমেরিকায় এসে আবাস গেঁড়েছিলেন।

শয়তানীকে সহ্য করা সেটাকে প্রশ্রয় দেয়ারই নামান্তর, আর প্রশ্রয় দেয়া মানে সেটাতে শামিল হয়ে পরাজয় মেনে নেয়া। এটা তিনি কখনই করেন না।

তিনি যখন ট্র্যাকারের রিপোর্ট এবং সার্বিয়ানের স্বীকারোক্তিটি পড়ে রিকি কোলেনসোর মৃত্যুর বিস্তারিত সব জানলেন, তখন বদ্ধপরিকর হলেন যে, এর জন্যে যে লোকটি দায়ি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশের মহান আদালতের মুখোমুখি তাকে হতেই হবে, বলাবাহুল্য সে দেশটি তার নিজের দেশ আমেরিকা!

বিভিন্ন এজেন্সির সেই প্রচারিত রিপোর্ট এবং সেক্রেটারি পাওয়েল ও অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাশক্রফটের যৌথ অনুরোধ পড়ার পর ব্যক্তিগতভাবে তিনি ধরে নিলেন, জোরান জিলিক সম্পর্কে তার নিজের ডিপার্টমেন্টের কোনো ধারণাই নেই, আর এ ব্যাপারে তারা কোনো সাহায্যও করতে পারবে না।

এরপর চরম ব্যবস্থা নিতে তিনি সার্বিয়ান গ্যাংস্টারের সম্পূর্ন মুখের একটা বিরাট ছবি বিদেশের আটত্রিশটি দূতাবাসে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

আজ পর্যন্ত খবরের কাগজে তার যেমন ছবি বেরিয়েছে, তার চেয়ে এটা অনেক বেশি স্পষ্ট, অনেক বেশি পরিষ্কার। তবে মিসেস পেট্রোভিচ অ্যাভেঞ্জার ডেক্সটারকে যে ছবিটা দিয়েছেন সেটা অতি সম্প্রতি তোলা। গুণগত বিচারে এ ফটো অত্যন্ত ভালো হওয়ার কারণ হলো, মিলোসেভিচের শাসনকালে তার বদান্যতায় পাঁচ বছর আগে গ্যাংস্টাররা যখন দাপটে তাদের অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলো নিরীহ যুগোশ্লাভিয়াবাসীদের ওপর, তখন সি.আই.এ'র স্টেশন চিফের নির্দেশে বেলগ্রেডের অনেক দূর থেকে ছবি তোলার লেন্স ব্যবহার করা হয়েছিলো।

জিলিক একটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় ক্যামেরার লেন্সের দিকে সরাসরি মুখ থাকায় তার একটা পূর্ণায়ব মুখের ছবি তোলা সম্ভব হয়, আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যামেরাম্যান সেই কোয়ার্টার মাইল দূর থেকে ফটো তোলায় জিলিক টেরই পায় নি, তার অজান্তে তারই ফটো তোলা হয়ে গেলো। বেলগ্রেডের দূতাবাসের ভেতর থেকেই এফ.বি.আই সেই ফটোর একটা কপি পেয়ে যায় তাদের সি.আই.এ সহকর্মীর কাছ থেকে, তাই উভয় এজেন্সির হাতেই সেই ফটো পৌছে যায়।

এ কথা প্রচলিত আছে যে, সি.আই.এ আমেরিকার বাইরে এবং এফ.বি. আই আমেরিকার অভ্যন্তরে তাদের কাজ চালিয়ে যায়। গোয়েন্দাগিরি, সন্ত্রাসবাদ এবং অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যুরো তীব্র ও ব্যাপকভাবে বিদেশের দেশগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। বিশেষ ক'রে সহযোগী দেশগুলোর সঙ্গে, আর সেই সব কাজের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিদেশে তাদের আইন দপ্তর রয়েছে, আইনের দিক থেকে যা যা প্রয়োজন তারা সবই ক'রে থাকে। জিলিকের ফটো বিদেশের বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রচারের মধ্যমে তাদের আশা ছিলো নতুন কোনো তথ্যের সন্ধান দিয়ে এই জটিলতার অবসান ঘটাবে।

তারপর সেটা হাতে হাতেই ফলে গেলো। তাদের আকাঙ্খিত স্বপ্ন আর তাদের সেই স্বপ্নটা সার্থক ক'রে তুললো ইন্সপেক্টর বিন জাইদ। ইন্সপেক্টর মুসা বিন জাইদকে যদি তার সততার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দেবে, সে তার আমির, দুবাইয়ের শেখ মাকতুমের হয়ে কাজ করেছে সম্পূর্ণ অনুগত্যের সঙ্গে, কখনো কোনো ঘুষ নেয় নি এবং সে একজন নিয়মিত করদাতা। তবে এর পরেও যদি সে আমেরিকান দূতাবাসে তার বন্ধুকে কোনো গোপন খবর সরবরাহ ক'রে থাকে, সে শুধু তার দেশের সহযোগী রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগীতা করেছে মাত্র, কোনোভাবেই এ নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

জুলাইয়ে একশো ডিগ্রিরও বেশি তাপাঙ্ক, তাই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত দূতাবাসের লবির শীতল আবহাওয়ায় সে তার বন্ধুর জন্যে প্রতীক্ষারত। বুলেটিন বোর্ডের ওপর তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো। নানান বিজ্ঞপ্তির মাঝে একটা ফটোগ্রাফ এবং তার নিচে ছাপানো একটা প্রশ্ন : 'আপনি কি এই লোকটিকে কখনও কোথাও দেখেছেন?'

তার পেছন থেকে একটা ঝাঁঝালো কণ্ঠ ভেসে এলো, "ভালো কথা, আপনিও কি দেখেছেন?" সেই সঙ্গে তার কাঁধে প্রশ্নকর্তার হাতের স্পর্শ অনুভব করলো সে। সেই লোকটি বিল ব্রানটন তার কনট্যাক্ট, আজকের লাঞ্চের নিমন্ত্রণদাতা এবং লিগ্যাল অ্যাটাচি। তারা পরস্পর বন্ধুসুলভ অভিবাদন বিনিময় করলো।

"ও হ্যা, অবশ্যই," উত্তরে স্পেশ্যালব্রাঞ্চ অফিসার বললো, "সপ্তাহ দুই আগেই দেখেছি।"

ব্রানটনের অমায়িকতার ভাবটা উধাও হয়ে গেলো। সে প্রস্তাব দিলো, "চলুন আমার অফিসে যাওয়া যাক।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর সে তার নিজের দূতাবাসে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার কি মনে আছে কোথায় আর কখন দেখা হয়েছিলো?"

"অবশ্যই। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে। আমি তখন আমার এক অত্মীয়ের বাড়ি রাস আল্-খেইমাহে যাচ্ছিলাম। জায়গাটা ফয়সাল রোড, আপনি চেনেন সেটা? শহরের বাইরে সমুদ্রের সামনে, পুরনো শহর, গালফের মাঝমাঝি একটা জায়গা।"

ব্রানটন মাথা নাড়লো।

"সেই সময় একটা লরি একটা সংকীর্ণ ওয়ার্কসাইটের দিকে পিছু হটছিলো। আমাকে থামতে হলো। আমার বাম দিকে একটা ক্যাফে টেরাস। সেখানে একটা টেবিলের সামনে তিনটি লোককে ব'সে থাকতে দেখি। তাদের মদ্যে একজন এই লোকটি।" ছবিটার দিকে আঙুল তুলে সে এবার দূতাবাসের প্রতিনিধির ডেস্কের দিকে তাকালো।

"আর কোনো প্রশ্ন নেই?"

"না। এই লোকটাই।"

"অন্য দু'জনের সঙ্গে সে ছিলো?"

"হ্যা।"

"আপনি তাদের চিনতে পেরেছেন?"

"কেবল একজনকে নামে চিনি। অন্যজনকে কেবল দেখেছি। যে লোকটিকে আমি চিনতে পেরেছিলাম তার নাম হলো বাউট।"

কিল ব্রানটন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। ভ্লাদিমির বাউট! ওয়েস্টার্ন অথবা ইস্টার্ন ব্লকের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই, এক নামেই সবাই তাকে চেনে। সে একজন কুখ্যাত লোক, যার কুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্বত্র। সে কেজিবি'র একজন প্রাক্তন মেজর, পরবর্তীকালে পৃথিবীর একজন প্রসিদ্ধ ব্ল্যাক-মার্কেট আর্মস ডিলার। প্রথম সারির মৃত্যুর সওদাগর।

একজন রুশ হিসেবে তার জন্ম হলেও সে কিন্তু অর্ধেক তাজিক। এছাড়াও সে নেদারল্যান্ডের শিল্পকলায় দক্ষ। রাশিয়ায় কমিউনিজমের জন্ম মূলত শ্রেণীসংগ্রামকে কেন্দ্র ক'রে, তার ওপর সাদা ও কালোর মধ্যে দ্বন্দ্ব তো ছিলোই। সাদা চামড়ারাই প্রভুত্ব করতো কালো চামড়ার লোকেদের ওপর। আর সেই কালো চামড়ার লোকেদের অধ্যুষিত রাজ্যগুলোর মধ্যে তাজিকিস্থান অন্যতম। যাইহোক ভ্লাদিমির কালো চামড়ার লোক হলেও সাদা চামড়ার লোকদের কাছ থেকে সম্মান ও প্রতিপত্তি দুই পেয়েছে। মস্কোয় সম্মানিত মিলিটারি ইন্সটিটিউটের বিদেশী ভাষা এবং কেজিবি'র প্রথম সারির ট্রেনিং অ্যাকাডেমির

www.BanglaBook.org

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দরুন সে রাশিয়ার সেনাবিভাগে মেজরের পদ লাভ করেছিলো। তারপর ধাপে ধাপে তার পদোন্নতি হয় অনেক উঁচু পদে।

১৯৯১ সালে রাশিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে এবং টুকরো টুকরো হয়ে যায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, তখন সেনাবিভাগের বহু ইউনিট পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং তাদের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যায়। এই সুযোগে বাউট তার নিজস্ব ইউনিটের ষোলোটি ইলিউশিন ৭৬ কিনে নেয় এবং তা দিয়ে সে চার্টার এবং মালবাহী পণ্য ভাড়ার ব্যবসা খুলে বসে।

১৯৯২ সালে সাবেক দক্ষিণ রাশিয়ায় আবার ফিরে আসে সে। ঠিক তখনই আফগান গৃহযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে, তার জন্মস্থান তাজিকিস্থানের সীমানা পেরোলেই আফগানিস্তান। তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একজন এক সময় তার অনুগামী তাজিকিস্তানের জেনারেল দোস্তাম। ওই বর্বর দোস্তামের একটাই চাহিদা, আর তা হলো অস্ত্রশস্ত্র; বাউট তার সমস্ত চাহিদা পূরণ করলো।

১৯৯৩ সালে তাকে বেলজিয়ামের ওসটেন্ডে দেখা যায়, সেখান থেকে বেলজিয়ান প্রাক্তন-কলোনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত কঙ্গো হয়ে আফ্রিকায় চলে যায়। তার অস্ত্র সরবরাহের সীমা অপরিসীম। সাবেক রাশিয়ার প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তখনও তার হাতে ছিলো। তার নতুন মক্কেলদের মধ্যে ছিলো রুয়ান্ডা এবং বুরুন্ডির কসাইরা।

শেষপর্যন্ত বেলজিয়ানরা হতাশ হয়ে গেলে সে তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যায় এবং অ্যাঙ্গোলায় তার অস্ত্র সরবরাহ করতে উদ্যত হয়, সেখানে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিলো, শত্রুদের খতম করার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিলো প্রচুর অস্ত্রের। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার যুগ শুরু হলে সেখানেও তার টিকে থাকাটা দুরূহ হয়ে পড়ে, এর ফলে সেখান থেকেও তাকে দ্রুত পালিয়ে আসতে হয়।

১৯৯৮ সালে তাকে ইউনাইটেড আরব আমরিতে দেখা যায় এবং তাকে শারজায় আপাতত স্থায়ী হতে দেখা গিয়েছিলো।

ওদিকে বিল ব্রানটনের ব্যাপারে তার উদ্ধর্তন অফিসার কলিন ফ্লেমিংয়ের এতো আগ্রহ কেন, সেটা সে জানে না। কিন্তু হুভার বিল্ডিং থেকে এই রিপোর্টের কিছু সূত্র লাভ করা যেতে পারে।

সে জিজ্ঞেস করলো, "আর সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে? আপনি বলেছেন, তাকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন। সে এখন কোথায়, কোনো ধারণা আছে আপনার?"

"অবশ্যই। সে এখানেই আছে। সে আপনার সহকর্মীদের মধ্যেই একজন।"

বিল ব্রানটন যদি ভেবে থাকেন তার আজকের এই চমকই শেষ, তাহলে তিনি ভুল করছেন। তার মনে হলো, তার পেটটা যেনো গুলিয়ে উঠছে। সাবধানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিচের ড্রয়ার থেকে তিনি একটা ফাইল বের করলেন। সেটা দূতাবাসের কর্মীদের পরিচয়ের একটা সংক্ষিপ্ত দলিল। ইন্সপেক্টর বিন জাইদ কালচারাল অ্যাটাচির মুখটা চিহ্নিত করতে গিয়ে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলো না।

"এই লোকটিই," সে বললো, "টেবিলে ব'সে থাকা এ হলো সেই তৃতীয় ব্যক্তি। আপনি তাকে চেনেন?"

ব্রানটন তাকে বেশ ভালোভাবেই চেনে। যদিও সাংস্কৃতিক বিনিময় খুবই কম হয় তারপরেও কালচারাল অ্যাটাচি খুবই ব্যস্ত মানুষ। কারণ নিজের পদের অন্তরালে সে সি.আই.এ'র স্টেশন চিফ।

দুবাই থেকে খবরটা এসে পৌছাতেই কলিন ফ্লেমিং প্রচণ্ড রাগে ফেঁটে পড়লেন। এটা এজন্যে নয় যে, ল্যাংলে'র বাইরে সিক্রেট এজেন্সির সাথে ভ্লাদিমির বাউটের মতো লোকের যোগসাজস আছে। বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করার জন্যে অনেক সময় এরকম লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। আসলে তার রাগের প্রধান কারণ হলো, সি.আই.এ'র অভ্যন্তরে উচ্চপদস্ত অফিসারদের মধ্য কেউ একজন স্টেট সেক্রেটারি কলিন পাওয়েলকে এবং তার নিজের সুপিরিয়র অ্যাটর্নি জেনারেলকে মিথ্যে কথা বলেছে। এক্ষেত্রে অনেক আইন ভঙ্গ করা হয়েছে এবং কে সেই আইন ভঙ্গকারী তাকেও তিনি চিনে ফেলছেন। ল্যাংলে'র সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে জরুরি ভিত্তিতে একটা মিটিং ডাকতে বললেন তিনি।

দু'জন মানুষ এর আগেও দেখা করেছে। তারা দু'জনে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার কন্ডোলিৎজা রাইসের সামনেই ঝগড়া বিবাদ করেছে। এরপর থেকে দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা একটু শীতলই বলা চলে। সাধারণত বিপরীতধর্শী লোককেই বেশি ভালো লাগে, তবে এক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়।

পল ডেভেরু ম্যাসাচুসেটসের অভিজাত এক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বোস্টনে তাদের পরিবার হলো সবচাইতে অভিজাত আর প্রসিদ্ধ।

স্কুল জীবন থেকেই তিনি নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, বোস্টন কলেজ হাই স্কুলে ছিলেন আরো তুখোড়। সুম্মা কাম লদ ডিগ্রিধারী একজন ব্যক্তি সে।

বি.এ'তে তিনি মানবিক বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। দর্শন আর ধর্মতত্ত্ব চিলো তার প্রিয় বিষয়। এসব বিষয় রাতের পর রাত ধরে তিনি পড়ে গেছেন। শুধু পড়াশোনায় ভালো করার জন্যে নয়, জানার আগ্রহ থেকে।

প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন তাকে সি.আই.এ'তে নিয়োগ দেন, যদিও মনিকা লিউনিস্কি আর পলা জোন্সের ব্যাপার নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্টের উপর মহা নাখোশ ছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৯৯৮ সালে গ্রীষ্মে আফ্রিকায় একটা ঘটনা ঘটে গেলো। দু'দুটো আমেরিকান অ্যাম্বাসি বোমা মেরে উড়িয়ে দিলো সন্ত্রাসীরা। তবে এটা কোনো গোপন ব্যাপার ছিলো না যে, স্নায়ু যুদ্ধের সময় শেষ হতে না হতেই নতুন ধরণের সন্ত্রাসবাদের আর্বিভাব হচ্ছিলো। সিআইএ'র অনেক ডিভিশনকে বদলে তখন নতুন একটি ডিভিশন সৃষ্টি করা হলো–কাউন্টার টেরোরিজম সেন্টার।

পল ডেভেরু সি.টি'তে কাজ করেন নি। কারণ তার জানা ভাষার মধ্যে একটা ভাষা হলো আরবি। আর তার কর্মজীবন শুরু হয় তিনটি আরব রাষ্ট্রে। সেই সময় মধ্যপ্রাচ্যে তিনি নাম্বার টু।

দূতাবাসের হঠাৎ এই ধ্বংসযজ্ঞ তাকে ওখান থেকে নিজ দেশের নতুন একটা অফিসে নিয়ে আসে। ছোটোখাটো এই অফিসটার তিনিই প্রধান ব্যক্তি। কেবলমাত্র একটাই কাজ তার এবং একজনের কাছেই তাকে জবাবদিহি করতে হয়, তিনি হলেন স্বয়ং ডিরেক্টর। তার হাতে যে কাজটা আছে তাকে বলে অপারেশন পেরিগ্রিন। নিজের শিকারের উপর বাজ পাখির মতো নিঃশব্দে চক্কর মারতে মারতে মোক্ষম এক সময়ে দ্রুতগতিতে আঘাত হানার কাজ।

পল ডেভেরুর নতুন অফিসের ক্ষমতা এতোটাই বেশি যে তাকে যে কোনো তথ্য সরবরাহ করতে সবাই বাধ্য। সবখানে তার প্রবেশাধিকার আছে। নিজের ডেপুটি হিসেবে তার পছন্দ কেভিন ম্যাকব্রাইড। খুব যে বিচক্ষণ ব্যক্তি তা নয়, তবে তার অভিজ্ঞতা আছে, আছে কাজ করার ইচ্ছে। সে খুব অনুহত এবং বিশ্বস্ত। ম্যাকব্রাইডই ফোনটা ধরে মাউথপিসে হাত রেখে তার দিকে ফিরলো।

"বুরো থেকে অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ফ্লেমিং ফোন করেছেন," সে বললো। "কথা শুনে মনে হচ্ছে মেজাজ খারাপ। আমি কি চলে যাবো?"

ডেভেরু হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে থেকে যেতে বললেন।

"কলিন...পল ডেভেরিরু বলছি। বলো, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?"

কথাটা শুনে তার ভুরু কুঁচকে উঠলো।

"নিশ্চয়ই! একটা সাক্ষাৎকার হলে ভালোই হয়।"

বাড়িটা যথেষ্ট নিরাপদ। এটাকে একটা সেফ হাউজ বলা যেতে পারে। প্রতি দিন এখানে আঁড়িপাতার যন্ত্র আছে কিনা সেজন্যে তল্লাশী করা হয়। কোনো রকম সমস্যা হবে না সেখানে।

ডেভেরিরুর মুখের সামনে বিল ব্রানটনের রিপোর্টটা বাড়িয়ে দিলেন ফ্লেমিং। আরবি ভাষা জানা লোকটির মুখ একেবারে অবিচলিত রইলো।

"তো?" জানতে চাইলেন তিনি।

"দয়া ক'রে বলবেন না, দুবাই'র ইন্সপেক্টরের পাঠানো এই খবরটা ভুল," ফ্লেমিং বলে উঠলেন। "জিলিক যুগোশ্লাভিয়ায় সবচেয়ে বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী। সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন পালিয়েছে। বর্তমানে গালফ আর আফ্রিকায় তাকে অস্ত্রের ব্যবসা করতে দেখা গেছে। এটা খুবই যুক্তিযুক্ত।"

ডেভেরু বললো, "আপনার এই যুক্তি মিথ্যে প্রমাণ করাটা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারবো না।"

"আর আরাবিয়ান গালফ কভারিং করে তোমার এরকম একজন লোককে সেই কনফারেন্সে দেখা গেছে।"

"এজেন্সির লোকজন গালফ অঞ্চলটি কভার করে," ডেভেরু বললেন, "আমাকে কেন বলা হচ্ছে?"

"কারণ মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের কাজকর্ম মূলত তুমিই চালিয়ে থাকো। যদিও তুমি হলে ওখানকার দুই নাম্বার ব্যক্তি। ঐ সময়ে গালফে সব কোম্পানির কর্মীরাই তোমার কাছে রিপোর্ট করতো। কারণ আরও আছে, যদিও তুমি এক ধরনের বিশেষ প্রোজেক্টে ব্যস্ত আছো, কিন্তু তার কোনো অগ্রগতি কিংবা পরিবর্তন হয় নি। অমার সন্দেহ, দু'সপ্তাহ আগে জিলিকের প্রথম আগমন ঘটেছিলো এখানেই, তখন তার সন্ধান দেওয়ার জন্য ঘন ঘন অনুরোধ করা হচ্ছিলো, আমার ধারণা জিলিক তখন ঠিক কোথায় ছিলো তুমি অবশ্যই জানতে, অন্তত সে যে গালফেই ছিলো তা তোমার জানা থাকা সত্ত্বেও তুমি কিছুই বলো নি।"

"তাতে কি হয়েছে? এমন কি তোমার কাজের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না, যতোক্ষণ না সেটা প্রামাণিত হচ্ছে।"

"বন্ধু, তুমি যা মনে করছো তার চেয়েও এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ন। যেভাবেই দেখা হোক না কেন, তুমি আর তোমার এজেন্টরা আপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছো। এসবই আইন বিরুদ্ধ কাজ, সমস্ত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর শামিল।"

"তার মানে মূর্খের মতো তৈরি করা কিছু আইন ভাঙা হয়েছে। আমাদের কাজ আপনাদের মতো অতো নিখুঁত নয়। এমন কি বড় কিছু প্রাপ্তির জন্যে ছোটোখাটো শয়তানের সঙ্গে হাত মেলানোটা ব্যুরোর পক্ষে এমন কোনো অলঙ্ঘনীয় ব্যাপার নয়।"

"আমাকে জ্ঞান দিও না," কলিন ফ্লেমিং খিঁচিয়ে উঠলেন।

"আমি কখনো তা চেষ্টাও করবো না," টেনে টেনে কথাটা বললো বোস্টোনিয়ান লোকটি। "ঠিক আছে, আপনি এ সবে খুশি হন নি। তো এ ব্যাপারে আপনি এখন কি করতে চাচ্ছেন?"

এখন নম্রভাব দেখানো কোনো প্রয়োজন আর নেই। গ্লাভস হাত থেকে খুলে গেছে আর সেটা এখন পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার মনে হয় না এটা আর চলতে দেয়া যায়," উত্তরে ফ্লেমিং বললেন, "এই জিলিক লোকটা অত্যন্ত নোংরা। জর্জটাউনের সেই ছেলেটির সঙ্গে কি অমানুষিক ব্যবহারই না সে করেছে, তার খবর তুমি নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে। একটা জবানবন্দী থেকে জানা যায়, সে যখন গ্যাংস্টার ছিলো তখন এক দোকানি তাকে তার পাওনা শোধ করার জন্যে বললে সে তাকে ইলেক্ট্রক শক দিয়ে রেখেছিলো যতোক্ষণ না লোকটার মগজ গলে মারা যায়। লোকটা আস্ত একটা উন্মাদ। তুমি তাকে ব্যবহার করছো কোন্ বালের সুবিধা নেয়ার জন্যে?"

"যদি আমি সেরকম কিছু করেও থাকি, সেটা খুবই গোপনীয় ব্যাপর। এমন কি সেটা ব্যুরোর অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টরের কাছ থেকেও গোপন করার মতো একটি ব্যাপার।"

"ওই জানোয়ারটার সাথে আর কোনো সম্পর্ক রেখো না। এখন বলো, কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে?"

"যদি আমি জেনেও থাকি, আমি তা স্বীকার করবো না। না, কক্ষনো না।"

কলিন রাগে উত্তেজনায় থর থর ক'রে কেঁপে উঠলেন।

"তুমি কি ক'রে এতোটা আস্পর্ধা দেখাচ্ছো?" চিৎকার ক'রে উঠলেন তিনি। "১৯৪৫ সালে ফিরে যাও, দেখবে অধিকৃত জার্মানিতে নাজিরা কমিউজিমের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও সি.আই.এ তাদেরকে সমর্থন করারই কথা, কিন্তু আমরা কখনো তা করি নি। আমরা সেই সব জঘন্য লোকদের ধারে কাছেও যাই নি। তখনও সেটা ভুল ছিলো, এখনও সেটা ভুলই আছে।"

ডেভেরু দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এটা খুবই ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে এবং অর্থহীনও বটে।

"আমাকে ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা না দিলেও হবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, এ ব্যাপারে আপনি কি করতে যাচ্ছেন?"

"তোমার ডিরেক্টরের কাছ থেকে যা জেনেছি তাই করতে যাচ্ছি আমি," ফ্লেমিং বললেন।

এবার পল ডেভেরু উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বেশ বুঝে গেছেন, এখন তার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে।

"আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই। গত ডিসেম্বরে আমি ছিলাম টোস্ট, কিন্তু আজ আমি একেবারেই অদাহ্য। যতোই আগুনে পোড়াতে চান না কেন আমি আর পুড়বো না। সময় বদলে গেছে।"

এ কথায় সে বোঝাতে চাইলো যে, ২০০০ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিল ক্লিন্টন।

ফ্লোরিডায় ভোট গণনার বুথে জটিলতা এবং বিশৃঙ্খলা অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর ২০০১ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেন জর্জ বুশ,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যার অতি-উৎসাহী হাসি-খুশিতে ভরা সহযোগী আর কেউ নন, তিনি হলেন সি.আই.এ'র ডিরেক্টর জর্জ টেনেট।

ওদিকে ক্লিন্টনের আমলে সব নিয়ম-কানুন এখন বাতিলের পর্যায়ে পড়ে গেছে। তাই সি.আই.এ'কে এখন এ নিয়ে নতুন ক'রে চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে।

"এটা এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না," ফ্লেমিং পেছন থেকে বললেন। "তার সন্ধান পাওয়া যাবে, তাকে আমেরিকায়ও ফিরিয়ে আনা হবে, এটা আমাকে করতেই হবে।"

ডেভেরু গাড়িতে ক'রে ল্যাংলে'তে ফিরে যাবার সময় ফ্লেমিংয়ের মন্তব্যটা নিয়ে ভাবলেন। তিরিশ বছর ধরে সি.আই.এ'র সঙ্গে তিনি যুক্ত। নিজের কাজে কোনোরকম উন্নতির ছাপ ফেলতে না পারলে তিনি এখন পর্যন্ত এখানে টিকে থাকতে পারতেন না। তিনি কেবল একজন শত্রু সৃষ্টি করেছেন, সম্ভবত খুবই খারাপ একজন শত্রু।

'তার সন্ধান পাওয়া যাবে।' কিন্তু কার সাহায্যে? কিভাবে? আর হুভার বিল্ডিংয়ের নীতিবাগিশটি কি ক'রে বললো 'এটা আমাকে করতেই হবে'? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আরেকটু বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে। বাজ পাখির দৃষ্টি নিয়ে কলিন ফ্লেমিংয়ের ওপর নজর রাখতে হবে...যে ভাবেই হোক না কেন, সেটা করতে হবে অনেকটা পেরিগ্রিন বাজপাখির মতোই। কথাটা শুনে তার হাসি পেলো, তবে সেটা খুব বেশি সময়ের জন্যে নয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

বাড়িটা দেখে ক্যালভিন ডেক্সটার মানুষের জীবনে নিয়তির অদ্ভুত পরিহাসের কথা না ভেবে থাকতে পারলো না। সেনাবাহিনীর একজন জি-আই থেকে আইনজ্ঞ বনে যাওয়া একজনের ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে এরকম একটা সুন্দর বাড়ি থাকার কথা, অথচ এই বাড়িটার মালিক বেডফোর্ডশায়ারের স্টুইভেসান্টের রোগাটে হাড্ডিসার এক লোক। মাত্র তেরো বছরে ওয়াশিংটন লি যে বেশ ভালোই উন্নতি করেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে।

জুলাইয়ের শেষে রোববার সকালে লি যখন দরজা খুলে দিলো, ডেক্সটার লক্ষ্য করলো তার সামনের নোংরা দাঁতগুলো বেশ ঝকঝকে আর তার নাকটা যেনো আগের চেয়ে একটু বেশি সরু। তার আফ্রিকান ঘন কোঁকড়া চুল প্রায় স্ট্রেইট হয়ে গেছে। বত্রিশ বছর বয়সের একজন ব্যবসায়ী, স্ত্রী এবং দুটো শিশুসন্তানের পক্ষে বাড়িটা চমৎকার। একজন সফল কমপিউটর কন্সালটেন্ট সে।

এসবই এক সময়ে ডেক্সটারের ছিলো, যা সে হারিয়েছে। ওদিকে ওয়াশিংটন লি যা কখনো আশা করে নি তাই পেয়ে গেছে। তার খোঁজ পেয়ে ডেক্সটার ফোনে তাকে জানিয়েছিলো সে তার সাথে দেখা করতে আসছে।

"আসুন, কাউন্সেলর," সাবেক হ্যাকার লি বললো।

তারা লনে গিয়ে ক্যানভাস চেয়ারে ব'সে সোডা পান করলো। লি'কে একটা ব্রোশিওর তুলে দিলো ডেক্সটার। সেটার কভারে নীল সমুদ্রের ওপরে একটি উড়ন্ত টুইনজেট এক্সিকিউটিভ বিমানের ছবি।

"অবশ্যই ওটা পাবলিক ডোমেইন। ওই রকম একটা মডেলের খোঁজ আমি চাই। নির্দিষ্ট একটা উদাহরণ। সেই সঙ্গে জানতে চাই কে প্রথমে সেটা কিনেছিলো, কখন কিনেছিলো, এখন কে সেটার মালিক আর সেই লোকটি থাকেই বা কোথায়।"

"আর আপনি মনে করছেন, তারা আপনাকে এসব খবর জানাতে চাইবে না?"

"যদি তার মালিক প্রকাশ্যে বসবাস ক'রে থাকে তার সাক্ষাৎকারের নামে এবং পরিচয়ে তাহলে আমার ধারণা ভুল হবে। আর আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে সে ছদ্মনামে লোচক্ষুর আড়ালে কোথাও বসবাস করছে। তার নিরাপত্তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রহরীর একটা দলও আছে। এছাড়াও কম্পিউটারাইজড্ আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেমের সুরক্ষিত ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে।"

"এই সিস্টেমটাকে আপনি ওলট পালট ক'রে দিতে চাইছেন।"

"হ্যা।"

"গত তেরো বছরে সব কিছু খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে," লি বললো, "আর টেকনিক্যাল দিক থেকে আমিই হলাম তাদের একজন যারা এসব কিছু কঠিন ক'রে তুলেছে। আইন প্রণেতারা আইনি দৃষ্টিভঙ্গির দিকে থেকে ঠিক এরকমই কাজ ক'রে থাকে। আপনি সেটা ভাঙতে চাচ্ছেন। এটা একেবারেই বে-আইনি একটি কাজ।"

"আমি জানি।"

ওয়াশিংটন লি নিজের চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো। তার বাচ্চা মেয়ে দুটি লনের একেবারে শেষপ্রান্তে খেলছে। তার স্ত্রী কোরা রান্নাঘরে দুপুরের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত।

"তেরো বছর আগে জেলের অন্ধকারে পচে মরার কথা ছিলো আমার," সে বললো। "তার বদলে আমি একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। চার বছর ব্যাঙ্কের চাকরি, আর নয় বছর নিজেই নিজের বস্ হিসেবে কাজ করেছি। আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্ভাবন এবং অন্য আরও অনেক ধরণের কাজ করেছি সেই সঙ্গে। এখন সময় এসেছে ঋণ শোধ করার। বুঝতে পারলেন তো, কাউন্সিলর। এখন আপনি কি চান, বলেন?"

প্রথমে তারা বিমানটির দিকে তাকালো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হকারের নাম শোনো যায় বৃটিশ অ্যাভিয়েশনে। সেটা ছিলো একটা হকার হ্যারিকেন, আর সেই বিমানের ক'রে ১৯৪০ সালে উড়ে যান স্টিফেন এডমন্ড। শেষ ফ্রন্টলাইন ফাইটার ছিলো আল্ট্রাভার্সাটাইল হ্যারিয়ার। সত্তর দশকে ছোটো ছোটো কোম্পানিগুলো গবেষণা এবং উন্নতিসাধনের খরচ আর বহন করতে পারলো না। কেবলমাত্র বড় বড় আমেরিকান কোম্পানিগুলো গবেষণার কাজ চালাতে পারতো, তবুও তারা বৃটিশ কোম্পানির সঙ্গে মিশে গেলো। আর সেই সাথে হকারের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে শুরু করলো সিভিল এয়ারক্রাফটের বিমান হিসেবে।

নব্বই দশকে ইংল্যান্ডের সমস্ত বিমান কোম্পানিগুলো একই ছাদের তলায় সংগঠিত হয়ে বৃটিশ এরোস্পেস নাম ধারণ করে। বোর্ড যখন ব্যবসা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন হকার ডিভিশনটা কিনে নেয় ক্যানসাসের উইচিতা'র রেথিওন কর্পোরেশন। লন্ডনে তারা ছোট্ট একটা সেল্স অফিস রাখে আর চেস্টারে রাখে সার্ভিসিংয়ের সুযোগ।

ডেক্সটার খোঁজ নিয়ে জেনেছে, হকার ১০০০ মডেলের উৎপাদন ১৯৯৬ সালে বন্ধ হয়ে যায়। তাই জোরান জিলিক যদি এই মডেলের একটা

www.BanglaBook.org

এয়ারক্রাফটের মালিক হয়ে থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই সেকন্ডহ্যান্ড। তাছাড়া এই মডেলের এয়ারক্রাফট সর্বমোট বাহান্নটি উৎপাদিত হয় যার মধ্যে ত্রিশটি রয়েছে আমেরিকান চার্টার ফ্লিটে।

টিকে যাওয়া বাইশটির মধ্যে সে একটির খোঁজ করছে, যেটা গত দু'বছরে দুই কিংবা তিনবার হাতবদল হয়েছে, এই হস্তান্তরের সময় সার্ভিসিংয়েরে জন্য সেই এয়ারক্রাফটকে নিয়মমাফিক রেথিওন-এর হকার ডিভিশনে পাঠাতে হয়েছে। হয়তো তারা কেনা-বেচার কাজটিও ক'রে থাকবে।

"আর কিছু জানতে চান?" লি জিজ্ঞেস করলো।

"রেজিস্ট্রেশনের প্রসঙ্গে আসা যাক। পি৪-জি.ই.এম। এটা প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সিভিল অ্যাভিয়েশনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর নয়। এই নম্বরটা ছোট্ট দ্বীপ আরুবার।"

"এ নাম আমি কখনো শুনি নি," লি বললো।

"প্রাক্তন ডাচ শাসনের অধীনে ছিলো সেখানকার ছোটো ছোটো দ্বীপগুলো। ১৯৮৬ সালে ডাচের অধীন থেকে বেরিয়ে আসে আরুবা। তারা একাই এগিয়ে চলে। গোপন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন প্রভৃতির কাজ তারা চালিয়ে যেতে থাকে। আন্তর্জাতিক ফ্রড রেগুলেশন অ্যাক্ট-এর জন্যে এটা একটা গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে। কিন্তু যে দেশের আয়ের তেমন কোনো উৎস নেই সেখানে এটা খুব সস্তায় আয় করার একটা পথ বলা যায়। এছাড়া দেশটার আয় পুরোপুরি পর্যটনের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও গোপন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, জাল স্ট্যাম্প এবং ভূয়া নাম্বার প্লেট বদলানো, এসব থেকেও যথেষ্ট আয় হয়। আমার ধারণা, আমার টার্গেট এখান থেকেই পুরনো রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা নতুন এক নাম্বারে রূপান্তরিত ক'রে নিয়েছে।

"তার মানে রেথিওনের খাতায় পি৪-জি.ই.এম -এর কোনো রেকর্ড নেই?"

"অবশ্যই নেই। তাছাড়া, তারা তাদের মক্কেলের কোনো খবরই অন্য কারোর কাছে ফাঁস করে না; কোনোভাবেই না!"

লি বিড়বিড় ক'রে বললো, "ঠিক আছে, দেখি, কি করা যায়।"

এই তেরো বছরে কম্পিউটার জিনিয়াস অনেক কিছুই শিখেছে। শুধু তাই নয়, তার এই শিক্ষার ফসল ফলেছে বিভিন্ন জিনিসের উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। আমেরিকার বেশির ভাগ সত্যিকারের কম্পিউটার চলে যায় সিলিকন উপত্যকায়, আর তাদের কাছে সেই সব জিনিস যেনো এক একটা বিস্ময় এবং রোমাঞ্চকর। তাই সেখানে তার পরিচিতি খুবই ভালো।

একটা ব্যাপার সে হাজার বার নিজেকে বলেছে : আবার যেনো ধরা না পড়ে সে। তেরো বছর বয়সে সে যখন প্রথম বে-আইনি কাজ শুরু করে, তখন সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বদ্ধপরিকর ছিলো এই ভেবে যে, তার উদ্ভাবিত সাইবার-ক্রু'র খোঁজ কেউ কখনো করতে পারবে না।

"তা আপনার বাজেটের পরিমাণ কতো, জানতে পারি?"

"যথেষ্ট। কিন্তু কেন?"

"আমি একটা ওয়াইনব্যাগো মোটোরহোম ভাড়া নিতে চাই। আমার দরকার পূর্ণাঙ্গ ডামেস্টিক সার্কিট পাওয়ার। আমাকে ট্রানজিট করতে হবে, ক্লোজ ডাউন করে উধাও হয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমার নিজস্ব একটা ভালো মানের কম্পিউটার চাই। তারপর যখন কাজটা হয়ে যাবে তখন সেটা একটা বড় নদীতে ফেলে দেবো।"

"কোনো সমস্যা নেই। কোন্ পথে তুমি আক্রমণ করতে চাচ্ছো?"

"সমস্ত দিক থেকেই। আরুবা সরকারের রেজিস্টার। সেই রেজিস্টার থেকে জানতে পারা যাবে রেথিওন শেষ যখন দেখেছিলো তখন হকারের কি নাম ছিলো। দ্বিতীয়ত, বারমুডা কোম্পানির রেজিস্টারে জেটা কর্পোরেশনের বিস্তারিত খবর জানতে চাই। যেমন হেড অফিস, সব ধরণের যোগযোগের ঠিকানা, ডলার হস্তান্তর, ইত্যাদি অনেক কিছুই। তৃতীয়ত, সেই সব ফ্লাইটগুলো কোথায় নামার পরিকল্পনা করেছিলো। নিশ্চয়ই আমিরাতে। সেটার কি নাম যেনো বলেছিলেন...?"

"রাস আল্-খেইমাহ।"

"হ্যা, ঠিক তাই, রাস আল্ যাইহোক না কেন। সেটা নিশ্চয়ই কোনো এক জায়গা থেকে পৌছেছিলো সেখানে।"

"কায়রো। সেটা কায়রো থেকে এসেছিলো।"

"তাহলে সেই ফ্লাইটের গন্তব্যস্থলের পরিকল্পনা কায়রো এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসের রেকর্ড বুকে লেখা আছে। কম্পিউটারাইজড। আমাকে একটু ঘুরে আসতে হবে তাহলে। ভালো খবর হলো, তাদের কাছে কম্পিউটারের সুরক্ষার জন্য খুব বেশি ফায়ারওয়াল আছে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।"

ডেক্সটার জিজ্ঞেস করলো, "তোমাকে সত্যি সত্যিই কি কায়রোয় যেতে হবে?"

ওয়াশিংটন লি এমনভাবে তাকালো, যেনো সে পাগল হয়ে গেছে।

"কায়রো যাবো? আরে, আমি কেন কায়রো যাবো?"

"এই যে একটু আগে তুমি বললে তোমাকে ঘুরে আসতে হবে?"

"আমি বোঝাতে চেয়েছি সাইবার স্পেসে যাবার কথা। ভারমন্টের পিকনিক সাইট থেকে আমি কায়রো ডাটাবেসে যেতে পারবো। দেখুন কাউন্সিলর, আপনি কেন বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করছেন না? এটা আপনা দুনিয়া নয়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়াশিংটন লি তার মোটোরহোম ভাড়া নিয়ে তার প্রয়োজনীয় কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার কিনে ফেললো। এ ব্যাপারে সে আগে থেকেই মনস্থির ক'রে রেখেছিলো। এ সবই নগদে কিনলো, কেবল মোটারহোমটা ছাড়া, যার জন্য ড্রাইভারের লাইসেন্স দরকার পড়ে। কিন্তু মোটারহোম ভাড়া নিলেই যে ধরে নিতে হবে হ্যাকার কাজ শুরু করে দিয়েছে, তা নয়। তাই সে জরুরি অবস্থায় সেটা কাজে লাগাবার জন্য পেট্রোল-চালিত একটা পাওয়ার জেনেরেটরও কিনলো।

প্রথমে খুব সহজেই আরুবা টেইলফিন রেজিস্ট্রেশনের ব্যাঙ্কটা ভাঙতে হবে, মিয়ামিতে তাদের একটা অফিস আছে। সেখানে উইকএ্যান্ডে গেলে সোমবার সকালে সেখানকার গোপন টিভিতে তার চেহারা ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই সে কাজের দিনেই হানা দিলো যখন ডাটাবেসে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হয়। অতো ভীড়ের মধ্যে সে মিশে যাবে।

হকার ১০০০ পি৪-জি.ই.এম এক সময় ভি.পি-বি.জি.জি ছিলো, এর মানে হলো, সেটি বৃটিশ রেজিস্ট্রেশন জোনে রেজেস্ট্রিকৃত ছিলো।

ওয়াশিংটন লি তার নিজের ডিজাইন করা এমন একটা সিস্টেম ব্যবহার করছে, যেখানেই সে যাক না কেন, তাকে কেউ দেখতে পাবে না, একেবারে অদৃশ্য একজন মানুষ হয়ে যাবে সে। তার উদ্ভাবিত এই সিস্টেমের নাম পি.জি.পি, অর্থাৎ 'প্রেটি গুড প্রাইভেসি।'

কিন্তু কোথাও জোরান জিলিকের কিংবা কোনো সার্বিয়ানের নাম উল্লেখ নেই।

নিউ ইয়র্কে ফিরে এসে ওয়াশিংটন লি'র পরামর্শের কথা ভাবতে বসলো ক্যালভি ডেক্সটার। তার ধারণা, হকারের ঘাঁটি ক্যারিবিয়ানের চারপাশে কোথাও হবে। সেই মতো সে দক্ষিণ ক্যারিবিয়ানের কারাকাস, ভেনিজুয়েলায় যোগাযোগ করলো। সেকানকার ফ্লাইট ইনফরমেশন রেজিস্টার থেকে জানা গেলো, হকার ১০০০ পি৪-জি.ই.এম-এর ঘাঁটি ছিলো সেখানেই। ডেক্সটারের মনে হলো বিদেশের খবরের উৎসের পেছনে অযথা সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বরং স্থানীয় ফ্লাইট ইনফরমেশন রেজিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভালো হয়। তার এক চার্টার পাইলট বন্ধু, যাকে এক সময় সে বিক্ষুব্ধ যাত্রির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলো, তার সঙ্গে দেখা করলো সে।

"এফ.আই.আর-গুলো খুঁজে দেখতে পারো," সে বললো তাকে। "ফ্লাইট ইনফর্মেশন রেজিস্টার্স। তারা জানে কারা তাদের এরিয়ায় ঘাঁটি গাঁড়ে।"

দক্ষিণ ক্যারিবিয়ানের এফ.আই.আর অবস্থি কারাকাস আর ভেনেজুয়েলাতে। তারা তাকে জানালো হকার ১০০০ পি৪-জি.ই.এম তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানেই ঘাঁটি গাঁড়ে। কিছুক্ষণের জন্যে ডেক্সটারের মনে হলো সে খামোখাই সময় নষ্ট করেছে। স্থানীয় এফ.আই.আর-এ গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই হোতো। তারাই সব বলে দিতো।

"মনে রেখো বন্ধু, সেখানে ওটা থাকবে এমন কোনো কথা নেই," তার চার্টার পাইলট বন্ধুটি তাকে বললো। "ওটা খালি সেখানে রেজেস্ট্রি করেছে।"

"আমি বুঝতে পারলাম না।"

"ব্যাপারটা খুব সহজ," তার বন্ধু বললো। "একটা ইয়ট উইন্ডমিংটনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে কিন্তু সেটা হয়তো সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলো বাহামায়। এই হকারটা যে হ্যাঙ্গারে থাকে সেটা কারাকাস থেকে শত শত মাইল দূরেও থাকতে পারে।"

তাই ওয়াশিংটন লি ঠিক করলো শেষ বারের মতো ডেক্সটারকে খবরটা দিয়ে তার কর্তব্যের ইতি টানবে। সেই মতো দু'দিন একটানা গাড়ি চালিয়ে ক্যাননাস সিটির উইচিতায় এসে হাজির হলো সে। প্রস্তুত হবার পর সে ডেক্সটারকে ফোন করলো।

হকার ১০০০ টেইলফিন বিমানের নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সেলসের দায়িত্বে থাকা ভাইস-প্রেসিডেন্ট তার হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ে ব'সে নিউইয়র্ক থেকে আসা একটা ফোন পেলেন।

"বারমুডার জেটা কর্পোরেশনের পক্ষে থেকে ফোন করছি," ফোনের অপর প্রান্ত থেকে একটা অপরিচিতি কণ্ঠ বললো, "আপনার মনে আছে, মাস কয়েক আগে আপনারা আমাদের একটি হকার ১০০০ টেইলফিন নম্বর ভি.পি-বি.জি.জি বিক্রি করেছিলেন, সেটার মালিক ছিলেন একজন বৃটিশ, আমি সেই বিমানের নতুন পাইলট।"

"হ্যা স্যার, অবশ্যই মনে আছে। তা আমি কার সঙ্গে কথা বলছি জানতে পারি?"

"দেখুন, এই বিমানের বর্তমান মালিক মিঃ জিলিক ভেতরের কেবিনের ব্যাপারে খুব একটা খুশি নন, আর সেই কারণে এর পরিবর্তন চাচ্ছেন তিনি। তার মনের মতো ক'রে নতুন কেবিন তৈরি করার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন আপনারা?"

"নিশ্চয়ই। এখানে আমাদের কারখানায় পছন্দ মতো কেবিন তৈরি করে দেওয়ার সব রকম সুবিধা আছে, মিঃ..."

"আর সেই সঙ্গে সেটার ইঞ্জিন ওভারহলেরও প্রয়োজন হতে পারে।"

সেলস্ এক্সিকিউটিভ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এই বিক্রির ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবেই মনে করতে পারছেন তিনি। বিমানের সব যন্ত্রপাতি বিক্রির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে সার্ভিস করা হয়েছিলো যাতে ক'রে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রধান প্রধান মেশিনারিজগুলো ভালো ভাবে চালু থাকতে পারে, অবশ্য যদি না সেটার মালিক প্রায় সর্বক্ষণ ধরে আকাশ পথে ওড়ায়। তা না হলে বছর খানেকের আগে ইঞ্জিন ওভারহলের কোনো প্রয়োজনই নেই। তাই তার কেমন যেনো একটু সন্দেহ হলো, এবং সেই সন্দেহ নিরসন করতে শেষপর্যন্ত তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি কার সঙ্গে কথা বলছি, জানতে পারি কি? আমার মনে হয় না ইঞ্জিনের আবার ওভারহলের দরকার হবে," তিনি বললেন।

ফোনের অপর প্রান্তের লোকটি যেনো এবার তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললো। কেমন জানি তোতলাতে শুরু করলেও সে।

"তা-তা-তাই নাকি? ও-ওহো, আমি জানতাম না। এর জন্যে দুঃখিত। নিশ্চয়ই আমি ভুল বিমানের কথা বলছি।"

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে ফোনটা কেঁটে দেওয়ার আওয়াজ ভেসে এলে ভাইস-প্রেসিডেন্টের কেন জানি সন্দেহ হলো। যতোদূর তার মনে পড়ে, বিগিন হিল কেন্টের অ্যাভটেক কোম্পানি যখন এই বিমানটা বিক্রি করার প্রস্তাব করে তখন সেটার বৃটিশ মালিকের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের উল্লেখ তিনি করেন নি। কথাটা মনে হতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটিকে নির্দেশ দিলেন, ফোনটা কোত্থেকে এসেছিলো খুঁজে বের করার জন্যে, সেই সঙ্গে কে ফোন করেছিলো তার নামটাও জানাতে হবে তাকে।

অবশ্যই তিনি তখন অনেক দেরি ক'রে ফেলেছেন, কারণ যে সিম থেকে ফোনটা করা হয়েছিলো সেটা তখন ইস্ট রিভারের দকিে এগিয়ে যাচ্ছে। যাইহোক, ইতিমধ্যে তার মনে পড়ে গেলো, জেটা কর্পোরেশনের নবনিযুক্ত পাইলট ক্যানসাস থেকে এসেছে হকার ১০০০ বিমান আকাশে ওড়ানোর জন্য।

যুগোশ্রাভ এয়ারফোর্সের প্রাক্তন কর্নেল সে। আমেরিকার ফ্লাইট স্কুল থেকে হকার বিমান চালানোর ট্রেনিং নিয়েছিলো। সেলস্ রেকর্ড পরীক্ষা ক'রে দেখলেন বিমান চালকের নাম ক্যাপ্টেন সেভেতোমির স্টেপানোভিচ। এবং তার একটা ই-মেলের ঠিকানাও।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা সংক্ষিপ্ত ই-মেইল মেসেজ পাঠিয়ে হকারের ক্যাপ্টেনকে সতর্ক ক'রে দিয়ে জানিয়ে দিলেন সেই ভুতুড়ে ফোনের কথা। ওদিকে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের অদূরে একটা গাছের আড়ালে ওয়াশিংটন লি তার ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইমানেশন মনিটর স্ক্যান করলো, মনে মনে লোকটাকে ধন্যবাদ জানালো এজন্যে যে তিনি এ ধরণের মনিটরে ধরা পড়ে না সেরকম কোনো সিস্টেমের কম্পিউটার ব্যবহার করেন নি বলে। নিজের যন্ত্রটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো ইন্টারসেপ্ট করা মেসেজটা। লেখার বিষয়বস্তু তার কাছে অর্থহীন। সে যা চাইছিলো সেটা হলো, মেসেজটার গন্তব্যস্থল কোথায়।

দু'দিন পরে মোটোরহোম ফিরে এলো নিউ ইয়র্কের চার্টার কোম্পানিতে। গার্ড ডিস্ক আর সফটওয়্যারগুলো ওয়াশিংটনের মিসৌরি নদীতে ঠাঁই হলো। একটা মানচিত্র বিছিয়ে হাতে পেন্সিল নিয়ে একটা জায়গা চিহ্নিত করলো সে।

"এই যে, এখানে," সে বললো, "জায়গাটা সান মার্টিন রিপাবলিক। সান মার্টিন সিটি থেকে পূবে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। আর বিমানর ক্যাপ্টেন একজন যুগাশ্লাভ। কাউন্সিলর, আমার মনে হয়, আপনি আপনার কাঙ্খিত লোকটির সন্ধান পেয়ে গেছেন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলবো, এবার আমাকে ছেড়ে দিন। বাড়িতে আমার স্ত্রী আর দুটো বাচ্চা মেয়ে আছে। এছাড়াও আমার অনেক কাজ জমে রয়েছে।"

অ্যাভেঞ্জার তার গন্তব্যস্থলে যাওয়ার সঠিক পথ পেয়ে গেছে, সেই সঙ্গে পেয়ে গেছে তার গন্তব্যস্থলে যাওয়ার একটা বিস্তারিত মানচিত্রও। টিকটিকির আকারে ছোট্ট একটা জায়গা, সেটা উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগস্থল। দক্ষিণে কলম্বিয়া আর উত্তরে ভেনেজুয়েলা।

ভেনেজুয়েলার পূব দিকে রয়েছে চারটি গায়ানা। প্রথমটি, প্রাক্তন বৃটিশ গায়ানা, এখন বলা হয় কেবল গায়ানা। এরপর প্রাক্তন ডাচ গায়ানা, এখন যার নাম হয়েছে সুরিনাম। একেবারে পূর্ব সীমান্তে রয়েছে ফ্রেঞ্চ গায়ানা, ডেভিল আইল্যান্ড এবং প্যাপিলনের গল্পে যার উল্লেখ আছে। এখন সেটা ইউরোপিয় স্পেস-লঞ্চ কমপ্লেক্স কৌরু'র কারণে পরিচিত। সুরিনাম এবং ফরাসি অধ্যুষিত অঞ্চলের মাঝখানে ডেক্সটার ত্রিকোন-আকারের অরণ্যে ঘেরা একটা জায়াগা দেখতে পেলো, এক সময় সেটা ছিলো স্প্যানিশ গায়ানা, স্বাধীনতার পরে নাম হয় সান মার্টিন।

আরেকটু খোঁজখবর য়িে জানা গেলো এই দেশটি সত্যিকারের বানানা স্টেটের শেষ দেশ, একজন পৈশাচিক স্বৈরশাসক দেশটি শাসক। খুবই দরিদ্র একটি দেশ। এরকম একটি জায়গায় টাকা দিয়ে সুরক্ষা কেনা যাবে খুব সহজে।

আগস্টের শুরুতে পাইপার শেইন টু উপকূলের তীর ধরে প্রায় সাড়ে-বারোশো ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো, সন্দেহ করার মতো সেই উচ্চতা যথেষ্ট নয়। সুরিনাম থেকে ফরাসি গায়ানায় উড়ে যাচ্ছে সেটা, সমতল ভূমি থেকে সেটার উচ্চতা যথেষ্ট কম, যা ভালোভাবে ছবি তোলার জন্যে খুবই উপযুক্ত।

গায়ানার জর্জটাউন এয়ারপোর্ট থেকে পাইপারের ফ্লাইং লিমিট বারোশো মাইল, তার মানে ফরাসি সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসা যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাসপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে বিমানের ক্লায়েন্ট-প্যাসেঞ্জার একজন আমেরিকান নাগরিক, নাম তার আলফ্রেড বারনেস। এখানে তার আসার উদ্দেশ্য হলো, অবসরকালীন রিসোর্টের জন্য সম্ভাব্য একটা জায়গা খুঁজে বের করা। গায়ানিজ পাইলট মনে মনে ভাবলো, তাকে সান মার্টিনে নিয়ে যাবার জন্যে ভাড়া করা হয় নি। কিন্তু কে সেই লোক, যে একটা ভালো দামি চার্টার বিমান বাতিল রেখে এই ছোট্ট পাইপার বিমান ভাড়া করলো, আর তার জন্যে নগদ ডলারও দিলো?

অনুরোধ মতো পাইলট তার পাইপার বিমানটা সমুদ্রতীর থেকে দূরে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেলো যাতে ক'রে তার যাত্রী কো-পাইলটের ডানদিকে ব'সে তার ক্যামেরার জুমলেন্স দিয়ে ভালো দৃশ্যের ছবি তুলতে পারে।

ডেক্সটার মোটোরড্রাইভসহ পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার নাইকন এফ-৫ ব্যবহার করছিলো, যা তাকে সেকেন্ডে পাঁচটি ছবি দেবে এবং মাত্র সাত সেকেন্ডে পুরো রোলটা শেষ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তাকে ফিল্ম বদলানোর জন্য বারবার রোলটা ঘোরাতে হবে না।

ডেক্সটার তার ক্যামেরায় দ্বিতীয় রোল লাগালো। পাইপার বিমানটা এখন একটা পাহাড়ী উপত্যকার পাশ দিয়ে উড়ছে। নিচে উপত্যকা বরাবর ম্যানশনটা প্রথমে নজরে এলো। তরপর কলকারখানা, এয়ারবেস, হ্যাঙ্গার ওপর থেকে সব ছবির মতোই দেখাচ্ছে। বিশাল প্রান্তর থেকে ম্যানশন এবং হ্যাঙ্গারের এলাকাটি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে আলাদা করা। ছোটো ছোটো কুড়েঘরের মতো অসংখ্য ঘরও দেখা যাচ্ছে। শ্রমিকদের গ্রাম।

কয়েকজন লোক মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। ডেক্সটার দেখতে পেলো পোশাকধারী দু'জন লোক দৌড়াচ্ছে। এরপরই ডেক্সটারের বিমানটি ঐ এলাকা ছেড়ে চলে গেলো ফরাসি শাসিত সীমানার দিকে। ফিরে আসার সময় সে পাইলটকে বললো সে যেনো স্থলভাগের উপর দিয়ে যায়, যাতে করে নীচের সব কিছু ভালো মতো দেখতে এবং ছবি তুলতে পারে সে। সিয়েরা পর্বতের চূড়ার ওপর থেকে সে নীচের ম্যানশনটা ভালো ক'রে দেখলো। সেটা চলে গেছে সমুদ্র পর্যন্ত। কিন্তু পাইপারের নীচে একজন গার্ড এর নাম্বারটা টুকে নিলো সে সময়।

দ্বিতীয় ফিল্ম রোলটা ভরে নিয়ে সে এয়ারস্ট্রিপ, বস্তিবাড়ি, হ্যাঙ্গার আর ওয়ার্কশপগুলোর ছবি তুলে নিলো। নীচে একটা ট্রাক্টর দুই ইঞ্জিনের একটা এক্সিকিউটিভ জেট বিমান টেনে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঙ্গারের দিকে। দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার আগে ডেক্সটার এক ঝলক সেটা দেখে নিলো। নাম্বারটা হলো পি৪-জি.ই.এম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

কলিন ফ্লেমিংয়ের সাথে তিক্ত একটা মিটিং করার পর পল ডেভেরুর আত্মবিশ্বাস ছিলো এফ.বি.আই'কে তার প্রজেক্ট পেরিগ্রন নস্যাৎ ক'রে দেবার অনুমতি দেয়া হবে না। কিন্তু লোকটার বুদ্ধি-বিবেচনা, প্রভাব কিংবা আবেগ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিলো না। এখন তার বড় চিন্তা, তার সেই প্রজেক্টটা কার্যকর করতে দেরি করার হুমকি।

প্রজেক্টটা দু'বছর ধরে গোপন থাকার পর কেবলমাত্র সি.আই.এ'র ডিরেক্টর জর্জ টেনেট এবং হোয়াইট হাউজ অ্যান্টি-টেরোরিস্ট বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ক্লার্ককে জানানো হয়।

এই প্রজেক্টের টার্গেটকে বলা হয় ইউ.বিএল। ওয়াশিংটনের সমস্ত ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে লোকটার প্রথম নামের উচ্চরণ করা হয় উসামা হিসেবে। প্রচার মাধ্যমের মতো ওসামা না বলে 'ইউ' অক্ষর ব্যবহার ক'রে তাকে উসামা ডাকা হয়।

২০০১ সালের গ্রীষ্মে আমেরিকার সমস্ত রাজনৈতিক দল আমেরিকার বিরুদ্ধে ইউ.বি.এল'র আসন্ন যুদ্ধাতঙ্কে ভীত হয়ে পড়েছিলো। তবে শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ ভেবেছিলো আমেরিকার বাইরে আমরিকার প্রধান প্রধান স্বার্থের ওর আঘাত হানা হবে। আর কেবলমাত্র শতকরা দশভাগ আমেরিকান মনে করেছিলো আমেরিকার অভ্যন্তরেই তাদের আক্রমণ সফল হতে পারে।

ভয় আর আতঙ্কের এই আচ্ছন্নভাবটা আমেরিকার সমস্ত এজেন্সির ওপরেই প্রভাব ফেলে, তবে সি.আই.এ এবং এফ.বি.আই'এর অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ডিপার্টমেন্টগুলোর উপরেই এর প্রভাব বেশি পড়ে। তাদের তখন একটাই কাজ, ইউ.বি.এল'র মনে কি দুরভিসন্ধি আছে তা আবিষ্কার করা এবং তারপর সেই মতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া।

এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্সিয়াল আদেশ ১২৩৩৩ সত্ত্বেও পল ডেভেরু ইউ.বি.এল'কে প্রতিরোধ করার চেষ্টা না ক'রে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিলেন।

বোস্টন কলেজ থেকে স্কলার হবার পর ডেভেরু তার যৌবনের মাদকতায় ভিয়েতনাম এবং স্নায়ু যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করেছিলেন রাশিয়াই তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রধান শত্রু। তাই তাদেরকে ভালো ক'রে জানবার জন্যে সেই সময়ে রুশ ভাষা শেখাটা অত্যাবশ্যক ব'লে মনে করেছিলেন তিনি। কিন্তু এখন তিনি আরব দুনিয়াকেই তার প্রধান লক্ষ্যস্থল হিসেবে গ্রহণ ক'রে ইসলাম ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু ক'রে দিলেন। তার এই ধরণের মানসিকতার জন্যে সবাই তাকে পাগল আখ্যা দিয়েছে।

অচিরেই নিজেকে কোরানিক স্কলার পর্যায়ে নিজেকে শিক্ষিত ক'রে তুললেন। তার উপলব্ধির সত্যতা প্রমাণিত হলো ১৯৭৯ সালের খৃস্টমাসের দিন; রাশিয়া হানা দিলো আফগানিস্তানে। ল্যাংলে'র সি.আই.এ'র হেডকোয়ার্টারের এজেন্টেরা তখন নড়েচড়ে বসলো, তারা তখন নতুন ক'রে রাশিয়া সম্পর্কে ভাবতে বসলো।

তখন ডেভেরুর নামটা আবারও আলোচিত হতে থাকলো। দেখা গেলো, আরবি ছাড়া পাকিস্তানের উর্দু ভাষাটাও তিনি বেশ ভালো রপ্ত ক'রে ফেলেছেন। এই ভাষায় বেশ ভালোভাবেই কথা বলতে পারেন। পকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং আফগানিস্তানের উপজাতিদের পস্তুন ভাষাতেও তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো।

তার ক্যারিয়ার তখন থেকেই অগ্রগতি লাভ করতে থাকে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সবার সঙ্গে তর্ক ক'রে বলেছিলেন আফগানিস্তানের রাশিয়া কার্যত মার খেয়ে সেখানে থেকে পালাতে বাধ্য হবে। আফগান উপজাতিরা কখনোই বিদেশীদের সেখানে থাকতে দেবে না। তাদের দাসত্ব মেনে নেবে না। সোভিয়েতের নাস্তিক্যবাদ ইসলামের মূল বিশ্বাসকে অপমানিত করে। আমেরিকার সাহায্য পেলে তারা রুশদের আফগানিস্তান থেকে শ্বেতাঙ্গ জেনারেল বোরিস গ্রোমোভের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে।

সংঘর্ষ শেষ হওয়ার আগে সেখানে একটা পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেলো। মুজাহিদিনরা কম ক'রে হলেও পনেরো হাজার রুশ সেনাকে কফিনে ক'রে নিজ দেশে ফেরত পাঠালো। তারা বুঝতে পারলো আফগানিস্তানে তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছে মূলত আফগানিস্তান এবং মিখাইল গরবাচভের দৃশ্যপটে আর্বিভাবের কারণে। তার আমলেই স্নায়ু যুদ্ধের অবসান হয়। পল ডেভেরু একজন বিশ্লেষক থেকে অপারেশনের দায়িত্বে চলে আসেন, মিল্ট বার্ডেনের সাথে মিলে তিনি আফগান 'পাহাড়ি গেরিলা'দেরকে বছরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সাহায্য বিতরণ করেছেন।

ওখানে কাজ করার সময়ই ডেভেরু লক্ষ্য করেছেন, প্রতিদিন মধ্যপ্রাচ্য থেকে আদর্শে উজ্জীবিত তরুণ স্বেচ্ছাসেবকেরা সোভিয়েত বিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজেদের প্রাণ দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিলো। তারা পাস্তুন কিংবা দারি ভাষায় কথা বলতে না পারলেও প্রয়োজন হলে নিজেদের দেশ থেকে অনেক দূরে আফগানদের স্বার্থে এ কাজ করতে রাজি।

ওদিকে ডেভেরু জানতেন, সেখানে কি করছেন তিনি : একটা সুপার-পাওয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু তরুণ সৌদি, মিশরিয় এবং ইয়েমেনিরা কি করছে সেখানে? ওয়াশিংটন তাদেরকে এবং ডেভেরুর রিপোর্ট অস্বীকার করলো, কোনো গুরুত্ব দিলো না। তবে তারা তাকে পছন্দ করতো। সি.আই.এ'র লোকেরা এই বলে আত্মতৃপ্তি করতো যে, তারা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নয় নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

ওখানকার ঐ সব মুজাহিদিনরা শুধু কমিউনিজমকেই নয়, বরং খৃস্টানদেরও ঘৃণা করতো। ঘৃণা করতো পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে, বিশেষ ক'রে আমেরিকাকে। তাদের মধ্যে ছিলো বিরাট ধনী এক সৌদি পরিবারের সদস্য, যে কিনা পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্যে ট্রেনিং-ক্যাম্প, উদ্বাস্তুদের জন্য হোস্টেল, মুজাহিদিনের মধ্যে খাদ্য, কম্বল আর ওষুধ বিতরণ করার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেছিলো। তার নাম হলো হলো উসামা।

সে আহমেদ শাহ্ মাসুদের মতো নিজেকে একজন বিরাট যোদ্ধা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু একজন সাধারণ যোদ্ধা ছাড়া আর কিছু ছিলো না সে। তবে ১৯৮৭ সালে নিজের স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগ পেয়ে গেলো উসামা। মিল্ট বার্ডেন তাকে বিপথগামী যুবক ব'লে মনে করতো, তবে ডেভেরু খুব সতর্ক দৃষ্টিতে তার ওপর নজর রেখেছিলো। এই তরুণটি অন্তহীন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ক'রে যাওয়ার পেছনে তার মধ্যে রাগ আর ঘৃণা সুপ্ত আগুনের মতো এতোটাই বাড়তে থাকলো যে, একদিন তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে রুশদের বদলে অন্য কোনো দেশ।

ডেভেরু সি.আই.এ'র হেডকোয়ার্টার ল্যাংলে'তে ফিরে এলেন। ঠিক করলেন বিয়ে করবেন না, বিয়ে মানেই তো স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে জড়িয়ে পড়া, তাতে তার দেশের কাজ ব্যাহত হবে। তাই তার এই সিদ্ধান্ত। তার প্রয়াত বাবা তার জন্য এতো সহায়-সম্পত্তি রেখে গেছেন যা তার সারা জীবনেও ফুরাবে না। পুরাতন আলেকজান্দ্রায় তার চমৎকার বিলাসবহুল প্রাসাদের বহু-প্রশংসিত ইসলামিক শিল্পকলা এবং পার্সিয়ান কার্পেটের সংগ্রহ রয়েছে।

গ্রোমোভের পতনের পর বোকার মতো আফগানিস্তানকে গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়াটা যে বোকামি হয়েছে, এটা ডেভেরু আমেরিকাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। ওদিকে বার্লিনের প্রাচীর ভেঙে পড়লে দুই জার্মানির একত্রীকরণে রমরমা ভাব উভয় জার্মানির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে

www.BanglaBook.org

রাশিয়ায়। তবে সেটার প্রতিক্রিয়ার ঠিক উল্টোটা হয় রাশিয়ায়। সংযুক্ত রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে, বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। রাশিয়ার টুকরো টুকরো রাজ্যগুলো বিচ্ছিন্ন হতে চাইলো; বিশ্বে কমিউনিজমের দিন এলো ফুরিয়ে। বিশ্বের একমাত্র অবশিষ্ট সুপারপাওয়ারের শেষ এবং চরম হুমকি সূর্য ওঠার আগে কুয়াশার মতোই বাষ্প হয়ে আকাশে উবে গেলো।

১৯৯০ সালের আগস্টে সাদ্দাম হোসেন যখন কুয়েতে আগ্রাসন চালালো তখন ডেভেরু সবেমাত্র ঘরে ফিরে এসে একটু থিতু হয়েছেন। অ্যাসপেনে স্নায়ু যুদ্ধের বিজয়ী প্রেসিডেন্ট বুশ এবং মার্গারেট থ্যাচার একমত হলেন, এমন ঔদ্ধত্য তারা সহ্য করবেন না। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম এফ-১৫ ঈগল বিমান ওমানের থামরাইত বিমান-বন্দরে এসে অবতরণ করলো, পল ডেভেরু ছুটে চললো সৌদি আরবের রিয়াদে আমেরিকান দূতাবাসের দিকে।

আফগান ফেরত তরুণ সৌদি, গেরিলা যুদ্ধবাজদের দল 'দ্য বেস'-এর নেতা উসামা সৌদি আরবের হয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাদশাহ্ ফাদের অনুমতি চাইলো।

সৌদি বাদশাহ্ সম্ভবত এই সামরিক মশকবাহিনী অথবা তরুণ সৌদি উসামার প্রস্তাব এড়িয়ে গেলেন। তার বদলে তিনি সারা বিশ্বের সম্মিলিত সামরিকবাহিনীর পাঁচ লক্ষ সৈন্যকে তার দেশে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। তাদের কাজ হলো কুয়েত থেকে ইরাকি সেনাদের হঠিয়ে দেয়া এবং কুয়েত সীমান্ত বরাবর সৌদির তেলক্ষেত্রগুলো রক্ষা করা। এইসব বিদেশী খৃস্টান সৈনিকেরা পবিত্র ভূমি মক্কা এবং মদিনা রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। তাদের মধ্যে প্রায় চার প্রায় লক্ষ আমেরিকান সৈন্য।

উগ্রপন্থী নেতার কাছে এটা আল্লাহ এবং তার রাসূল মোহাম্মদের জন্যে অপমানজনক একটি ব্যাপার ব'লে মনে হলো, এটা কোনোভাবেই সহ্য করা যায় না। সে তার অনুগত যোদ্ধাদের নিয়ে প্রথমে রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কারণ তারাই এই সব বেদ্বীনদেরকে ডেকে এনেছে। তারচেয়েও বড় কথা হলো ডেভেরুর দেখা হিন্দুকুশ পর্বতের যোদ্ধাদের মধ্যে ক্ষোভ অবশেষে একটা টার্গেট পেয়ে গেলো। আমেরিকার বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী যুদ্ধ ঘোষণা করলো উসামা বিন লাদেন।

পল ডেভেরুকে যদি গালফ যুদ্ধের পর পরই কাউন্টার টেরোরিজমের দ্বিতীয় পদে অধিষ্ঠিত করা হোতো তবে হয়তো ইতিহাস একটু বদলে যেতো। কিন্তু ১৯৯২ সালে কাউন্টার টেরোরিজমকে অতোটা গুরুত্ব দেয়া হয় নি। বিল ক্লিন্টন ক্ষমতায় এলে এটি আরো ঝিমিয়ে পড়ে। এফ.বি.আই এবং সি.আই.এ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজেদের মধ্যে নোংরা খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন। সি.আই.এ'র অলড্রিচ আমেস আট বছর ধরে নিজের দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার দায়ে অভিযুক্ত হয়। পরে জানা যায় এফ.বি.আই'র রবার্ট হ্যানসেনও একই কাজ ক'রে গেছে।

কয়েক যুগ ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে জেতার পর পরই এ দুটি প্রতিষ্ঠানের নের্তৃত্ব দূর্বল হয়ে পড়েছিলো।

এক ডিনার পার্টিতে পল ডেভেরু সিনেটরদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা শুনে মুচকি হেসেছিলেন। তারা বলাবলি করছিলো অন্তত আরব বিশ্ব আমেরিকাকে ভালোবাসে। ডেভেরু বছরের পর বছর ধরে আরবের পথেঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার ভেতরের কণ্ঠস্বর ফিসফিস ক'রে বলে উঠলো : "না, তারা আমাদেরকে ঘৃণা করে।"

১৯৯৩ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি চারজন আরব সন্ত্রাসী একটা ভাড়া করা ভ্যান নিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নীচে পার্কিং এলাকায় ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটায়। নিউইয়র্ক বাসীদের জন্যে সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিলো, বিস্ফোরকটি তেমন শক্তিশালী ছিলো না।

সবাই যেটা লক্ষ্য করলো না সেটা হলো, এই ব্যর্থ বিস্ফোরণটা নতুন একটা যুদ্ধের সূচনা করেছিলো।

ইতিমধ্যে ডেভেরুর পদোন্নতি হলো, তিনি তখন সারা মধ্যপ্রাচ্য ডিভিশনের ডেপুটি চিফ, এবং তার সদর দপ্তর সেই ল্যাংলে'তেই থাকবে। তবে তাকে নিয়মিতভাবে মধ্যপ্রাচ্যে আসতে হবে। এই আসা-যাওয়ার পথে তিনি আরব দুনিয়ায় নিজের চোখে যা দেখেছেন এবং সি.আই.এ স্টেশনের রিপোর্ট থেকে যা জেনেছেন, তাতে তিনি খুবই নিশ্চিত যে, মুসলিম দুনিয়া ফুঁসছে এবং আমেরিকায় ও তার সহযোগী দেশগুলোতে ভয়ঙ্কর একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে যাচ্ছে তারা।

আর তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলছে কে, তা সহজেই আন্দাজ করতে পারলেন তিনি। যতোই তিনি লক্ষ্য করতে থাকলেন, লোক মুখে শুনতে পেলেন, ততোই তার মনে হলো বিপদ-সংকেতের ঘন্টা যেনো বাজছে। যেনো বলছে, সময় থাকতে সতর্ক হও, তা না হলে সত্যি সেই ভয়ঙ্কর বিপদ একদিন আসবে।

"ওরা আমাদেরকে ঘৃণা করে," ডেভেরু নিজেই নিজেকে শোনালেন। "তাদের এখন দরকার একজন বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন সমন্বয় সাধকের।" নিজের গবেষণালব্ধ উপাত্ত হাতড়াতে গিয়ে তিনি দেখলেন, সেই সমন্বয়সাধক লোকটি আর কেউ নয়, কট্টর সৌদি মৌলবাদী ইউ.বি.এল। যার প্রথম নাম উসামা! তার কাছে খবর ছিলো, উসমাকে সৌদি আরব থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার অপরাধ, সে প্রকাশ্যে বাদশাহকে অভিযুক্ত করেছিলো বিধর্মী সেনাবাহিনীকে পবিত্রভূমিতে ঢুকতে অনুমতি দেয়ার জন্যে।

www.BanglaBook.org

তিনি আরও জানতে পারলেন, উসামা সুদানে গিয়ে ঘাঁটি গেঁড়ে বসেছে। আরেকটি খাঁটি ইসলামি রাষ্ট্র, যেখানে কট্টর মৌলবাদীরা ক্ষমতায় আসীন। খারতুমকে অনুরোধ করা সৌদি নেতাকে যেনো আমেরিকার হাতে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু কেউ তাতে আগ্রহ দেখালো না। এরপরই সেখান থেকে সব গুটিয়ে নিয়ে আফগানিস্তানের পাহাড়ী অঞ্চলে ফিরে গেলো উসামা, যেখানে তালেবান নামের মৌলবাদীদের অনুকূলে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটেছিলো।

ডেভেরু লক্ষ্য করলেন সৌদি লোকটি তালিবানদের ব্যক্তিগত উপহার হিসেবে লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে যেতে লাগলো, ক্রমশ সে পরিণত হয়ে উঠলো ওখানকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিতে। সে তার দেহরক্ষী হিসেবে সঙ্গে ক'রে পঞ্চাশজনকে নিয়ে এলো। সেখানে বেশ কয়েকশো বিদেশী মুজাহিদিনকেও খুঁজে পেলো সে। পাকিস্তানের সীমান্ত শহর কোয়েটা এবং পেশোয়ারের বাজারে বাজারে একটা কথা চালু হয়ে গেলো যে, উসামা বিন লাদেন দুটি চরম প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে : এক ডজনেরও বেশি পাহাড়ীগুহা কমপ্লেক্স তৈরি করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে ট্রেনিং ক্যাম্পও তৈরি করা হচ্ছে। সেইসব ক্যাম্পগুলো কিন্তু আফগান সৈনিকদের জন্যে নয়; সেগুলো সন্ত্রাসবাদী স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে। কথাটা পল ডেভেরুর কানেও এলো। তাদের দেশকে ঘৃণাকারী ইসলামপন্থীরা অবশেষে তাদের সমন্বয়সাধক হিসেবে একজন লোককে পেয়ে গেছে।

এ ব্যাপারটা নিয়ে পল ডেভেরু ডিরেক্টর জর্জ টেনেটের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

তিনি অনুরোধ করলেন, "সব তো শুনলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টা-ব্যবস্থা নেবার জন্যে আমাকে কাউন্টার-টেরোরিজমে কাজ করার অনুমতি দিন।"

"সি.টি'তে কোনো পদ খালি নেই এ মুহূর্তে। তাছাড় ওরা তো ভালোই কাজ করছে," ডি.সি.আই বললেন তাকে।

"ছয়জন ম্যানহাটনে এবং উনিশজন দাহ্‌রানে মারা গেছে। এ সবই আল্ কায়দার কাজ। এর পেছনে রয়েছে উসামা বিন লাদেন এবং তার দল।"

"আমরা তা জানি, পল। এ ব্যাপারে আমরা কাজ ক'রে যাচ্ছি। ব্যুরোও কাজ করছে।"

"জর্জ, আল্ কায়দার ব্যাপারে অতোটা ভালো জানে না ব্যুরো। ওরা আরবি ভাষা জানে না। ওরা মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝে না, ওরা গ্যাংস্টারদের ব্যাপারে বেশ ভালো। কিন্তু সুয়েজের পূর্বদিকটা চাঁদের অন্ধকার দিকের মতোই। আমি এক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনা যোগ করতে পারবো।"

"পল, আমি তোমাকে শুধু মধ্যপ্রাচ্যে আরো কিছু সময় দেখতে চাই। জর্ডানের বাদশাহ্ মৃত্যুশয্যায়। আমার জানি না কে তার উত্তরাধিকারী হবে, তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেলে আবদুল্লাহ্, নাকি তার ভাই হাসান? ওদিকে আবার সিরিয়ায় একনায়কতন্ত্রের পতন হতে যাচ্ছে। পরে কে তার স্থলাভিষিক্ত হবে? সাদ্দাম হোসেন ইরাকের নিরীহ মানুষজনের জীবন দূর্বিষহ ক'রে তুলছে। যদি সে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়, তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? এমন কি ইজরাইল-প্যালেস্টাইন সম্পর্কেরও অবনতি ঘটতে যাচ্ছে। পল, এসব কারণেই আমি তোমাকে শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই দেখতে চাই!"

যাইহোক, ১৯৯৮ সালে হঠাৎ দু'টি আকস্মিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার দরুণ ডেভেরুকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে অব্যহতি দেয়া হলো। ৭ই আগস্ট অফ্রিকার নাইরোবি এবং দারুস সালামে আমেরিকান দূতাবাসে ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরন হলো।

নাইরোবিতে ২১৩ জন নিহত এবং ৪৭২২ জন আহত হয়, মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বারোজন আমেরিকান। ওদিকে তানজানিয়ার বিস্ফোরণে অতোটা খারাপ ছিলো না : এগারো জন নিহত হয় এবং বারো জন আগত হয় সেখানে। কোনো আমেরিকান নিহত না হলেও দু'জন খোঁড়া হয়ে যায়।

অচিরেই এই দু'টি বোমা বিস্ফোরণের পেছনে আল কায়দার যে হাত রয়েছে তা সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব হলো। পল ডেভেরু তার মধ্যপ্রাচ্যের দায়িত্ব উদীয়মান এক তরুণ আরব বিশেষজ্ঞের হাতে তুলে দিয়ে কাউন্টার-টেরোরিজমে চলে গেলেন।

ওখানে তাকে অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টরের পদ দেয়া হলো। এটা অনেকটা কনসালটেন্টের মতো। সমস্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ক'রে অভিমত দেয়া। তবে অচিরেই তিনি নিজের যোগ্যতা বলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে উঠলেন, সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণ করলেন যে, ক্লিন্টনের নীতি একেবারেই ভ্রান্ত। প্রায় উন্মাদের পর্যায়ে পড়ে আর কি।

এর সবচাইতে বড় প্রমাণ সুদানের রাজধানী খার্তুমের একটি ঔষুধ কারখানায় টোমাহক মিসাইল হামলা চালানো। তখন মনে করা হয়েছিলো ঐ কারখানায় উসামা বিন লাদেন কেমিক্যাল অস্ত্র নির্মাণের চেষ্টা করছেন। পরে দেখা গেলো সবটাই ভুল।

সত্তুরটিরও বেশি টোমাহক আফগানিস্তানে নিক্ষেপ করা হলো ইউ.বি.এল'কে হত্যা করার জন্যে। এটা পর্বতের মূষিক প্রশ্রবের মতোই প্রমাণিত হলো। কয়েক মিলিয়ন ডলার একেবারে জলে গেলো মুহূর্তে। উসামা তখন অন্য কোথাও। এই ব্যর্থতা আর ডেভেরুর জোর প্রচেষ্টায়ই পেরিগৃন প্রজেক্ট গৃহীত হয়।

প্রজেক্ট পেরিগৃন এতোটাই গোপনীয় ব্যাপার যে, কেবল মাত্র ডিরেক্টর জর্জ টেনেটই কেবল জানতেন ডেভেরু কি করতে যাচ্ছেন। তাকে অবশ্য হোয়াইট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেশের সুরক্ষার জন্য ডেভেরু হত্যা করবে। ফ্লেমিংয়ের ভাবনা ভুল। জিলিককে তার দরকার রয়েছে।

১৯৪৫ সালে তার জন্মের পর কোরিয়ান যুদ্ধ শুরু হয়, শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধও। আমেরিকা তখন কেবল এ বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী মিলিটারি শক্তি আর ধনী দেশই ছিলো না, ছিলো সবচাইতে সম্মানজনক আর ভালোবাসায় সিক্ত একটি দেশ।

পঞ্চাশ বছর পর, প্রথম দুটো জিনিস ঠিকই আছে। আমেরিকা শক্তিশালী এবং ধনী। একমাত্র সুপারপাওয়ার। কিন্তু এই পৃথবীর বিশাল একটা অংশের কাছে এই দেশটি ঘৃণারপাত্র। কালো আফ্রিকা, মুসলিম এবং বাম পন্থীদের কাছে এটা একটা ঘৃণিত দেশ। সমস্যাটা কি? কেন এমন হলো? এটা হয়েছে হোয়াইট হাউজ আর মিডিয়ার কারণে।

ডেভেরু বেশ ভালো করেই জানেন যে, তার দেশ একেবারে নিখুঁত নয়, অনেক খুঁত আছে, অনেক দোষ-ত্রুটি আছে। ইতিমধ্যে অনেক ভুলও করেছে তার দেশ। অনেক বড় বড় ভুল করে ফেলেছে।

১৯৫১ সালে থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আমেরিকার রূপান্তর বহু আমেরিকানই উপলব্ধি করতে পারে না। তাই তাই তারা ভান করে যেনো আদৌ সেরকম কিছু ঘটে নি। তৃতীয় বিশ্বের নম্র আর ভদ্র একটা মুখোশকেই আমেরিকা সত্য বলে ধরে নেয়। এর অন্তর্নিহিত মনোভাব না জেনেই তাকে গ্রহণ করে।

আঙ্কেল স্যাম কি স্বৈতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সুফলের ব্যাপারে উপদেশ দেয় নি? তিনি কি কম ক'রে হলেও ট্রিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয় নি? গত পাঁচ দশক ধরে বছরে একশো বিলিয়ন ডলার তুলে দেয় নি পাশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে? এরপরেও তৃতীয় বিশ্বের এই জেহাদ কেন? 'তোমাকে ঘুণা করি, তোমাকে ঘৃণা করি, তোমাকে ঘৃণা করি' শ্লোগান দেওয়ার কোনো মানে হয়?

ষাট দশকের শেষ দিকে ভিয়েতনাম যখন ক্রমশ ন্যাক্কারজনক হয়ে উঠছিলো এবং সেখানে ভয়ঙ্কর নৃশংস দাঙ্গা বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়ছিলো, তখন লন্ডন ক্লাবে ব'সে এক বৃদ্ধ বৃটিশ স্পাইমাস্টার তাকে সেটা ব্যাখ্যা ক'রে বলেছিলো।

"দেখো বাবা, তুমি যদি দূর্বল হও, তাহলে তোমাকে কেউ ঘৃণা করবে না, তুমি যদি গরীব হও, তোমাকে কেউ ঘৃণা করবে না। কিন্তু তোমাকে ঘৃণা করা হবে ট্রিলিয়ন ডলারের জন্যে।"

তিনি গ্রসভেনর স্কয়ারে দিকে ইশারা করে আরো আরও বলেছিলেন।

"তোমার দেশের প্রতি অন্য দেশের ঘৃণা তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য নয়; আসল কারণ হলো, অন্য দেশকে ধ্বংস ক'রে এক দেশের বিরুদ্ধে অপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক দেশকে লেলিয়ে দিয়ে নিজের দেশের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার মনোবৃত্তিই আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা। কখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে যেও না। হয় তুমি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবে কিংবা সবার প্রিয় হয়ে উঠতে পারবে, কিন্তু এ দু'টির সমন্বয় কখনো এক সঙ্গে হতে পারে না। তোমার সম্পর্কে তাদের মনোভাব শতকরা দশভাগ সত্যিকারের আর শতকরা নব্বই ভাগ ঈর্ষাজাত।

"কখনো দুটি জিনিস ভুলে যেও না। কোনো লোক তার রক্ষাকর্তাকে ভুলে যায় না। আর কোনো লোক যদি আন্তরিকভাবে কারোর দ্বারা উপকৃত হয়, সেক্ষেত্রে দাতাকে ঘৃণাসহকারে পরিহার করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু তার সেই দানের পেছনে যদি তার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ লুকিয়ে থাকে তাহলে সেটা থেকেই ঘৃণার জন্ম হয়।

একশো বছর আগে বৃটিশদের অবস্থাও ঠিক এমনি হয়েছিলো, তখন তাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো পরাধীন দেশগুলো। আজ আমেরিকার অবস্থাও একই রকম। বৃটিশদের সঙ্গে তাদের পাথর্ক্য শুধু এই যে, পরাধীন দেশগুলোকে বৃটিশরা তাদের অত্যাচারী শাসক পাঠিয়ে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যেতো, যার জন্যে তাদের সেই অপশাসনের বিরুদ্ধে তারা জেহাদ ঘোষণা করেছিলো। পল ডেভিরু অবিরত চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন সেই সব ইতিহাসের পুণারাবৃত্তি যাতে না ঘটে।

নিজের অফিসে যখন এসে পৌছালেন দেখতে পেলেন কেভিন ম্যাকব্রাইড বিষন্ন মুখে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

"আমাদের বন্ধু যোগাযোগ করেছে," সে বললো। "ক্রোধ আর আতঙ্কে। সে মনে করছে তাকে বলির পাঠা বানানো হচ্ছে!"

ডেভেরু অভিযোগকারীর কথা ভাবলেন না, ভাবলেন এফ.বি.আই'এর ফ্লেমিংয়ের কথা।

"নিকুচি করি ঐ লোকটার," তিনি বললেন। "জাহান্নামে যাক সে। আমি কখনই ভাবি নি সে এতোটা তাড়াতাড়ি এটা করতে পারবে, এতোটা দ্রুত তো নয়ই।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

ম্যাকব্রাইডের অফিস আর সান মার্টিন রিপাবলিকের উপকূলের মধ্যে একটি কঠোর নিরাপত্তার বেড়াজালে ঘেরা কমপিউটার নেটওয়ার্ক রয়েছে। ওয়াশিংটন লি'র মতো এটিও প্রেটি গুড প্রাইভেসি (পি.জি.পি) সিস্টেম ব্যবহার ক'রে থাকে, যা কিনা কোনোভাবেই ভাঙা যায় না এরকম সাইবার কোডের একটি সিস্টেম। পার্থক্য হলো, এটি বৈধ একটি ব্যবস্থা।

ডেভেরু দক্ষিণ থেকে পাঠানো বার্তাটি অত্যন্ত মনোযোগসহকারে নিরীক্ষণ করলেন। সেটা এস্টেটের প্রধান সিকিউরিটি সাউথ আফ্রিকান ভ্যান রেন্সবার্গের লেখা, যার দ্বিতীয় ভাষা হলো ইংরেজি।

বার্তাটির অর্থ বেশ পরিস্কার। আগের দিন সকালে পাইপার শেইনি বিমানের চক্কর দেবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেটা পূবের ফরাসি গায়ানার দিকে এগিয়ে গিয়ে বিশ মিনিট পরে আবার ফিরে এসেছিলো। ডান দিকের জানালা থেকে সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হওয়া ক্যামেরার লেন্সের কথাও বলা হয়েছে। বিমানটি এতাটাই নীচ দিয়ে উড়ছিলো যে, এর রেজিস্ট্রেশন নম্বরটাও বেশ স্পষ্ট দেখা গেছে।

"কেভিন, এয়ারক্রাফটার সন্ধান করুন। আমি জানতে চাই কে এই বিমানের মালিক, গতকাল কে এই বিমানটা চালচ্ছিলো আর কে সেই যাত্রি? চটজলদি খবর দিন।"

ব্রুকলিনে নিজের গোপন অ্যাপার্টমেন্টে সেদিন সন্ধ্যায় ক্যাল ডেক্সটার তার তোলা বাহাত্তরটি ছবি বেশ বড় আকারে প্রিন্ট করলো। অরিজিনাল নেগেটিভ থেকে সে স্লাইডও বানিয়ে নিলো যাতে ক'রে দেয়ালে প্রজেক্টর লাগিয়ে বেশ বড় আকারে ছবিগুলো দেখা যায়।

ঐসব প্রিন্ট থেকে সে একটা বিশাল আকারের মানচিত্র তৈরি ক'রে নিলো। ভালোভাবে সব দেখে সে বুঝতে পারলো যে-ই এই প্রজেক্টের সাথে জড়িত থকুক না কেন তাকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়েছে। ছোট্ট এই দ্বীপটাকে একেবারে একটা দূর্গে পরিণত করা হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রকৃতি অবশ্য এতে বেশ সাহায্য করেছে। এলাকাটির আশেপাশে ঘন জঙ্গল আর পাহাড়পর্বতে ঘেরা। একটা ছোট্ট দিক আবার সমুদ্রের সাথে গিয়ে মিশেছে।

একটা মাত্র দিক সে খুঁজে পেলো যে জায়গাটা দিয়ে ঐ এলাকায় ঢোকা সম্ভব হবে। পাহাড়পর্বতের ফাঁক দিয়ে একটা সংকীর্ণ পথ ঢালু হয়ে নীচের ভূমির দিকে নেমে গেছে সেটা। সেখানে আবার একটা গার্ড-হাউজ রয়েছে। তবে এজন্যে প্রয়োজন পড়বে অনেকগুলো যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের একটা তালিকা তৈরি ক'রে ফেললো ডেক্সটার। বের হওয়া এবং টার্গেটকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসার জন্যে এসব জিনিস তার লাগবে। তরপরও বলা যায় এস্টেটের ছোটোখাটো গার্ড বাহিনীর সাথে লড়াই করে ফিরে আসাটা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার।

"এই বিমানটি গায়ানার জর্জটাউনের একটি চার্টার বিমান ফার্মের মালিকের," সেদিন সন্ধ্যায় কেভিন ম্যাকব্রাইড খবরটা জানালো। "লরেন্স এয়ারো সার্ভিস, জর্জ লরেন্স তার মালিক এবং পরিচালক, গায়ানিজ নাগরিক। আপাত দৃষ্টিতে আইনসিদ্ধ বলেই মনে হচ্ছে এই কারণে যে, একজন বিদেশী চার্টার বিমান ভাড়া নিতেই পারে এবং বিদেশী রাষ্ট্রের ভেতরে কিংবা উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘোরাফেরাও করতেই পারে।"

"মিঃ লরেন্সের ফোন নাম্বার আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। এই তো।"

"তার সঙ্গে যোগযোগ করার চেষ্টা করেছো?"

"না। আপাতত ফোনে বিরক্ত না করাই ভালো। ভবিষ্যতের জন্যে লাইনটা খোলা থাক। তাছাড়া ফোনে একজন সম্পূর্ণ আগন্তুকের সঙ্গে কেনই বা সে তার ক্লায়েরেন্টর ব্যাপারে কথা বলতে যাবে? সে তার ক্লায়েন্টকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতেও পারে।"

"হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছো, কেভিন। তোমাকে সেখানেই যেতে হবে। শিডিউল ফ্লাইট ব্যবহার করো। প্রথম ফ্লাইটেই ক্যাসান্দ্রা তোমাকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে। মিঃ লরেন্সকে খুঁজে বের করো। যদি একান্তই দিতে হয় তাহলে ওকে কিছু ডলারও দিয়ে দিও, তাতে ওর কাছ থেকে ভালো কাজ পাবে। আমাদের সেই ক্যামেরাওয়ালা বন্ধুটিকে খুঁজে বের করো। আর কেনই বা সেখান সে গিয়েছিলো সেই খবরটাও জেনে নিও। জর্জটাউনে আমাদের কোনো স্টেশন আছে কি?"

"না, জর্জটাউনের পরেই কারাকাসে আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ক্যারাকাসকে সিকিউর লাইনে কতাবার্তা বলার কাজে ব্যবহার করো। স্টেশন চিফের কাছ থেকে আমি তোমার খবর সংগ্রহ ক'রে নেবো।"

পরের দিন সকালে কেভিন ম্যাকব্রাইড ওয়াশিংটনের ডালেস এয়ারপোর্ট থেকে সোজা জর্জটাউন হয়ে গায়ানায় উড়ে এলো, তখন দুপুর দু'টো। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলো সে।

লরেন্স এয়ারো সার্ভিস খুঁজে বের করতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। ছোট্ট অফিস। ম্যাকব্রাইড দরজায় বেশ কয়েকবার নক্ করলো, কিন্তু কোনো সাড়া পেলো না। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে আবারো ডাকলো।

"অফিসে কেউ নেই," তার পেছন থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। একজন বৃদ্ধ লোক।

উত্তরে ম্যাকব্রাইড বললো, "আমি জর্জ লরেন্সকে খুঁজছি।"

"আপনি কি বৃটিশ?"

"না। আমেরিকান।"

সে কি আপনার বন্ধু হয়?"

"না। যদি তার দেখা পাই, ভাবছি তার একটা বিমান ভাড়া নেবো।"

"গতকাল থেকেই তাকে দেখছি না এখানে," বৃদ্ধ মানুষটি বললো, "ওরা তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না।"

"কে তাকে ধরে নিয়ে গেছে?"

বৃদ্ধ এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকালো, যেনো এখানে প্রতিবেশীদের ধরে নিয়ে যাওয়াটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

বৃদ্ধকে চুপ ক'রে থাকতে দেখ ম্যাকব্রাইড নিজে থেকেই আবার জিজ্ঞেস করলো, "পুলিশ?"

"না। তারা নয়। ওরা তো শ্বেতাঙ্গ ছিলো। একটা ভাড়া করা গাড়িতে এসেছিলো ওরা।"

"টুরিস্ট...ক্লায়েন্ট?" ম্যাকব্রাইড জিজ্ঞেস করলো।

বৃদ্ধ তার কথায় সায় দিলো, "হতে পারে।" তারপর সে কি মনে ক'রে যেনো আবার বললো, "আপনি একবার বিমানবন্দরে গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। সে তার বিমান ওখানেই রেখে থাকে।"

মিনিট পনেরো পরে কেভিনকে বিমানবন্দরে ফিরে যেতে দেখা গেলো। প্রাইভেট অ্যাভিয়েশনের ডেস্কের সামনে গিয়ে জর্জ লরেন্সের খোঁজ করলো সে। কিন্তু তার বদলে সে দেখা পেলো ফ্লয়েড ইভান্সের। সে জর্জটাউন পুলিশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিপার্টমেন্টের একজন ইন্সপেক্টর। এই লোক তাকে একটা পুলিশের গাড়িতে করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে এসেছে।

ইন্সপেক্টর ইভান্স তার পাসপোর্ট পরীক্ষা ক'রে দেখলো।

"মিঃ ম্যাকব্রাইড, আপনি গায়ানায় কি করতে এসেছেন, বলুন তো?" সে জানতে চাইলো।

"এখানে কিছু দিন থেকে যদি দেখি জায়গাটা ভালো তবে পরে এক সময় লম্বা ছুটিতে আমার স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসবো।"

"আগস্টে? আগস্টে এখানে সাপেদের খুব উপদ্রব হয়। আপনি মিঃ লরেন্সকে চেনেন নাকি?"

"না। ওয়াশিংটনে আমার এক বন্ধু আছে, সে-ই আমাকে তার কথা বলেছে। বিমানে চড়ে এখানকার দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখতে চাই। আমার বন্ধু বলেছে, সে একজন ভালো চার্টার পাইলট। তাই আমি তার অফিসে গিয়েছিলাম তাকে খোঁজার জন্যে। তার কাছে গিয়ে আমি কি কোনো ভুল করেছি?"

ইন্সপেক্টর পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিলো ম্যাকব্রাইডের হাতে।

"দেখছি আপনি আজই ওয়াশিংটন থেকে এসেছেন। এটাই যথেষ্ট পরিস্কার। এছাড়াও আপনার টিকিট এবং এন্ট্রি স্ট্যাম্পও আপনার এখানে আসাটা সমর্থন করছে। আর আপনি যে মেরিডিয়েন হোটেলে আজ রাতে একদিন থাকার জন্যে বুক করেছেন সেটাও প্রমাণিত।"

"দেখুন ইন্সপেক্টর, কেন যে আমাকে এখানে টেনে আনা হয়েছে তার কারণ আমি এখনও বুঝতে পারছি না। মিঃ জর্জ লরেন্সকে কোথায় পাবো, বলতে পারেন?"

"ও হ্যা। তিনি এখন আমাদের জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে গতকাল তিনজন লোক তাকে তার অফিস থেকে তুলে নিয়ে যায় একটা ভাড়া করা গাড়িতে ক'রে। তারা গতকাল রাতে গাড়িটা ফেলে গেলে আমরা সেটা উদ্ধার করি। মিঃ ম্যাকব্রাইড, ওই তিনজন লোকের নাম শুনে কি আপনি কিছু বুঝতে পারবেন?"

এই বলে একটা কাগজের টুকরো ডেস্কের উপরে রাখলো ইন্সপেক্টর। ম্যাকব্রাইড চকিতে একবার সেই তিনটি নামের উপর চোখ বোলালো। নামগুলো যে মিথ্যে সে জানে, কারণ ওই নামগুলো সে নিজেই ইস্যু করেছিলো।

"না, দুঃখিত, ওই নামগুলো আমার কাছে অর্থহীন। যাইহোক, এখন বলুন মিঃ লরেন্স মর্গে কেন?"

কারণ আজ ভোরে একজন সব্জি বিক্রেতা বাজারে আসতে গিয়ে তাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। শহরের বাইরে একটা নালায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন তিনি। আপনি তখন নিশ্চয়ই আকাশপথে ছিলেন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"খুব ভয়ঙ্কর ঘটনা। তার সঙ্গে আমার কখনোই দেখা হয় নি। কিন্তু আমি দুঃখিত।"

"হ্যা, দুঃখেরই কথা। আমরা আমাদের চার্টার পাইলটকে হারিয়েছি। মিঃ লরেন্স তার প্রাণ হারিয়েছেন। তা হাতের আটটা নখও হারিয়েছেন তিনি। তার অফিস তছনছ করা হয়েছে, তার ক্লায়েন্টদের সমস্ত রেকর্ড এবং নথিপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আচ্ছা, মিঃ ম্যাকব্রাইড, বলতে পারেন, যারা তার এমন দশা করেছে তারা তার কাছ থেকে কি চেয়েছিলো ব'লে আপনার মনে হয়?"

"এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই।"

"হ্যা, তা তো বটেই! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনি একজন ভ্রাম্যমান সেলস্‌ম্যান, তাই না? তাই আমি বলি কি, মিঃ ম্যাকব্রাইড, আপনি বরং আপনার দেশেই ফিরে যান। আপনি এখন মুক্ত, যেতে পারেন।"

"এইসব লোকগুলো একেবারেই জানোয়ার," কারাকাসের নিরাপদ টেলিফোন লাইন থেকে ল্যাংলে'তে অবস্থিত সি.আই.এ'র অফিসে ফোন ক'রে ডেভেরুকে বললো ম্যাকব্রাইড।

"কেভিন, দেশে ফিরে এসো," তার বস তাকে বললেন, "দক্ষিণে আমাদের এক বন্ধুকে বলবো, যদি সে এ ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারলে আমাকে যেনো খবর দেয়।"

কেভিন ম্যাকব্রাইড চিন্তিত এবং দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পরের দিন সকালে দেশে ফিরে এলো। ওদিকে পল ডেভেরু প্রতিদিনের অভ্যাস মতো তাড়াতাড়ি তার অফিসে এসে হাজির হলেন। অধীনস্ত কর্মচারীর হাতে একটা ফাইলটা তুলে দিলেন তিনি।

"এটা তার ফাইল। দক্ষিণে আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। অবশ্যই এ কথা ঠিক যে, তার তিনজন গুণ্ডাই চার্টার পাইলটকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তোমার অভিযোগ মতো স্বীকার করতে হয়, সত্যি সত্যি ওরা জানোয়ার। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানোয়ার। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, কিন্তু এটা এড়ানো যায় না।"

সে ফাইলটা খুললো।

"সাংকেতিক নাম অ্যাভেঞ্জার, মানে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। উচ্চতা, ওজন...সব কিছুই ফাইলে রয়েছে। লোকটার সংক্ষিপ্ত বিবরণও রয়েছে। এখন সে নিজেকে আলফ্রেড বারন্স নামের একজন আমেরিকান নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। এই লোকটাই হতভাগা মিঃ লরেন্সের বিমান ভাড়া ক'রে আমাদের বন্ধুর ভূ-সম্পত্তির ওপর দিয়ে চক্কর দিয়েছে। যাইহোক, আমেরিকার পাসপোর্টধারী আলফ্রেড বারন্স নামের কোনো রেকর্ড নেই স্টেট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিপার্টমেন্টে। লোকটা নির্ঘাত ভূয়া। তাকে খুঁজে বের করো, কেভিন। তাকে তার পথ থেকে রিত রাখো। যেভাবে পারো তাকে থামাও।"

"আশা করি আপনি তাকে খতম করে দেয়ার কথা বলছেন না।"

"না। এটা করা যাবে না। এটা করা একেবারেই নিষেধ। আমি বলছি তাকে চিহ্নিত করো। যদি সে একটা ভূয়া নাম ব্যবহার করে থাকে, তবে অন্য আরো ভূয়া নামও সে ব্যবহার করতে পারে। হয়তো সে সান মার্টিনে প্রবেশ করার জন্যে চেষ্টা করতে পারে। সান মার্টিনের মরেনোকে খবর দিও। তার ওপর আমার বিশ্বাস, কিছু একটা সে করতে পারবে।"

ফাইলটা পড়ে দেখার জন্যে কেভিন ম্যাকব্রাইড তার নিজের অফিসে চলে গেলো। সান মার্টিন রিপাবলিকের সিক্রেট পুলিশের চিফ তার পরিচিত। খুব সতর্কতার সঙ্গে ফাইলটা সে পড়লো।

নিউইয়র্ক সিটি থেকে দুটি রাজ্য দূরে, আলফ্রেড বারন্‌সের পাসপোর্টটা যেনো আগুন উস্‌কে দেওয়ার মতো ঝলসে উঠলো। ডেক্সটারকে কেউ দেখেছে এমন কোনো ক্লু নেই। কিন্তু সে এবং চার্টার পাইলট লরেন্স যখন সিয়েরার উপরে খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো, তখন সে লক্ষ্য করেছিলো নীচ থেকে একটা মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। পাইপার বিমানের নাম্বারটা দেখার মতো কাছাকাছি ছিলো সে। তাই আলফ্রেড বারন্‌সকে পরিত্যাগ করতে হবে এবার।

সে হেসিয়েন্দার সেই দূর্গটির মডেল তৈরি করার কাজে মন দিলো। শহর পেরিয়ে ম্যানহাটনে মিসেস নগুয়েন ভ্যান ট্র্যান তিনটি নতুন পাসপোর্টের ওপর ক্ষীণদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার সামনে।

দিনটা ছিলো ২০০১ সালের ৩রা আগস্ট।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

নিউইয়র্কে যদি কোনো জিনিস না পাওয়া যায় তো ধরে নিতে হবে জিনিসটার অস্তিত্বই নেই। ক্যাল ডেক্সটার একটা ট্রেস্টেল টেবিল বানানোর জন্য কাঠের একটা দোকান ব্যবহার করলো।

আর্টশপ ফার্নিশ দিয়ে সাগর আর ভূমির ভিন্ন ভিন্ন দশটি রঙের শেড ব্যবহারই যথেষ্ট। ফেবৃকশপের সবুজ রঙের তুলা দিয়ে তৃণভূমি তৈরি করা হলো। কাঠের বিল্ডিং ব্লকগুলো ব্যবহৃত হলো বাড়িঘর আর গোলাঘর হিসেবে। মডেল মেকারের এম্পোরিয়া সরবরাহ করলো বালসা কাঠ আর দরজা-জানালা।

দ্বীপের রানওয়ে ম্যানসনটা তৈরি করা হলো বাচ্চাদের দোকান থেকে কেনা ছোটো ছোটো খেলনার ঘর দিয়ে।

রেলওয়ে মডেলাররা পুরো ল্যান্ডস্কেপটি চায়। তিনদিনের মধ্যে ডেক্সটার পুরো হেসিয়েনন্দাটা মেপে ফেললো। সে যেটা দেখতে পেলো না, সেটা প্লেন থেকে তোলা তার ক্যামেরার ছবির বাইরে ছিলো : বুবি ট্র্যাপ, গিরিখাদ, ওয়ার্কফোর্স, নিরাপত্তামূলক তালা, গেটের শেকল এবং একটি প্রশিক্ষিত বেসামরিক সেনাবাহিনী আর তাদের সব ধরণের সরঞ্জাম।

এইসব জিনিস কেবলমাত্র দীর্ঘ সময় ধরে ধৈয্যের সাথে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে। তারপরও সে তার সব পরিকল্পনা, যুদ্ধকৌশল, অনুপ্রবেশ এবং নির্গমণের পরিকল্পনা ক'রে ফেললো।

বুট, জঙ্গলের পোশাক, কাটার, এ পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী দূরবীন, নতুন একটা সেলফোন...সব একটা ব্যাগে ভরে নিলো সে। ওজন গিয়ে দাঁড়ালো আশি পাউন্ড। ১০ই আগস্টের মধ্যে সে প্রস্তুত হয়ে গেলো, প্রস্তুত হয়ে গেলো তার প্রথম পরিচয়পত্রও।

"একটু সময় হবে কি, পল?"

কেভিন ম্যাকব্রাইডের গোলগাল চেহারাটা দরজার ফাঁক গলে দেখা যেতেই ডেভেরু তাকে ভেতরে আসার জন্যে ইশারা করলো। তার ডেপুটি দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূলের বিশাল একটা মানচিত্র নিয়ে এসেছে। মানচিত্রটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিছিয়ে কমিনি এবং মারোনি নদী আর রিপাবলিক অব সান মার্টিনের দিকে নির্দেশ করলো সে।

"আমার ধারণা সে ওভারল্যান্ড রুট দিয়ে যাবে," ম্যাকব্রাইড বললো। "আকাশ পথই বেছে নেবে। সান মার্টিনের ছোট্ট একটা বিমান বন্দর আছে। দিনে মাত্র দুটো বিমান ছাড়ে।"

তার আঙুল ফরাসি গায়ানা আর সুরিনামের উপর।

"এটা এমন একটা রাজনৈতিকভাবে অভিশাপ্ত দেশ, যেখানে কোনো ব্যবসায়ী এবং পর্যটক যায় না বললেই চলে। আমাদের লোকটা শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। আমাদের কাছে তার আনুমানিক উচ্চতা এবং শারীরিক গড়নের তথ্য রয়েছে। সে মারা যাবার আগে চার্টার পাইলটের বর্ণনা এবং ফাইল থেকে এসব জানা গেছে। কর্নেল মরেনোর পাণ্ডারা তার অবতরণ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে বাগে নিয়ে নেবে। তারচেয়েও বড় কথা, তার কাছে বৈধ ভিসা থাকতে হবে, তার মানে সান মার্টিনের দুটো কনসুলেটে যেতে হবে তাকে। সেগুলো পারামারিবো এবং কারাকাসে অবস্থিত। আমার মনে হয় না সে এয়ারপোর্ট দিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।"

"এ নিয়ে কোনো তর্ক হতে পারে না। তবে মরেনোকে এখনও দিনরাত নজরদারী ক'রে যেতে হবে। সে হয়তো প্রাইভেট প্লেন ব্যবহার করবে," ডেভেরু বললেন।

"এটা আমি তাকে বলবো। এরপর হলো সমুদ্র। ওখানে মাত্র একটা বন্দর আছে : সান মার্টিন সিটিতে। কোনো পর্যটকের নৌযান সেখানে কখনও ভীড়ে নাই। কেবল ফ্রেইটার্স ভীড়ে থাকে, তাও খুব বেশি হবে না। ক্রুরা লস্কর, ফিলিপিনো অথবা ক্রিওল্‌স; প্যাসেঞ্জার অথবা ক্রু সেজে ওখানে গেলে খুব সহজেই আলাদা ক'রে চোখে পড়বে তাকে।"

"সে খুব দ্রুতগামী বোটে ক'রে উপকূলে নামতে পারে।"

"এটা সম্ভব। তাহলে তাকে সেটা ফরাসি গায়ানা কিংবা সুরিনাম থেকে ভাড়া নিতে হবে। অথবা কোনো ফ্রেইটার্স থেকে তাকে হয়তো উপকূলে নামিয়ে দেয়া হতে পারে। ক্যাপ্টেনকে ঘুষ দিয়ে এ কাজ করা যাবে। উপকূলের বিশ মাইল দূরে কোনো স্পিডবোটে ক'রে তীরে এসে সেটা ডুবিয়ে দিয়ে চম্পট দিতে পারে। তারপর কি?"

"তারপর আবার কি?" বিড়বিড় ক'রে ডেভেরু বললেন।

"আমার ধারণা তার প্রচুর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে। কোথায় সে নামবে? সান মার্টিন উপকূলে তো কোনো সৈকত নেই। কেবল এই এখানে, বাহিয়াতে ছাড়া। কিন্তু জায়গাটা ধনী লোকের বাড়িঘরে গিজগিজ কছে। বিশেষ ক'রে

www.BanglaBook.org

আগস্টে খুব বেশি ভীড় হয়। দেহরক্ষী, নাইট ওয়াচমান আর কুকুরও থাকে সঙ্গে।

"তাছাড়াও, উপকূল জুড়ে ম্যানগ্রোভ বন আর সাপ-বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ। ওখানে সে কিভাবে নামবে, কিভাবে ঐ পথ দিয়ে এগোবে? আমার মনে হয় না সে পারবে, একজন গৃন ব্যারেট হলেও তার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না।"

"সে কি আমাদের বন্ধুর দ্বীপে নামতে পারে?"

"না, পল, পারবে না। খাড়া পাহাড় আর প্রবল ঢেউ থাকে ওখানে। তারপরও সে যদি খাড়া পাহাড়গুলো যন্ত্রপাতির সাহায্যে ডিঙিয়ে যায়ও, টহল দিতে থাকা কুকুরের দল তাকে পেয়ে যাবে।"

"তাহলে সে স্থলপথেই ঢুকবে! কোন্ দিক থেকে?"

ম্যাকব্রাইড আবারো তার তর্জনী ব্যবহার করলো। "আমার মনে হয় পশ্চিম দিক দিয়ে, সুরিনাম থেকে, কমিনি নদীতে চলাচলকারী কোনো ফেরি দিয়ে সোজা সান মার্টিনের সীমানা পেরোবে গাড়িতে ক'রে, ভূয়া কাগজপত্রের সাহায্যে।"

"তাহলে তো সান মার্টিনের ভিসার দরকার পড়বে তার, কেভিন।"

"এক্ষেত্রে সুরিনামের থেকে ভালো জায়গা আর হাতে পারে না। ওখান থেকেই সে ভিসা নেবে।"

"তাহলে তোমার পরিকল্পনাটা কি?"

"ওয়াশিংটন আর মায়ামিতে সুরিনামের অ্যাম্বাসি রয়েছে। ওখানে যেতে হলে তাকে ভিসা নিতে হবে। আমি তাদেরকে সতর্ক ক'রে দিতে চাই। এক সপ্তাহ আগের এবং এখন থেকে যতো ভিসা আবেদনকারী আবেদন করবে তাদের সবার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য চাই। তারপর ওগুলো থেকে চেক ক'রে দেখবো।"

"তুমি তোমার সব ডিম একটা ব্যাগে রাখছো, কেভিন।"

"তা নয়। কর্নেল মরেনো আর তার কৃষ্ণাঙ্গ *ওজোরা* পূর্ব সীমান্ত, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর আর উপকূলগুলো কভার করবে। আমি চাই আমাদের লোকেরা যেনো তার সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে সুরিনাম থেকে সান মার্টিনে চলে যায়।"

ম্যাকব্রাইডের স্পেনিশে কথা বলার চেষ্টা দেখে ডেভেরু হেসে ফেললো।

"ঠিক আছে, আমার পছন্দ হয়েছে। তবে জলদি করো।"

ম্যাকব্রাইড হতভম্ব হয়ে গেলো।

"আমাদের কাজে কি কোনো ডেডলাইন আছে, বস্?'

"যতোটা টাইট ভাবছো তারচেয়েও বেশি, বন্ধু।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেলওয়ারের উইলমিংটন বন্দরটি পূর্বউপকূলে আমেরিকার সবচাইতে বড় আর ব্যস্ততম বন্দর। ক্যারিবিয় কোস্ট শিপ এবং ফ্রেইট কোম্পানি ছোটো ছোটো জাহাজের এজেন্সি হিসেবে কাজ করে সেটা। ওখানে মিঃ রোনাল্ড প্রোক্টরের আগমন কোনো অবাক করার মতো কিছু নয়।

ওখানকার ফ্রেইট ক্লার্ক কোনোভাবেই তাকে দেখে সন্দেহ করলো না। "আপনার কাছে কি কাগজপত্র আছে, স্যার?" সে সব কাগজই দেখালো ক্লার্ককে।

তার পাসপোর্টটা যেই সেই পাসটেপোর্ট নয়, সেটা একটা ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট। স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটা সাপোর্টিং লেটারও আছে তার কাছে, যাতে বলা হয়েছে, রোনাল্ড প্রোক্টর একজন আমেরিকান ডিপ্লোম্যাট, সে সুরিনামের প্যারামারিবুতে অবিস্থত দূতাবাসে কর্মরত।

"আমাদেরকে কস্ট ফ্রি অ্যালাওয়েন্স দেয়া হয়, তারপও, আমার বউ ভ্রমণের সময় এতো কিছু সংগ্রহ করে যে, আমার আশংকা একটা বাক্স বোধহয় বাড়তি হয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত, আপনি জানেন বউরা কেমন হয়? কতো কি যে তারা কেনে।"

"এ ব্যাপারে আমাকে বলুন," ক্লার্ক হেসে বললো। "আমাদের একটা ফেইটার মায়ামি, কারাকাস আর পারাবোতে দু'দিনের মধ্যে যাচ্ছে।"

সে সুরিনামের রাজধানীর নাম বললো। একজন ডিপ্লোম্যাটের বাক্স হওয়াতে ওটা নেবার সময় কাস্টম্‌সে কোনো টাকা দিতে হবে না।

সুরিনামের অ্যাম্বাসিটা ওয়াশিংটনের ৪৩০১ কানেকটিকাট এভিনুতে অবস্থিত। সেখানে কেভিন ম্যাকব্রাইড তার পরিচয়টা সি.আই.এ'র সিনিয়র অফিসারের কাছে জানালো। সে ব'সে আছে ভিসা অফিসারের সামনে।

"আমরা বিশ্বাস করি, সে মাদক এবং সন্ত্রাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট," সি.আই.এ'র লোকটা বললো। "এ পর্যন্ত সে বেশ চাতুর্যের সাথেই আমাদেরকে ধোকা দিতে পেরেছে। সে নিশ্চিত একটা ভূয়া পরিচয়ে আবেদন করবে। সুরিনাম থেকে ভেনেজুয়েলায় যাবে সে।"

"তার ছবি আছে আপনার কাছে?" অফিশিয়াল জানতে চাইলো।

"এখন পর্যন্ত নেই," ম্যাকব্রাইড বললো। "এজন্যেই তো আমরা আশা করছি সে এখানে এলে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন। তার বর্ণনা আছে আমাদের কাছে।"

বর্ণনা সম্বলিত কাগজটা সে বাড়িয়ে দিলো। খুব বেশি বর্ণনা নেই। পঞ্চাশ বছরের বয়স, পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি উচ্চতা, পেটানো শরীর, নীলচোখ আর সাদা চুল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু ম্যাকব্রাইডের কনসুলেটটে ছিলো ভুল। খুব বেশি দেশে সুরিনামের কনসুলেট নেই। ওয়াশিংটন, মায়ামি, মিউনিখ, হেগ আর আমস্টারডামে তাদের কনসুলেট রয়েছে। তবে সবচাইতে বড়টা আমস্টারডামেই অবস্থিত।

সেখান থেকেই ক্যালভিন ডেক্সটার মিঃ হেনরি ন্যাশ নামের এক বৃটিশ সেজে খুব সহজেই সুরিনামের ভিসা জোগার ক'রে ফেললো। ভিসা নেবার পর সে লন্ডনে না গিয়ে সোজা চলে এলো নিউইয়র্কে।

ম্যাকব্রাইড আবারো মায়ামি এবং সুরিনামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। সান মার্টিন থেকে একটা গাড়ি এসে পারবো এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে গেলো তাকে। *ওজোস* নিগ্রো রক্ষীরা তাকে রীতিমতো সশস্ত্র প্রহরা দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিয়ে গেলো কর্নেল হারনান মোরেনোর কাছে।

এই লোক প্রেসিডেন্ট মুনোজের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই বানানা রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট দেখতে কিম্ভুতকিমাকার আর মোটাসোটা। তবে সে খুব একটা হাসিখুশি ধরণের লোক নয়।

মরেনো জানতো ল্যাংলে'র লোকটা তার সাথে দেখা করতে আসছে, তাকে *ইয়খট ক্লাব*-এ লাঞ্চ করারও প্রস্তাব দেবে সে। এটা শহরের সেরা রেস্তোরাঁ।

সে জানে যুগোস্লাভিয়া থেকে আগত সান মার্টিনের রিফিউজির ব্যাপারটা কি। এখন সে প্রাসাদোপম এক বাড়িতে বসবাস করছে।

সে আরো জানে সেই রিফিউজি কতো সম্পদের মালিক আর প্রেসিডেন্টকে বাৎসরিক কতো টাকা প্রদান করে সে, যাতে ক'রে তাকে সুরক্ষা দেয়া হয়।

সে যেটা জানে না সেটা হলো ওয়াশিংটনের খুবই উচ্চপদস্থ একজন কেন সেই রিফিউজি আর স্বৈরশাসককে একত্র করার জন্যে বেছে নিয়েছে। সার্ব রিফিউজি তার ম্যানসনটা তৈরি করেছে পাঁচ মিলিয়ন ডলার খরচ করে। আরো দশ মিলিয়ন খরচ করেছে এস্টেটের জন্যে। এসব টাকার নির্দিষ্ট একটা অংশ কমিশন হিসেবে কর্নেল মোরেনো পেয়েছে।

আরো পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে, দাস শ্রমিক সংগ্রহ আর সরবরাহ করার জন্যে মোরেনো বেশ মোটা অঙ্কের ফি নিয়েছে। গণগ্রেফতার ক'রে এসব লোককে পাচার করে তাস শ্রসিক বানানো হয়েছে। কোনো একজনও তাদের হাত থেকে পালিয়ে আসতে পারে নি জীবিত অবস্থায়। এটা খুবই লাভজনক আর নিরাপদ ব্যবস্থা। সি.আই.এ'র লোককে তার কাছ থেকে সহযোগীতা চাইবার কোনো দরকারই নেই।

"সে যদি সান মার্টিনে পা রাখে," চোয়ালটা শক্ত ক'রে বললো সে, "আমি তাকে বাগে পেয়ে যাবো। তাকে আর আপনি কখনও দেখতে পাবেন না। তবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার জানা প্রতিটি তথ্যই আপনাকে দিয়ে দেয়া হবে। এটা আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।"

ফিরে আসার সময় ম্যাকব্রাইড অদৃশ্য বাউন্টি হান্টারের মিশনের কথা ভাবলো। তার কাছে মনে হচ্ছে ঐ লোকটা নিজের মিশন ঠিক ক'রে ফেলেছে। আত্মরক্ষা এবং ব্যর্থতার মূল্য কতো হতে পারে ভেবে দেখলো সে : কর্নেল মোরেনোর হাতে মৃত্যু। সে কেঁপে উঠলো। আর সেটা ফেরির শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের শীতলতার জন্যে নয়।

আধুনিক প্রযুক্তিকে ধন্যবাদ। কেননা ক্যালভিন ডেক্সটারকে কষ্ট ক'রে নিজের পেনিংটন অফিসে গিয়ে এনসারিং মেশিন থেকে ম্যাসেজ নিতে হবে না। সে এটা ব্রুকলিনের কোনো পাবলিক ফোন থেকেই সংগ্রহ ক'রে নিতে পারবে। আগস্টের ১৫ তারিখে সে তাই করলো।

একগাদা ম্যাসেজের মধ্যে বেশির ভাগই তার চেনা কণ্ঠস্বরের। তাই তারা তাদের পরিচয় দেবার আগেই তাদেরকে সে চিনতে পারলো। প্রতিবেশী, মক্কেল, স্থানীয় ব্যবসায়ী, প্রধানত তাকে তার ছুটি কাটানোর ব্যাপারে শুভেচ্ছা জানিয়ে কল করেছে, সে কবে ফিরে আসবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষ মেসেজটার আগের মেসেজই তাকে রীতিমতো ভড়কে দিলো। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ফোনবুথ থেকে বের হয়ে সে কোনোভাবেই ভেবে পেলো না ব্যাপারটা কিভাবে ঘটলো। কে তার নাম আর কাজের কথাটা ফাঁস করলো? সবচাইতে বড় কথা হলো, অপরিচিত কণ্ঠটা তার কোনো বন্ধুর নাকি বিশ্বাসঘাতকের?

কণ্ঠটা নিজের পরিচয় দেয় নি। খুবই সাদামাটা আর নির্লিপ্ত একটা কণ্ঠ। এটা কেবল বলেছে : "অ্যাভেঞ্জার, সাবধান। তারা জানে তুমি আসছো।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

প্রফেসর মেডভার্স ওয়াটসন চলে যাওয়ার পর সুরিনামিজ কনসালকে একটু যেনো হতভম্বের মতো দেখালো। এতোটাই হতভম্ব যে, শহরের একটা ব্যক্তিগত ঠিকানায় কেভিন ম্যাকব্রাইডের কাছে ভিসা আবেদনকারীদের যে তালিকা পাঠানোর কথা সেখানে এই শিক্ষিত এই প্রফেসরের নামটা প্রায় বাদ দিতে যাচ্ছিলো সে।

"*ক্যালিকোর মারোনেনসিস,*" কেন সে সুরিনামে যেতে চাইছে জিজ্ঞেস করার সময় প্রফেসর চোখ কুচকে এ কথা বলেছিলো। কনসাল ভদ্রলোককে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকতে দেখে ডক্টর ওয়াটসন তার এ্যাটাচি কেস থেকে অ্যান্ড্রিউ নেল্ড-এর গবেষণার কাগজপত্র বের ক'রে তার সামনে মেলে ধরলো : "*দ্য বাটারফ্লাই অব ভেনেজুয়েলা।*"

"জানেন, এই প্রজাপতিগুলোকে দেখা গেছে। 'V' আকৃতির। অবিশ্বাস্য।"

কনসাল বইটা হাতে নিয়ে ঘেঁটে দেখলো। শত শত রঙ্গিন প্রজাপতির ছবি। একটা প্রজাপতির ডানার পেছনে ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো নক্সা।

"*লিমেনিটিডিনা*'র একটি প্রজাতি, বুঝলেন। অনেকটা *কারাজিনা*'র মতো। উভয়েই *নিমফালিদা* প্রজাতি থেকে এসেছে। আশা করি আপনি সেটা জানেন।"

কনসাল কিছুই জানে না। কেবল বইয়ের পাতা উল্টে গেলো।

"কিন্তু আপনি এগুলো নিয়ে কি করতে চান?" কনসাল জিজ্ঞেস করলে প্রফেসর ওয়াটসন দ্রুত তার বইটা ছো মেরে নিয়ে নিলো।

"ওইসব প্রজাপতির ছবি তুলতে চাই। এই সব প্রজাপতি সচরাচর দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অন্য কোথাও এ ধরণের প্রজাপতি চোখে পড়ে না, একমাত্র আপনাদের দেশেই এগুলো দেখতে পাওয়া যায়। এটা একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। আর এ জন্যেই কোনো রকম বিলম্ব না ক'রে আমাকে যেতেই হবে ওখানে। শরৎকাল খুব বেশি দূরে নয়, আর এই শরতেই এই সব প্রজাপতিদের জঙ্গলে বিচরণ করতে দেখা যায়। বুঝতেই পারছেন কেন আমি এতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।"

কনসাল আমেরিকান পাসপোর্টটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ভেনেজুয়েলায় প্রায়ই যাওয়া হয়। তারপরেই ব্রাজিল আর গায়ানায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের লেটারহেডে লেখা চিঠির ভাঁজ খুললো সে। এন্টোমোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রফেসর ওয়াটসনের ব্যাপারে এনডোর্স করেছেন। সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালো। বিজ্ঞান, পরিবেশ, আধুনিক জগতে এগুলো অস্বীকার করা যায় না। ভিসায় স্ট্যাম্প দিয়ে সে পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিলো ডক্টরের কাছে।

প্রফেসর ওয়াটসন চিঠিটার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলো না; তাই সেটা ডেস্কের উপরেই পড়ে রইলো।

দু'দিন পরে কেভিন ম্যাকব্রাইড হাসতে হাসতে পল ডেভেরুর অফিসে এসে ঢুকলো।

"আমার মনে হয়, আমরা তাকে পেয়ে গেছি," সে বললো। সুরিনামিজ কনসুলেটের ইসু করা ভিসার আবেদনপত্রটা ডেভেরুর ডেস্কের উপরে রাখলো সে। আবেদনপত্রে আবেদনকারীর একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি আছে।

ডেভেরু সেটা আগাগোড়া পড়লেন।

"তো?"

ম্যাকব্রাইড আবেদনপত্রের পাশে একটা চিঠিও রাখলো। ডেভেরু সেই চিঠিটাও পড়লেন।

"আর?"

"সে একজন ভূয়া লোক। মেডভার্স ওয়াটসন-এর নামে কোনো আমেরিকান পাসপোর্ট নেই। তাছাড়া স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের অন্য সব পণ্ডিতেরা তার নাম কখনো শোনেও নি। এমন কি বিরল প্রজাপতি নিয়ে গবেষণারত পৃথিবীর অন্য সব গবেষকরাও তার নাম কখনো শোনে নি।"

ডেভেরু লোকটার ছবির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন, যে তার গোপন অপারেশন ধ্বংস ক'রে দিতে চাচ্ছে। তাই কার্যত সে এখন তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এই শত্রুকে খতম করাই হবে তার প্রধান লক্ষ্য।

"খুব ভালো কাজ করেছো, কেভিন। যদি পারো তো দয়া ক'রে বিস্তারিত খবর কর্নেল মরেনোর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। হয়তো সে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে।"

"আর পারবো'র সুরিনাম সরকারের কাছে?"

"না, তাদের কাছে নয়। ঐসব ঘুমিয়ে থাকা লোকদের বিরক্ত করার প্রয়োজন নেই।"

"পল, আমার মনে হয়, যে মুহূর্তে সে পারবো বিমানবন্দরে নামবে তারা তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলবে। তার পাসপোর্টটা যে জাল আমাদের দূতাবাসের ছেলেরা প্রমাণ করে দেবে। তখন সুরিনামিজরা পাসপোর্ট জাল করার জন্যে তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে এবং পরের বিমানেই সেখান থেকে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।"

"শোনো কেভিন, আমি জানি এটা খুবই নোংরা ব্যাপার। আর আমি মোরেনোর সুনামের কথাও জানি। কিন্তু আমাদের এই লোকটার যদি এখানে মোটা ডলারের ধান্দা থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই সুরিনামে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যাবে। আর এখানে থাকলেও একদিনের মধ্যে জামিন পেয়ে গিয়ে আবার কাজে নেমে পড়েতে পারে।"

"কিন্তু পল, মোরেনো একটা জানোয়ার। আপনার সব থেকে খারাপ শত্রুকেও অমন একটা জানোয়ারের হাতে তুলে দিতে পারেন না।"

"তুমি জানো না আমাদের সবার কাছে সার্বরা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। তার বিকৃত মানসিকতা নয়। তার বিপদ যে কেটে গেছে সেটা তাকে জানাতে হবে; তা না হলে সে আবার অস্থির হয়ে থাকবে।"

"আপনি এখনও আমাকে সবটা খুলে বলতে পারবেন না?"

"আমি দুঃখিত, কেভিন। এখন সেটা বলা যাবে না।"

তার সহকারী কাঁধ ঝাঁকালো, সে অসন্তুষ্ট, কিন্তু তার কথা মানতে সে বাধ্য।

"ঠিক আছে, আপনার বিবেক যা বলে তাই হবে, এতে আমার কিছু বলার নেই কিংবা করারও কিছু নেই।"

আর এটাই হলো একটা সমস্যা, পল ডেভেরু যখন তার অফিসে আবার একা হলেন কথাটা ভাবলেন। তিনি যা করছেন তাতে কি তার বিবেকের সমর্থন আছে? আজ পর্যন্ত তাকে তাই করতে হয়েছে। অশুভ কিছু যতো কম করা যায় ততোই ভালো।

ভূয়া পাসপোর্টধারী অজ্ঞাত লোকটি খুব সহজে যে মারা যাবে তা নয়। কিন্তু সে বেছে নিয়েছে বিপজ্জনক পানিতে সাঁতার কাটতে। আর এটাই তার সিদ্ধান্ত।

সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং বইপত্রের লেখাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করেছেন পল ডেভেরু। তার উপলব্ধি অনেকটা এই রকম : মূলত সন্ত্রাসবাদের উৎস হলো আরব এবং মুসলিম দুনিয়া। আর এই সন্ত্রাসবাদের জন্ম মূলত মানুষের অভাব-অনটন, দারিদ্র, বিত্তবান মানুষের গরীব মানুষের প্রতি অবহেলা, অনাদর ইত্যাদি থেকে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে বিচার বিবেচনা ক'রে সন্ত্রাসবাদের সাথে মোকাবেলা করাটাই উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে ব'লে মনে করেন পল ডেভেরু।

ডেভেরুর বিশ্বাস আল কায়দার নেতৃত্বের মধ্যে একটা সত্যিকারের প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠা আছে। আল কায়দার প্রতিষ্ঠাতারা হলো সৌদি আরবের একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিলিয়নেয়ার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ইমারত তৈরির ব্যবসায়ি এবং অপরজন কায়রোর একজন শিক্ষিত চিকিৎসক। তবে আমেরিকান বা ইহুদিদের প্রতি তাদের ঘৃণা বিদ্বেষ ধর্ম-নিরপেক্ষতা কিংবা ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভুত কিনা সেটাতে কিছুই যায় আসে না। আমেরিকা কিংবা ইজরাইল কোনো দেশের পক্ষেই সন্ত্রাসবাদ দমন করার মতো ক্ষমতা নেই। তাদের আসলে কিছুই করার নেই।

পল ডেভেরু সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে এতোটাই মোহাচ্ছন্ন আছেন যে, প্রজেক্ট পেরিগৃন সম্পর্কে তিনি যে পরিকল্পা নিয়েছেন তা কাউকেই বলেন নি।

সন্ত্রাস সম্পর্কে, বিশেষ ক'রে আল কায়দার গতিবিধি সম্পর্কে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা প্রবন্ধ পড়ে পল ডেভেরু এটা বুঝতে পেরেছেন যে, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা মোগাদিসু কিংবা দারুসসালামে কয়েকজন আমেরিকানকে খতম ক'রে সন্তুষ্ট হবে না। উসামা বিন লাদেন হাজার হাজার, লাখ লাখ আমেরিকান নাগরিক হত্যা করতে চাইবে। সেই বৃটিশ লোকটার ভবিষ্যবাণী সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে।

আল্ কায়দা নেতৃত্বের এখন টেকনোলজির খুব প্রয়োজন যা তাদের নেই এবং সেটা পাওয়ার জন্য তারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ডেভেরু জানেন, আফগানিস্তানের পাহাড়ের প্রতিটি গুহা এখন আল কায়দাদের গুপ্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে, সেখানে ল্যাবরেটরিতে জীবাণু এবং গ্যাসবোমা তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এমন কি আণবিক বোমা তৈরির প্রস্তুতিও চলছে সেখানে।

ওদিকে মিলোসেভিচের পতনের পর সার্বিয়ার সেই গ্যাংস্টার নিজেকে বাঁচানোর জন্যে পালানোর নিরাপদ জায়গা খুঁজতে শুরু করলো। ডেভেরু জানতেন সেই জয়গা কখনও যুক্তরাষ্ট্র হতে পারে না। তবে বানানা রিপাবলিকের কোনো দেশ হতে পারে...ডেভেরু তার সাথে একটা চুক্তি করলেন। বিনিময়ে সে এই মূল্য পরিশোধ করতে বদ্ধপরিকর হলো। আর এই মূল্য পরিশোধ হবে তাকে সহযোগীতা করার মাধ্যমে।

বেলগ্রেড ছাড়ার আগে সেখানকার ভিনকা ইন্সটিটিউট থেকে খুবই অল্প পরিমাণের ইউরেনিয়াম ২৩৫ চুরি হয়ে গেলো। রেকর্ডে দেখানো হলো পুরো পনেরো কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম খোয়া গেছে।

ছয় মাস আগে এক অস্ত্রব্যবসায়ী ভ্লাদিমির বাটিচের মাধ্যমে পরিচিত হওয়া পলাতক সার্ব তার ইউরেনিয়াম নমুনা আর তার কাছে যে পনেরো কিলোর মতো ইউরেনিয়াম আছে তার প্রমাণস্বরূপ দলিল দস্তাবেজ হস্তান্তর করলো।

সেই নমুনা পাঠানো হলো আল কায়দার কেমিস্ট আবু খাবাবের কাছে। এ হলো আরেকজন উচ্চশিক্ষিত মৌলবাদী ইঞ্জিনিয়ার। পরে আবু খাবাব আফগানিস্তান ছেড়ে ইরাকে গিয়ে হাজির হয় নমুনা পরীক্ষার মেশিন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার জন্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইরানে আর একটি নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইরাকও আণবিক অস্ত্র তৈরির কাঁচামাল ইউরোনিয়াম ২৩৫ সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। তবে তারা পুরনো পদ্ধতিতে আণবিক বোমা তৈরির কাজে এগোচ্ছে ধীরে ধীরে, যেমনটি ১৯৪৫ সালে টেনেসির ওক রিজ-এ হয়েছিলো। সেই ইউরেনিয়ামের নমুনা ওখানে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করলো।

কানাডিয়ান বিজনেস ম্যাগনেট তার মৃত-নাতির খবরটা প্রকাশ করার চার সপ্তাহ আগে একটা খবর শোনা যায় যে, আল কায়দা ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাচ্ছে। খবরটা শোনার পরই ডেভেরু নিজেকে জোর ক'রে শান্ত রাখলো।

ডেভেরু একটা মনুষ্যবিহীন অত্যাধুনিক বিমান পৃডেটর দিয়ে উসামাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেও সেটা আফগানিস্তানে বিধ্বস্ত হয়। ফলে নতুন প্রযুক্তি আর পরিকল্পনা হওয়ার আগপর্যন্ত ডেভেরুকে অপেক্ষা করতে হবে। কেবলমাত্র সার্ব যখন পাকিস্তানের পেশোয়ারে গিয়ে আয়মান আল জাওয়াহিরি, আতেফ, আবু খাবাব, আর জুবাইদার সঙ্গে দেখা করার দাওয়াত পাবে তখন তাকে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। সে সঙ্গে করে পনেরো কেজি ইউরেনিয়াম নিয়ে যাবে। তবে সেটা অস্ত্র তৈরির উপযোগী ইউরেনিয়াম হবে না।

সেই সাক্ষাৎকারের মোক্ষম সময়ে জোরান জিলিককে যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার প্রতিদান দেবে সে। আর তা যদি সে না করে তাহলে পাকিস্তানের ভয়ঙ্কর এবং আল কায়দাপন্থী সিক্রেট সার্ভিস আই.এস.আই'কে একটা ফোন করলেই তাকে শেষ ক'রে ফেলা হবে।

ডেভেরু একটা জুয়া খেলছে, সে মনে করছে একমাত্র একজন ব্যক্তিই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

বহু দূরে আফগানিস্তানে ইউ.বি.এল একটা ফোন পাবে। সমতলভূমি থেকে অনেক উঁচুতে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেই ফোন কলের সূত্র ধরে তার অবস্থানের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যাবে।

বালুচি বন্দরে *ইউএসএস কলম্বিয়া* তার টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত করবে ছোঁড়ার জন্যে। আর সেই মিসাইল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম(জিপিএস) ব্যবহার ক'রে ফোন কলের রিসিভারের অবস্থানের দিকে ছুটে যাবে ধ্বংসলীলা চালানোর জন্যে।

ডেভেরুর কাছে সমস্যা একটাই। সময়। জিলিক যখন পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা হবে এবং একজন রাশিয়ানকে তুলে নেবার জন্যে তার যাত্রা বিরতি ঘটাবে, সেই সময়টা আর খুব বেশি দেরি নেই, ক্রমশই কাছে এসে যাচ্ছে। যাইহোক, এরকম সময় জিলিকের মনে আতঙ্ক ছড়তে চায় না সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারণ যে মুহূর্তে সে জেনে যাবে যে, তার খোঁজ করা হচ্ছে, সেই মুহূর্তে তাদের মধ্যেকার চুক্তিটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সুতরাং অ্যাভেঞ্জারকে থামাতে হবে। প্রয়োজন হলে সম্ভবত তাকে শেষ ক'রেও ফেলা হবে। যতো কম জঘন্য কাজ করা হবে ততোই মঙ্গল।

২০শে আগস্ট। কুরাকাও থেকে পারামারিবো বিমানবন্দরে ডাচ কে.এল.এম'র একটা বিমান থেকে একজন লোককে অবতরণ করতে দেখা গেলো। সে প্রফেসর মেডভার্স ওয়াটসন নয়, যাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্যে একটা রিসেপসন কমিটি অপেক্ষা করছে।

এটা এমন কি সেই আমেরিকান ডিপ্লোম্যাট রোনাল্ড প্রোক্টরও নয়, যার জন্যে বন্দরে একটা বাক্স অপেক্ষা করছে।

সে হলো একজন বৃটিশ রিসোর্ট ডেভেলপার হেনরি ন্যাশ। সে তার আমস্টারডাম থেকে দেয়া ভিসা দেখিয়ে অনায়াসে কাস্টম্‌স এবং ইমিগ্রেসন ডিপার্টমেন্টের লোকদের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এলো। একটু পরেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে শহরের দিকে এগিয়ে চললো সে। শহরের সবচেয়ে ভালো জায়গা টোরারিকায় যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হলো সে, কারণ সেটা শহরের সবচাইতে সেরা। তবে সে হয়তো সত্যিকারের বৃটিশদের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। তাই সে গেলো ডমিনেস্ট্রাটে অবস্থিত ক্রাসনোপোলস্কি'তে।

তার ঘরটা একেবারে উপর তলায়, পূবদিকে একটা ব্যালকনি। সেই ব্যালকনিতে গিয়ে শহরটাকে একনজর দেখতে গেলো সে। উঁচু হওয়ার কারণে বেশ জোরে বাতাস বইছে। পূবে, সত্তর মাইল দূরে, নদীর ওপারে সান মার্টিনের গভী অরণ্য অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

আমেরিকান ডিপ্লোম্যাট রোনাল্ড প্রোক্টর গাড়িটা লিজ নিলো। অবশ্য কোনো প্রতিষ্ঠিত এজেন্সির কাছ থেকে নয়, গাড়িটা সে নিয়েছে একটা প্রাইভেট সেলারের কাছ থেকে।

শেরোকি গাড়িটা সেকেন্ডহ্যান্ড হলেও বেশ ভালো অবস্থায় আছে। এর নতুন মালিক ইউএস আর্মি থেকে প্রশিক্ষিত। তার ছোঁয়া পেয়ে গাড়িটা আরো ভালো অবস্থায় উপনীত হলো।

যার কাছ থেকে সে গাড়িটা লিজ নিয়েছে তার সাথে একটা সহজ সরল চুক্তি করেছে সে। তাকে দশ হাজার ডলার নগদ দেবে কেবল মাত্র এক মাসের জন্যে, যতোক্ষণ না তার নিজের গাড়িটা এখানে এসে পৌছায়। সে যদি গাড়িটা অক্ষত অবস্থায় মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে তবে তাকে পাঁচ হাজর ডলার ফেরত দেয়া হবে।

বিক্রেতা তারপরেও পাঁচ হাজার ডলার পাচ্ছে। এই পরিমাণ টাকা পেয়ে সে ভীষণ খুশি। এটা নিশ্চিত, গাড়িটা ত্রিশ দিন পর ফেরত পাওয়া যাবে। কাগজপত্র পরিবর্তন করাটা বোকামি হবে। খামোখাই ট্যাক্সম্যানকে জানানোর দরকার কি?

প্রক্টর ফুলের বাজারের পেছনে একটা গ্যারাজও ভাড়া নিলো। সব শেষে সে বন্দরে গিয়ে সেখান থেকে তার বাক্সটার ডেলিভারি নিয়ে ফিরে এলো আবার গ্যারাজে। খুব সতর্কতার সঙ্গে বাক্সটা খুলে জিনিসগুলো দুটো ক্যানভাস কিটব্যাগে ভরে নিলো। তারপর রোনাল্ড প্রোক্টর নামের আর কোনো লোকের অস্তিত্ব রইলো না।

ওদিকে ওয়াশিংটনে পল ডেভেরু খুবই চিন্তিত, যতোই দিন যাচ্ছে তার কৌতূহল ততোই যেনো বেড়ে চলেছে। কোথায় প্রফেসর মেডবার্স ওয়াটসন? সে কি তার ভিসা ব্যবহার ক'রে সুরিনামে প্রবেশ করেছে? সে কি তার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলছে?

এই কৌতুহলটা খুব সহজেই মেটানো যায় রেডমন্ডস্ট্রাটে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাস মারফত সরাসরি সুরিনাম কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাধ্যমে। কিন্তু তাতে ক'রে একটা পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, প্রফেসরের সম্পর্কে কৌতূহল দেখা দিতে পারে সুরিনামিজদের মনে। তারা জানতে চাইবে আমরা কেন তাকে খুঁজছি। তারা নিজেরাই হয়তো তাকে আটক ক'রে প্রশ্ন ক'রে জেনে নেবে। অ্যাভেঞ্জার নামের লোকটি তাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আবার তার কাজ শুরু করেও দিতে পারবে। সার্ব লোকটি ইতিমধ্যেই পেশোয়ারে যাচ্ছে ভেবে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে। ভড়কে গিয়ে সে চুক্তিটা বাতিলও ক'রে দিতে পারে। তাই এইসব কথা ভেবে অপেক্ষা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করলেন ডেভেরু।

ওদিকে পারামারিবো'তে কর্নেল মোরেনো সান মার্টিনের ছোট্ট কনসুলেটের অফিসে ফোন ক'রে বলে দিলো, একজন আমেরিকান প্রজাপতি সংগ্রাহক হয়তো ভিসার জন্যে আবেদন করতে পারে। তাকে যেনো ভিসা দিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরটা তাকে জানানো হয়।

কিন্তু মেডভার্স ওয়াটসন নামের কোনো প্রফেসরকেই সেখানে হাজির হতে দেখা গেলো না। অথচ তারা যে লোকটির সন্ধান করছে সে তখন পারবো শহরের মাঝখানে একটা ক্যাফেতে ব'সে আছে। শেষে যেসব জিনিস সে কিনেছিলো সেগুলো একটা ব্যাগে ভরে তার পাশেই রেখে দিয়েছে। দিনটা ২০শে আগস্ট।

জিনিসগুলো সে কিনেছিলো শহরের একমাত্র হান্টিং-শপ থেকে, যেখানে কেবল শিকারের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। লন্ডনের একজন ব্যবসায়ী হিসেবে মিঃ হেনরি ন্যাশ তেমন কিছুই সঙ্গে ক'রে আনে নি যা সীমান্তের এপারে ব্যবহারপোযোগী হতে পারে। কিন্তু আজ সকালে ডিপ্লোম্যাটের যে বাক্সটা বন্দর থেকে এসেছে তার ভেতরের জিনিসগুলোর কথা ভাবলে এমন কিছুর কথা সে মনে করতে পারলো না যা তার দরকার পড়তে পারে। তাই সে আয়েশ ক'রে এক বোতল পারবো বিয়ারের ফরমায়েশ দিলো বহু দিন পর চুটিয়ে সেটার স্বাদ উপভোগ করার জন্য।

যারা প্রফেসর মেডভার্সের জন্যে অপেক্ষা করছিলো তারা তাদের প্রতীক্ষার ফল পেলো ২৫শে আগস্টের সকালে।

সান মার্টিন চেকপয়েন্টে ছ'টি গাড়ি সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলো, সেগুলোর মধ্যে ছিলো একটা কালো রঙের শেরোকি গাড়ি। তখন প্রায় গোধুলিবেলা, শেরোকি গাড়িটা চেকপয়েন্টের সামনে এসে দাঁড়ালো। একজন সৈনিক সেই গাড়ির আমেরিকান আরোহীর পাসপোর্ট নেবার জন্যে তার দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত বাড়িয়ে দিতেই আমেরিকান আরোহী জানালা দিয়ে পাসপোর্টটা তার হাতে তুলে দিলো।

চালককে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিলো, দরদর ক'রে ঘামছিলো ভয়ে আর আতঙ্কে। সৈনিকটির দিকে সরাসরি তাকাতে পারছিলো না সে, অন্যদিক তাকিয়েছিলো। অবশ্য মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আঁড়চোখে দেখছিলো সৈনিকটিকে।

হঠাৎ সৈনিকটিকে কর্ডলেস ফোনে উত্তেজিত অবস্থায় কথা বলতে দেখে আরো বেশি ঘাবড়ে গেলে তার সারা মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সম্বিত ফিরে পেয়েই সক্রিয়া হয়ে উঠলো লোকটা। সচল হয়ে উঠলো তার গাড়ির ক্লাচ। সঙ্গে ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই গোধূলীর স্বল্প অলোতে শেরোকিটাকে চেকপয়েন্টের ইমিগ্রেশন অফিসারদের চোখের সামনে থেকে খুব দ্রুত মিলিয়ে যেতে দেখা গেলো।

কর্নেল মোরেনোর দু'জন সিক্রেট পুলিপ ইমিগ্রেশন অফিসারের পেছন থেকে ছুটে এলো তাদের হাতের বন্দুক উঁচিয়ে। তাদের মধ্যে একজন চল্লিশ মাইল দূরে রাজধানীর পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলো। ইমিগ্রেশন অফিসার তার বুথ থেকে বেরিয়ে এসে আমেরিকান পাসপোর্টটা শূন্যে নাড়তে নাড়তে প্রফেসর মেডভার্স ওয়াটসনের নাম বলতে লাগলো।

সৈনিকেরা তাদের ট্রাকে চড়ে আমেরিকান লোকটির শেরোকি গাড়িটা পিছু নিলো সঙ্গে সঙ্গে। সিক্রেট পুলিশও শেরোকি গাড়িটার পিছু ধাওয়া করলো তাদের নীল রঙের ল্যান্ড রোভার গাড়িতে ক'রে। কিন্তু শেরোকি গাড়িটা ততোক্ষণে বহু দূরে চলে গেছে।

ওদিকে ল্যাংলে'তে কেভিন ম্যাকব্রাইড তার ডেস্ক ফোনের বাল্বটা জ্বলে উঠতে দেখলো। এটা একটা হট লাইন। একমাত্র সান মার্টিন সিটিতে কর্নেল মোরেনোর অফিসের সঙ্গেই এই লাইনটা যুক্ত।

সে রিসিভারটার তুলে কান পেতে শুনতে থাকলো। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে যা বলা হলো সব নোট ক'রে নিতে থাকলো সে। মাঝে মাঝে দুয়েকটা প্রশ্নও করলো। কথা শেষ হতেই রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দেখা করতে চলে গেলো পল ডেভেরুর সঙ্গে।

"ওরা তাকে খুঁজে পেয়েছে," কোনো ভূমিকা না করেই কথাটা বললো সে।

"গ্রেফতার করেছে তো?"

"প্রায় সেরকমই বলা যায়। আমি যে রকম ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হয়েছে। সুরিনাম হয়ে নদীর তীর ধরে সে যাচ্ছিলো। হয়তো সে তার পাসপোর্টের জালিয়াতের কথা ভেবে থাকবে, ইমিগ্রেশন অফিসারকে তার পাসপোর্টটা দীর্ঘ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় ধরে পরীক্ষা করতে দেখে বুঝে যায় যে, ধরা পড়ে গেছে। তখন সে চেকপয়েন্টের বেড়া ভেঙে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। কর্নেল মোরেনো আশ্বাস দিয়ে বলেছে, তার যাবার কোনো জায়গা নেই। জঙ্গলের দু'পাশের রাস্তায় পুলিশ ভ্যান চব্বিশ ঘণ্টা ধরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সে বলেছে, কাল সকালের মধ্যে ওকে ঠিকই ধরে ফেলবে তারা।"

"বেচারা," ডেভেরু বললেন, "তার আসলে ঘরে থাকাই উচিত ছিলো।"

কর্নেল মোরেনো একটু বেশিই আশাবাদী ছিলো। এতে দু'দুটো দিন লেগে গেলো। তাও খবরটা জানালো তার নিজের লোক নয়, জঙ্গলের একজন চাষী।

সে জানালো আগের দিন সন্ধ্যায় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে যাওয়া কোনো গাড়ির শব্দ শুনেছিলো সে। ধরে নিয়েছিলো এটা কোনা সরকারী গাড়িই হবে। কারণ ঐ এলাকায় কোনো কৃষকেরই গাড়ি নেই। তারা গাড়ির কথা চিন্তাও করতে পারে না। পরের দিন গাড়িটা ফিরে না আসলে সে টহলরত সৈনিকদেরকে খবরটা জানায়।

সৈনিকেরাই শোরোকি গাড়িটা খুঁজে পায়। ঘন জঙ্গলের ভেতরে, সেই কৃষকের বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা খাদের নীচে গাড়িটা পড়ে ছিলো। সেটা তোলার জন্যে শেষপর্যন্ত ক্রেন ব্যবহার করতে হয়েছে।

কর্নেল মোরেনো নিজে ঘটনাস্থলে হাজির হলো। ভাঙাচোড়া গাড়িটা একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থা।

"শোনো," কর্নেল বললো, "কুকুরগুলো নিয়ে আসো। আর গাড়িটার সব কিছু যেনো আমার অফিসে নিয়ে আসা হয়।"

কিন্তু ততোক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। যাদেরকে খোঁজ করার জন্যে পাঠানো হলো তারা সবাই গ্রামের সাধারণ মানুষ। সেই রাতে তারা আর খোঁজাখুঁজি না ক'রে পর দিন সকালবেলা থেকে কাজটা শুরু করলো আর বিকেলের মধ্যেই তারা সেটা পেয়েও গেলো।

তাদের সঙ্গে মোরেনোর একজন লোক ছিলো যার কাছে ছিলো একটা সেলফোন। নিজের অফিসে বসেই মোরেনো ফোনটা রিসিভ করলো। এর ঠিক ত্রিশ মিনিট পরে ডেভেরুর অফিসে এসে ঢুকলো কেভিন ম্যাকব্রাইড।

"ওরা তাকে পেয়েছে। মৃত অবস্থায়," সে জানালো।

ডেভেরু তার ডেস্ক ক্যালেন্ডারের দিকে চকিতে একবার তাকালেন। দিনটা ২৭ শে আগস্ট।

"আমার মনে হয় তোমার সেখানে যাওয়া উচিত।"

ম্যাকব্রাইড যেনো আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

"পল, ওখানে যাওয়া মানে নরকতুল্য একটা ভ্রমণ করা। সবখানে ঐ শালার ক্যারিবিয়ানরা ঘুরে বেড়ায়।"

www.BanglaBook.org

"আমি তোমার জন্যে কোম্পানির একটা বিমানের ব্যবস্থা ক'রে দেবো। আগামীকাল ব্রেকফাস্টের সময় তুমি সেখানে হাজির থাকবে। শুধু আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, জিলিকেকেও আশ্বস্ত করতে হবে যে, আমরা তার পাশেই রয়েছি। চলে যাও সেখানে, কেভিন। আমাদের দু'জনকে একটু আশ্বস্ত করো।"

ল্যাংলে'তে যে লোকটাকে কেবল তার কোডনেম অ্যাভেঞ্জার নামে চেনে সে পাইপার নামের এলাকাটি ছেড়ে প্রধান সড়ক থেকে ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিলো। এখান থেকে পূবে, চল্লিশ মাইল দূরে রাজধানী শহর। কিছু দূর যাওয়ার পর সে শোরোকি গাড়িটা থামালো। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে একটা খাদ দেখে এসে গাড়িটা চালিয়ে সেই খাদে ফেলে দিলো সে।

গাড়িতে সে একটা জিনিস রেখে গেলো তল্লাশী করতে আসা লোকদের জন্যে। জিনিসটা খুব ভারি।

কম্পাস আর ফ্লাশলাইট ব্যবহার ক'রে সে ঘন অন্ধকারেই পথ চলতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো সেই গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে।

এক মাইল দূরে এসে আরেকটা জিনিস ফেলে রেখে গেলো তাকে খুঁজতে আসা টহল দলের জন্যে।

সকালের দিকে সে কমিনি নদীর তীরে এসে পৌছালো। আরো চার মাইল হাটার পর বন্ধুভাবাপন্ন এক তরমুজ বিক্রেতা তার কার্গোতে লিফট দিলো তাকে। সেই কার্গোতে করেই রাজধানীতে আবার ফিরে এলো সে। আয়েশ ক'রে হোটেলের লবিতে বসে স্টিক আর ফ্রাই দিয়ে লাঞ্চও ক'রে নিলো। তারপর একটু বিশ্রামের জন্যে ঘুম দিলো অ্যাভেঞ্জার।

ত্রিশ হাজার ফিট উপরে, কম্পানির লিয়ার জেট বিমানটিতে একমাত্র আরোহী কেভিন ম্যাকব্রাইড ব'সে আছে।

তাকে শহরতলীতে কর্নেল মোরেনোর সিক্রেট পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সান মার্টিন সিটি এয়ারফিল্ডে অপেক্ষা করছে একটা গাড়ি।

মোটাসোটা কর্নেল সাহেব তার অফিসে আগত অতিথিকে হুইস্কি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো।

"আমার মনে হয় এটা আমার জন্যে একটু জলদি হয়ে যাচ্ছে, কর্নেল," ম্যাকব্রাইড বললো।

"কী যে বলেন, বন্ধু। টোস্ট করার আবার সময় আছি নাকি। আসুন... আমাদের শত্রুর মৃত্যুতে একটু সেলিব্রেটা করা যাক।"

ম্যাকব্রাইড হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে কর্নেলের দিকে তাকালো।

"কর্নেল, আমার জন্যে আপনি কি রেখেছেন?"

"একটা সামান্য জিনিস আপনাকে প্রদর্শন করাবো। চলুন, সেটা দেখা যাক।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অফিসের পাশেই কনফারেন্স রুম। সেখানে কর্নেলের বর্ণিত কিছু জিনিস রাখা আছে ম্যাকব্রাইডকে দেখানোর জন্য। একটা ছোটো টেবিল সাদা চাদরে ঢাকা। ঘরে আরো চারটা টেবিল আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ছোটো টেবিলটার দিকেই এগিয়ে গেলো কর্নেল মোরেনো।

"আমি তো আপনাকে বলেছি, আমাদের বন্ধু মিঃ ওয়াটসন ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে মেইন রোড ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে উত্তেজিত হয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করে। তার উদ্দেশ্য ছিলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালিয়ে যাবে। হ্যা, ঠিক তাই। কিন্তু সেটা অসম্ভব। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর দরুন গাড়িটা গভীর একটা খাদে গিয়ে পড়লে সে আর সেখান থেকে উঠে আসতে পারে নি। গাড়িতে তার যেসব জিনিস পাওয়া গেছে সেগুলো ওই টেবিল দুটোর ওপর সাজানো রয়েছে।"

প্রথম টেবিলের ওপর পোশাক, বাড়তি জুতা, পানিরপাত্র, মশারী এবং পানি বিশুদ্ধকরণের ট্যাবলেট। আর দ্বিতীয় টেবিলের ওপর রাখা তাঁবু খাটানোর ত্রিপল, লণ্ঠন, এবং টয়লেটের টুকিটাকি জিনিসপত্র।

"এতো সব জিনিসপত্র দেখে তো মনে হয় না সে কোনো সাধারণ ক্যাম্পিং ট্রিপে যাচ্ছিলো," ম্যাকব্রাইড মন্তব্য করলো।

"আপনি ঠিকই বলেছেন। সে নিশ্চয়ই মনে করেছিলো জঙ্গলের মধ্যে কয়েক দিন লুকিয়ে থাকতে পারবে। সম্ভবত এল পুন্টোর বাইরের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তার টার্গেটকে অ্যাম্বুশ করার পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু তার টার্গেট এরকম কোনো রাস্তা দিয়ে চলাচল করে না। আর যখন করে তখন বুলেটপ্রুফ লিমোজিন ব্যবহার করে। এই গুপ্তঘাতক তার কাজে মোটেও দক্ষ নয়।"

কর্নেল তিন নাম্বার টেবিলের চাদরটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিতেই ম্যাকব্রাইড দেখতে পেলো টেবিলের ওপর একটা রেমিংটন থ্রি-ডাবল-ও-সিক্স পিস্তল এবং বুলেটের বাক্স সাজানো রয়েছে। আমেরিকার কোনো বন্দুকের দোকান থেকে কেনা হয়ে থাকবে। সঙ্গে একটা শিকারের রাইফেলও আছে। এই রাইফেল দিয়ে মানুষের মাথার খুলিও উড়িয়ে দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা হবে না।

"এবার," মোটাসোটা কর্নেল যেনো নিজের সংগ্রহের জিনিসগুলো দেখানোটা খুবই উপভোগ করছে। "এরপর আপনার লোকেটি গাড়িটা এবং নিজের আশি শতাংশ জিনিসপত্র ফেলে রেখে যায়। পায়ে হেটে রওনা দেয় সে। সম্ভবত নদীর দিকে। কিন্তু সে তো আর জঙ্গলের ফাইটার নয়। আমি কিভাবে জানলাম? কোনো কম্পাস ছিলো না তার কাছে। তিনশো মিটারের মধ্যেই সে হারিয়ে যায়। নদীর দিকে না গিয়ে জঙ্গলের আরো গভীরে ঢুকে পড়ে। তাকে যখন আমরা খুঁজে পেলাম তখন এইসব জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ টেবিলে একটা খালি পানির ক্যান, টুপি, চাকু আর ফ্লাশলাইট রাখা আছে। কমব্যাট বুট, ক্যামোফ্লেজ শার্ট-প্যান্ট আর একেবারেই বেমানান একটা জ্যাকেটও আছে সেখানে। জ্যাকেটটার পাশে একটা চামড়ার বেল্ট আর তার সাথে লাগোয়া ধারালো চাকু।

"আপারা যখন তাকে খুঁজে পেলেন তখন এইসব জিনিসগুলো কি সে বহন করছিলো?"

"মারা যাবার সময় সে এই সব জিনিসগুলোই সাথে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলো। প্রচণ্ড আতঙ্কে যে জিনিসটা নেবার দরকার ছিলো সেটাই সে গাড়িতে ফেলে রেখে গিয়েছিলো। আমি রাইফেলটার কথা বলছি। তাহলে হয়তো শেষের দিকে সে আত্মরক্ষা করতে পারতো।"

"তাহলে আপনার লোকজন তাকে হাতের নাগালে পেয়েই গুলি করেছে?"

কর্নেল মোরেনো অবাক চোখে তাকালো।

"আমরা? তাকে গুলি করেছি? নিরস্ত্র অবস্থায়? অবশ্যই না। আমরা তাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে চেয়েছিলাম। না, না। পালিয়ে যাবার পর মাঝরাতেই সে মারা যায়। যাদের জঙ্গলের সাথে পরিচয় নেই তাদের জঙ্গলে ঢোকা উচিত না। বিশেষ ক'রে অপর্যাপ্ত সরঞ্জাম ছাড়া, রাতের বেলায় তো নয়ই। তার মধ্যে সে আবর ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। এজন্যেই তার প্রাণটা গেছে। দেখুন।"

নাটকীয় ভঙ্গীতে মাঝখানের টেবিলের চাদরটা সরালো কর্নেল। একটা বডি ব্যাগে ক'রে কঙ্কালটা নিয়ে আসা হয়েছে। পায়ে এখনও বুট জুতাটা আছে। হাড্ডিতে মাংস আর কাপড়ের টুকরো লেগে রয়েছে। হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে ডেকে এনে হাড্ডিগুলো ঠিকমতো সাজানো হয়েছে।

"কি হয়েছিলো সেটা আমরা এখন মিলিয়ে নিতে পারি, বন্ধু," কর্নেল মোরেনো বললো। "গাড়ি চালাতে গিয়ে ভয়ে আতঙ্কে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং গাড়িটা খাদে পড়ে যেতেই ভায়ঙ্করভাবে জখম হয়। তার পা ভেঙে যায়, ছিটকে পড়ে যায় হাতের রাইফেলটা। তখন সে দৌড়াতে পারছিলো না। এমন কি হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতাও তার ছিলো না। খালি চিৎকার ক'রে গেছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু কার কাছ থেকে সাহায্য পাবে অমন একটা জঙ্গলে, সেই মাঝরাতে? আপনি কি জানেন, আমাদের এখানকার জঙ্গলে জাগুয়ার আছে?

"আমরা জানি। খুব বেশি না, তবে একশো পঞ্চাশ পাউন্ডের মাংসল প্রাণী যদি চিৎকার ক'রে তাদের আমন্ত্রণ জানায় তো কি আর করা! জাগুয়ার তো আসবেই। যতো দূরেই তারা থাকুক না কেন। এখানে ঠিক তাই ঘটেছে।

"এখানকার আরো অনেক প্রাণী আছে যারা মাংস খুব পছন্দ করে। তারপর দিনের শুরুতেই শকুনের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে অবশিষ্ট মাংসগুলো উপর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেবারে শেষে রাক্ষুসী পিঁপড়া যা পেয়েছে সব খেয়ে নিয়েছে। রাক্ষুসী পিঁপড়া তো চেনেন, নাকি? আমি তাদেরকে ভালো করেই..."

"আর বলতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে," ম্যাকব্রাইড তাকে বাঁধা দিয়ে বললো। দ্বিতীয় এক গ্লাস হুইস্কির কথা ভাবলো ম্যাকব্রাইড।

কর্নেলের অফিসে ফিরে আসতেই দেখা গেলো সিক্রেট পুলিশের লোকেরা কিছু ছোটো ছোটো জিনিস নিয়ে এসেছে। তার সামনে সেগুলো মেলে ধরা হলো। এম.ডব্লিই খোদাই করা একটা স্টিলের ঘড়ি। একটা আঙটি, যাতে কোনো নাম লেখা ছিলো না।

"কোনো ওয়ালেট পাওয়া যায় নি," কর্নেল বললো। "সম্ভবত কোনো লুণ্ঠনকারী সেটা তার পকেট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে থাকবে।"

তার কাছে থেকে পাওয়া পাসর্পোর্টটা আমেরিকা থেকে ইসু করা, মেডভার্স ওয়াটসনের নামে, পেশা বিজ্ঞানী। সেই একই মুখ ম্যাকব্রাইড দেখেছিলো ভিসা আবেদনপত্রে, চোখে চশমা, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, মুখটা একটু অসহায় অসহায়।

সি.আই.এ'র লোকটি বুঝতে পারলো, মেডভার্স ওয়াটসনকে কেউ আর কখনো দেখতে পাবে না।

"ওয়াশিংটনে আমি কি আমার সুপিরিয়রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরি?"

"নিশ্চয়ই!" বললো কর্নেল মোরেনো। "আপনি একান্তে কথা বলুন। আমি চলে যাচ্ছি।"

ম্যাকব্রাইড এটাচি কেস থেকে তার ল্যাপটপটা বের ক'রে সেটার সাথে নিজের সেলফোনটা লাগিয়ে নিয়ে পল ডেভেরুর সঙ্গে যোগাযোগ করলো একটা নিরাপদ লাইন ব্যবহার ক'রে। তাদের মধ্যেকার কথাবার্তা অন্য কেউ আঁড়ি পেতে শুনতে পারবে না। ডেভেরু ফোনটা ধরার আগপর্যন্ত সে অপেক্ষা ক'রে গেলো।

ফোনটা ডেভেরু ধরলে সে সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিলে ওপাশ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এলো।

"আমি চাই তুমি এখনই দেশে ফিরে আসো," ডেভেরু বললেন।

"ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই," উত্তরে ম্যাকব্রাইড বললো।

"মোরেনো রাইফেলসহ বাকি সব খেলনাই রেখে দিতে পারে। কিন্তু আমি তার পাসপোর্টটা চাই। ওহ্, আরেকটা কথা।"

ম্যাকব্রাইড শুনে গেলো।

"আপনি...কি চান?"

"যা বললাম তাই করো, কেভিন। খুব দ্রুত।"

ম্যাকব্রাইড ডেভেরুর ইচ্ছের কথা বললো কর্নেলকে। সিক্রেট পুলিশের নাদুসনুদুস চিফ কাঁধ ঝাঁকালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এতো কম সময়ের জন্যে এখানে এলেন। আরও কিছু সময় আপনার থাকা উচিত। সমুদ্রভ্রমণে বেরিয়ে আমার বোটে ক'রে মধ্যাহ্নভোজে চিংড়ি মাছ হলে কেমন হয়? ঠাণ্ডা *সোভ*? না? ঠিক আছে...পাসপোর্ট আর ওগুলো..."

ম্যাকব্রাইড কাঁধ ঝাঁকালো।

"আপনার যেমন খুশি। সবটাই নিয়ে যান।"

"আমাকে বলা হয়েছে একটাতেই কাজ হবে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

ম্যাকব্রাইড ২৯শে আগস্ট ওয়াশিংটনে ফিরে এলো। ঠিক সেদিনই মিঃ হেনরি ন্যাশ তার পাসপোর্ট নিয়ে পারিমারিবো'তে অবস্থিত সান মার্টিন রিপাবলিকানের কনুসলেট থেকে ভিসা আবেদন করলো। পাসপোর্টটি ইসু করেছে ফরেন এবং কমওয়েলথ অ্যাফেয়ার্সের দায়িত্বে থাকা মহারানীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি।

কোনো সমস্যা হলো না। একজন মানুষের কনসুলটাতে মাত্র কয়েকদিন আগে একটা সমস্যা হয়েছিলো যখন একজন রিফিউজি তার দেশে প্রবেশের চেষ্টা করছিলো। তবে এখন এই সতর্কাবস্থাটা নামিয়ে ফেলা হয়েছে। লোকটা মরে গেছে। সে ভিসাটা ইসু ক'রে দিলো।

আগস্টে সমস্যা হলো। তাড়াহুড়ার মধ্যে কিছু করতে পারবে না তুমি, এমনকি সেটা ওয়াশিংটনে হলেও। তোমার নাম পল ডেভেরু হলেও না। একটা কথাই সব সময় বলা হবে : "আমি দুঃখিত, স্যার, তিনি ছুটিতে আছেন। আগামী সপ্তাহে তিনি ফিরে আসবেন।" এভাবেই আগস্ট মাস পেরিয়ে সেপ্টেম্বর এসে গেলো।

ডেভেরু যে প্রশ্নের জবাব শুনতে চেয়েছিলেন সেটা তিনি পেয়ে গেলেন।

"আমাদের দেখা এটা সবচাইতে সেরা জালিয়াতি," স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাসপোর্ট ডিভিশনের লোকটা বললো। "আসলে একসময় এটা জেনুইন ছিলো, আমাদেরই প্রিন্ট করা ছিলো সেটা। তবে ছবিটার আসল পাতা সরিয়ে অন্য একটি পাসপোর্টের দুটো পাতা বসানো হয়েছে। সেই পাতাতেই নাম আর ছবি আছে মেডভার্স ওয়টসনের। আমাদের জানামতে এ নামে কোনো লোক নেই। এই পাসপোর্ট নাম্বারটি কখনও ইসু করা হয় নি।"

"এই পাসপোর্ট নিয়ে কি কেউ আমেরিকার বাইরে যেতে পারবে?" ডেভেরু জানতে চাইলেন।

"হ্যা," লোকটা বললো।

"পাসপোর্টটা কি আমি ফেরত পেতে পারি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দুঃখিত, মিঃ ডেভেরু। আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু এই মাস্টারপিসটা আমাদের ব্ল্যাক মিউজিয়ামে ঠাঁই পাবে। এটাকে নিয়ে আমরা গবেষণা করবো।"

তখনও পর্যন্ত বেথেসডার ফরেনসিক প্যাথলজিস্টের কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যায় নি। এই হাসপাতালে ডেভেরুর কিছু ঘনিষ্ঠ লোক রয়েছে।

মার্চের ৪ তারিখে মিঃ হেনরি ন্যাশ বৃটিশ পাসপোর্ট নিয়ে সান মার্টিনের ভিসায় কমিনি নদীর সীমান্তবর্তী এলাকায় চলে গেলো ভাড়া করা একটা গাড়ি নিয়ে।

তার বৃটিশ এ্যাকসেন্ট হয়তো অক্সফোর্ড অথবা ক্যামবৃজের কাউকে বোকা বানাতে পারতো না, কিন্তু ডাচ ভাষার সুরিনামিজদের নিয়ে কোনো সমস্যাই হলো না।

তার গায়ের রঙ রোদে পোড়া, সেটা এখন আরো বেশি মেহেগনির মতো লাগছে। তার চুলগুলো প্রায় কালো। এটা একেবারে লন্ডনের মিঃ ন্যাশের বেশ। রাজধানীর পথে নেমে পড়লো সে। তৃতীয় ট্র্যাকটিতে এসে আশেপাশে যখন দেখতে পেলো কেউ লক্ষ্য করছে না, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো গাড়িটা নিয়ে। কিছু দূর পর একটা খামারের কাছে গাড়িটা থামালো সে। বিশাল বাওবাব গাছটা খুঁজে বের করা খুব একটা কষ্টসাধ্য কাজ না। এক সপ্তাহ আগে এই গাছটার গায়ে খোদাই করা একটা চিহ্ন এঁকে গিয়েছিলো সে। একটা ডালে লুকিয়ে রাখা তার ক্যামোফ্লেজ ব্যাগটা নামিয়ে নিলো সে। এটাতে তার প্রয়োজনীয় সব কিছু আছে। এইসব জিনিস দিয়েই পালিয়ে থাকা সার্বকে তার দূর্গ থেকে পাকড়াও করবে সে।

সীমান্তের কাস্টমস্ অফিসার গাড়ির ট্রাংকে রাখা দশ লিটারের প্লাস্টিকের জেরিকেনটা আমলেও নেয় নি। ইংরেজ লোকটা 'আণ্ডরা' বললে সে মাথা নেড়ে সায় দিতেই ট্রাংকটা বন্ধ ক'রে ফেলেছিলো সে। জেরিকেনটা পানিতে ভরা থাকলে কোনো ট্রায়াথলিটের পক্ষে সেটা নিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। তবে দিনে দু'লিটার লাগবেই।

মানুষ শিকারি লোকটা নিরবে নিভৃতে গাড়ি চালিয়ে রাজধানীতে ঢুকে পড়লো। এক সময় অয়েলপাম বনটা পেরোলো সে, যেখানে কর্নেল মোরেনো তার ডেস্কে ব'সে আছে। সে লা বাহিয়া নামের একটি গ্রামে গেলো লাঞ্চের পরপরই। এই সময় ওখানকার লোকজন সিয়েস্তা, অর্থাৎ একটু ঘুমিয়ে নেয়।

গাড়ির নাম্বারপ্লেট এখন সান মার্টিনের একটি নাম্বার। একটা প্রবাদের কথা মনে পড়ে গেলো তার : একটা গাছকে তুমি কোথায় লুকাবে? বনে। একটা পাথরকে তুমি কোথায় লুকাবে? খনিতে। সে গাড়িটা একটা পাবলিক কার পার্কিং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এলাকায় রেখে ব্যাগজটা পিঠে চাপিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে পড়লো। এখন সে আরেকজন ব্যাগপ্যাকার।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। সামনে সে দেখতে পেলো বন আর হেসিয়েন্দায়াটা। পাহাড়ের উপর হেসিয়েন্দা থেকে এঁকেবেঁকে পথটা নীচের ভূমিতে নেমে এসেছে। মারোনি আর ফ্রেঞ্চ গায়নার সীমান্তের কাছে যাওয়ার জন্যে সে রওনা দিলো। পথ ছেড়ে পাহাড় বাইতে শুরু করলো সে। এইসব পথ সে এ্যারোপ্লেন থেকে ছবি তুলে দেখে নিয়েছে। অন্ধকার গাঢ় হলে আর এগোনো সম্ভব হলো না। ব্যাগটা রেখে সে রাতের খাবারের প্রস্তুতি নিলো। খুব বেশি খাবার নেই। হাল্কা বিস্কিট আর পানি। খেয়ে দেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোরের আগেই জেগে উঠলো। আবারো শুরু হলো তার পাহাড় বাওয়া। এক সময় গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে দূরে একটা গার্ড হাউজ দেখতে পেলো সে।

সূর্য ওঠার আগেই পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে গেলো ডেক্সটার। একটু নীচেই এস্টেটটা আছে। ক্যামোফ্লেজ শার্ট, বুশহ্যাট, মুখে দাগ দেয়া আর অলিভ রঙের দূরবীন থাকার কারণে তাকে ঐ এস্টেট থেকে কেউ দেখতে পাবে না।

পাহাড়ের চূড়ায় একটা ছোটোখাটো ক্যাম্প তৈরি করলো সে। এটা আগামী চার দিনে তার প্রয়োজন মেটাবে। ফ্রেঞ্চ গায়ানার উপর সূর্যের আলো প্রখর হয়ে উঠলো। নীচের এস্টেটেও গিয়ে পৌছালো সেই আলো। একটা ভোঁতা শব্দ হলো নীচ থেকে। রেলওয়ে ট্র্যাকের হাতুড়ি দিয়ে লোহার একটা বারকে আঘাত করা হয়েছে। সময় হয়েছে জোরপূর্বক ধরে আনা শ্রমিকদের জেগে ওঠার।

চার তারিখের আগে ডেভেরু তার বেথেসডার ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করে নি।

"কি নিয়ে তুমি এতো উতলা, পল?"

"আমাকে তথ্য দাও। আমাকে সব বলো, গ্যারি। জিনিসটা কি?"

"তো, এটা একটা ফিমার, ঠিক আছে। ডান পায়ের উরুর হাড়। মাঝখান থেকে ভাঙা, ফ্র্যাকচার নেই, কোনো স্প্রিন্টারও নেই। শুধু ভাঙা।"

"পড়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে?"

"হাতুড়ি দিয়ে বারি মারা হয়েছে, বুঝেছো?"

"তুমি আমার আশংকাটি সত্যি ক'রে তুলেছো। বলে যাও।"

"হাড়টা কোনো মেডিকেল স্টোর থেকে কেনা হয়েছে। পঞ্চাশ বছরের মতো বয়স হবে। তীব্র আঘাতে ভাঙা হয়েছে সেটা। সম্ভবত একটা বেঞ্চে রেখে। আমি কি তোমার দিনটা আলো উজ্জ্বল ক'রে তুললাম?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না, তুমি দিনটা মাটি ক'রে দিলে। তারপরেও আমি তোমার কাছে ঋণী।"

তার সব কথাবার্তাই ডেভেরু রেকর্ড ক'রে রেখেছিলেন। কেভিন ম্যাকব্রাইড যখন সেটা শুনলো তার মুখ হা হয়ে গেলো।

"হায় ইশ্বর।"

"আমি নিশ্চিত, সে-ই, কেভিন। তোমাকে বোকা বানানো হয়েছে। এটা ভূয়া। সে মরে নি। পুরো এপিসোডটা সে সাজিয়েছে। মরেনোকে বোকা বানিয়েছে আর সে তোমাকে সেটা বিশ্বাস করিয়েছে। ও বেঁচে আছে। তার মানে সে আবার ফিরে আসবে। অথবা ফিরে এসেছে। কেভিন, এটা খুবই ইমার্জেন্সি ব্যাপার। আমি চাই কোম্পানির প্লেন এক ঘণ্টার মধ্যে উড়াল দেবে, আর আমি চাই তুমি তাতে থাকবে।

"তুমি যখন প্লেনে থাকবে তখন আমি কর্নেল মোরেনোকে সব খুলে বলবো। তুমি ওখানে যাওয়া মাত্রই মোরেনো ঐ বানচোত অ্যাভেঞ্জারকে খোঁজা শুরু ক'রে দেবে সে ওখানে আছে নাকি পথে রয়েছে। এবার তুমি রওনা দিতে পারো।"

পাঁচ তারিখে কেভিন ম্যাকব্রাইড আবারো কর্নেল মোরেনোর মুখোমুখি হলো। এর আগে মোরেনোর মধ্যে যে কৃত্রিম বিনয় ছিলো সেটা আর দেখা গেলো না এবার। তার ব্যাঙের মতো মুখটা রেগেমেগে আগুন।

"এই লোকটা খুবই চতুর। আপনি সেটা আমাকে বলেন নি। ঠিক আছে, সে আমাকে একবার বোকা বানিয়েছে। দ্বিতীয়বার বোকা বানাতে পারবে না। বুঝলেন।"

সেই মুহূর্ত থেকে প্রফেসর মেডভার্স ওয়াটসন সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এলাকাগুলোতে চলে গেলো। সিক্রেট পুলিশ সান মার্টিনে প্রবেশের সমস্ত পথ আর প্রবেশপথগুলো চেক ক'রে দেখছে। অনেক নির্দোষ আর নিরীহ লোকজন হয়রানির শিকার হচ্ছে তাদের হাতে। জেলেও ঢুকতে হয়েছে বেশ কয়েকজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে।

চারজন লোককে সুরিনাম থেকে আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন স্পেনিশ আর ডাচ। কর্নেল মোরেনো তাদের পাসপোর্টগুলো নিজের ডেস্কে আছাড় মেরে রাখলো।

"কোন্ পাসপোর্টটা ভূয়া?" সে জানতে চাইলো, "সুরিনাম থেকে অন্য আর কে প্রবেশ করেছে?"

"একজন ইংরেজ, তাকে আমরা খুঁজে পাই নি।"

"ডিটেইলগুলো বলো।"

পর্বতে অবস্থিত সান মার্টিনের কনসুলেট থেকে আনা কাগজটাতে চোখ বোলালো কর্নেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"সেনর হেনরি ন্যাশ। পাসপোর্ট ভিসা সবই ঠিক আছে। কোনো লাগেজ নেই, কেবল কিছু গ্রীষ্মকালীন জামাকাপড় ছাড়া। ছোট্ট একটা ভাড়া করা গাড়ি। জঙ্গলে চলার অনুপোযোগী। দু'দিন আগে সে রওনা দিয়েছে।"

"হোটেলে?"

"সে আমাদের পারবোর কনসুলেট জানিয়েছে সে থাকবে শহরের কামিনো রিয়েল হোটেল। ফ্যাক্সের মাধ্যমে রিজার্ভেশন করা হয়েছে। তবে ওখানে সে ওঠে নি।"

"সন্দেহজনক বলেই তো মনে হচ্ছে।"

"গাড়িটাও পাওয়া যাচ্ছে না। সান মার্টিনে কোনো বিদেশী গাড়ি পাওয়া যায় নি। সে হয়তো গ্রামের দিকে কোনো গ্যারাজে সেটা রেখেছে। তার মানে তার একজন সাহায্যকারী আছে। বন্ধু, কলিগ, কিংবা কর্মচারী।"

ম্যাকব্রাইড বিদেশী পাসপোর্টের স্তূপের দিকে তাকালো।

"কেবল তাদের নিজেদের দূতাবাসগুলোই এই সব পাসপোর্টের জালিয়াতি ধরতে পারবে। সুরিনামে অবস্থিত দূতাবাসগুলোও পারবে। তার মানে লোকজনকে ওসব জায়গায় যেতে হবে।"

কর্নেল মোরেনো তিক্তভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো। কিছু একটা উল্টাপাল্টা হয়েছে।

"তোমরা আমেরিকানরা কি আমাদের সার্বিয়ান অতিথিকে কথাটা জানিয়েছো?"

"না," বললো ম্যাকব্রাইড। "আপনারা জানিয়েছেন?"

দু'জন মানুষের কাছেই সঙ্গত কারণ রয়েছে। স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট মুনোজের জন্যে তার আশ্রয় অন্বেষণকারী ব্যক্তিটি খুবই লাভজনক। মোরেনো চায় না সে এখান থেকে চলে যাক, কারণ সে চলে গেলে তার সৌভাগ্যও চলে যাবে।

ম্যাকব্রাইডকে শুধু আদেশ করা হয়েছে। সে এসব বিস্তারিতভাবে জানে না। তবে ডেভেরু আশংকা করছে জোরান মিলিক হয়তো ভয়ে পেশোয়ারে গিয়ে আলকায়েদা চিফের সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানাবে। আজ হোক কাল হোক, কাউকে না কাউকে হয় অ্যাভেঞ্জারকে পাকড়াও করতে হবে, অথবা জিলিককে সব খুলে বলতে হবে।

"আমার কাছে খবর পাঠিয়েন, কর্নেল," সে চলে যাবার সময় বললো। "আমি ক্যামিনো রিয়েলে থাকবো। মনে হচ্ছে তাদের কাছে খালি রুম আছে।"

"একটা জিনিস আমাকে হতভম্ব করছে, সেনোর," দরজার কাছে ম্যাকব্রাইড যেতেই মোরেনো বললে সে ঘুরে দাঁড়ালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি সেটা?"

"এই মেডভার্স ওয়াটসন লোকটা। সে এদেশে ভিসা ছাড়া ঢোকার চেষ্টা করেছিলো।"

"তো?"

"এখানে আসতে হলে তাকে ভিসা নিতে হবে। সেও তা জানে। এ নিয়ে তো খুব বেশি ভাবার দরকার নেই। চাইলেই সে এটা পাবে।"

"আপনার কথা ঠিক," ম্যাকব্রাইড বললো। "অদ্ভুত তো।"

"তো, একজন পুলিশের লোক হিসেবে আমি বলতে পারি, কেন? আপনি জানেন আমার জবাবটা কি, সেনর?"

"বলুন।"

"আমার জবাব হলো : কারণ বৈধভাবে প্রবেশ করার কোনো উদ্দেশ্য তার নেই। কারণ সে ভয় পায় নি। মোটেও না। সে যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে সেটাই করবে। নিজের ভূয়া মৃত্যু সাজিয়ে, সুরিনামে ফিরে এসেছে সে। তারপর নীরবে নিভৃতে ফিরে গেছে।"

"বোঝা যাচ্ছে," ম্যাকব্রাইড স্বীকার করলো।

"তাহলে আমি বলবো : সে জানে আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করছি। কিন্তু সে এটা কিভাবে জানতে পারলো?"

মোরেনোর কথাটা শুনে ম্যাকব্রাইডের পাকস্থলীটা উল্টে গেলো যেনো।

এই সময়, পাহাড়ের কোনো এক ঝোঁপঝাঁড়ের ফাঁক থেকে শিকারী সব দেখে নোট টুকে রেখে অপেক্ষা করছে সে। যে সময়ের জন্যে সে অপেক্ষা করছে সে সময় এখনও আসে নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

পাহাড়ের পাদদেশে প্রকৃতি এবং প্রচুর টাকা খরচ ক'রে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, তা দেখে ডেক্সটার মুগ্ধ হলো। দাস শ্রমিকদের উপর এটা নির্ভরশীল না হলে এটা আরো বেশি প্রশংসার ব্যাপার হোতো।

ত্রিভূজাকৃতির যে ভূমির অংশটা সাগরে গিয়ে মিশেছে সেটা নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে যে স্কেল মডেল ছিলো তারচেয়েও বড় ব'লে মনে হচ্ছে তার কাছে।

মূল বেস্‌টা দু'দিক থেকে দুই মাইলের মতো দীর্ঘ হবে। এটা চলে গেছে সাগরের দিকে। তার দু'পাশে খাড়া পাহাড়। পুরো এলাকাটির আয়তন তিন বর্গ কিলোমিটারের মতো হবে। এলাকাটি চারটা অংশে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অংশের কাজ আলাদা।

ডেক্সটার নীচে তাকিয়ে দেখতে পেলো বেসের সেই জায়গাটাতে প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ আর শ্রমিকদের গ্রাম। খাড়া পাহাড়ের দিক থেকে তিনশো গজ দূরে বারো ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখেছে। উপর দিয়ে টপকে যাবার কোনো উপায়ই নেই।

এয়ারফিল্ডের পাশে একটা হ্যাঙ্গার আছে। একটা ওয়ার্কশপ আর জ্বালানী সংরক্ষণের গুদামও রয়েছে সেখানে। দূরে, সমুদ্রের কাছে, কতোগুলো ছোটো ছোটো বাড়িঘর, সে বুঝতে পারলো ওগুলো এয়ার ক্রু আর রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত স্টাফদের।

শেকল আর কাঁটাতার ঘেরা জায়গাটার এক অংশে একটা লোহার গেট। সেটা দিয়েই কেবলমাত্র এয়ারস্ট্রিপে ঢোকা সম্ভব। গেটটা ইলেক্ট্রিকের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত এয়ারফিল্ডে কোনো কিছুই চলাচল করতে দেখা গেলো না। দেখা গেলো না কোনো জনমানুষ।

এয়ারফিল্ডের পাশে একটা বিচ্ছিন্ন গ্রাম আছে, সেটাও কাঁটাতার দিয়ে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা হয়েছে এয়ারফিল্ড এলাকা থেকে। ওখানকার চাষীদেরকে এই এলাকায় ঢুকতে দেয়া হয় না।

কয়েক মিনিট পরে একটা লোহার বারের উপর হাতুরির আঘাত পড়লে পুরো গ্রামটা প্রাণ ফিরে পেলো। এবার কয়েকজনকে দেখতে পেলো ডেক্সটার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোটো ছোটো কাবানা থেকে বের হয়ে এসেছে তারা। একসঙ্গে জড়ো হবার পর ডেক্সটার গুণে দেখলো সংখ্যায় তারা প্রায় বারোশো হবে।

এটা পরিস্কার যে, কিছু স্টাফ গ্রামটা চালিয়ে থাকে, তারা কাজে যোগ দেবে না। মাঠে যাবে না। সে দেখতে পেলো তারা খোলা চত্বরেই নাস্তার জন্যে রুটি তৈরি করছে। পাম গাছের ছায়ায় টেবিল পাতা হয়েছে নাস্তা খওয়ার জন্যে।

দ্বিতীয়বার ঘণ্টা বেজে উঠলে চাষী, আর খামারিরা খেতে বসে পড়লো। ওখানে কোনো বাগান, স্কুল, শিশু আর মেয়ে মানুষ নেই। এটা আসলে কোনো গ্রাম নয়, দাসশ্রমিকদের একটা ক্যাম্প। কাজ করো, খাও দাও, ঘুমাও, আর কিছু করার নেই এখানে।

গ্রাম থেকে একটা আঁকাবাঁকা পথ পাহাড় দিয়ে নীচে নেমে এই রিপাবলিকের একমাত্র রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। রাস্তাটা ভারি যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী। ডেক্সটর অবাক হয়ে ভাবলো, তবে ভারি ভারি সব জিনিস এখানে আনা হলো কিভাবে। তার দৃষ্টিসীমা আরো প্রসারিত হলে জবাবটা সে পেয়ে গেলো।

সকালের কুয়াশা কেটে যেতেই এলাকাটির শেষপ্রান্তে পাঁচ একর জায়গা নিয়ে অবস্থিত দেয়ালঘেরা ম্যানসনটি নজরে এলো। এরিয়াল ছবি থেকে সে আগেই এটার অবস্থান সম্পর্কে জানতো। এই সাদা ম্যানসনেই বসবাস করে সার্বিয়ান গ্যাংস্টার। ম্যানসনের আশেপাশে আরো আধডজন ভিলা রয়েছে যা অতিথি এবং সিনিয়র স্টাফদের থাকার জন্যে ব্যবহৃত হয়। পুরো এলাকাটি চৌদ্দ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

বিশাল একটা লোহার গেট দিয়েই ওখানে প্রবেশ করতে হয়। গেটের আশপাশে গার্ড হাউজ রয়েছে। এই গেটটাও যন্ত্রচালিত। এই ম্যানসসহ দূর্গ এলাকাটির চারপাশে যে কৃষিজমি আছে, তা এখানকার লোকজনদের সব ধরণের খাদ্য সরবরাহ ক'রে থাকে। গরু আর ছাগলের খামারও চোখে পড়লো তার। ছাউনীগুলোর নীচে শুকর আর হাঁস-মুরগীর খামার রয়েছে।

তার ডান দিকে, খাড়া পাহাড়ের নীচে, খামারের ভেতরে একসারি ছোটো ছোটো ব্যারাক আছে। রক্ষীদের আবাস এগুলো। আর ঠিক বাম দিকে আছে তিনটি বড় বড় ওয়্যারহাউজ। সেটার পাশেই বিশাল কয়েকটা ক্রেন রাখা আছে। এটা একটা প্রশ্নের জবাব দিলো : ভারি কার্গো সাগরে আসে এবং সেখান থেকে ক্রেনের সাহায্যে মালামাল তোলা হয়।

শ্রমিকেরা তাদের সকালের খাবার শেষ করলে আরেকটা ঘণ্টা বাজলো। সঙ্গে সঙ্গে পোশাক পরা রক্ষীরা তাদের ব্যারাক থেকে বের হয়ে এলে একজন বাঁশি বাজাতে শুরু করলো। ডেক্সটার দেখতে পেলো এক ডজন ডোবারম্যান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুকুর দৌড়ে এসে বাধ্যগত ভঙ্গীতে জড়ো হলো তাদের আশেপাশে। তাদেরকেও খাবার দেয়া হলো প্লেটে ক'রে।

ডেক্সটার বুঝতে পারলো সূর্য ডোবার পর পর এখানে কি ঘটে। যখন স্টাফ আর দাস শ্রমিকেরা নিজেদের কম্পাউন্ডে চলে যায় তখন এই ডোবার ম্যানগুলোকে তিন হাজার একরের পুরো এলাকায় ছেড়ে দেয়া হয়। তাদের সাথে একজন মানুষ কোনোভাবেই পেরে উঠবে না। তাহলে রাতের বেলায় ওখানে ঢোকাটা বাস্তবসম্মত হবে না।

ডেক্সটার এমন ঘন ঝোঁপের আড়াল থেকে সব দেখছে যে, নীচের শত শত নারী-পুরুষ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। দেখার কথাও নয়। তার পরনে রয়েছে ক্যামোফ্লেজ পোশাক।

শ্রমিকেরা সব কাজে চলে গেলে পুরো গ্রামটা প্রায় ফাঁকা হয়ে পড়লো। এবার সিকিউরিটি এবং তার প্রবেশের রাস্তা খুঁজতে শুরু করলো ডেক্সটার।

সকালের মাঝামাঝি সময়ে কর্নেল মোরেনো সেই দু'জন লোকের ফিরে আসার কথা শুনতে পেলো যাদেরকে সে বিদেশী পাসপোর্ট দিয়ে পাঠিয়েছিলো।

ফ্রেঞ্চ গায়েনার রাজধানী কায়েনের কর্তৃপক্ষ কোনো সময় নষ্ট করে নি। তাদের হাতে আটক আটজন বিদেশী নাগরিকের পাসপোর্ট শতভাগ ঠিক আছে। তাদেরকে নিজদেশে ফেরত পাঠানোর জরুরি অনুরোধ এসেছে।

পশ্চিমে পারামারিবোতে ডাচ অ্যাম্বাসি তাদের দু'জন নাগরিকের ব্যাপারেও কথা বললো। পাসপোর্টগুলো জেনুইন, ভিসাগুলোও ঠিক আছে। সমস্যা কি তাহলে?

স্পেনিশ অ্যাম্বাসি বন্ধ আছে, তবে কর্নেল মোরেনোকে সি.আই.এ'র এক লোক আশ্বস্ত করেছে, ফেরারি লোকটা পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি উচ্চতার, অন্যদিকে স্পেনিয়ার্ড লোকটা ছয় ফিটেরও বেশি। তারা লন্ডনের মিঃ হেনরি ন্যাশকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। কায়েনে অবস্থিত সিক্রেট পুলিশের চিফ তার লোকজনকে ডেকে পাঠালো। পারবো'তে থাকা লোকটি লন্ডনি ন্যাশ কোন্ গাড়িটা ভাড়া নিয়েছে সেটা খোঁজার জন্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে এখন।

সকালের মাঝামাঝি রোদের প্রখরতা আরো বেড়ে গেলো। ডেক্সটার একটা ঝোঁপের ছায়ায় ব'সে আছে। এই রোদে বের হলে তার গায়ের চামড়া পুড়ে যাবে। তবে নীচে, ক্রেনের কাছে লোকজন দেখা যাচ্ছে।

চারজন পেশীবহুল লোক চাকার উপর একটা ত্রিশ ফুট লম্বা এলুমিনিয়াম পেট্রল বোট ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে একটা ল্যান্ড রোভারের পেছন পেছন। তেল ভরে নিয়ে সেটা ক্রেনের সাহায্যে সাগরে নামানো হলে আস্তে আস্তে সেটা ডেক্সটারের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবে কয়েক মিনিট পর আবার সেটাকে দেখতে পেলো সে। এটাতো থাকা লোকজন মাছ ধরার ট্র্যাপ আর এবং পাঁচটা চিংড়ি রাখার পাত্র খালি করছে। তারা আবার তাদের টহল দেয়া শুরু করলো।

ডেক্সটার লক্ষ্য করলো তার চোখের সামনে থাকা জিনিসগুলো দুটো জিনিস ছাড়া একেবারে অচল হয়ে পড়বে : একটা হলো গ্যাসোলিন যা এখানকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত জেনারেটরে ব্যবহৃত হয়, আর অন্যটি হলো খাবার পানি। এটা আসে পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে।

ঝর্ণাটা এখন তার নীচে, কিছুটা বাম দিকে। এটা ভূমি থেকে বিশ ফুট উপরে অবস্থিত। প্রবল বেগে পানি নীচে পড়ছে আর সেটা একটা নালার মতো বয়ে গেছে বহু দূর পর্যন্ত। ডেক্সটার তাকিয়ে দেখলো ঝর্ণার পানি একটা কংক্রিটের কালভার্টের মধ্য দিয়ে রানওয়ের নীচ দিয়ে চলে গেছে। কালভার্টটার ভেতরে যে অপ্রেশ্য একটা গৃল আছে সে ব্যাপারে ডেক্সটারের মনে কোনো সন্দেহ রইলো না। হ্রল না থাকলে যে কেউ এর ভেতর দিয়ে এয়ারফিল্ডে চলে যেতে পারবে। যে-ই এটার নক্সা ক'রে থাকুক না কেন, সে চায় নি ওখানে কেউ খুব সহজে ঢুকতে পারুক।

মাঝ সকালে তার নীচে দুটো ঘটনা ঘটলো। হকার ১০০০ বিমানটি হ্যাঙ্গার থেকে বের ক'রে রোদে এনে রাখা হলো। ডেক্সটার আশংকা করলো এটা দিয়ে সার্ব লোকটা অন্য কোথাও বুঝি চলে যাবে। কিন্তু জায়গায় অভাবে জিনিসটা আসলে বাইরে এনে রাখা হয়েছে। এর পেছনে একটা ছোটো আকৃতির হেলিকপ্টারও দেখা গেলো। এটা দিয়ে খুব সহজেই পাহাড়ি এলাকাটা টহল দেয়া যাবে। তাকে আরো বেশি সতর্ক হতে হবে।

তবে পাখা দুটো ভাঁজ ক'রে রেখে হেলিকপ্টারটার ইঞ্জিন মেরামত করা হচ্ছে দেখে ডেক্সটার কিছুটা খুশিই হলো।

একটা কোয়াড-বাইক ফার্ম এলাকা থেকে ইলেক্ট্রিক গেটের কাছে এসে থামলো। একটা বিপ্ দিয়ে গেটটা খুলে গেলে বাইকটা ঢুকে পড়লো ভেতরে। বাইকের লোকটা গেটের কাছে দাঁড়ানো লোকজনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে কিছু একটা ব'লে হেসে ফেললো। ঝর্ণার কাছে এসে থামলো সে। পিঠ থেকে একটা ঝুড়ি নিয়ে ঝর্ণার পানি কাছে এসে একটা ঝুড়ি থেকে কয়েকটা মুরগি বের ক'রে পানিতে ছুঁড়ে মারলো।

ঐ পানিতে যাই থাকুক না কেন তা' মাংস খায়। ডেক্সটার কেবল একটা মাছের কথাই ভাবতে পারলো যারা মাংস খায় : পিরানহা। এইসব মাছ মুরগি খায়, মানুষও খায়। তিনশত গজ দীর্ঘ পিরানহা মাছে ভর্তি এটি একটা জলাধার।

দুপুরের মধ্যে রোদের উত্তাপ আরো বেড়ে গেলো। একেবারে তেঁতে উঠেলো যেনো। শ্রমিকেরা তাদের সাথে নিয়ে আসা খাবার খাওয়া শুরু করলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাছপালার ছায়ার নীচে বসে। চারটা পর্যন্ত তাদেরকে ঘুমানোর সুযোগ দেয়া হবে। তারপর চারটা থেকে সাতটা পর্যন্ত শেষ তিন ঘণ্টা আবার কাজ করতে হবে তাদেরকে।

চারটা বাজে আবার ঘণ্টা বাজানো হলো কাজে যোগ দেবার জন্যে। ডেক্সটারের বাম দিকে জীর্ণশীর্ণ একটা পিকআপ ক্রেনের কাছে গিয়ে থেমে উল্টোভাবে সমুদ্রের দিকে যেতে লাগলো। একজন শ্রমিক পেছন থেকে লোহা কাটার যন্ত্র নিয়ে সেটা টেইলগেটের সাথে লাগিয়ে দিলো। ওখান থেকে যাই গড়িয়ে পড়ুক সেটা সাগরে গিয়ে পড়বে। ডেক্সটার তার ফোকাসটা ঠিক ক'রে নিলো। একটা কালো চামড়ার ষাড়ের মাথা এখনও সেটার সঙ্গে সংযুক্ত করা আছে।

নিইউয়র্কে আকাশ থেকে তোলা ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ ক'রে ডেক্সটারের মনে খট্‌কা লেগেছিলো। চমৎকার পাহাড় আর নীল সমুদ্র থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোনো নৌযান জেটি কিংবা ডাইভিং প্লাটফর্ম নেই। পুকুর এলাকার পানিতে হ্যামারহেড আর টাইগার শার্কে গিজ গিজ করছে। মাছ ছাড়া কোনো কিছু এই পানিতে নামলে কয়েক মিনিটের বেশি টিকে থাকতে পারবে না।

এই সময়ের মধ্যে, কর্নেল মোরেনো সুরিনামে থাকা তার লোককে ফোন করলো। ন্যাশ নামের ইংরেজ লোকটি ছোটোখাটো একটা প্রাইভেট কোম্পানি থেকে গাড়ি ভাড়া করেছে। এজন্যে এটা খুঁজে পেতে এতো দেরি হয়েছে। গাড়িটা ফোর্ড কমপ্যাক। নাম্বারটাও জোগার করা গেছে।

সকালেই সিক্রেট পুলিশের লোকটা অর্ডার ইসু ক'রে দিয়েছে, সব জায়গাতে যেনো এই গাড়িটা খোঁজা হয়। এরপরই সে তার অর্ডারটা বদলে ফেললো। নাম্বার যাই হোক, ফোর্ড কমপ্যাক গাড়ি যেনো খোঁজা হয়। ভোর থেকে শুরু হলো তল্লাশী।

ডেক্সটারের পেছনে সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। এটা তাকে স্বস্তি এনে দিলো। সে দেখতে পেলো শ্রমিকেরা ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে যার যার হাতিয়ার জমা দিয়ে দু'কলাম সারিবদ্ধভাবে নিজেদের ঘরে চলে যাচ্ছে। একটা জ্বলজ্বলে আলোর দেখা পাওয়া গেলো, ওখানেই সার্বটার ম্যানসন অবস্থিত। ওটা কোনো ফ্লাডলাইটের আলো হবে।

এয়ারফিল্ডের মেকানিকেরা মপেড নামের তাদের ছোটো ছোটো গাড়িতে ক'রে ভিলার দিকে চলে যাচ্ছে। সবাই যার যার ঘরে চলে গেলে ডোবারম্যান কুকুরগুলো ছেড়ে দেয়া হলো পুরো এলাকা জুড়ে। পৃথিবী ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখটি বিদায় জানালো আর নীচের গিরিখাদে নামার জন্যে প্রস্তুত হতে শুরু করলো মানুষশিকারি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

অভিযানের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এসে অ্যাভেঞ্জার দু'টি জিনিস উপলব্ধি করলো, যা তার ফটোগ্রাফে ধরা পড়ে নি। একটা ব্যাপার হলো, নিচে নামার পথের সবটাই পুরোপুরিভাবে ঢালু বা খাড়া নয়। ঢালু বা খাড়াই অংশটুকুতে সহজেই ওঠা নামা করা সম্ভব। দিনের আলোয় উঁচুতে আরোহনকারী স্পষ্টতই দৃষ্টিগোচর হবে, কিন্তু দিনের আলো নিভে গেলে অন্ধকারে কিছুই দেখার উপায় নেই।

রাত দশটায় চাঁদ তখন মধ্যাকাশে বিরাজমান, সেটার আকার কাস্তের মতো, তবে আরোহনকারীর কাছে সেই স্বল্পালোক যথেষ্ট হলেও দূর থেকে সে একেবারেই দৃশ্যত নয়! এখন কেবল দেখার বিষায়, সে যেনো সেই স্বল্পালোকে পা পিছলে পড়ে না যায়। কখনো গাছের ডাল, কখনো বা গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে ক্যাল ডেক্সটার ধীরে ধীরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিচের এয়ারফিল্ডের দিকে নেমে চললো। যাতে পাথর গড়িয়ে নিচে না পড়ে। যেখানে ঢালু অত্যন্ত বেশি, সেখানে কাঁধ থেকে ঝোলানো দড়ি বেয়ে বাকি অংশটুকু নেমে এলো। এয়ারফিল্ডে তিন ঘণ্টা সময় কাটাতে হলো তাকে। বেশ কয়েক বছর আগে নিউইয়র্কের তার আরেকজন ক্লায়েন্ট, যে কিনা এখন কবরে শায়িত আছে, সে তাকে কিভাবে খুব সহজে যেকোনো তালা খোলা যায় সেটা শিখিয়েছিলো। তার সঙ্গে এখন তালা খোলার ছোট্ট যে জিনিসটা আছে সেটা এক দক্ষ লোকের তৈরি।

হ্যাঙ্গারের দরজায় যে তালাটা আছে সেটা সে কিছুই করলো না। এই দরজাটা খুলতে গেলে ঘরঘর শব্দ হবে। সেই দরজার দু'পাশেই ছোটো দুটো দরজা রয়েছে। তাতে যে তালা লাগানো আছে সেটা খুলতে মাত্র ত্রিশ মিনিট সময় লাগলো ডেক্সটারের।

একটা হেলিকপ্টার মেরামত করতে ভালো মেকানিকের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু সেটাকে বিকল ক'রে দিতে, বিশেষ ক'রে কোনো মেকানিকের চোখেও যেনো ধরা না পড়ে, দরকার পড়বে আরো ভালো মেকানিকের।

সার্ব যেসব মেকানিকদের হেলিকপ্টারটা দেখাশোনার জন্যে নিয়োগ দিয়েছে তারা বেশ ভালো মেকানিক, কিন্তু ডেক্সটার তাদের চেয়েও ভালো। হেলিকপ্টারটা একটা ই.সি ১২০ ইউরোকপ্টার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেক্সটার বড় রটোরটা নিয়ে মাথা ঘামালো না। তার মনোযোগের বিষয় লেজের দিকে থাকা ছোটো রটোরটা। এটা যদি কাজ না করে তবে হেলিকপ্টারটা উড়তে পারবে না। তার কাজ যখন শেষ হলো সে বুঝতে পারলো এটা একোবরেই বিকল হয়ে গেছে, খুব সহজে আর মেরামত করা সম্ভব হবে না।

এয়ারফিল্ডের হ্যাঙ্গারে রাখা হকার ১০০০-এর দরজাটা খোলাই আছে। তাতে বিমানের ভেতরটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে সুবিধাই হলো। এই এক্সিকিউটিভ জেট বিমানে যে নতুন ক'রে নকশা তৈরি করা হয় নি, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলো সে, অর্থাৎ গঠনপ্রণালী আগের মতোই রয়েছে।

হ্যাঙ্গারটা তালা মারা পর সে মেকানিকদের স্টোরটায় ঢুকলো, তার যা দরকার সবই নিয়ে নিলো সেখান থেকে, তবে কোনো রকম চিহ্ন রাখলো না। সব শেষে রানওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালো সে। জায়গাটা বসতবাড়ির ভিলার একেবারে কাছ ঘেঁষেই। সেখানে সে তার শেষ ঘণ্টাটা কাটালো। সকালে একজন মেকানিক লক্ষ্য করবে পেছনের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা তার বাইসাইকেলটা কেউ নিয়ে গেছে।

সব কাজ শেষ ক'রে ডেক্সটার আবার ফিরে গেলো পাহাড়ের চূড়ায়। দড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লো সে। বোতল থেকে অর্ধেক পানি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো; তাকে সকাল ছ'টায় আবার উঠতে হবে, শ্রমিকদের ঘুম থেকে ওঠানোর ঘণ্টাটা বাজার আগেই, আর এই কাজটা করবে তার হাতঘড়ির অ্যালার্ম।

সকাল সাতটায় পল ডেভেরু ক্যামিনো রিয়েল হোটেলে ম্যাকব্রাইডকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন।

"কোনো খবর আছে কি?" ওয়াশিংটনের লোকটি ম্যাকব্রাইডকে জিজ্ঞেস করলেন।

"না, কোনো খবর নেই," উত্তরে ম্যাকব্রাইড বললো, "তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, একজন ইংলিশম্যান, হেনরি ন্যাশ-এর ছদ্মবেশে এখানে এসেছিলো। তারপর করপূরের মতোই উবে গেছে সে। তার ব্যবহৃত গাড়িটা চিহ্নিত করা গেছে, সুরিনাম থেকে ভাড়া করা একটা ফোর্ড কমপ্যাক। সারা দেশ জুড়ে চিরুনি-অভিযান চালানোর ব্যবস্থা করেছে মোরেনো, সন্দেহভাজন প্রত্যেককে সেই ফোর্ড গাড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আজেকের মধ্যেই এ ব্যাপারে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।"

টেরোরিস্ট চিফ দীর্ঘ সময় ধরে নীরব রয়েছেন। ল্যাংলে'তে যাবার আগে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া, ভার্জিনিয়ায় তাঁর ঘরে হালকা খেয়ে নিলেন।

"যথেষ্ট ভালো বলা যায় না," ডেভেরু মন্তব্য করলেন। "আমি আমাদের বন্ধুকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি। সেটা খুব একটা সহজ কাজ হবে ব'লে মনে হয় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। যদি তার মধ্যে গ্রেপ্তার কিংবা গ্রেপ্তারের সম্ভাবনাময় কোনো খবর থাকে তো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিও, ম্যাকব্রাইড।"

"ঠিক আছে," বললো ম্যাকব্রাইড।

এ রকম কোনো খবর এলো না। দশটার দিকে ডেভেরু ফোনটা করলো। সুইমিংপুল থেকে উঠে এসে ফোনটা ধরতে সার্বিয়ার লোকটির বিশ মিনিটের মতো সময় লেগে গেলো।

সাড়ে দশটার দিকে অ্যাভেঞ্জার লক্ষ্য করলো তার নীচে এস্টেটে এক ধরণের কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ই.সি ১২০ হেলিকপ্টারটি হ্যাঙ্গার থেকে বের ক'রে এনে সেটার রটোরগুলো ওড়ার জন্যে প্রস্তুত করা হলো।

দুটো স্কুটারে করে হেলিকপ্টারের ক্রুরা হ্যাঙ্গারের কাছে চলে এলো হন্তদন্ত হয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কপ্টারের ইঞ্জিন চালু করার শব্দ শুনতে পেলো ডেক্সটার।

কিন্তু পেছনের লেজের উপর যে ছোটো রটোরটা আছে সেটা ঘুরতে শুরু করতেই বিকট শব্দে থেমে গেলো। এই রটোরটা কপ্টার ওড়ানোর জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লেজের দিকে রটোরেরর বিয়ারিং নষ্ট হয়ে যাবার কারণে তারা বাধ্য হয়েই কপ্টারটি বন্ধ ক'রে নেমে এলো।

পোশাক পরিহিত রক্ষীরা গ্রামের ভেতর ঢুকে অনুপস্থিত শ্রমিকদের খোঁজ করার জন্যে ঘরে ঘরে তল্লাশী চালাতে আরম্ভ ক'রে দিলো এই সময়। সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হলো। কোনো অপরিচিত লোক দেখলেই যেনো ধরা হয়। প্রয়োজনে তাকে থামানোর জন্যে গুলিও করা যেতে পারে। কিন্তু সেরকম কাউকে পাওয়া গেলো না। এরকম কিছু আট ঘণ্টা আগে দেখা গিয়েছিলো তবে সেটা বেশ ভালো ছদ্মবেশে।

ডেক্সটার গুনে দেখলো একশো জন রক্ষী তল্লাশী চালাচ্ছে। আরো এক ডজন আছে এয়ারফিল্ডে। সেই সাথে বারোশো শ্রমিক তো আছেই। ম্যানশনের ভেতরে থাকা আরো অনেক রক্ষী নিশ্চয় আছে যা সে এখনও দেখতে পায় নি।

দুপুরের ঠিক একটু আগে পল ডেভেরু উত্তেজিত হয়ে তার সহকারী কেভিনকে ডেকে পাঠালেন।

"কেভিন, এখনই একবার আমাদের বন্ধুর কাছে গিয়ে দেখা করতে হবে তোমাকে। সে খুবই চটে আছে। তাকে এখন ঘাঁটানো যাবে না। এটা আমাদের প্রজেক্ট পেরিগ্রিনের বারোটা বাজিয়ে দেবে। সে আমাদের জন্যে কতোটা গুরুত্বপূর্ন সেটা তোমাকে এখন বোঝাতে পারবো না। তবে এক দিন হয়তো সেটা তোমাকে বলতে পারবো। এখন সেই ঘাতক ধরা পড়ার আগপর্যন্ত আমি চাই তুমি তার পাশে থাকবে। মনে হচ্ছে তার হেলিকপ্টরটা বিকল হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়েছে। কর্নেলকে বলো সিয়েরায় তোমাকে পৌঁছে দেবার জন্যে একটা জিপ যেনো পাঠায়। সেখানে যাওয়ার পর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।"

দুপুরের দিকে ডেক্সটার দেখতে পেলো একটা ছোট্ট কোস্টার পর্বতের খাড়া অংশের দিকে আসছে। সেটা এসে একটা পিকআপের কাছে থামলো। বোঝাই যাচ্ছে তেল নেবার জন্যে তারা এসেছে। এখানে একটা তেলের ডিপো রয়েছে। একটু পর একটা তেলের ট্যাঙ্কারও চলে এলো সেখানে।

ঠিক দুপুর একটার পরে তার নীচে, একটা নীল রঙের র‍্যান্ড রোভারকে গার্ডহাউসে থাকা রক্ষীরার সার্চ ক'রে দেখলো। সেটাতে সান মার্টিন পুলিশের লোগো আছে। গাড়ির চালকের পাশে ব'সে আছে একজন মাত্র যাত্রী।

চেক পয়েন্টের গেটটা লোহার চেইন দিয়ে বাঁধা যাতে প্রহরীর নজর এড়িয়েও গেটটা পেরোনো না যায়। নীল রঙের ল্যান্ড রোভার গাড়িটা সেই গেটের সামনে আড়াআড়িভাবে এসে থামলে পুলিশ চালক গাড়ি থেকে নেমে প্রহরীদের সামনে তার আইডেন্টি কার্ডটি মেলে ধরলো। কার্ডটা দেখে পাশে রাখা একটা টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলো সেই প্রহরী। সম্ভবত প্রবেশের অনুমোদনের জন্যে তারা ম্যানসন ফোন করছে।

একটু পরে গাড়ির একমাত্র আরোহীও গাড়ি থেকে নেমে এলো। কৌতূহলী চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলো সে। এইমাত্র সে সিয়েরায় এসে পৌঁছেছে। সেই সবুজ পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে একটা দূরবীনের ফোকাস তার উপরে আবদ্ধ।

পাহাড়ের চূড়া থেকে অদেখা মানুষটির মতোই এই মুহূর্তে কেভিন ম্যাকব্রাইডও চারপাশ দেখে মুগ্ধ। প্রজেক্ট পেরিগ্রিনে সে দু'বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে পল ডেভেরুর সঙ্গে, একেবারে সার্বিয়ানের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করা এবং তাকে নিয়োগ করা থেকে। সে ভাবলো, ফাইলগুলো সে দেখেছে, তার সম্পর্কে সব কিছুই সে জানে, তবু এখন পর্যন্ত তাদের দু'জনের মধ্যে কোনো সাক্ষাৎকার ঘটে নি। ডেভেরু সব সময়েই একটু রিজার্ভ থাকে, এটা তাকে এক ধরণের বিকৃত আনন্দ দেয়।

গেটের ছোটো দরজাটা এক সময় খুলে গেলে বিশাল দেহের লম্বা-চওড়া একটি লোক বেরিয়ে এলো, পরনে তার প্যান্ট এবং সূতীর শার্ট। লোকটাকে চিনতে পারলো ম্যাকব্রাইড। ফাইল থেকে সে তার সম্পর্কে জেনেছে : তার নাম কুলাক। সার্বিয়ান গ্যাংস্টার বেলগ্রেড থেকে একমাত্র এই লোকটিকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে। তার সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী।

লোকটা গাড়ির যাত্রীর দিকে এগিয়ে গিয়ে ইশারা করলো। দু'বছর ঘরছাড়া হওয়ার পরেও এখনও সে সার্বো-ক্রোশিয় ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"মুচাস গ্রাসিয়াস। আদিওস," ম্যাকব্রাইড তার পুলিশ ড্রাইভারকে বললে লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলো।

বিশাল কাঠের দরজাটা খুলে গেলে ম্যাকব্রাইড ভেতরে ঢুকতেই তার দেহ তল্লাশী করার জন্যে কুলাক এগিয়ে এলো। ম্যাকব্রাইড তার অস্ত্রটা যথারীতি গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। কুলাক তার হাত ব্যাগটি নিয়ে সার্চ করতে শুরু করলে সাদা পোশাক পরা একজন বাটলার এসে দাঁড়িয়ে রইলো তল্লাশী শেষ হবার জন্যে।

কুলাক সন্তুষ্ট হয়ে ইশারা করলে ম্যাকব্রাইডকে সেই বাটলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে নিয়ে গেলো। এই প্রথম ভালো ক'রে ম্যানসনের ভেতরটা দেখতে পেলো ম্যাকব্রাইড।

তিনতলা বাড়ি, সামনে সুসজ্জিত লন। দু'জন মালি বাগান পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত। বাড়িটা যে কোনো অভিজাত বাড়ির মতোই সাজানো। উপর তলার প্রতিটি ঘরেরই বেলকনি আছে। তবে খুব বেশি গরম ব'লে সেগুলো স্টিলের শাটার দিয়ে বন্ধ রাখারও ব্যবস্থা আছে।

ম্যানসনটার চারপাশে বারো থেকে চৌদ্দ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সব দেখে ম্যাকব্রাইড বুঝতে পারলো এখানে কোনো স্নাইপার সুবিধা করতে পারবে না।

উপর তলায় উঠতেই একটা বিশাল খালি জায়গা চোখে পড়লো, সেখানে চমৎকার একটা সুইমিংপুল রয়েছে। সেটার পাশেই আছে বিশাল একটা মার্বেল টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। টেবিলে ডোম পেরিনন মদের বোতল সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

বাটলার ম্যাকব্রাইডকে বসার জন্যে ইশরা করলো। দেহরক্ষী এখনও তর পাশেই আছে। তার ভাবসাব দেখে বোঝা যাচ্ছে সে বেশ সতর্ক। ম্যানসনের ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো, পরনে তার সাদা স্ল্যাক আর ক্রিম রঙের সিল্কের সাফারি শার্ট।

ম্যাকব্রাইড লোকটাকে দেখে খুব সহজে চিনতে পারলো না। অথচ এই লোকটাই এক সময় জোরান জিলিক নামে পরিচিত ছিলো, যে কিনা বেলগ্রেডের জিমান ডিস্ট্রিক্টের একজন গ্যাংস্টার, জার্মানি আর সুইডেনের আন্ডারওয়ার্ল্ড র‍্যাকেটের ডজনখানেক মাস্তানদের মধ্যে সে ছিলো অন্যতম। বসনিয়ান যুদ্ধের একজন গণহত্যাকারী, নিষিদ্ধপল্লীর অবৈধ কার্যকলাপের পৃষ্ঠপোষক, বেলগ্রেডের বে-আইনি অস্ত্র এবং ড্রাগ ব্যবসায়ী। যুগোশ্লাভ ট্রেজারির অর্থ আত্মসাৎকারী পলাতক এই ব্যক্তি হলো সেই জোরান জিলিক!

এই নতুন মুখটির সঙ্গে সি.আই.এ'র ফাইলের একটা মুখের সঙ্গে অদ্ভুত মিল রয়েছে। সেই বসন্তেই সুইস সার্জনরা খুব ভালো একটা কাজ করেছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যান্টিকের ফ্যাকাশে সাদা রঙ সেই সব সার্জনদের অপারেশনের কৃতিত্বে গ্রীষ্মমণ্ডলের চামড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। কেবল মুখের একমাত্র ক্ষত চিহ্নের সাদা দাগটা শত চেষ্টাতেও তার মুখে থেকে মুছে দিতে পারে নি।

ম্যাকব্রাইডকে এক সময় বলা হয়েছিলো, আঙুলের ছাপের মতো মানুষের কানের আকৃতি ও রঙ অপরিবর্তিত থাকে, কোনো সার্জন কখনো তা বদলাতে পারে না। সেজন্যেই জিলিকের কান দুটি এবং হাতের ছাপ একই রকম রয়ে গেছে। তার সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে তার চোখে সেই আগের খুনি জিলিকের বন্য-চাহনিটাই যেনো দেখতে পেলো সে।

জিলিক মার্বেল টেবিলের সামনে গিয়ে ব'সে মাথা নেড়ে আগন্তুককে খালি চেয়ারটার ওপর বসার জন্যে ইশারা করলে ম্যাকব্রাইড বসে পড়লো। দ্রুত সার্বো-ক্রোশিয় ঢঙে জিলিক এবং দেহরক্ষীর মধ্যে কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় হলে পেশীবহুল দেহরক্ষী অন্য কোথাও চলে গেলো নিজের খাবার খেতে।

পরিচারিকার ইউনিফর্ম পরা দারুণ সুন্দরী এক মার্টিনো যুবতী এসে দুটি গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিয়ে গেলে জিলিক এক ঢোকে শ্যাম্পেনের পুরো গ্লাসটা খালি ক'রে ফেললো।

"এই লোকটা কে," ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো সে, "সেটা কি বলতে পারেন?"

"আমরা ঠিক জানি না। সে একজন ভাড়াটে লোক। খুবই গোপনে কাজ করে, খুব কম লোকেই তাকে চেনে। তার নিজের বেছে নেয়া ছদ্মনামেই কেবল সে পরিচিত।"

"সেই ছদ্মনামটা কি?"

"অ্যাভেঞ্জার।"

শব্দটার অর্থ বোঝরা চেষ্টা করলো সার্ব লোকটা, তারপর কাঁধ ঝাঁকালো। আরও দু'টি মেয়ে এলো খাবার সার্ভ করার জন্যে।

"সব খাবার কি এই এস্টেটেই তৈরি করা হয়?" ম্যাকব্রাইড জিজ্ঞেস করলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো জিলিক।

"রুটি, সালাদ, ডিম, দুধ, অলিভ অয়েল, আঙুর...গাড়িতে করে আসার সময় আমি এসব দেখেছি।"

আরেকবার মাথা নেড়ে সায় দেয়া হলো কথাটার জবাবে।

"ওই লোকটা আমার পেছনে লেগেছে কেন?" সার্ব জানতে চাইলো।

ম্যাকব্রাইড ভাবলো, যদি যে সত্যিকারের কারণটা বলে দেয় তাহলে এই সার্ব লোকটি আমেরিকা কিংবা তার কোনো সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা বাদ দিয়ে দেবে। ডেভেরু তাকে দায়িত্ব দিয়েছে লোকাটকে পেরিগ্রিন টিমের মধ্যে রাখরা জন্যে।

"আমরা জানি না," সে বললো, "হয়তো অন্য কারোর সঙ্গে চুক্তি হয়ে থাকবে। সম্ভবত সে যুগোশ্লাভিয়ার কোনো পুরনো শত্রু হবে।"

জিলিকও সেরকমই ভাবলো, তারপর মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"কিন্তু মিঃ ম্যাকব্রাইড, আপনারা এতো দেরি করলেন কেন?"

"আপনার এস্টেটের উপর দিয়ে একটা বিমান উড়ে যাওয়া আর ছবি তোলার ব্যাপারে আপনি অভিযোগ করার আগ পর্যন্ত এই লোকটির ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না। আপনি সেই বিমানের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা নিতে পেরেছিলেন। সেটা খুব ভালো কাজ হয়েছে। তারপর আপনি গায়ানাতে আপনার লোকেদের পাঠিয়েছিলেন ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্যে। মিঃ ডেভেরু ভেবেছিলেন, হয়তো আমরা সেই লোকটিকে চিহ্নিত করে তার অবস্থান জেনে নিয়ে তাকে থামাতেও পারবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাল ছিঁড়ে সে পালিয়ে গেলো।"

গলদা চিংড়িটা মায়োনিজের কারণে খেতে বেশ ঠাণ্ডা লাগলো। সেই সাথে স্থানীয় মসলা ব্যবহর করার ফলে স্বাদটাও ভিন্ন রকম ব'লে মনে হলো তার কাছে। স্ট্রং ব্ল্যাক কফির সাথে মাসকটের আঙুর আর পিচফল দেয়া হলো। খাওয়াদাওয়া করতে করতে সার্ব লোকটি মনে হয় কি নিয়ে কথা বলছিলো সেটাই ভুলে গেছে।

তিনজন সুন্দরী তরুণী পাশেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনের দিকে আঙুল তুলে জিলিক ইশারা করলে মেয়েটি বাড়ির ভেতর চলে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। তার প্রভুর আগমনের জন্যে প্রস্তুত হতে নিশ্চয়। "এ সময় আমি একটু *সিয়েস্তা* নিয়ে নিই। এটা এখানকার রীতি, খুবই ভালো একটা রীতি বলা চলে। এ রকম সময়ে একটু ঘুম আসলেই দরকার হয়। চলে যাওয়ার আগে আমাকে একটা কথা বলুন তো। আমি এই দূর্গটির নক্সা করেছি মেজর ভ্যান রেন্সবার্গের সহায়তায়। তার সাথে আপনার দেখা হবে একটু পরেই। এটাকে আমি এই পৃথিবীর সবচাইতে নিরাপদ জায়গা মনে করি।

"আমি বিশ্বাস করি না আপনার ঐ ভাড়াটে লোকটা এই দূর্গের ভেতরে পর্যন্ত ঢুকতে পারবে। যদি ঢোকেও , সে জীবিত হয়ে বের হতে পারবে না। এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষিত। এই লোকটা হয়তো আপনাদের চোখে ধূলো দিতে পেরেছে; কিন্তু সে আমার সিস্টেমটা ফাঁকি দিয়ে আমার ধারেকাছেও আসতে পারবে না। আমি বিশ্রাম নেবার ফাঁকে ভ্যান রেন্সবার্গ আপনাকে আশেপাশে ঘুরিয়ে দেখাবে। তারপর আপনি মিঃ ডেভেরুকে ফোন করে বলতে পারবেন সংকটটা কেটে গেছে। ততোক্ষণ পর্যন্ত বিদায়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। ম্যাকব্রাইড কিন্তু সেখানেই রয়ে গেলো। নিচে টেরেসের প্রধান ফটক খুলে যেতেই যে লোকটিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো ম্যাকব্রাইড তাকে ফাইল থেকে চেনে, কিন্তু সে ভান করলো না চেনার।

অ্যাড্রিয়ান ভ্যান রেন্সবার্গ ইতিহাসখ্যাত আরেকজন ব্যক্তি। ন্যাশনাল পার্টি এবং তার বর্ন বিদ্বেষমূলক নীতিতে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা শাসিত হচ্ছিলো, তাকে তখন স্টেট সিকিউরিটি বুরো'তে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। সেটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর একটি সংস্থা যা বি.ও.এস.এস অর্থাৎ বস্ নামে পরিচিত ছিলো।

তারপর নেলসন ম্যান্ডেলার আগমনের পর সে চরম ডানপন্থী দল এ.ডব্লিউ.বি'র সঙ্গে হাত মেলায়, যার নেতা ছিলো ইউজিন টেরি-ব্লানশে, আর সেটাও যখন ভেঙে পড়লো সে তখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইউরোপিয় ফ্যাসিস্টদের হয়ে তত্ত্বাধায়ক এবং অভিজ্ঞ নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করার পর একদিন সে জোরান জিলিকের নজরে পড়ে যায়। আর তখন থেকেই এই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের সব দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে সে।

কর্নেল মোরেনোর মতো এই লোকটা মোটাসোটা নয়, তবে বেশ পেশীবহুল। কেবল বেল্টের উপর দিয়ে ভুরিটা একটু যেনো উপচে পড়েছে। অতিরিক্ত বিয়ার খাওয়ার ফল।

ম্যাকব্রাইড লক্ষ্য করলো সে নিজের জন্যে আলাদা ডিজাইনের পোশাক বানিয়ে নিয়েছে : কমব্যাট বুট, জাঙ্গাল ক্যামোফ্লেজ আর চিতাবাঘের টুপি।

"মি: ম্যাকব্রাইড? আমেরিকান জেন্টেলম্যান?"

"ঠিক ধরেছেন।"

"আমি মেজর ভ্যান রেন্সবার্গ। এখানকার সিকিউরিটি প্রধান। আমার ওপর নির্দেশ আছে এখানকার এস্টেটটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। কাল সকালে গেলে কেমন হয়? এই ধরুন, সাড়ে-আটটায়?"

লা বাহিয়ার রিসোর্টের কার-পার্কিং এলাকায় একটা ফোর্ড পাড়ি খুঁজে পেলো পুলিশের লোকেরা। নাম্বারপ্লেটটা এখানকারই, কিন্তু নকল; এখানকারই কোনো গ্যারাজ থেকে এই কারসাজিটা করা হয়েছে। গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের ম্যানুয়ালটা ডাচ ভাষার। সুরিনামে যেমনটি হয় আর কি।

আরো পরে একজন লোক মনে করতে পারলো একজন ব্যাগপ্যাকারকে সে দেখেছে রিসোর্টের এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে। তাকে পূর্ব দিকে যেতে দেখা গেছে ব'লে সে জানালো। কর্নেল মোরেনো তার পুরো পুলিশ বাহিনী আর আর্মিদেরকে নির্দেশ দিলো ব্যারাকে ফিরে যাবার জন্যে। সে জানালো সকালবেলায় পুরো এলাকাটি তল্লাশী করা হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

সিয়েরার সর্বোচ্চ চূড়ার আড়ালে লুকিয়ে থেকে নীচের গিরিখাদে নজর রাখতে গিয়ে ডেক্সটার এই নিয়ে দ্বিতীয় বার সূর্যাস্ত এবং আঁধার নেমে আসা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পেলো, এটাই তার শেষ দেখা হবে।.

এখনও একেবারে স্থির থেকে নিচের এস্টেটের ভবনের জানালার শেষ আলোর দিকে নজর রাখছে সে। এরপরই রওনা দেবার জন্যে প্রস্তুত হলো। নিচে যারা থাকে তারা খুব সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। সে জানে তারা এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

নিজের কাছে থাকা শেষ খাদ্যদ্রব্য খেয়ে নিয়ে দু'দিনের সরঞ্জাম, ভিটামিন, ফাইবার, সুগার এবং মিনারেল ওয়াটার ব্যাগে ভরে নিলো সে। ভালো ক'রে পানি পান ক'রে নিলো যাতে ক'রে শরীরে আগামী চব্বিশ ঘণ্টা পানি না দিলেও চলে। বড় বার্গেন ব্যাগ, স্ক্রিম নেটিং এবং রেইন ক্যাপটা পরিত্যাক্ত করলো। তার যা দরকার তা সে হয় সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে নয়তো চুরি করেছে গতরাতে। সেইসব জিনিস তার ছোট্ট ব্যাকপ্যাকে জায়গা ক'রে নিয়েছে বেশ সুন্দরভাবে। কেবল তার কাঁধে থাকা দড়ির গোছাটা রাখার কোনো জায়গা পাচ্ছে না সে। এটা এমন এক জায়গা রাখতে হবে যাতে কেউ দেখতে না পায়।

এখন মাঝারাত, সে তার এখানকার ইতি টানবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে চললো ঢালু পথটা দিয়ে নীচের এস্টেটের দিকে।

একটা গাছের ডাল নিয়ে নিজের পায়ের ছাপগুলো মুছে দিতে দিতে চললো। এয়ারফিল্ডের বদলে সে এগিয়ে চললো শ্রমিকদের গ্রামের দিকে। আধ মাইল পথ চলতে আধঘণ্টার মতো সময় লেগে গেলো তার। আকাশে একফালি চাঁদ উঁকি মারছে। ঘামে ভিজে ওঠা তার পোশাক শুকাতে শুরু করলো এবার।

খুব ধীরে ধীরে আর সতর্ক পদক্ষেপে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। যতো দূর সম্ভব দড়ির ব্যবহার যাতে করতে না হয় সেই চেষ্টা করছে সে। তবে এক পর্যায়ে দড়ির দরকার হয়ে পড়লো তার। শক্ত একটা গাছের ডালে দড়িটা না বেঁধে ডাবল ক'রে নিলো সে। তারপর আস্তে আস্তে অভিজ্ঞ লোকের মতো নেমে যেতে লাগলো। পাহাড়ের চূড়া আর গীর্জাটার মাঝখানে খুব সাবধানে নেমে পড়লো ডেক্সটার। জায়গাটা গীর্জার পেছনের অংশ। আশা করলো পাদ্রী খুব ভালো ঘুম কাতুরে লোক। তার বাড়ি থেকে এখন কয়েক গজ দূরে আছে সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাটিতে নামতেই দড়িটার এক অংশ ছেড়ে দিয়ে অন্য অংশটা টানতেই ডাল থেকে পুরো দড়িটা খুলে তার হাতে এসে পড়লো। সেটা কয়েল ক'রে পেচিয়ে আবার কাঁধে রেখে দিলো।

এখানকার টয়লেটের ব্যবস্থা খুবই সাম্প্রদায়িক আর পুরুষতান্ত্রিক। এই শ্রমিক ক্যাম্পে কোনো নারী নেই। টয়লেটে আড়াল বলতেও তেমন কিছু নেই। দায়সারা গোছের একটা পর্দা দিয়ে আড়াল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডেক্সটার এরকম একটা টয়লেটের ঢাকনা খুলে দড়ির কয়েলটা ফেলে দিলো। ভাগ্য ভালো থাকলে এটা হাওয়া হয়ে যাবে গু-মূতের সাথে। এ জায়গা এই জিনিস খুঁজে বের করাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

ছোটো ছোটো কুড়েঘরে শ্রমিকেরা বসবাস করে। তবে প্রত্যেক শ্রমিকের জন্যে একটা করেই ঘর দেয়া হয়েছে। একঘরে দু'জনকে রাখার ব্যবস্থা করা হয় নি। পঞ্চাশ পঞ্চাশ ক'রে দুই সারিতে মোট একশোটা ঘর দেখা যাচ্ছে। এরকম একশোটা ক'রে ঘর নিয়ে গড়ে উঠেছে এক একটা ছোটো ছোটো গুচ্ছগ্রাম। প্রধান সড়কটি এই সব বাড়ির কাছ দিয়েই চলে গেছে। ভবনের ছায়াঘেরা অংশ খুঁজতে ডেক্সটার আবারো চার্চের কাছেই ফিরে এলো। প্রধান প্রবেশদ্বারটির তালা তাকে বড়জোড় কয়েক মিনিট আঁটকে রাখতে পারলো।

চার্চ হিসেবে জায়গাটাতে তেমন কিছু নেই। একটা কড়া ক্যাথলিক দেশে দাস শ্রমিকদের ক্যাম্প চালাতে গেলে এরকম একটা চার্চ রাখাটা বেশ সুবিধাজনক, আর সেজন্যেই এটা এখানে তৈরি করা হয়েছে। ডেক্সটার অবাক হয়ে ভাবলো এখানকার পাদ্রী কি ক'রে এইরকম একটা জায়গায় এসে ধর্মকর্ম ক'রে যাচ্ছে।

বেদীর কাছে সে ঐ জিনিসটা পেয়ে গেলো যে জিনিসটা সে খুঁজছিলো। প্রধান প্রবেশদ্বারটি তালা খোলা অবস্থায় রেখেই সে চলে গেলো শ্রমিকদের কুড়েঘরগুলোর দিকে।

উপর থেকে এই জায়গাটা দেখার সময় সে একটা জিনিস মুখস্ত ক'রে ফেলেছে। একজন লোককে নাস্তার জন্যে এখান থেকে বের হতে দেখেছিলো সে।

এখানে কোনো তালার কারবার নেই। কেবল কাঠের একটা খিড়কি রয়েছে। ভেতরে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ডেক্সটার যাতে ক'রে অন্ধকারে চোখ সয়ে নিতে পারে। কারণ সে এতোক্ষণ বাইরের তালকা চাঁদের আলোয় ছিলো।

একটা বড়সড় দেহ নাক ডেকে চলছে। তিন মিনিট পর, নাইটভিশনের সাহায্যে ডেক্সটার নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে কিছু একটা বের ক'রে বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো। তার হাতে এখন ক্লোরোফর্ম মাখানো একটা প্যাড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অজ্ঞান লোকটাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে চার্চের বেদীর কাছে গিয়ে লোকটাকে নামিয়ে রেখে টেপ দিয়ে তার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেললো। কেবল নাকটা খোলা রাখলো বেচারাকে শ্বাস নিতে দেবার জন্যে।

প্রধান দরজাটা আবার তালা মারার সময় ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে রাখা নোটিশের দিকে চেয়ে তার চোখেমুখে সন্তুষ্টির ছাপ দেখা গেলো। নোটিশটা ছিলো লাকি 'প্লাস।'

খালি কুড়েঘরে আবারো ঢুকে অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই সে পেনলাইটটা জ্বালালো এটা দেখার জন্যে যে, শ্রমিকদের কাছে থাকা এমন কোনো জিনিসপত্র আছে কিনা যা তার দরকার লাগতে পারে। খুব বেশি কিছু নেই। ডেক্সটার টর্চটা দিয়ে হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলো। পাঁচটা বেজে চার মিনিট।

কাপড়চোপড়ের বাক্সের দিকে নজর দিলো সে। তার যা যা লাগবে সব কিছু নিজের ঘামে ভেজা টি-শার্টে পেচিয়ে নিয়ে সেটা লাঞ্চব্যাগে রেখে ঘণ্টা বাজার অপেক্ষা করতে লাগলো।

ঠিক সাড়ে ছ'টার দিকেই ঘণ্টাটা বেজে উঠলো যথারীতি। এখনও ভোরের আলোর ফুটে ওঠে নি, তবে পূব আকাশে গোলাপি রঙের আভা দেখা যাচ্ছে। নিরাপত্তারক্ষীরা শ্রমক্যাম্পের ভারি লোহার গেটের বাইরে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ডেক্সটারের চারপাশে গ্রামটা আস্তে আস্তে তার চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো এবার।

সবার মতো সে টয়লেটের দিকে দৌড়ে গেলো না। আশা করলো তার এই ব্যাপারটা কেউ লক্ষ্য করবে না। বিশ মিনিট পরে একটা দরজার ফুটো দিয়ে সে দেখতে পেলো পুরো এলাকাটি আবার ফাঁকা হয়ে গেছে।

বাকিরা যখন সবাই নাস্তা খেতে ব্যস্ত তখন সে টয়লেটে ঢুকে পড়লো চুপিসারে। আরেকটা ঘণ্টা বাজার পর বাকি শ্রমিকেরা লাইনে দাঁড়িয়ে গেট দিয়ে বের হয়ে গেলো একে একে।

পাঁচজন চেকার নিজেদের টেবিলে ব'সে ডগ ট্যাগ, কাজের বিবরণ আর ওয়ার্ক রেকর্ড কার্ডে পাঞ্চ ক'রে যাচ্ছে।

অন্যদের মতো ডেক্সটারও সেই টেবিলের সামনে গিয়ে নিজের ডগ ট্যাগটা বাড়িয়ে দিয়ে একটু ঝুঁকে কাশলো সে। চেকার তার দিকে ভালো ক'রে না তাকিয়েই ডগ ট্যাগটা চেক ক'রে তাকে হাত নেড়ে চলে যাবার ইশারা করলো।

সকাল সাড়ে-সাতটায় কেভিন ম্যাকব্রাইড টেরেসে একা একা নাস্তা করছে একেবারে ফাইভস্টার হোটেলের মতো আঙুর, ডিম, টোস্ট আর জ্যাম দিয়ে। ঠিক সাড়ে আটটায় সার্ব লোকটি এসে তার সঙ্গে যোগ দিলো।

"আমার মনে হয় আপনার এখন তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেলা উচিত," সে বললো। "মেজর ভ্যান রেন্সবার্গ আপনাকে যা দেখাবে, সেসব দেখেই আপনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুঝতে পারবেন, এই ভাড়াটে লোকটার পক্ষে এখানে আসার সুযোগ মাত্র শতকরা একভাগ, আর এখান থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে না। তাই এখানে আপনার থাকার আর কোনো প্রয়োজন নেই। মিঃ ডেভেরুকে বলে দেবেন, আমাদের চুক্তির বাকি অংশটুকু আমরা এ মাসের শেষ দিকে সম্পন্ন ক'রে ফেলবো।"

সাড়ে আটটার সময় মাকব্রাইড তার জিনিসপত্র একটি দক্ষিণ আফ্রিকান খোলা জিপের পেছনের আসনে রেখে মেজরের পাশের সিটে গিয়ে বসলো।

"বলুন, আপনি কি দেখতে চান?" সিকিউরিটি প্রধান জিজ্ঞেস করলো।

"আমি শুনেছি, একজন অবাঞ্ছিত লোকের পক্ষে কার্যত এখানে প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু কেন অসম্ভব, বলতে পারেন?"

"দেখুন, মিঃ ম্যাকব্রাইড, আমি যখন এখানকার এই দূর্গটির নকশা তৈরি করি, তখন আমার মাথায় একটা কথাই কেবল বার বার ঘোরাফেরা করছিলো, কোথাও নিরাপত্তার একটু অভাবও যেনো না থাকে। বহিরাগত কেউ যেনো সেখানে প্রবেশ করার সুযোগ না পায়।" একটু থেমে সে আবার বলতে লাগলো, "অব্যশ্য কেউ যদি পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে, যেমন প্যারাট্রুপার, পদাতিক-বহিনী কিংবা সামরিক বিমান নিয়ে আক্রমণ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁধা দেবার কোনো উপায় থাকবে না। কিন্তু একজন ভাড়াটে গুণ্ডার পক্ষে একা একা এখানে প্রবেশ করা, না, না। তা কখনোই সম্ভব নয়! তাছাড়া, শিকারী কুকুর আর প্রহরীরা চব্বিশ ঘণ্টা দূর্গের প্রহরায় নিয়োজিত রয়েছে, তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এখানে প্রবেশ করলেও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না সে। তাই আপনার এই ভাড়াটে লোকটার পক্ষে এখানে প্রবেশ করার কোনো সুযোগই নেই। তাছাড়া, লোকটার কি মতলব বলুন তো, কি করতে চাচ্ছে সে?"

"এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্রও ধারণা নেই। যদি তার মাথায় বিন্দু পরিমাণ জ্ঞানবুদ্ধিও থাকে তবে আমার ধারণা সে এখান থেকে চলে গেছে।"

ভ্যান রেন্সবার্গ হেসে ফেললো।

"ধারণা নয়, মিঃ ম্যাকব্রাইড, এটাই সত্যি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সে এখান থেকে চলে গেছে, চিরদিনের জন্য।"

"আমার মনে হয়, আপনার কথাটা বিশ্বাস করা যায়," ম্যাকব্রাইড বললো, "এই নিঃসঙ্গ লোকটার ফিরে আসর কোনো সুযোগ আর নেই, আছে কি?"

"আমি তো বললামই, মিঃ সিআইএ, নেই। সে ভয় পেয়ে সটকে পড়েছে।"

কথাটা শেষ করার আগেই কমিউনিকেশন যন্ত্রটা আবার ঘরঘর ক'রে উঠলে তার ভুরু জোড়া কপালে উঠলো। রিপোর্টটা শুনে গেলো সে।

"কি ধরণের ভয় পেয়েছে? আচ্ছা, তাকে বলো শান্ত থাকতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোনসেটটা রেখে দিলো সে।

"চার্চের ফাদার ভিসেন্তে। খুব ভয় পেয়ে গেছে। আমি ওখানে গিয়ে দেখছি ব্যাপারটা কি। আমার আসতে হয়তো একটু দেরি হতে পারে।"

তাদের বাম দিকে শ্রমিকদের একটা সারি। তারা টুপি পরা মাথাগুলো নত ক'রে রেখেছে তীব্র রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। তাদের পাশ দিয়ে চলে যেতে থাকা গাড়িটার দিকে কিছু কিছু শ্রমিক মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করলো। এই গাড়িটাতে যে লোক ব'সে আছে সে-ই তাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক। আড়ষ্ট, রোদে পোড়া চেহারা আর কফি রঙের চোখগুলো খড়ের টুপির নীচ থেকে উঁকি মারছে। তবে একজোড়া চোখ নীল রঙের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

সে খোলা দরজাটা দিয়ে চার্চের সিঁড়ি ভেঙে লাফাতে লাফাতে নামলো। একজন গাট্টাগোট্টা লোক, যার চোখ শূকরের মতো কুতকুতে। গায়ের জামা একটু নোংরা। জোর ক'রে ধরে আনা শ্রমিকদের কাছে পাদ্রী ফাদার ভিসেন্তে আরেকটা শিকারী কুকুর।

ভ্যান রেন্সবার্গের স্পেনিশ খুব একটা ভালো নয়, কেবল কাজ চালানোর মতো কিছু ভাঙা ভাঙা শব্দ বলতে পারে সে। পাদ্রী সাহেবের ইংরেজি জ্ঞানও সেরকমই।

"তাড়াতাড়ি আসুন, কর্নেল," সে পেছন দিকে যেতে যেত বললো। সিঁড়ি ভেঙে তাকে অনুসরণ করলো দু'জন লোক।

চার্চের ভেতরে মাটির ফ্লোরটা ভিজে আছে বেদীর দিকটা পর্যন্ত। ঘরটা খুবই ছোটো। একটা নাটকীয় ভঙ্গীতে সে দরজা খুলে চিৎকার ক'রে উঠলো : "মিরা।"

দৃশ্যটা তারা দেখতে পেলো। ফাদার ভিসেন্তে দিনমজুর লোকটাকে যেভাবে পেয়েছিলো এখনও সে ওভাবেই পড়ে আছে। তাকে মুক্ত করার কোনো প্রচেষ্টা নেয়া হয় নি। তার হাত দুটো টেপ দিয়ে বাঁধা। মুখ আর পায়ের অবস্থাও একই রকম। কেবল একটা গোঙানীর মতো শব্দ করছে সে। ভ্যান রেন্সবার্গকে দেখে তার চোখ ইঙ্গিত করলো সে অনেক ভড়কে গেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকানটি কোনো কথা না বলে লোকটার মুখের টেপ ছিড়ে ফেললো।

"সে এখানে কি করছে?"

লোকটা ভীতিকর একটা ব্যাখ্যা দিলো আর পাদ্রী সাহেব তার সাথে সম্মতির ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে গেলো কেবল।

"সে বলছে, সে কিছু জানে না। গতরাতে সে ঘুমিয়ে সকালে উঠে দেখে এখানে চলে এসেছে। তার খুব মাথা ব্যথা করছে। এর বেশি কিছু তার মনে নেই।"

জাঙ্গিয়া ছাড়া লোকটার শরীরে আর কোনো পোশাক নেই। তাকে ধরার মতো কিছু নেই তাই দক্ষিণ আফ্রিকানটি তার কাঁধ ধরে তাকে টেনে দাঁড় করালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাকে বলুন কিছু মনে করার চেষ্টা করতে," সে পাদ্রীকে কর্কশভাবে কথাটা বললো যোবিনা আপাতত দোভাষির কাজ করছে।

"মেজর," ম্যাকব্রাইড শান্ত কণ্ঠে বললো, "আগেরটা আগে করাই ভালো। ওর নামটা কি?"

ফাদার ভিসেন্তে কথাটা বুঝতে পারলো।

"তাকে রামোন বলে ডাকা হয়।"

"শুধু রামোন?"

পাদ্রী কাঁধ তুললো। তার এখানে হাজারখানেক লোক প্রার্থনা করতে আসে। তাদের সবার নাম কি তার মনে থাকার কথা?

"কোন্ ক্যাবিন থেকে সে এখানে এসেছে?" আমেরিকানটি জানতে চাইলো।

দু'জন মানুষের খুব দ্রুতলয়ে স্পেনিশ কথাবার্তা বলে চললো কয়েক মুহূর্ত। এর বিন্দুবিসর্গও ম্যাকব্রাইড বুঝতে পারলো না। স্পেনিশ লেখা সে একটু আধটু বুঝতে পারলেও এই অঞ্চলের লোকজনের স্পেনিশ সে মোটেও বোঝে না।

"এখান থেকে তিনশো মিটার দূরে," পাদ্রী বললো।

"আমরা কি ওখানে যেতে পারি দেখার জন্যে?" বললো ম্যাকব্রাইড। সে একটা পেন নাইফ বের ক'রে রামোনের বাঁধন খুলে দিলে ভয়ার্ত মজুরটি মেজর এবং আমেরিকানটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো।

নিজের ঘরের দরজাটা দেখিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

ভ্যান রেন্সবার্গ ভেতরে ঢুকলো, তাকে অনুসরণ করলো ম্যাকব্রাইড। খোঁজার মতো কিছু নেই ভেতরে। বিছানার নীচ থেকে এই ঘরের একমাত্র বেঁচে যাওয়া জিনিসটা খুঁজে পেলো আমেরিকানটি। একটা কটন-উল প্যাড। প্যাডটার গন্ধ শুঁকে সেটা সে মেজরের কাছে দিয়ে দিলে মেজরও সেটা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো।

"ক্লোরোফর্ম," ম্যাকব্রাইড বললো। "তাকে ঘুমের মধ্যে অজ্ঞান করা হয়েছিলো। সম্ভবত সে কোনো কিছুই টের পায় নি। সজাগ হয়ে দেখে হাত-পা-মুখ বাঁধা। সে মিথ্যে বলছে না। কেবল ভয় পেয়ে ভড়কে আছে।"

"তাহলে এসব কিজন্যে করা হলো?"

"আপনি কি প্রত্যেক মজুরের গলায় থাকা ডগ ট্যাগ চেক করার কথা বলেন নি, যখন তারা গেট দিয়ে কাজ করতে ঢোকে?"

"হ্যা, বলেছি। কেন?"

"রামোন কিন্তু সেরকম কিছু পরে নেই। এখানেও সেটা দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় আপনার কাছে একটা রিস্টার আছে।"

কথাটা বুঝতে পারলো সে। ভ্যান রেন্সবার্গ সঙ্গে সঙ্গে তার ল্যান্ড রোভারের কাছে ছুটে গিয়ে ওখানে রাখা ওয়াকিটকিটা নিয়ে কল করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এটা খুবই জরুরি," রেডিও অপারেটরকে সে বললো। "বন্দী পালিয়ে গেলে যে সাইরেনটা বাজানো হয় সেটা বাজাও। ম্যানসনে ঢোকার সব ধরণের গেট বন্ধ ক'রে দাও। আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। এরপর পি.এ সিস্টেম ব্যবহার ক'রে এস্টেটের প্রত্যেক রক্ষীকে বলে দাও মেইন গেটে আমার কাছে রিপোর্ট করতে।"

কয়েক সেকেন্ড পরেই উচ্চস্বরে সাইরেন বাজতে শুরু করলে এস্টেটের সব জায়গা থেকে এটার শব্দ শোনা গেলো।

বাইরে থাকা রক্ষীরা কাজ ফেলে এগোতে লাগলো মেইন গেটের দিকে। এরপর আবার ম্যানসনের ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে শোনা গেলো রেডিও অপারেটরের কণ্ঠটা।

"রক্ষীরা সবাই মেইন গেটে চলে গেছে। আবার বলছি, রক্ষীরা সবাই মেইন গেটে চলে গেছে। দুই সারি ক'রে।"

ডে শিফটে মোট ষাটজন রক্ষী কাজ করছে, বাকিরা নিজেদের ব্যারাকে ঘুমিয়ে আছে। তারাও দৌড়াতে দৌড়াতে এবং কোয়াড-বাইকে ক'রে ছুটে আসতে লাগলো।

ভ্যান রেন্সবার্গ তার গাড়িটা থামিয়ে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

"আমাদের এখান থেকে কেউ পালায় নি," তার সামনে সবাই জড়ো হলে সে বললো। "বরং হয়েছে এর উল্টোটা। আমাদের এখানে একজন অনুপ্রবেশকারী আছে। এখন সে একজন শ্রমিকের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। একেবারে শ্রমিকদের মতোই পোশাক আর সবকিছু আছে তার। এমন কি তার গলায় ডগ ট্যাগও রয়েছে। দিনের বেলায় যারা দায়িত্বে আছো, তোমরা প্রত্যেক শ্রমিককে এখানে নিয়ে আসো। একজনও যেনো বাদ না যায়। আর যারা অফ ডিউটিতে রয়েছো তারা গোলাঘর, গোয়ালঘর আর ওয়ার্কশপে চলে যাও। ওগুলো সব তালা মেরে বন্ধ ক'রে ফেলো। তোমরা নিজেদের যোগাযোগ করার সরঞ্জামগুলো দিয়ে স্কোয়াডের কমান্ডারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবে। জুনিয়র লিডাররা, তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ রাখবে। এবার যার যার কাজে লেগে পড়ো। বন্দীদের পোশাকে কাউকে পালাতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। ওকে, এবার যাও।"

পুরো এস্টেটটা একশো লোক ছেঁকে ফেললো। তাদের কভারে রইলো আরেক দল। এই বিশাল এস্টেটটা তল্লাশী করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবার কথা।

ভ্যান রেন্সবার্গ ভুলেই গিয়েছিলো যে, ম্যাকব্রাইড চলে যাচ্ছে। নিজের পরিকল্পনা নিয়ে সে এতোটাই ব্যস্ত ছিলো যে, তার কথা খেয়ালই করে নি। ম্যাকব্রাইড হতভম্ব হয়ে ব'সে আছে এখন।

www.BanglaBook.org

চার্চের পাশে, ঠিক দরজাটার ডান দিকে একটা নোটিশ আছে। এটাতে বলা হচ্ছে : *"অবসিকোয়ে পোর নুয়েস্ত্রো নো পেদরো হার্নানদেজ। ওয়ান্স দে লা মানানা।"*

কথাটা লেখা আছে বলেই সিআইএ'র লোকটা এর অর্থ বুঝতে পারলো, মুখে বলা হলে কিছুই বুঝতো না সে : "আমাদের ভাই পেদরো হার্নানদেজের শেষকৃত্য। সকাল এগারোটা বাজে।"

মানুষ শিকারী লোকটা কি এটা খেয়াল করে নি? এটা দেখে কি সে কিছু বুঝে উঠতে পারে নি? পাদ্রী রোববারের আগে চার্চের সভাকক্ষে সাধারণত যাবে না। কিন্তু আজকের দিনটা আলাদা। ঠিক দশটার দিকে সে চার্চের সভাকক্ষে ঢুকে নিজের কাপবোর্ড খুলেই বন্দীকে দেখতো।

তাকে অন্যখানে কেন পরিত্যাক্ত করা হলো না? তাকে কেন তার নিজের খাটে হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হলো না যেখানে তাকে সূর্যাস্তের আগে সহজে কেউ খুঁজে পেতো না?

সে দেখতে পেলো মেজর এয়ারফিল্ড মেকানিক্সের সাথে কথা বলছে।

"সমস্যাটা কি? আশেপাশে খোঁজ নাও। আমি চাই এয়ারে ক'রে ব্যাকআপ দেয়া হোক। তাড়াতাড়ি করো।"

কমিউনিকেশন যন্ত্রটা বন্ধ করেই সে লক্ষ্য করলো ম্যাকব্রাইড তার কথা শুনছে। সঙ্গে সঙ্গে রেগমেগে আগুন হয়ে গেলো সে : "আপনার দেশী ভাই একটা ভুল করেছে, এই হলো ঘটনা। খুবই ব্যয়বহুল ভুল। এটা তার নিজের জীবনকে বিপন্ন করবে।"

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলো। কোনো দূরবীন ছাড়াই ম্যাকব্রাইড দেখতে পেলো শ্রমিকদেরকে জোর ক'রে গেটের সামনে এনে জড়ো করা হচ্ছে। এখন দুপুর। প্রচণ্ড গরম।

জড়ো হওয়া লোকজনের ভীড়টা আরো বাড়তে শুরু করলো। ওয়্যারলেসে কথাবার্তা চলছেই। শ্রমিকদের ঘরগুলো তল্লাশী করা হচ্ছে। তল্লাশী ঘোষণা করার পর সেগুলো বন্ধও ক'রে ফেলা হচ্ছে, যদিও ঘরের ভেতর লোকজন রয়েছে।

বেলা দেড়টার দিকে নাম্বার চেক করা শুরু হলো। এক এক ক'রে চেক করার ফলে দীর্ঘক্ষণ কাজ ক'রে ক্লান্ত শ্রমিকেরা প্রচণ্ড গরমে অতীষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলো। দু'তিন জন মজুর অজ্ঞানও হয়ে পড়লো। সব চেক করার পর দেখা গেলো একটা নাম্বার পাওয়া যাচ্ছে না।

"একটা পাওয়া যাচ্ছে না," চেকার বললো। ভ্যান রেন্সবার্গ টেবিলের সামনে এগিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে দেখলো নাম্বারটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"পাঁচ-তিন-এক-শূন্য-আট নাম্বার।"

"নামটা কি?"

"রামোন গুটিরেজ।"

"কুকুরগুলো ছেড়ে দাও।"

ভ্যান রেন্সবার্গ ধাই ধাই ক'রে হেটে ম্যাকব্রাইডের কাছে চলে গেলো।

"সবাইকে এখন ঘরে যেতে হবে। তালা মেরে ভেতরে থাকতে হবে। কুকুরগুলো কখনও আমার লোকদেরকে স্পর্শ করবে না, বুঝলেন। তারা ওদের ইউনিফর্মগুলো চেনে। একজন মাত্র লোক বাইরে আছে। একজন আগন্তুক। সাদা প্যান্ট আর ফ্লপি শার্ট পরা। ওর গায়ের গন্ধ কুকুরগুলোর কাছে অচেনা। ডোবারম্যানদের কাছে ওই লোকটা ভালো খাবার হয়ে উঠবে। গাছের উপরে? পুকুরে? ওখানেও তারা তাকে রেহাই দেবে না। আমি ঐ ভাড়াটে লোকটাকে আধঘন্টা সময় দেবো আত্মসমপর্ন কিংবা মরার জন্যে।"

যে লোকটাকে সে খুঁজছে সে এস্টেটের মাঝখানে আছে। তার মাথার চেয়েও লম্বা ভুট্টা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে দৌড়ে যাচ্ছে সে। সূর্য আর সিয়েরা পর্বতের চূড়া দেখে সে নিজের গতিপথ ঠিক ক'রে নিচ্ছে।

খুব ভোর থেকে ধীরগতির জগিং ক'রে ম্যানসনের সুরক্ষিত দেয়ালের কাছে পৌছাতে তার প্রায় দু'ঘন্টা সময় লেগে গেলো। ম্যারাথন দৌড়ানো যে লোকের অভ্যেস তা জন্যে এটা এমন কোনো দূরত্ব নয়, কিন্তু তাকে খুব সতর্ক আর রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আসতে হয়েছে। এখনও তাকে ফাঁকি দিতে হচ্ছে।

একটা ভুট্টা ক্ষেতে এসে শুয়ে পড়ে সে সামনের দিকে তাকালো। দূরের রাস্তায় দু'জন রক্ষী একটা কোয়াড-বাইকে ক'রে মেইন গেটের দিকে যাচ্ছে। তারা চলে যাবার আগপর্যন্ত সে অপেক্ষা ক'রে এক দৌড়ে রাস্তাটা পার হয়ে গেলো।

এরিয়াল ফটো থেকে সে ম্যানসনের কাছে একটা নিরাপদ জায়গা আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলো। এই জায়গাটাতে হাটু সমান ঘাস্য নেই। একটু কান পাততেই সে ঝর্ণার শব্দটা শুনতে পেলো। ঝর্ণাটা এখান থেকে পনেরো গজ দূরে, পেছন দিকে অবস্থিত। সে বসে পড়ে পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে কাজে লেগে পড়লো আবার।

দূর থেকে শিকারী কুকুরের ঘেউঘেউ শব্দটা এই প্রথম সে শুনতে পেলো। সাগরের বাতাসের কারণে তার শরীরের গন্ধ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কুকুরগুলোর কাছে পৌছে যাবে। খুব সতর্কভাবে কাজ করলেও সে দ্রুতগতিতেই করলো। যখন সন্তুষ্ট হলো তখন পা টিপে টিপে ঝর্ণার কাছে গিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলো। এই পানির স্রোতই তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে দেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভ্যান রেন্সবার্গ যতোই বলুক তার কুকুরগুলো তাকে স্পর্শ করবে না, তারপরেও গাড়ি দিয়ে মেইন গেটের কাছে যাবার সময় সে ঠিকই জানালার কাঁচ উঠিয়ে রাখলো। তার পেছনে কুকুরগুলোর ডেপুটি নিয়ন্ত্রক আরেকটা গাড়িতে ক'রে আসছে। আর সিনিয়র নিয়ন্ত্রক ভ্যান রেন্সবার্গের পাশেই ল্যান্ড রোভারে বসে আছে। সে-ই প্রথম শুনতে পেলো তার কুকুরগুলোর আওয়াজ হঠাৎ ক'রে একটু বদলে গেছে।

"তারা কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে," সে চিৎকার ক'রে বললো।

ভ্যান রেন্সবার্গ দাঁত বের ক'রে হাসলো।

"কোথায়, অ্যা, বলি কোথায় সেটা?"

"ঐ তো ওখানে।"

ম্যাকব্রাইড জানালা দিয়ে উৎসুক চোখে তাকালো। সে শিকারী কুকুর পছন্দ করে না।

কুকুরগুলো ঠিকই কিছু জিনিস খুঁজে পেয়েছে, তবে সেটা যতোটা না আনন্দের তার চাইতেও বেশি যন্ত্রণার। এক পোটলা রক্তাক্ত কাপড়চোপড়ই কুকুরগুলোকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে।

"ওদেরকে ট্রাকে তুলে নাও," ভ্যান রেন্সবার্গ চিৎকার ক'রে বললো। সিনিয়র নিয়ন্ত্রক শিস বাজিয়ে কুকুরগুলো ট্রাকের পেছনে তুলে নিলো এক এক ক'রে। সবগুলো ট্রাকে ওঠার পরই রেন্সবার্গ আর ম্যাকব্রাইড গাড়ি থেকে নামলো।

"তাহলে তারা এই ধরতে পেরেছে," রেন্সবার্গ বললো।

কুকুরের নিয়ন্ত্রক একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। সে রক্ত মাখা কাপড়টা হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকেই মুখটা সরিয়ে নিলো।

"বানচোত!" সে আর্তনাদ ক'রে বললো। "মরিচের গুঁড়া। কুকুরগুলো এটা শুঁকেই ওরকম ক্ষেপে গেছে। ওদের অনেক কষ্ট হচ্ছে।"

"তাদের নাক আবার কখন কাজ করতে শুরু করবে?"

"আজকে তো আর হবে না, বস্। হয়তো আগামীকাল সম্ভব হবে।"

তারা সূতির প্যান্ট, খড়ের টুপিটাও পেলো, সেগুলোতেও মরিচের গুঁড়ো মাখা। তবে কোনো দেহ, হাঁড় খুঁজে পেলো না। কেবল দাগলাগা একটা শার্ট।

"লোকটা এখানে কি করছিলো?" ভ্যান রেন্সবার্গ নিয়ন্ত্রকের কাছে জানতে চাইলো।

"সে নিজের শরীর কেটেছে। এটাই করেছে ঐ বানচোতটা। চাকু দিয়ে সে নিজের শরীর কেটেছে, তারপর সেই রক্ত শার্টে মেখেছে। সে জানতো এটা কুকুরগুলোকে পাগলের মতো টেন নিয়ে আসবে। তারা রক্তের গন্ধ শুঁকতে এসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাপড়ে লেগে থাকা মরিচের গুঁড়োর ঝাঁঝের শিকার হয়েছে। আগামীকালে আগে কুকুরগুলো আর গন্ধ শুঁকার জন্যে প্রস্তুত হবে না।"

ভ্যান রেন্সবার্গ কাপড়ের সংখ্যা গুনে দেখলো।

"সে পুরোপুরি নগ্ন হয়েছে," সে বললো। "আমরা এখন একদম ন্যাংটা একজনকে খুঁজবো।"

"হয়তো তা নয়," ম্যাকব্রাইড বললো। দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটি সেনাবাহিনীতে ছিলো। সে জানে মিলিটারি লোকজনের পরিধেয় জিনিসগুলো কি রকম হয়। তারা পোশাকের নীচে একধরণের গেঞ্জি আর শর্টস পরে থাকে। এখানে তার সবটুকু নেই।

"আমার মনে হয় না লোকটা পুরোপুরি নগ্ন," ম্যাকব্রাইড বললো। "আমার মনে হয় সে একটা ক্যামোফ্লেজ শার্ট, খাকি ড্রল প্যান্ট আর কমব্যাট বুট পরে আছে। আপনার মতো একটা বুশহ্যাট যে মাথায় আছে সেটা আর বলার দরকার নেই।"

ভ্যান রেন্সবার্গ একটু ভাবলো। "এখান থেকে কেউ যদি পানিতে নিজের শরীর ভাসিয়ে দেয় তো ইমিধ্যে সে পাহাড়ের খাড়া অংশের কাছে চলে গেছে।" বিড়বিড় ক'রে মেজর কথাটা বললো।

আমরা জানি আপনি আপনার হাঙরগুলো কতোটা পন্দ করেন, ভাবলো ম্যাকব্রাইড, তবে মুখে কিছু বললো না।

ভ্যান রেন্সবার্গের চোখেমুখে আতংক ফুটে উঠলো। এই ছয় হাজার একরের এস্টেটের কোথাও অস্ত্রহাতে একজন পেশাদার খুনি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার একটাই উদ্দেশ্য—ভ্যান রেন্সবার্গের মনিবের মাথাটা গুলি ক'রে উড়িয়ে দেয়া।

আফ্রিকান ভাষায় সে কিছু একটা বললো আর সেটা মোটেও প্রীতিকর কিছু নয়। এরপরই সে ওয়্যারলেসটা চালু করলো।

"আমি ম্যানসনের জন্যে আরো বিশজন নতুন গার্ড চাই। তাদেরকে ছাড়া আর কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। আমি চাই তারা পুরোপুরি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়ির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। এক্ষুণি।"

তারা গ্রামীণ এলাকাটা পেরিয়ে গাড়িতে ক'রে দ্রুত ম্যানসনের দিকে এগোতে লাগলো এবার।

এখন সোয়া চারটা বাজে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

পোশাকবিহীবন শরীরে প্রখর সূর্যের তাপ লাগতে গায়ের চামড়া যখন জ্বলে যাচ্ছিলো, ঝর্ণার পানিটা খুবই আরামদায়ক লাগছিলো তখন। কিন্তু পানি খুবই বিপজ্জনক, পানির গতি ক্রমশ বাড়ছে, কারণ কংক্রিটে বাঁধানো উপকূলের পাশ দিয়ে দুরন্ত গতিতে সেগুলো সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে।

যেখানে ডেক্সটার পানিতে নামলো, সেখান থেকে অপর দিকে গিয়ে তীরে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু যে জায়গাটা তার প্রয়োজন সেখান থেকে সে এখন অনেক দূরে। বহু দূর থেকে কুকুরের চিৎকার সে শুনতে পাচ্ছে। পাহাড়ের চূড়ার ওপর থেকে তার আকাঙ্খিত জায়গাটা দেখতে পেয়েছিলো সে। শুধু তাই নয়, এর আগে বিমান থেকে তোলা ছবিগুলো থেকেও সে দূর্গের অবস্থান দেখতে পেয়েছিলো।

তার শেষ অব্যবহৃত সরঞ্জামের মধ্যে আছে একটা আঙটা আর বিশ ফুট লম্বা একটা দড়ি। নিজের কোমরে সেই দড়িটা পেচিয়ে নিয়ে আরেকটা মাথা তীরের একটা গাছের গুঁড়ির সাথে বেঁধে নিলো। তারপর আস্তে আস্তে তীব্র স্রোতের মধ্যে দিয়ে পার হতে শুরু করলো সে। ওপারের তীরে পৌছেই আস্তে ক'রে উঠে বসলো ঘাসের উপর।

কোমর থেকে দড়িটা খুলে পানিতে ফেলে দিলো সেটা। এয়ারফিল্ডের কাঁটা তারের বেড়াটা তার এখান থেকে আরো একশো গজ দূরে। চল্লিশ ঘণ্টা আগেই সে কাঁটাতারের বেড়ার একটা অংশ কেঁটে এসেছিলো। হামাগুঁড়ি দিয়েই ওখানে যেতে হবে এখন।

কাঁটাতারের যে অংশটা সে কেঁটে রেখেছিলো সেটা এমনভাবে গৃন প্লাস্টিক দিয়ে লাগিয়ে রেখেছে যে, খুব সহজে বোঝা যাবে না ওটা কাঁটা হয়েছে কিনা। গৃন প্লাস্টিকগুলো খুলে কাঁটা অংশটা দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে আবারো সেটা আগের মতো লাগিয়ে রাখলো ডেক্সটার। দশ ফিট দূর থেকেও বোঝা যাবে না এটা কাঁটা হয়েছে।

এয়ারফিল্ডের রানওয়ের দু'পাশে এক ফুট উঁচু আগাছা জন্মেছে। চুরি করা বাইসাইকেল আর অন্যান্য জিনিসগুলো খুঁজে পেলো সে। ওখানেই কাপড়চোপড় পাল্টে নিলো যাতে রোদে পুড়ে না যায়। তারপর চুপচাপ ব'সে অপেক্ষা করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগলো সে। এক মাইল দূরে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে সে শুনতে পেলো শিকারী কুকুরগুলোর রক্তমাখা পোশাকগুলো খুঁজে পেয়েছে।

এই সময় মেজর ভ্যান রেন্সবার্গ তার ল্যান্ড রোভারের হুইলে ব'সে আছে। তাদের গন্তব্যস্থল এখন ম্যানসন ভবনটা। তারা ওখানকার মেইন গেটে পৌঁছে গেলো খুব দ্রুত। নতুন যেসব গার্ডদেরকে এখানে প্রহরা দেবার আদেশ করেছিলো সে তারা সবাই ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। বাইরে একটা ট্রাক থেকে কতোগুলো লোক ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখান থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। তাদের সবার হাতে আছে এম-১৬ অ্যাসল্ট কারবাইন। ওক্ কাঠের গেটটা খুলে গেলে তাদের সবাইকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দিলো এক তরুণ অফিসার। সারিবদ্ধ লোকগুলো জগিং করার ভঙ্গীতে চারপাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো যার যার পজিশনে। ভ্যান রেন্সবার্গ গেটের ভেতর ঢুকে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গেটটা বন্ধ ক'রে দেয়া হলো আবার।

দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটি টেরেসের ডান দিকে মোড় নিলে দেখকে পেলো বাটলার তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সেখানে। সে-ই তাদেরকে ভেতরে নিয়ে গেলো সার্বিয়ানের কাছে।

সার্ব লাইব্রেরিতে ব্ল্যাক কফি নিয়ে ব'সে আছে কনফারেন্স টেবিলের সামনে। তারা ভেতরে ঢুকতেই সে তাদেরকে বসার জন্যে ইশারা করলো। তার দেহরক্ষী কুলাক তার ঠিক পেছনেই নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

"রিপোর্ট করো?" কোনো রকম সৌজন্যতা না দেখিয়েই জিলিক রুক্ষস্বরে বললো। ভ্যান রেন্সবার্গ অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, কেউ একজন একাই এই দূর্গের ভেতরে ঢুকে পড়েছে খামারের একজন ল্যাটিনো শ্রমিক সেজে। শিকারী কুকুরগুলোকে ফাঁকি দিয়ে একজন প্রহরীকে হত্যা ক'রে তার পোশাক পরে নিয়েছে লোকটা। সেই প্রহরীর মৃতদেহ নগ্ন অবস্থায় ঝর্ণার নীচে ভাসিয়ে দিয়েছে সে।

"তাহলে সে এখন কোথায়?"

"এয়ারফিল্ডের আশেপাশে, স্যার।"

"তুমি এখন কি করতে চাও, তাই বলো।"

"আমার অধীনে থাকা প্রতিটি ইউনিফর্ম পরিহিত লোককে ডেকে এনে তাদের পরিচয় পরীক্ষা ক'রে দেখছি।"

"*কুইস কাস্তোদিয়েস ইমপোস কাস্তোদেস?*" ম্যাকব্রাইড জানতে চাইলে বাকি দু'জন লোক তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো। "দুঃখিত। প্রহরীদের প্রহরা দেবে কে? কিভাবে বুঝবেন রেডিওতে বলা কণ্ঠটা মিথ্যে বলছে না?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ কোনো কথা বললো না।

"ঠিক," ভ্যান রেন্সবার্গ বলে উঠলো। "তাদের সবাইকে ব্যারাকে ডেকে এনে তাদের স্কোয়াড কমান্ডারের সামনে চেক ক'রে দেখতে হবে। আমি কি এই অর্ডারটা জারি করবো?"

জিলিক মাথা নেড়ে সায় দিলো।

কাজটা করতে এক ঘণ্টা সময় লাগলো। ওদিকে সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে শেষ আলোর রেশ এসে পড়েছিলো জানালার ফ্রেমে। বেশ বোঝা যাচ্ছে অন্ধকার নেমে আসছে। ভ্যান রেন্সবার্গ ফিরে এলো আবার।

"ব্যারাকের সবাইকেই পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে। আশিজন প্রহরীর সবাইকে তাদের জুনিয়র অফিসার চেক ক'রে দেখেছে। লোকটা এখনও আমাদের নাগালের বাইরে আছে।"

"কিংবা আমাদের এলাকার ভেতরেই," ম্যাকব্রাইড মন্তব্য করলো। "আপনার পঞ্চম স্কোয়াডটই তো ম্যানসনের প্রহরায় নিয়োজিত আছে?"

জিলিক তার সিকিউরিটি চিফের দিকে ফিরে তাকালো।

"তাদের আই.ডি চেক না করেই তুমি এখানে আরও বিশ জন প্রহরীকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছো?" সে শীতল কণ্ঠে জানতে চাইলো।

"না স্যার, অবশ্যই নয়। ওরা এলিট স্কোয়াড। জানি ডুপলেসিসের কমান্ডে আছে তারা। একটা অপরিচিত মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে চিনে ফেলবে।"

"তাকে এখানে রিপোর্ট করতে বলো," সার্ব আদেশ করলো।

দক্ষিন আফ্রিকান যুবকটি বেশ কয়েক মিনিট পরে লাইব্রেরির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, তাকে খুবই স্মার্ট দেখাচ্ছে।

"লেফটেনান্ট ডুপলেসিস, আমার কথা মতো বিশ জন লোককে তুমি বাছাই করে দু'ঘণ্টা আগে ট্রাকে ক'রে এখানে তাদের এনেছো?"

"জি, স্যার।"

"আমাকে ক্ষমা করবে। তোমরা যখন গেট দিয়ে ঢুকছিলে তোমাদের জগিং করার ফর্মেশনটা কি ছিলো?" ম্যাকব্রাইড জানতে চাইলো।

"আমি সবার আগে ছিলাম। আমার পিছনে ছিলো সার্জেন্ট গ্রে। তারপর বাকিরা ছিলো তিনটি লাইনে। ছ'জন ক'রে প্রতি লাইনে। সর্বমোট আঠারো জন।"

"উনিশজন," ম্যাকব্রাইড বললো। "তুমি একেবারে শেষের লোকটার কথা বোধহয় ভুলে গেছো।"

একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এলো। ম্যান্টলপিসের ঘড়িটার টিক টিক শব্দটা খুবই পীড়াদায়ক ব'লে মনে হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শেষের লোকটি মানে?" ভ্যান রেসবার্গ ফিসফিসিয়ে জানতে চাইলো।

"আমাকে উল্টাপাল্টা তথ্য দিও না। হয়তো আমি ভুল ক'রে থাকতে পারি। আমার মনে হয় আমি তোমাদের দলে উনিশজন লোককে দেখেছি। ট্রাকের শেষ প্রান্ত থেকে এসে অন্যদের পেছনে মিলিত হয়েছিলো সে। একই ইউনিফর্ম পরা লোক। আমি তখন এ ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভাবি নি।"

ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে ছ'টা বাজলো আর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বোমাটা বিস্ফোরিত হলো বিকট শব্দে।

খুব একটা বড় আকারের বোমা নয়, গলফ্ খেলার বলের মতোন বলা যায় আর একেবারেই ক্ষতিকর কিছু নয়। ওগুলোতে আট ঘণ্টা ডিলে টাইম ৎ সেটা করা হয়েছিলো। অ্যাভেঞ্জার মোট দশটি বোমা দেয়ালের পাশে রেখেছিলো সকাল দশটার দিকে। কয়েকদিন আগে বিমান থেকে ম্যানসনের ছবি তুলেছিলো অ্যাভেঞ্জার, আর সেই ছবি থেকে সে দেখে নিয়েছিলো বাড়ির কাছাকাছি কোথায় ঝোঁপঝাঁড় আছে। ছেলেবেলায় বেসবল খেলায় সে ভালো পিচার ছিলো। ঐ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সে বোমাগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে পেরেছে। বোমাগুলোর আওয়াজ শক্তিশালী রাইফেলের গুলির শব্দের মতো।

লাইব্রেরিতে কেউ একজন চিৎকার ক'রে বললো, "কভার দাও," সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা ফ্লোরে শুয়ে পড়লে কুলাক বন্দুক হাতে হামাগুড়ি দিয়ে তার প্রভুর কাছে এসে পজিশন নিয়ে নিলো। তখনই বাইরে থাকা একজন প্রহরীর গানম্যানকে চিহ্নিত করতে পেরেছে মনে ক'রে তার রাইফেলের ট্রিগার টিপে গুলি চালাতে শুরু করলো।

আরও দুটো বোমা ফাটার শব্দ হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীদের রাইফেল গর্জে উঠলো পাল্টা জবাব দেবার জন্যে। বোমা আর গুলির আওয়াজে একটা জানালা কেঁপে উঠলে বাইরে সেই অন্ধকার ঝোঁপঝাঁড় লক্ষ্য ক'রে কুলাক গুলি চালালো।

সার্ব বুঝতে পারলো যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। লাইব্রেরির পেছনের করিডোর দিয়ে গুঁটিসুটি মেরে এগিয়ে গিয়ে বেসমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে নেমে চললো। ম্যাকব্রাইড আর কুলাকও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলো না, তারাও তাকে অনুসরণ করলো।

নিচের করিডোরের শেষ প্রান্তে রেডিও রুমে কর্তব্যরত অপারেটর তার মনিবকে হুরমুর করে ঘরে ঢুকতে দেখে ঘাবড়ে গেলো। আশপাশ থেকে চিৎকার আর গোলাগুলির শব্দ শুনত পাচ্ছে সে। যোগাযোগ করার চেষ্টা করলো অপারেটর।

"স্পিকার, নিজের পরিচয় দাও। তমি কোথায়? এসব হচ্ছে কি?" চিৎকার ক'রে বললো সে। কিন্তু অন্ধকারে গোলাগুলির শব্দের কারণে কেউ তার কথাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনতে পেলো না। অপরিচিত কণ্ঠস্বর। বক্তাকে চিহ্নিত কহরার চেষ্টা করো। তুমি কোথায়? কি হচ্ছে বলো তো? সে চিৎকার ক'রে উঠলো।

জিলিক এগিয়ে গিয়ে নিজেই কনসোলের সুইচ টিপে দিলে আর কোনো শব্দ শোনা গেলো না।

"এয়ার ফিল্ডের সমস্ত পাইলট আর প্রহরীদের সক্রিয় হয়ে উঠতে বলো। এখনই আমি আমার হেলিকপ্টারটা চাই।"

"কিন্তু স্যার, সেটা এখন আকাশে ওড়ার মতো অবস্থায় নেই। আগামীকাল তৈরি হয়ে যাবে। গত দু'দিন ধরে এক নাগাড়ে মেকানিকরা সেটার পেছনে লেগে রয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলছে।"

"তাহলে হকারটা তৈরি রাখতে বলো। আমি চাই সেটা যেনো আকশে ওড়ার উপযোগী হয়ে ওঠে, এক্ষুণি!"

"এক্ষুণি স্যার?"

"হ্যা, এক্ষুণি! আগামীকাল নয়, এক ঘণ্টাও সময় দেয়া যাবে না, এক্ষুণি চাই।"

অনেক দূরে বোমা আর গুলির আওয়াজটা লম্বা লম্বা ঘাসে শুয়ে থাকা লোকটাকে নিজের হাটুর উপর দাঁড় করাতে বাধ্য করলো। ওদিকে গোধূলির অন্ধকার এখন রাতের অন্ধকারে পরিণত হচ্ছে। এদিক থেকে এটাও একটা বাড়তি সুবিধা বলা যায়, অন্তত তার পক্ষে তো বটেই! তবে অন্ধাকার বেশি গাঢ় হওয়ার আগে এখানকার কাজ তাকে সেরে ফেলতে হবে, কারণ চোখ দুটো তখন ঠিক মতো কাজ করতো পারবে না, কালো পিচের মতো অন্ধকার তখন তার কাছে বিভীষিকার মতো হয়ে দাঁড়াবে। বাইসাইকেলটা দাঁড় করিয়ে টুলবক্সটা বাইসাইকেলের সমনের বাস্কেটে রাখলো সে। তারপর প্যাডল মেরে একটানা দেড়মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এয়ারফিল্ডের হ্যাঙ্গারের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে হাজির হলো। ওদিকে কর্মরত মেকানিকেরা তাদের কাজে এতোই ব্যস্ত আছে যে, কে সেখানে এলো কিংবা চলে গেলো, কিছুই তাদের নজরে পড়লো না। পরবর্তী আধঘণ্টা পর্যন্ত তারা তাকে খেয়াল করবে না।

সার্ব ফিরে তাকালো মাকব্রাইডের দিকে।

"শুনুন মিঃ ম্যাকব্রাইড, এখানেই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। অর্থাৎ আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। আমার আশঙ্কা, আপনাকে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে হবে এখনই। এখানকার সমস্যা মিটে যাবে আর অচিরেই সিকউরিটির একজন নতুন প্রধানকে আমি পেয়ে যাচ্ছি। মিঃ ডেভেরুকে আপনি বলবেন, আমাদের চুক্তির খেলাপ আমি করবো না; কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ঐ লোকটাকে হত্যা ক'রে আমার মধ্যপ্রাচ্যের এক বন্ধুর অতিথেয়তা গ্রহণ ক'রে কিছু দিন আনন্দ উপভোগ করতে চাই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেসমেন্ট করিডোরের একেবারে শেষ প্রান্তে গ্যারাজ এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটা মার্সিডিজ গাড়ি অপেক্ষা করছে। চালকের আসনে বসে আছে কুলাক, আর তার নিয়োগকর্তা বসে আছে ঠিক তার পেছনের আসনে। ম্যাকব্রাইড গ্যারাজের সামনে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো অপসৃয়মান মার্সিডিজ গাড়িটার দিকে। ম্যানসন থেকে তারা বেরিয়ে যাওয়ার পরেও প্রধান ফটকের গেটটা খোলাই রইলো কিছুক্ষণ।

একটু পর, মার্সিডিজটা এয়ারফিল্ডে ঢুকতেই হ্যাঙ্গারের আলোগুলো জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। হকার ১০০০ বিমানের নাকের ডগায় গিয়ে হাজির হলো একটা ছোটো ট্র্যাক্টর।

একজন মেকানিক শেষবারের মতো বিমানের ইঞ্জিনসহ সমস্ত কলকব্জা পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতে ভুললো না। ওদিকে আলো ঝলমলে ককপিটে ক্যাপ্টেন স্টেপানোভিচ তার পাশে উপবিষ্ট ফরাসি কো-পাইলটসহ বিমানের যন্ত্রপাতি, গজ এবং অক্সিলিয়ারি পাওয়ার ইউনিটের সিস্টেমগুলো শেষ বারে মতো পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতে ভুললো না।

গাড়ির ভেতর থেকে জিলিক এবং কুলাক নজর রাখছে চারদিকে। হকার বিমানটি যখন হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে উড্ডয়নের জন্য রানওয়ে'তে এসে দাঁড়ালো তখন দরজা খুলে গেলে, ঝুলন্ত সিঁড়িটা নিচে নেমে এলো হিস্-হিস্ শব্দ ক'রে। উপরে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো কো-পাইলটকে।

কুলাক প্রথমে গাড়ি থেকে নেমে বিমানে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো চারপাশে নজর রাখতে রাখতে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে বিমানের ভেতর প্রবেশ করেই ঢুকে পড়লো একটা ব্যয়বহুল কেবিনের ভেতর। কেবিনের ভেতরটা পরীক্ষা ক'রে দেখার পর পেছনের টয়লেটের দরজাটা খুলে ফেললো সে। একেবারে খালি সেটা। সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপে ফিরে এসে তার নিয়োগকর্তার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ইশারা করলে সার্ব গাড়ি থেকে নেমে বিমানে ওঠার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলো এবার। বিমানের ভেতরে ঢোকা মাত্রই দরজাটা বন্ধ করে ফেলা হলো সঙ্গে সঙ্গে। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেলো সার্ব লোকটি।

বাইরে দু'জন অস্ত্রধরী প্রহরীর মধ্যে একজন ককপিটে ক্যাপ্টেন স্টেপানোভিচের কেবিনের দিকে কড়া নজর রাখছে, আর অপরজন দাঁড়িয়ে আছে জিলিকের কেবিনের দরজর সামনে। দু'জনেই তীক্ষ্ম নজর রাখছে চারদিকে।

ক্যাপ্টেন স্টেপানোভিচ তার বিমানের ইঞ্জিন, ব্রেক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি শেষ বারের মতো পরীক্ষা ক'রে দেখে নিয়ে বিমানযাত্রা শুরু ক'রে দিলো। বিমানটা একবার এয়ারফিল্ডে চক্কর দিয়েই নাক উঁচু ক'রে দ্রুত গতিতে উড্ডয়ন করলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকাশের দিকে। একটু পরেই হকারটা সমুদ্রের উপর দিয়ে ছুটি চলতে শুরু করলো।

ক্যাপ্টেন স্টেপানোভিচ বিমানটার নিয়ন্ত্রণ তার সহকারী কো-পাইলটের হাতে দিয়ে ফ্লাইট প্ল্যান এবং ট্র্যাকের ওপর চোখ বোলাতে শুরু ক'রে দিলো। প্রথম ফুয়েল স্টপ হবে আজোরেসে। ইউনাইটেড আরব আমিরাতে সে অনেকবার অবতরণ করেছে, কিন্তু কখনো মাত্র তিরিশ মিনিটের নোটিশে নয়। হকারটা তখন দশ হাজার ফুট উপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্বে এগিয়ে চলেছে।

বেশিরভাগ এক্সিকিউটিভ জেট বিমানের মতো হকার ১০০০ বিমানেরও একটা ছোটো আরাম দায়ক টয়লেট রয়েছে একেবারে পেছন দিকে। অন্য সব বিমানের মতো টয়লেটের পেছন দিকের দেয়ালে একটা আলগা পার্টিশান আছে হাল্কা লাগেজ রাখার জন্যে। ছোট্ট একটা খুপরির মতো জায়গাটা। কুলাক টয়লেট পরীক্ষা ক'রে দেখলেও লাগেজ রাখার খুপরিটা দেখে নি।

পাঁচ মিনিট আকাশে মিবানটা ওড়ার পর মেকানিকের পোশাক পরিহিত গুঁটিসুটি মেরে থাকা লোকটা সেই পার্টিশান দেয়ালের খুপরি থেকে বেরিয়ে ওয়াশরুমে প্রবেশ করলো। টুলবক্স থেকে নাইন মিলিমিটার অটোমেটিকটা হাতে তুলে নিলো সে। অস্ত্রটা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতেও ভুললো না। সেফটি ক্যাচটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে সেলুনের ভেতরে এসে ঢুকলো সে। দুটো চেয়ারে মুখোমুখি ব'সে থাকা দু'জন প্রহরী ঘটনার আকস্মিকতায় বাকরুদ্ধ হয়ে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"এটা ব্যবহার করার সাহস কখনো দেখাতে পারবে না," সার্ব বললো। "বিমানের কাঠামোয় বুলেট বিদ্ধ হয়ে একটা ছোট্ট ফুটো হলেই আমরা সবাই ধ্বজংস হয়ে যাবো।"

"এই অটোমেটিকের বুলেটটা একটু অন্যভাবে তৈরি ক'রে নিয়েছি," অ্যাভেঞ্জার হালকা চালে বললো। "এক কোয়ার্টার চার্জ। আপনার বুকে একটা গর্ত ক'রে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, আপনার শরীরের ভেতরেই থেকে যাবে সেটা, আপনাকে হত্যা করবে কিন্তু শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিমানের গায়ে কোনো ফুটো করবে না। আপনার লোকটাকে বলে দিন, আমি চাই সে তার অস্ত্রটা বের ক'রে রাখুক। তারপর দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে কার্পেটে শুয়ে পড়ে যেনো।"

সার্বো-ক্রোশিয় ভাষায় দু'চারটে টুকরো টুকরো কথা বিনিময় হলো। তার মুখটা রাগে উত্তেজনায় থমথম করছে এখন। দেহরক্ষী তার অস্ত্রটা বগলের হোলস্টার থেকে বের ক'রে মেঝেতে নামিয়ে রাখলো।

"ওটা আমার দিকে ঠেলে দাও," বলে উঠলো ডেক্সটার। জিলিক তার মতোই কাজ করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আর পায়ের অ্যাঙ্কলের সাথে লাগিয়ে রাখা অস্ত্রটাও।"

কুলাক তার বাম-পায়ের পায়ের মোজার আবরণের নিচে একটা অস্ত্র রেখেছে। ডেক্সটারের নির্দেশে সেটাও মেঝের ওপর ফেলে দিলো কুলাক। এবার অ্যাভেঞ্জার একজোড়া হ্যান্ডকাফ তার ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করে কার্পেটের উপর রাখলো।

"তোমার বাম-পায়ের গোড়ালিতে। তুমি নিজেই লাগিয়ে নাও। আমার কথা না শুনলে হাটুর বাটি হারাবে। হ্যা, এ কাজে আমি বেশ দক্ষ।"

"এক মিলিয়ন ডলার," সার্ব লোকটি বললো।

"বলতে থাকো," আমেরিকানটি বললো।

"নগদে, তোমার পছন্দের যেকোনো ব্যাঙ্ক থেকে।"

"আমি মার ধৈর্য হারাতে বসেছি।"

হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হলো।

"শক্ত ক'রে লাগাও।"

লোহার হ্যান্ডকাফ পরতে গিয়ে ব্যথায় কুঁকড়ে উঠলো কুলাকের চোখমুখ।

"চেয়ারের হাতলের সাথে লাগিয়ে নিয়ে এবার ডান-হাতের কব্জির সাথের সাথে আটকে নাও।"

"দশ মিলিয়ন। রাজি না হলে বোকামি করা হবে।"

উত্তরটা দেয়া হলো দ্বিতীয়-জোড়া হ্যান্ডকাফ বাড়িয়ে দিয়ে...

"বাম-হাতের কব্জিতে, তোমার বন্ধুর চেইনের মধ্য দিয়ে, তারপর ডান-হাতের কব্জিতে বেঁধে নাও। আমার চোখের দৃষ্টি সীমার মধ্যে থাকবে না হলে নিজেদের হাটুর বাটিকে *আদিওস* বলতে হবে।"

দু'টি লোক মেঝের উপরে পাশাপাশি গুঁটিসুটি মেরে একে অন্যের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে ব'সে থাকলো।

তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে ডেক্সটার এবার কেবিনের দরজার সামনে এগিয়ে গেলো। ক্যাপ্টেন ভাবলো, তার মালিক বুঝি যাত্রাপথের কি অবস্থা সে ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে এসেছে। অস্ত্রের নলটা তার মাথায় ঠেকাতেই তার হুঁশ হলো।

"ক্যাপ্টেন স্টেপানোভিচ, তাই না?" একটা অচেনা কণ্ঠস্বর কানে এলো তার। ওয়াশিংটন লি উইচিটা থেকে যে ই-মেইলটা ইন্টারসেপ্ট করেছিলো সেটা থেকেই নামটা জেনে নিয়েছে সে।

"আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই?" হাইজ্যাকার বললো। "আপনি আর আপনার বন্ধু স্রেফ পেশাদার, ঠিক যেমন আমি। আসুন, ব্যাপারটা সেভাবেই আমরা গ্রহণ করি। পেশাদার লোকেরা কখনো বোকার মতো কাজ করে না, যদি তারা জানে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। রাজি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে সায় দিলো। পেছন ফিরে সে কেবিনের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলো।

"আপনার মালিক আর তার দেহরক্ষীকে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে আপনি এখন কোনো সাহায্যই আশা করতে পারেন না। তাই আমি যা বলি তাই করুন।"

"কি চান আপনি?"

"বিমানের যাত্রাপথ বদলাতে হবে," অ্যাভেঞ্জার চকিতে একবার ইলেকট্রনিক ফ্লাইট সিস্টেমের দিকে তাকালো। "কিউবার দিকে বিমান ঘোরাও, যেহেতু আপাতত আমাদের কাছে কোনো ফ্লাইট প্ল্যান নেই।"

"শেষ গন্তব্যস্থল?"

"ফ্লোরিডার কি-ওয়েস্ট।"

"আমেরিকায়?"

"আমার পিতৃপুরুষদের মাতৃভূমি," অস্ত্র হাতের লোকটা বললো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

সান মার্টিন থেকে কি-ওয়েস্ট পর্যন্ত বিমান পথটি ডেক্সটারের মুখস্ত আছে। কিন্তু তার আর দরকার হবে না। হকার বিমানের অ্যাভিয়েশন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিগুলো এতোটাই স্পষ্ট আর সহজ সরল যে, আকাশ-পথের কোনো অভিজ্ঞতা নেই এমন লোকও সেটা খুব সহজেই বুঝে ফেলতে পারবে।

উপকূল ছেড়ে যাবার চল্লিশ মিনিট পর গ্রেনাডার উপকূলের আলো দেখতে পেলো সে। তারও দু'ঘণ্টা পরে পর ডোমিনিকান রিপাবলিকের দক্ষিণ উপকূলে পৌছে গেলো হকার বিমানটি। এরপর আরও দু'ঘণ্টা কিউবার উপকূল এবং বাহামার সবচেয়ে বড় দ্বীপ অ্যান্ড্রোস পেরিয়ে আসার পর সে এবার ফরাসি কো-পাইলটের মাথায় তার অস্ত্রটা ঠেকালো।

"এখনই ট্রান্সপন্ডার বিচ্ছিন্ন ক'রে দাও।"

কো-পাইলট আঁড়চোখে যুগোশ্লাভ পাইলটের দিকে তাকালে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে দিলো। ট্রান্সপন্ডারের সুইচ অফ ক'রে দিলো সে। এই ট্রান্সপন্ডার চালু থাকলে বিমানের গতিপথ এবং অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রমাগত জানান দিয়ে যাবে, যা নিকটবর্তী রাডারে ধরা পড়বে খুব সহজেই। তবে সেটার সুইচ অফ হওয়ার দরুন হকারের অস্তিত্ব রাডার যন্ত্রে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আর না থাকলেও ইতিমধ্যে সমতল ভূমির এয়ারপোর্ট থেকে সেটার সন্দেহজনক অনধিকার প্রবেশের কথা ঘোষণা করা হয়ে গেছে।

ফ্লোরিডার দক্ষিণের বহু দূর সমুদ্রে এয়ার ডিফেন্স আইডেন্টিফিকেশন জোন অবস্থিত। এটা আমেরিকার দক্ষিণ উপকূলবর্তী সমুদ্র অঞ্চলে মাদক ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্যে স্থাপন করা হয়েছে। সংক্ষেপে এটাকে বলে এডিজ। কেউ যদি ফ্লাইট প্ল্যান ছাড়া এখানে প্রবেশ করে তাদেরকেও শনাক্ত করা হয় মুহূর্তেই।

"সমুদ্র থেকে চারশো ফুট উপরে থাকো," ডেক্সটার বললো। "এখনই নেমে পড়ো। বিমানের সব লাইট নিভিয়ে দাও।"

"এটাতো অনেক বেশি নীচু হয়ে যাচ্ছে," ত্রিশ হাজার ফিট উপরে থাকা বিমানের পাইলট বললো। পুরো বিমানটাতে নেমে এলো আঁধার।

"মনে করো অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে আছো এখন। এটাতো তুমি আগেও করেছো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটা সত্য। যুগোশ্লাভ এয়ারফোর্সের একজন কর্নেল হিসেবে স্টেপানোভিচ অনেক ডামি আক্রমণ প্র্যাকটিস করতে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ আর ভূমি থেকে মাত্র চারশো ফুট উপর দিয়ে বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এতে ক'রে রাডার ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয়।

পূর্ণিমা রাতে সমুদ্রটা দেখতে খুবই রহস্যময় আর মায়াবী লাগছে। ইসলামোরাদা থেকে নব্বই মাইল দূরে যখন বিমানটি তখন সেটা ডেক্সটারের কথা মতো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চারশো ফুট উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। এভাবেই ফ্লোরিডা কি পর্যন্ত যেতে হবে, কারণ বাকি নব্বই মাইল পথ রাডারের আওতায় রয়েছে। এভাবে গেলেই রাডারে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে।

"কি-ওয়েস্ট এয়ারপোর্ট, রানওয়ে টু-সেভেন," ডেক্সটার বললো। কোথায় ল্যান্ড করবে সেটা সে আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলো।

ল্যান্ড করার জায়গা থেকে যখন পঞ্চাশ মাইল দূরে তখনই তাদেরকে চিহ্নিত করা হলো। কি-ওয়েস্টের বিশ মাইল উত্তরে কুডজো কি অবস্থিত। ওখানে একটা বিশাল বেলুন বসানো আছে ভূমি থেকে বিশ হাজার ফিট উপরে। যেখানে রাডার আশেপাশে এবং উপরের দিকে নজর রাখে সেখানে কুডজো'র এই আকাশ-চোখ উপর থেকে নীচের সব কিছুর উপর নজরদারী করে। এর জাল ছিঁড়ে কোনো বিমান বের হয়ে যেতে পারে না।

হকারটাকে চিহ্নিত করা হলে বোঝা গেলো এটার ট্রান্সপন্ডার বন্ধ, এবং কোনো ফ্লাইট প্ল্যানও নেই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পেনসাকোলার এয়ার বেস্-এর দুটো এফ-১৬ ফাইটারকে সতর্ক ক'রে দেয়া হলো।

হকারের দুই শত নট গতির বিপক্ষে এফ-১৬'এর গতি হলো হাজারেরও উপরে। ঘটনাটি যখন ঘটে তখন জর্জ ট্যানার কি-ওয়েস্টের কন্ট্রোলার ডিউটির দায়িত্বে ছিলো। অনুপ্রবেশকারী বিমানের অবস্থান চিহ্নিত করার পর তারা বুঝতে পারলো বিমানটি ল্যান্ড করতে চাচ্ছে। বিমানটিকে একটা ওয়ার্নিং দেয়া হলো : যেখানে ল্যান্ড করতে বলা হবে সেখানেই যেনো ল্যান্ড করা হয়। এর অন্যথা করা হলে আর কোনো ওয়ার্নিং দেয়া হবে না। মাদক বিরোধী অভিযানে কোনো রকম ছাড় দেয়া হয় না। তাদের প্রতি কোনো রকম অনুকম্পাও দেখানো হয় না।

রানওয়ের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হলে বিশ মাইল দূর থেকেও হকারের পাইলট সেটা দেখতে পেলো। বিমানটির উপরে নীচে এখন দুটো এফ-১৬ ফাইটার তাদের গতি কমিয়ে দুশো নটে নামিয়ে উড়ে চলছে। এফ-১৬'র জন্যে এই গতি ল্যান্ড করার গতির মতোই।

"অজ্ঞাত হকারকে বলছি, সামনে দেখো এবং ল্যান্ড করো। আবারো বলছি, সামনে দেখো এবং ল্যান্ড করো," ক্যাপ্টেনের ইয়ারফোনে একটা কণ্ঠ বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ মুহূর্তে ডেক্সটার ইয়ারফোনটা লাগিয়ে নিয়ে মাইকটা হাতে তুলে নিলো। কি-ওয়েস্ট, ফ্লোরিডা এয়ারপোর্টে হকারটার চাকা টারমাক স্পর্শ করতেই ট্রান্সমিট বোতামের ওপর চাপ দিয়ে মুখর হলো সে :

"অজ্ঞাত হকার ১০০০ জেট থেকে কি-ওয়েস্ট টাওয়ারে বলছি, শুনতে পারছেন?"

তার কানে জর্জ ট্যানারের কণ্ঠস্বরটা স্পষ্ট ভেসে এলো।

"শুনতে পাচ্ছি।"

"টাওয়ার, এই বিমানে একজন গণহত্যাকারী এবং বলকানে এক তরুণ আমেরিকানের খুনি রয়েছে। তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে তার পা দুটো চেয়ারের সঙ্গে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। দয়া ক'রে আপনি আপনাদের পুলিশ চিফকে খবর দিন যাতে ক'রে এই খুনিকে গ্রেপ্তার করা যায়।"

উত্তর পাওয়ার আগেই যোগযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে ক্যাপ্টেন স্টেপানোভিচের দিকে ফিরে তাকালো সে।

"ডান দিকের একেবারে শেষপ্রান্তে বিমানটাকে নিয়ে চলুন, আর তারপরেই আমি আপনাদের ছেড়ে দেবো," হাইজ্যাকার বললো। উঠে দাঁড়িয়ে সে তার অটোমেটিকটা পকেটে ঢুকিয়ে নিলো। হকারের পেছনে দেখা গেলো এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে দমকল, উদ্ধারকারী দল দ্রুত বেরিয়ে এসে রানওয়ে দিয়ে তাদের পেছন পেছন ছুটে আসছে।

"দরজাটা দয়া ক'রে খুলে দিন," ডেক্সটার বললো।

ফ্লাইট ডেক ছেড়ে সে এবার কেবিনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললে বিমানের ভেতরে আলোগুলো জ্বলে উঠলো। দু'জন বন্দী পিটপিট ক'রে তাকালো তার দিকে। খোলা দরজা পথ দিয়ে ডেক্সটার দেখলো ট্রাকগুলো তাদের বিমানের দিকেই ছুটে আসছে। ওদিকে লাল-নীল আলো জ্বালিয়ে ছুটে আসছে পুলিশের গাড়িও। তাদের গাড়ির সাইরেনের অস্পষ্ট আওয়াজটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে এখন।

"আমরা এখন কোথায়?" জোরান জিলিক চিৎকার ক'রে বললো।

"কি-ওয়েস্টে," ডেক্সটার বললো।

"কেন?"

"বসনিয়ায় একটা তৃণভূমির কথা আপনার মনে পড়ে? ১৯৯৫ সালের বসন্তকাল? এক আমেরিকান যুবক আপনার কাছে তার জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলো? এজন্যেই এসব করা হচ্ছে"– দরজার বাইরে হাত নেড়ে সে তার কথার জের টেনে আবার বললো, "সেই ছেলেটির দাদার জন্যে একটা উপহার আর কি।"

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে বিমানের নাকের ডগার নীচে চাকার বেসের দিকে এগিয়ে গেলো। দু'টি বুলেটের সাহায্যে বিমানের সামনের চাকা দুটো উড়িয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়া হলো। সীমান্তের বেড়াটা সেখান থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে। আস্তে করে রানওয়েতে নেমে ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ডেক্সটার এগিয়ে চললো একটা ম্যানগ্রোভ বনের ভেতর দিয়ে।

তার পেছনে এখন এয়ারপোর্টটা দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার সড়কে মাঝেমধ্যে গাড়ি আর ট্রাকের হেডলাইটের আলোতে এসে পড়ছে তার উপর। পকেট থেকে একটা সেলফোন বের ক'রে সে ডায়াল করলো। বহু দূরে ওন্টারিওর উইন্ডসরে এক লোক সেই ফোনের জবাব দিলো।

"মিঃ এডমন্ড?"

"হ্যা, আমি এডমন্ডই বলছি।"

"আপনার চাহিদা মতো বেলগ্রেড থেকে প্যাকেজটা ফ্লোরিডার কি-ওয়েস্ট বিমানবন্দরে পৌছে গেছে।"

আর একটা কথাও বললো না ডেক্সটার, অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসা উল্লাসের শব্দটাও মনে হয় না সে শুনতে পেলো, তার আগেই বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলো লাইনটা।

দশ মিনিট পরে ওয়াশিংটনে একজন সিনেটর নৈশভোজ সেরে ডিনার টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মায়ামির ফেডারেল মার্শাল সার্ভিস ব্যুরো থেকে দু'জন মার্শাল গাড়ি চালিয়ে ছুটে চললো দক্ষিণ দিকে।

মার্শালরা ইসলামোরাডার ভেতর দিয়ে যাওয়ার আগে একজন গবাদি পশুবাহক গাড়ির চালক, ঠিক কি-ওয়েস্টের বাইরে একজন লোককে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, লোকটার অমন অসহায় অবস্থা দেখে গাড়ির চালক তার ট্রাকটা থামালো।

"আমি ম্যারাথন পর্যন্ত যচ্ছি," সে বললো, "আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি?"

"ম্যারাথন? ঠিক আছে, ওই পর্যন্ত যেতে পারলেও হবে," উত্তরে লোকটা বললো। তখন প্রায় মাঝরাত।

নয় তারিখের প্রায় সারাটা দিন লেগে গেলো কেভিন ম্যাকব্রাইডের ঘরে ফেরার পথ খুঁজে বের করতে। ওদিকে মেজর ভ্যান রেজবার্গ তখনও সেই অনুপ্রবেশকারী লোকটার খোঁজ করার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে, নিজেকে সে সান্ত্বনা দিচ্ছে এই বলে যে, অন্তত তার নিয়োগকর্তা নিরাপদেই আছেন। তার আর একটা সান্ত্বনা এই যে, সি.আই.এ"র লোকটিকে সে রাজধানী শহরে ফেরত পাঠাতে পেরেছে। কর্নেল মোরেনো তার জন্য তার এয়ারফিল্ড থেকে পারামারিবো যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। একটি কে.এল.এস ফ্লাইট তাকে কুরাকাও দ্বীপে পৌছে দিলে সেখান থেকে মায়ামি ইন্টারন্যাশ্যানাল এবং তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শাটল বিমান ধরে ওয়াশিংটনে এসে পৌঁছেছে সে। সোমবার সাত-সকালে সে পল ডেভেরুর অফিসে গিয়ে হাজির হলো; তার চিফ ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত।

পল ডেভেরুর মুখটা খুব শুকনো দেখাচ্ছে। এ ক'দিনে তার বয়স যেনো অনেক বেড়ে গেছে। ইশারায় ম্যাকব্রাইডকে বসতে বলে উদ্বিগ্ন হয়ে একটা কাগজের শিট ডেস্কের ওপর দিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

সমস্ত ভালো ভালো সাংবাদিকেরা বেরিয়ে পড়েছে তাদের এলাকার পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে। যাতে ক'রে একটা খবরও বাদ না পড়ে তার জন্য তারা পাগল হয়ে আছে। কি-ওয়েস্টের *মায়ামি হেরাল্ডের* সংবাদও তার ব্যতিক্রম নয়। গত শনিবার রাতের ঘটনার পরের দিন রবিবার দুপুরে কি-ওয়েস্ট পুলিশ ফোর্সে কার্যরত তার এক বন্ধু গোপনে খবরটা প্রকাশ করে দিয়েছে তার কাছে আর তার সেই রিপোর্ট যথারীতি পরের দিন সোমবারের সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। সেটা সেই ঘটনার একটা সারাংশ মাত্র, সোমবার সকালে ডেভেরু তার ডেস্কের ওপর সেই খবরটা দেখতে পেয়েছে।

সেই কাহিনী একজন যুদ্ধবাজ সার্বিয়ানের যাকে গণহত্যাকারী ব'লে সন্দেহ করা হচ্ছে, যাকে তার নিজের জেট বিমানে আটক ক'রে জরুরি ভিত্তিতে কি ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। আর সেই কাহিনীই ফলাও ক'রে ছাপা হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়।

"হায় ঈশ্বর," খবরটা পড়তে গিয়ে ম্যাকব্রাইড ফিসফিস করে বলে উঠলো, "আমরা তো ভেবেছিলাম, সে পালাতে পেরেছে।"

"না। মনে হচ্ছে তাকে হাইজ্যাক করা হয়েছে," ডেভেরু মন্তব্য করলেন। "কেভিন, এর অর্থ কি, জানো? না, অবশ্যই তোমার জানার কথা নয়। এটা আমারই দোষ। আগেই তোমাকে আমার ব্যাখ্যা করা উচিত ছিলো। প্রজেক্ট পেরিগ্রিনের কোনো অস্তিত্বই এখন আর নেই। দু'বছরের কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাকে ছাড়া সেটা আর এগোতে পারবে না।"

খবরের প্রতিটি লাইনে বিচক্ষণ সাংবাদিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে, এই শতাব্দীতে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এটা তার জঘন্য ষড়যন্ত্রের একটি পরিকল্পনা ছিলো।

"করাচি এবং পেশোয়ায় মিটিংয়ে যোগ দিতে কখন তার উড়ে যাবার কথা ছিলো?"

"বিশ তারিখে। আর দশটা দিন আমার খুব দরকার ছিলো।"

এই বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, বাইরের তরুবীথির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকব্রাইড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ভোর থেকেই আমি এখানে আছি, আমাকে ফোনে একটা খবর দেয়ার পর থেকেই। খবরটা পেয়ে আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি : কি ক'রে এ কাজ করতে পারলো সেই অ্যাভেঞ্জার নামের লোকটি?

ম্যাকব্রাইড চুপ ক'রে থাকলো। তার প্রতি সহানুভূতিতে সে আপ্লুত।

"এটা কোনো বোকা লোকের কাজ নয়, কেভিন। তবে তাই ব'লে আমি বলবো না, একজন বোকা লোকের কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। আমি বলবো, লোকটা অত্যন্ত চতুর, আমার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি চতুর সে। সব সময়েই আমার থেকে এক ধাপ এগিয়ে ছিলো সে...হয়তো সে জেনে থাকবে আমি তার বিপক্ষে ছিলাম। মাত্র একজন লোকই তাকে বলে থাকতে পারে, আর সেই লোকটা কে জানো, কেভিন?"

"আমার কোনো ধারণাই নেই, পল।"

"সেই নারকীয় বেজন্মা লোকটা এফ.বি.আই'এরই একজন, নাম তার কলিন ফ্লোমিং। কিন্তু যদিও বা কোনো রকম ইঙ্গিত সে পেয়ে থাকে, কি করেই বা সে আমাকে টেক্কা দিতে পারলো? এখানে সুরিনাম দূতাবাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা যে তার সহযোগিতা করবো সেটা নিশ্চয়ই সে অনুমান ক'রে থাকবে। তাই একজন প্রজাপতি শিকারী হিসেবে প্রফেসর মেডভার্স ওয়াটসনকে আবিস্কার করতে পেরেছিলো। একটা মিথ্যে বানানো কাহিনীর অবতারণা ক'রে ভুল পথে চালিত করা এবং ফাঁদে ফেলা। জানো কেভিন, আমার সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিলো, সেই প্রফেসর একজন ভূয়া লোক। দু'দিন আগ সুরিনামে আমাদের লোক মারফত একটা খবর পাই। জানো, তারা আমাকে কি বলেছে?"

"না পল।"

"তার আসল ছদ্মনাম ছিলো হেনরি ন্যাশ, একজন ইংলিশম্যান। আমস্টারডাম থেকে সে তার ভিসা সংগ্রহ করেছিলো। আমস্টারডামের কথা আমরা কখনই ভাবি নি। ধূর্ত, খুবই ধূর্ত সেই বেজন্মাটা। সুতরাং, মেডভার্স ওয়াটসন সেখানে প্রবেশ করে এবং জঙ্গলে মারা যায়। অ্যাভেঞ্জারের ইচ্ছে মতোই তেমনটি ঘটেছিলো। এর ফলে লোকটা ছ'দিন বাড়তি সময় পেয়ে যায়। অবশ্য আমরা প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলাম, সেটা একটা চাল ছিলো। আর সেই ফাঁকে সে জোরান জিলিকের এস্টেটের কাছে পাহাড়ের চূড়া থেকে সব নিরীক্ষণ ক'রে গেছে। তারপরই তুমি সেখানে গেলে।"

"কিন্তু, আমিও তো তাকে মিস্ করেছি, পল।"

"তার কারণ ওই গর্দভ দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটা তোমার কথা শোনে নি। অবশ্য ভোরের দিকে ক্লোরোফর্ম করা পিয়নকে আবিষ্কার করার পরেও সতর্ক অবলম্বন করা দরকার ছিলো তাদের। কুকুরগুলোকে আগেভাগেই কাজে লাগালে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালো হোতো। তাদের বোঝা দরকার ছিলো একজন প্রহরীকে খুন ক'রে সে সে নিজেই প্রহরী সেজে ম্যানসনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে।"

"আমারও তো বুঝতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো, পল।"

"হ্যা, দেরি হয়ে গিয়েছিলো। সে বিমানটা হাইজ্যাক ক'রে ফেলেছে।"

ডেভেরু জানালার দিক থেকে ঘুরে সহকারীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তার হাতটা প্রসারিত ক'রে দিলেন তিনি।

"কেভিন, দুঃখের কথা কি জানো, আমরা সবাই পরাজিত। কিন্তু সে জিতে গেছে, আর আমি হেরে গেছি। কিন্তু তুমি যা করেছো আর করার চেষ্টা করেছো আমি তার জন্যে তোমার প্রশংসা না ক'রে পারছি না। আর কলিন ফ্লেমিংয়ের ব্যাপারে বলবো, ওই বেজন্মাটার সঙ্গে পরে আমি মোকাবেলা করবো। এই মুহূর্তে আমাদের নতুন ক'রে কাজ শুরু করতে হবে, কিছু ক'রে দেখানোর তাগিদ অনুভব করতে হবে। উসামা বিন লাদেন এখনও সক্রিয়, এখনও পরিকল্পনা ক'রে যাচ্ছে, এখনও ভাবছে কিভাবে আমেরিকাকে ধ্বংস করা যায়। আগামীকাল সকাল আটটায় আমাদের পুরো দলটাকে এখানে দেখতে চাই। কফি আর ড্যানিশ যেনো থাকে। আমরা সিএনএন-এর খবরটা শুনবো, তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসবো। সিদ্ধান্ত নেবো এখান থেকে আমরা এরপর কোথায় যাবো।"

ম্যাকব্রাইড চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো।

"জানো ম্যাকব্রাইড," দরজার আছে সে পৌছাতেই ডেভেরু বলে উঠলেন, "এই এজেন্সিতে দীর্ঘ তিরিশ বছর থাকার দরুন এই শিক্ষাই আমি পেয়েছি, আনুগত্যের কিছু সীমানা আছে, আছে বাধ্যবাধকতা, যা কিনা অনেক সময়ই লঙ্ঘন করতে হয়, এমন কি কর্তব্যের বাইরে গিয়ে হলেও।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উপসংহার

কেভিন ম্যাকব্রাইড হলঘরে নেমে এসে এক্সিকিউটিভ ওয়াশরুমের দিকে এগিয়ে গেলো। দীর্ঘ ভ্রমন আর নিদ্রাহীন রাত কাটানোর ফলে সে এখন ভীষণ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত।

একটু সতেজ হওয়ার জন্য ওয়াশরুমে গিয়ে ঢুকলো। আয়নায় নিজের বিধ্বস্ত মুখ দেখে চমকে উঠলো সে। তারপরেই ডেভেরুর কথাটা নিয়ে ভাবলো। প্রজেক্ট পেরিগ্রিন কি সফল হোতো? সৌদি সন্ত্রাসী কি এই ফাঁদে পা দিতো? দশ দিন পর কি তার সঙ্গীদের পেশোয়ারে দেখা যেতো? তারা কি সেই গুরুত্বপূর্ণ ফোন কলটি করতো, যা এন.এস.এ কর্তৃক ইন্টারসেপ্ট করার কথা ছিলো?

এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জিলিককে আর কখনো কোথাও ভ্রমণরত অবস্থায় দেখা যাবে না। আমেরিকার আদালতে তার বিচারের পর তাকে জেলের ভেতরেই হয়তো বাকি জীবনটা কাটাতে হবে। যা হবার হয়ে গেছে।

সে তার মুখ ধুলো প্রায় দশ-বারোবার, আয়নার দিকে বারবার তাকালো নিজের মুখটা দেখার জন্য। ছাপান্ন, সাতান্নয় সে পা দিতে চলেছে। দীর্ঘ তিরিশ বছর কাজ করার পর আগামী ডিসেম্বরে সে অবসর নেবে।

আগামী বসন্তে প্রতিশ্রুতিমতো সে আর মোলি কাজ করবে। তাদের ছেলে মেয়ে কলেজের পাঠ চুকিয়ে এখন নিজেরাই তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে মন দিয়েছে। সে চায় তার মেয়ে আর জামাই তাকে একটা নাতি উপহার দিক যাকে সে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে নষ্ট করবে। সেই দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় তারা একটা বড়সড় মোটরহোম কিনবে, মোলিকে সে এরকমই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সে জানে, মন্টানায় এমন কিছু খুনির দল আছে যাদের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়েছে।

অনেক কমবয়েসী এক এজেন্ট, যে কিনা জি.এস.আই-২'এ সবেমাত্র যোগ দিয়েছে, ওয়াশরুমে ঢুকে তার মতো বেসিনে মুখ ধুতে শুরু করলো। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় হতেই তারা হেসে ফেললো। পেপার টাওয়েল দিয়ে মুখ মুছলো ম্যাকব্রাইড।

"কেভিন," কমবয়েসী এজেন্ট বললো।

"হ্যা।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

"আপনাকে যদি একটা প্রশ্ন করি কিছু মনে করবেন না তো?"

"বলো।"

"এটা একটু ব্যক্তিগত প্রশ্ন।"

"তাহলে হয়তো আমি এর উত্তর নাও দিতে পারি।"

"আপনার বাম-হাতের ওই উল্কির ব্যাপারটা আর কি। দাঁত বের ক'রে হাস্যরত একটা ইঁদুর, যার প্যান্টটা নিচে নেমে গেছে। এর অর্থ কি?"

ম্যাকব্রাইড আয়নার দিকেই তাকিয়ে রইলো, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে জি.আই-এর দু'জন তরুণ মদ আর বিয়ারের বোতল সামনে রেখে সায়গনের এক উষ্ণ রাতে হাসছে, প্যাট্রোম্যাক্স ল্যাম্পের হিস্ হিস্ শব্দ এবং একজন চীনা উল্কি অঙ্কনকারী তার কাজ ক'রে যাচ্ছে। দু'জন তরুণ আমেরিকান একটু পরেই একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু তারা অঙ্গীকারবদ্ধ, কেউ কারোর কাছ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। পরে বয়সের ভারে যদি না চেনা যায়, তাই চিহ্ন স্বরূপ তারা নিজেদের বামহাতের ওপরে উল্কি আঁকিয়ে নিচ্ছে।

কয়েক সপ্তাহ আগে দেখা একটা পাতলা ফাইলের কথা মনে পড়ে গেলো তার, বামহাতে হাস্যরত ইঁদুরের উল্লেখ ছিলো। ওপরওয়ালার হুকুম সে শুনেছিলো, লোকটাকে খুঁজে বের করো, তাকে হত্যা করো।

ম্যাকব্রাইড তার কব্জিতে ঘড়ি পরে জামার হাতাটা নামিয়ে দিলো। তারপর তার হাতঘড়িতে তারিখ দেখতে গিয়ে দেখলো, দিনটা ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০১।

"সে এক অদ্ভুত গল্প, বাবা," বৃগেডিয়ার বললো, "আর সেটা ঘটেছিলো আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে, বহু দূরে।"

• • •

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG